1

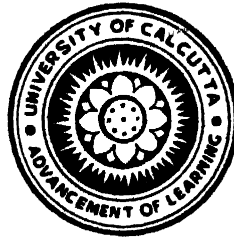
জ্ঞানদাসের পদাবলী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

ও

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., এল-এল বি., পি-এইচ.ডি.

সম্পাদিত



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩৬৩

মূল্য—দশ টাকা

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

Reg. No. 1841 B—August, 1956—E.

উৎসর্গপত্র

ভারতের অন্যতম মনীষী

স্বনামধন্য ব্যবহারাজীব

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস

মহাশয়ের করকমলে

সারদা কুটীর
কুড়মিঠা (বীরভূম)
১লা আষাঢ়, ১৩৬৩

গুণমুগ্ধ
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ভূমিকা

"রাঢ়দেশে কান্দরা নামেতে গ্রাম হয়।
যথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়।।"

ভক্তিরত্নাকরের এই দুই ছত্র কবিতা লইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যে বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে। অনেকেই বলিয়াছেন, মঙ্গল জ্ঞানদাসেরই অপর নাম। কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেহ বলিয়াছেন, "জ্ঞানদাস দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন তাই লোকে তাহাকে মঙ্গল বলিত।" আবার অন্য জনে বলিয়াছেন, "জ্ঞানদাস ভুবনমঙ্গল হরিনাম বিতরণ করিতেন, এইজন্যই সকলে তাঁহাকে মঙ্গল জ্ঞানদাস বলিয়া ডাকিত।" দেহসৌষ্ঠব এবং হরিনাম বিতরণের জন্য মঙ্গল উপাধি প্রাপ্য হইলে সে কালের বৈষ্ণবগণের প্রায় সকলেই তাহা পাইতেন। এ কথাটা কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই। এখনো কাহারো কাহারো বিশ্বাস মঙ্গল এবং জ্ঞানদাস একই ব্যক্তির নাম।

মঙ্গল একজন স্বনামধন্য ভক্ত এবং জ্ঞানদাস একজন সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা, দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি। দুইজনই কান্দরার অধিবাসী। মঙ্গল ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গদাধর শাখা গণনায় ইঁহার নাম আছে—"যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব।" বৈষ্ণব-সাহিত্যে মঙ্গল ঠাকুর মঙ্গল বৈষ্ণব নামে পরিচিত। কান্দরায় ইঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

মঙ্গল ঠাকুরের নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কিরীটকোণা গ্রামে। কুলপরিচয়ে ইনি কিরীটকোণার পালধি বংশজাত। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইয়া কুলদেবতা শ্রীনৃসিংহদেব শালগ্রাম লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মঙ্গল কান্দরার পশ্চিমে রাঢ়ীপুরের ডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। শালগ্রামের ভোগের জন্য তিনি দিনে একবার মাত্র ভিক্ষায় বাহির হইতেন। অবশিষ্ট সময় তাঁহার ভগবন্নাম কীর্ত্তনেই অতিবাহিত হইত। কান্দরায় প্রবাদ আছে মঙ্গল ঠাকুরের সাধন-ভজনের কথা শুনিয়া শ্রীল গদাধর পণ্ডিত জীউ কান্দরায় শুভাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দীক্ষাদান এবং স্বপূজিত শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল বিগ্রহের সেবার ভার সমর্পণ করেন। প্রবাদ শুনিয়াছি —শ্রীল পণ্ডিত মহোদয় শারদীয় কল্পারম্ভের কৃষ্ণানবমী দিনে শুভাগমনপূর্ব্বক পরবর্ত্তী শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত কান্দরায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই স্মরণীয় ঘটনার স্মৃতিরক্ষার জন্য কান্দরায় ঐ কয়দিন ব্যাপিয়া একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। উৎসবের নাম 'সাঁজি উৎসব'। পূর্ব্বে এই উৎসব উপলক্ষ্যে নানাস্থান হইতে ছোট-বড় বহু কীর্ত্তনীয়া কান্দরায় উপস্থিত হইতেন। বর্ত্তমানে সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবেরও রূপান্তর ঘটিয়াছে। দেশে কীর্ত্তনীয়ার সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে। ঠাকুরবাড়ীর অবস্থাও পূর্ব্বের মত নাই।

পণ্ডিত মহোদয়ের অনুমতি লইয়া মঙ্গল ঠাকুর মাত্র তিনজন শিষ্যকে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। প্রথম, কাঁকড়া হুসমপুরের একজন চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয়,

নিকটবর্ত্তী রাজুর গ্রামের শ্রীনৃসিংহবল্লভ মিত্র। ইনি দীক্ষা গ্রহণের পর বীরভূম জেলার ময়নাডাল গ্রামে গিয়া বাস করেন। ময়নাডাল মঙ্গলের কৃপায় সে কালে মনোহরসাহী কীর্ত্তনের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। নৃসিংহের বংশধরগণ মিত্রঠাকুর নামে পরিচিত। তৃতীয়, ময়নাডাল গ্রামের জনৈক অধিকারী-উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া মঙ্গল ঠাকুর ইঁহারই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মঙ্গল ঠাকুরের তিন পুত্র—রাধিকাপ্রসাদ, গোপীরমণ এবং শ্যামকিশোর। এই তিন পুত্রের বংশধরগণ যথাক্রমে বড়বাড়ী, মধ্যমবাড়ী এবং ছোটবাড়ীর ঠাকুর নামে পরিচিত। বড়বাড়ীতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র যুগল বিগ্রহ, মধ্যম বাড়ীতে শ্রীরাধাকান্ত যুগল বিগ্রহ এবং ছোট বাড়ীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহ, মঙ্গলঠাকুরের পূজিত শ্রীনৃসিংহদেব শালগ্রাম ও শ্রীগৌরাঙ্গ-গোপাল বিগ্রহ পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

মঙ্গল ঠাকুরের বংশে বহু পণ্ডিত গায়ক এবং কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কীর্ত্তনীয়াগণের মুখে শুনিয়াছি, জ্ঞানদাস কান্দরার শ্যামকিশোরের পুত্র বদন, শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর এবং ময়নাডালের নৃসিংহ মিত্র ঠাকুরের সহায়তায় রাঢ়ের পুরাতন কীর্ত্তন-ধারাকে খেতরীর গড়েরহাটী ধারা হইতে স্বাতন্ত্র্য দানে মনোহরসাহী নামে প্রচলিত করিয়াছিলেন। পদকল্পতরু সঙ্কলনের পরবর্ত্তী কালের প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীচন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃদ্বয় মঙ্গল ঠাকুরের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

মঙ্গল ঠাকুর জ্ঞানদাসের সঙ্গে খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। নরোত্তম-বিলাসে অপরাপর বৈষ্ণবগণের সঙ্গে ইঁহাদেরও নাম আছে। খেতরী যাত্রাপথে কাটোয়ায় গিয়াছিলেন—

মধুমিশ্র কাশীনাথ পণ্ডিত উদ্ধব।
শ্রীনরানন্দ মিশ্র মঙ্গল বৈষ্ণব।।

* * * *

* * * *

মুরারী মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর।।

বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত কান্দরা গ্রাম বীরভূমের মধ্য দিয়া উদ্ধারণপুর যাইবার পথে আমদপুর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রায় আটক্রোশ দূর। আমদপুর-কাটোয়া শাখা রেলপথের ষ্টেশন রামজীবনপুর কান্দরারই অপর নাম। ষ্টেশনের নাম কান্দরা না রাখিয়া কেন রাম-জীবনপুর রাখা হইয়াছিল জানি না। গ্রামখানি পূর্ব্বে খুব সমৃদ্ধ ছিল। মাঝে অনেক দিন অবনতির দশা গিয়াছে। রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পুনরায় গ্রামের শ্রী ফিরিয়াছে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীর অতীত সমৃদ্ধি আর ফিরিয়া আসে নাই।

গ্রামে প্রায় সহস্রাধিক ঘর লোকের বাস। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী না হইলেও বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সংখ্যা মন্দ নহে। পূর্ব্বে কান্দরায় মুন্সেফী আদালত ছিল। সাব-রেজেষ্ট্রী কার্য্যালয় ছিল। এখন একটি উচচ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে। সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। হাটে গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সকল রকম জিনিষই পাওয়া যায়। ষ্টেশনের নিকট চাউলের আড়ৎ, কয়লার ডিপো ও অন্যান্য জিনিষের দোকান আছে।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, জ্ঞানদাস চিরকুমার ছিলেন। কান্দরায় প্রবাদ আছে, জ্ঞানদাস বিবাহিত ছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তনয় শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর ইষ্টচিন্তায় বিঘ্ন উৎপাদন করায় পুত্র দুইটি অকালে পরলোকগত হন। জ্ঞানদাস শ্রীপাদ নিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীযুক্তা জাহ্নবী দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। জাহ্নবী দেবী একবার এবং শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভু দুইবার কান্দরায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। কান্দরার কায়স্থ বংশীয় জয়গোপাল দাস পাণ্ডিত্যগর্ব্বে শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুকে অবজ্ঞা করায় বৈষ্ণব সমাজে অপাংক্তেয় হইয়াছিলেন।

কান্দরায় জ্ঞানদাসের মঠ অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। এই মঠে (আখড়ায়) জ্ঞানদাসের পূজিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল বিগ্রহ আজিও পূজাপ্রাপ্ত হইতেছেন। জ্ঞানদাসের বন্ধু মনোহরের —আউলিয়া মনোহর দাসের ভ্রাতা শ্রীকিশোর দাস জ্ঞানদাসের মঠের প্রথম মোহান্ত। জ্ঞানদাসের তিরোধানের পর তিনিই শ্রীবিগ্রহযুগলের পূজার ভার গ্রহণ করেন। কিশোরের বংশ লোপ পাইলে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ মঠের সেবাপূজা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

জ্ঞানদাস বাঙ্গালা-কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আজিকার বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতির দিনেও বাঙ্গালী কবিসমাজে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যেমন চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি, শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী দিনে তেমনই জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

আধুনিক কবিগণের কবিতা আলোচনায় কবি-মানসীর প্রয়োজনীয়তা প্রায় অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, এই জ্ঞানদাসেরই সুবিখ্যাত "রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন" পদের আলোচনায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কবির মানসীর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন। কবির উক্তি—"অন্ধকার বাদলা রাতে মনে পড়ছে ঐ পদটা—'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন'—....সে দিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোন একটি মেয়ে ছিল। ভালবাসার কুঁড়িধরা তার মন, মুখ-চোরা সেই মেয়ে। চোখে কাজল-পরা, ঘাট থেকে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে মেয়ে আজ নেই। আছে শাঙন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানই।"

শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের কবিতা-আলোচনায় প্রাচীন সমালোচকগণও এই মানসীকে স্বীকার করিয়াছেন। জয়দেবের বিবাহিতা পত্নী পদ্মাবতী, চণ্ডিদাসের পরকীয়া রজকিনী রামী এবং বিদ্যাপতির মিথিলারাজ মহিষী লছমিরাণী সেকালের সমালোচকগণের চক্ষে এই মানসীর আসন অধিকার করিয়া আছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী কবিদের চোখের কাছে কোন একটি মেয়ে ছিল না। শ্রীরাধিকার ছবির পিছনে বৈষ্ণব কবিগণের চোখের কাছে যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি ছিল, তিনি পৃথিবীর প্রেমবিগ্রহ বাঙ্গালীর শ্রীগৌরাঙ্গদেব, ভারতের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। যিনি মানবের দুঃখে অমৃতলোক গোলোক হইতে মরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; মানুষের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দুয়ারে দুয়ারে কাঁদিয়া ফিরিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বনরাজী-কালিমা যাঁহার চক্ষে শ্রীবৃন্দাবনের শ্যামশোভায় রূপান্তরিত হইত। সাগরের উত্তাল কলরোল যাঁহার কর্ণে কালিন্দী জলকল্লোলের প্রতিধ্বনি বহিয়া আনিত। চটক পর্ব্বত যাঁহার হৃদয়ে গোবর্দ্ধনের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত। সেই রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত-তনু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দেখিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই

শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে, তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। অপর অনেকে এই সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তগণের মুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদগণের দিব্য জীবনকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণের কবিতা আলোচনাপ্রসঙ্গে এই কথাগুলি স্মরণে রাখিলে আমাদিগকে কবি-মানসীর অনুসন্ধানে আর পণ্ডশ্রম করিতে হইবে না।

বৈষ্ণব কবিগণের পদের ভণিতা একটি অভিনব বস্তু। মার্গসঙ্গীতেও ভণিতা গানের একটি অঙ্গ। ভণিতা দেওয়ার প্রথা মার্গসঙ্গীতের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই প্রথা রচয়িতার নাম-স্বাক্ষরের রীতিরক্ষার প্রথা মাত্র। মঙ্গলকাব্যের ভণিতারও কোন বৈশিষ্ট্য নাই। রামায়ণের—"কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ"; অথবা মহাভারতের "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান"—গতানুগতিক গণ্ডীর মধ্যেই দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবির ভণিতা সেরূপ নহে। তাঁহাদের অনেক কবিতা ভণিতা-সহযোগে যেন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভণিতায় নাম স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কবিতাটি যেন অভিনব ব্যঞ্জনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ভণিতায় জিজ্ঞাসা আছে, উপদেশ আছে, পরামর্শ আছে, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, তিরস্কার আছে। আর আছে মানবহৃদয়ের চিরন্তন আকুতি, আকুল আবেদন। আছে সাধন-সঙ্কেত, মানবের পঞ্চম পুরুষার্থ লাভের—চরম ও পরম লক্ষ্যে উপস্থিতির উপায়-নির্দ্দেশ। বৈষ্ণব কবিগণের প্রত্যেকেরই ভণিতার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে। জ্ঞানদাসের কয়েকটি ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি। দানখণ্ডে পশারিণী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছেন, জ্ঞানদাস বলিতেছেন—

"জ্ঞানদাসেতে কয়, পশারী যে জন হয়,
রসাল বচনে করে বিকি।"

কৃষ্ণ পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, জ্ঞানদাস শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—"জ্ঞানদাসে কয় কিবা কর ভয়, যাহ হাত ঠেলা দিয়া।" শ্রীকৃষ্ণ পশারিণী শ্রীরাধাকে নানাবিধ অলঙ্কারের জন্য শ্লেষ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "তার তোড়ল পর।" জ্ঞানদাস শ্রীরাধার পাদপদ্মযুগল দেখাইয়া দিতেছেন—"জ্ঞানদাস কহে হের, পাশলি নূপুর শোভে পায়॥" কৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমি দানী।" জ্ঞানদাস বলিতেছেন, "তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন জনা।" এই একটিমাত্র প্রশ্ন সমগ্র পদটিকে অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছেন—

জ্ঞানদাস কহে গোপ ঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে এত কি বলি॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিতে আসিতেছেন—"জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত নহিলে কি লাগি বাহু পসার।" গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে তুচ্ছ কাচ বলিয়া উপহাস করিতেছেন—"শুনি জ্ঞানদাস কহ, হিয়ায় কষিয়া লহ, কাচ নহে কষটি পাষাণ।" শ্রীরাধার অঙ্গে বিলাস-চিহ্ন দেখিয়া সখীগণ উপহাস করিতেছেন। জ্ঞানদাস বলিলেন—জ্ঞানদাস কহ, চলহ চলহ সখি ঝাইক, সিনাহ সিনানে।

অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই আপনাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-সঙ্গিনী-রূপে ভাবনা করিতেন। অনেকেরই দাসী অভিমান ছিল—শ্রীরাধার দাসী। ইহাই সখীভাবের, গোপীভাবের ভজন। ভণিতার মাধ্যমে ইঁহারা লীলায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই নিভৃত নিকুঞ্জগৃহের সেবিকা। ইঁহাদের মধ্যে কেহ নিকটে দাঁড়াইয়া যুগলের বিশ্রম্ভালাপ শুনিতেছেন, উত্তরে প্রত্যুত্তরে যোগ দিতেছেন। কেহ বা যুগলের লীলাবিলাস দেখিতেছেন। নানা ভাবের সেবা লইয়া লীলায় অংশ গ্রহণ করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কয়েকটি পদে জ্ঞানদাস মহাভাব-স্বরূপিণীর শ্রীপদপ্রান্তে আপনাকে বিকাইয়া দিয়াছেন। বলিতে সঙ্কোচ হয়, এই কয়টি পদে কবির বাণী যেন শ্রীমতীর উক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। উদ্ধৃত করিতেছি—

জ্ঞানদাস বলে মুঞি কারে কি বলিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব॥

* * * *

গঞ্জে গুরুজন, বলু কুবচন, সে মোর চন্দন চূয়া।
জ্ঞানদাস কহে, এ অঙ্গ বেচেছি, তিল তুলসী দিয়া॥

* * * *

পরবশ প্রেম, পূরয়ে নাহি আরতি, অনুখন অন্তর দাহ।
জ্ঞানদাস কহে, তিলে কত সুখ হয়ে, হেরইতে শ্যামর নাহ॥

* * * *

খাইতে খাইয়ে, শুইতে শুইয়ে, আছিতে আছিয়ে পুরে।
জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে, আনল ভেজাই ঘরে॥

* * * *

হিয়ার পিরিতি, কহিল না হয়, চিতে অবিরত জাগে।
জ্ঞানদাস কহ, নব অনুরাগ, অমিয় অধিক লাগে॥

আক্ষেপানুরাগের একটি পদে জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—

হিয়ার মাঝারে প্রেম অঙ্কুর পশিল।
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিখ হইল॥
ফল ফুল কালে এবে পড়িল বিপতি।
জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি॥

হৃদয় মাঝে প্রেমের অঙ্কুর প্রবেশ করিয়াছে। দিনে দিনে বাড়িয়া সেই অঙ্কুর বৃক্ষে রূপান্তরিত হইল। বৃক্ষ একদিন ফলে ফুলে শোভায় সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল, আর সেই সময়েই কিনা বিপদ ঘটিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কেমন করিয়া সাম্‌লাইবে। তোমার কৃষ্ণপ্রেমের কথায় যে ত্রিলোক মুখরিত হইল। তোমার প্রেমকাহিনী ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা-গণেরও আলোচ্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আত্মারাম মুনিগণ এই প্রেমকেই পঞ্চম পুরুষার্থ-রূপে বরণ করিয়া লইতেছেন। এমন কি গুরুবর্গ তাঁহাদের শিষ্যগণের শ্রবণে এই

প্রেমের কথাই ইষ্টমন্ত্ররূপে, জপনীয় বিষয়রূপে সমর্পণ করিতেছেন। সুতরাং সাম্লাইবে কিরূপে ?

জ্ঞানদাস বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন। পদগুলি আলোচনা করিয়া বলিতে পারি, বাঙ্গালাই তাঁহার নিজস্ব ভাষা, জ্ঞানদাস বাঙ্গালা ভাষার কবি। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলিকেও কবিত্ববর্জিত বলিয়া মনে হয় না। ব্রজবুলি কৃত্রিম ভাষা, বৈষ্ণব কবিগণের সৃষ্ট ভাষা। যশোরাজ খান, কবিরঞ্জন এবং রায়শেখর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রায় সমসাময়িক। ইঁহাদের হস্তে মার্জিত ও সজ্জিত হইয়া ব্রজবুলি বাঙ্গালী কবি তথা জনসাধারণের মনোহরণ করে। কবিগণ ব্রজবুলিতে কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। অনেক অক্ষম কবি কবিযশের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। জ্ঞানদাস কিন্তু এই অক্ষম কবিগণের শ্রেণীভুক্ত নহেন। তিনি আপন প্রয়োজনেই বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জ্ঞানদাসের ব্রজবুলিতে রচিত সকল কবিতায় অভ্যস্ত হস্তের সাবলীল নৈপুণ্য নাই।

জ্ঞানদাসের বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কয়েকটি কবিতা ভাবের গভীরতায়, রসের ব্যঞ্জনায়, ছন্দ-সৌন্দর্য্যে ও পদমাধুর্য্যে, মিলের সৌকর্য্যে ও গঠন কারুকার্য্যে, অনুভূতির প্রখরতায় ও বাচংযমতায় প্রথম শ্রেণীর কবিতা হইয়াছে। ব্রজবুলিতে কবির ভাষা সংযত, কিন্তু সর্ব্বত্র তেমন সুসমঞ্জস নহে। রসের উচ্ছলতা আছে, কিন্তু অনেক পদেই ভাবের তেমন গভীরতা নাই। ছন্দও প্রায় স্বাচ্ছন্দ্যহীন এবং মিলের পারিপাট্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কথাটা সাধারণভাবেই বলিতেছি। কারণ জ্ঞানদাসের ব্রজবুলিতে রচিত কবিতার মধ্যেও দুই-চারিটি উৎকৃষ্ট কবিতা আছে।

আমার মনে হয়, কবির বাঙ্গালা ভাষায় রচিত পদে ভাবের আবেগে ভাষা যেন স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছে। শব্দচয়নের জন্যও যেমন তাঁহাকে কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হয় নাই, তেমনই কি কথা বলিবেন তাহার জন্যও চিন্তার কোন প্রয়োজন ঘটে নাই। কিন্তু যেখানে এক কথা বলিতে আর একটা কথা মনে হইয়াছে, সাত-পাঁচ ভাবনায় মন যেখানে চঞ্চল, প্রাণ অস্থির, সেইখানেই কবি ব্রজবুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রজবুলিতে লিখিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে হইবে, জ্ঞানদাসের রচনায় এরূপ প্রথারক্ষার, গতানুগতিকতার, অথবা কৃত্রিমতার কোন লক্ষণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

জ্ঞানদাসের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বৈষ্ণব সম্প্রদায় সুগঠিত হইয়াছিল। তাঁহার সমকালেই শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বহুল প্রচার ও প্রসার ঘটিয়াছিল। খেতরীর বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে লীলাকীর্ত্তনের রীতি-নীতি স্থিরীকৃত ও তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতি সুনির্ব্বাচিত হইয়াছিল। জ্ঞানদাসের পদের আলোচনায় আমাদিগকে এই কথাগুলিও স্মরণ রাখিতে হইবে।

পণ্ডিতগণ কলিকালের কতই না নিন্দা করিয়াছেন, কলিযুগের নরনারীর দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনায় জ্ঞানদাস বলিতেছেন—

ধন্য ধরণি ধন্য কাল ধন্য ধন্য পঁহু দয়াল
কয়ল কীর্ত্তন জীবতারণ জ্ঞানদাস গুণ গাহনি।

ধন্য পৃথিবী, ধন্য কলিকাল, ধন্য ধন্য পরম দয়াল প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র, তিনি জীবতারণ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন প্রচার করিলেন, জ্ঞানদাস তাহার গুণ গান করিতেছেন—

সমগ্র পদটি উদ্ধৃত করিতেছি—

কষিল কনক রুচির গৌর অখিল ভুবন মরম চৌর
করভ শুণ্ড বাহু দণ্ড কলমষ তাপ ত্রাসনি।
প্রচুর পুলক শোভিত অঙ্গ নটন লীলা অধিক রঙ্গ
বয়ান শরদ পুণিম ইন্দু সরস হাস ভাষনি॥
আজু বনি গৌরচান্দ জগজন মন নয়ন ফান্দ
উরহি দোলত কুন্দমাল ভালে তিলক লায়নি॥ ধ্রু॥
নয়নে বহত সলিল ধার কমলে ঝরু কি মধু অপার
চৌদিকে বেড়ল ভকত ভৃঙ্গ হরিষে হরি বোলনি।
মত্ত গজেন্দ্র গমন মন্দ নিরখি মদন হৃদয় ফন্দ
অসুর অমর কিযে নারী নর ত্রিজগত চিত দোলনি॥
তরুণ বয়স গৌর দেহ অন্তরে উয়ল গোকুল মেহ
ভাবে ভরল মরম তরল চৌদিকে করুণ চাহনি।
ধন্য ধরণী ধন্য কাল ধন্য ধন্য পঁহু দয়াল
কয়ল কীর্ত্তন জীবতারণ জ্ঞানদাস গুণ গাহনি॥

কবি অন্য একটি পদে বলিয়াছেন—

বরণ কিরণে দেশ গেল আঁধিয়াব।
ধন্য কলিযুগ লোক, ধন্য অবতার॥

কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিই শ্রীরাধার অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের শ্রীরাধাকে চিনিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখিয়া লইতে হইবে বালিকা শ্রীরাধার একটি চিত্র। শ্রীরাধা প্রতিবেশিনীদের গৃহে খেলাইতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিলে জননী কীর্ত্তিদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

প্রাণনন্দিনী রাধা বিনোদিনী কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপনগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥
বিহান হইতে কাহার বাটীতে কোথা গিয়াছিলা বল।
এ খীর মোদক চিনি কদলক কে তোর আঁচরে দিল॥
অগোর চন্দন কস্তুরী কুমকুম কে রচিল তোর ভালে।
কে বাঁধিল হেন বিনোদ লোটন নব মল্লিকার মালে॥
অলকা তিলকে ললাট ফলকে কে দিল চম্পক দাম।
জ্ঞানদাস কহে সব বিবরণ কহ জননীর ঠাম॥

শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—

মাগো গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে এক গোয়ালিনী লয়ে গেল মোরে ঘরে।।
গোপ রাজরাণী নন্দের গৃহিণী যশোদা তাহার নাম।
তাহার বেটার রূপের ছটায় জুড়াইল মোর প্রাণ।।
কি হেন আকুতে তার বামভিতে লয়ে বসাইল মোরে।
এক দিঠে রহি তাহার আমার রূপ নিরীক্ষণ করে।।
বিজুরি উজোর মোর অঙ্গখানি সেহ নবজলধর।
সুমেল দেখিয়া দিবাকর ঠাঁই কি হেতু মাগিল বর।।
তবে মোর গোরা গা খানি দেখিয়া নাস বেশ বনাইয়া।
হরষিত মোরে পাঠাইলা দেখ এ সব আঁচরে দিয়া।।
ঝিয়ের কাহিনী শুনি গোয়ালিনী মুচকি মুচকি হাসে।
কত সুধারস হিয়ায় বরিষে কহে কবি জ্ঞানদাসে।।

এই পদে শ্রীযুক্তা যশোদা এবং কীর্ত্তিদার হৃদয়ের এক গোপন আলেখ্য মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিগোচর হয়। বালিকা শ্রীরাধার সরল অন্তরের মধুর অভিব্যক্তি তাহার অনাগত ভবিষ্যতের মহত্তর আভাষ প্রতিবিম্বিত করে।

জ্ঞানদাসেরও শ্রীরাধার কয়েকটি বয়ঃসন্ধির পদ আছে। পদগুলি বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত বয়ঃসন্ধি পদের অনুকরণ। কিন্তু শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের পদে কবি অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। জ্ঞানদাসরচিত—"মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা" প্রভৃতি পূর্ব্বরাগের বিখ্যাত পদগুলি সর্ব্বজন-পরিচিত। প্রেমের সুধাবিষের জ্বালা, তাহার অত্যাগ-সহন বেদনা, তাহার তীব্রতা, তাহার মাদকতা, সংসার, সমাজ, এমন কি জীবনের তুল তৌলে তাহার অপরিমেয় গুরুত্ব, বহু বৈষ্ণব কবিই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানদাসের বর্ণনা ভঙ্গি প্রেমকে নূতন বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়াছে। জ্ঞানদাসের রাধিকা—

"নামে, মুরলী রবে, গুণিগানে, স্বপনেহুঁ, চিত্রে দরশে প্রতি আশ" চতুর্দ্দিক হইতেই পরিবেষ্টিতা হইয়াছেন। তমাল কুসুমের সঙ্গে মৃগমদ সৌরভের সম্বন্ধ আছে। কবি জয়দেব বলিয়াছেন—"মৃগমদ সৌরভ রভস বশংবদ নবদল মাল তমালে।" শ্রীরাধা বলিতেছেন—কুসুমিত তরুণ তমালরুচি-তনুদেহ কানুর যৌবনের বনে আমার মন হরিণী হারাইয়া গেল। নব জলদ নিন্দী শ্যামের অপরূপ রূপের উদ্বেলিত লাবণ্য-পাথারে আমার আঁখি-সফরী ডুবিয়া রহিল। এই যমুনার ঘাট আর ঘর, আবাল্য-পরিচিত পথ, মাত্র কয়েক দণ্ডের পথ, আজ সেই পথ—'ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।' যত চলি পথ আর ফুরায় না সখি। অবশেষে পথই আমার আশ্রয় হইল। আমি এই কানু-পদাঙ্কিত পথেই রহিয়া গেলাম। শ্যামের ললাটে চন্দনের চাঁদ মাঝে মৃগমদবিন্দু আমার চক্ষে এক পরমাশ্চর্য্য বস্তু। তিলক মধ্যবর্ত্তী ঐ মৃগমদ কীলকে আমার পরাণপুত্তলী চিরতরে বাঁধা পড়িল। কটিতে পীত বসন, তাহাতে বিজড়িত রসনা দাম, বিধি নির্ম্মিত আমারই কুলকলঙ্কের অঙ্কুর।

কিসে কাহার মন ভুলে, কি দেখিয়া যে কে আপনা হারায়, পৃথিবীর কোন ঐতিহাসিকের খাতার পাতায় তাহার নিরিখ নাই। নায়িকার গালের একটি তিলের জন্য যাঁহারা বোখারা সমরখন্দের রাজ্যখণ্ড দানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাঁহারা এই চন্দনের চাঁদ মাঝে মৃগমদ বিন্দুকে কি চক্ষে দেখিবেন জানি না। রূপ দেখিয়া যে মজিয়াছে, যাহার মন হারাইয়াছে, আঁখি ডুবিয়াছে, সে আর রূপের কথা বলিবে কেমন করিয়া। তথাপি সখীগণের অনুরোধে সচেতন মুহূর্ত্তে জ্ঞানদাসের রাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন—

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে॥

বলিয়াছেন—

লোচন অঞ্চলে চিত চোরায়ল রূপে চোরায়ল আঁখি।
যৌবন তরঙ্গে সঙ্গে মন গেল পরাণ রহিল সাখী॥

রসোদ্গারের একটি পদে—"রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল। গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল॥ মনক মনোরথ মনমথ দেল। চন্দন চাঁদে চিত হরি লেল।" এখানেও চন্দন চাঁদের কথা রাধা ভুলিতে পারেন নাই।

শ্রীরাধা যে দিন খুব বেশী কথা বলিয়াছেন, সেদিন বলিয়াছেন—

তরুমূলে কি রূপ দেখিনু কালা কানু।
যেরূপ দেখিলুঁ সই, স্বরূপে তোমারে কই
জল ভরিতে বিসরিনু॥
একে সে কালিন্দীকূল ত্রিভঙ্গিম তরুমূল
সজল জলদ শ্যাম তনু।
জল ভরিয়া যাই ফিরিয়া ফিরিয়া চাই
হাসি হাসি পুরে মন্দ বেণু॥
জল ফেলিয়া যাই কুল লাজ ভয় পাই
আপনা খাইয়া সই মনু।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
ভজি গিয়া ও চরণ রেণু॥

আক্ষেপানুরাগের একটি পদে জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—"শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু ভুলিয়া পিরিতি কৈনু॥" "কিরূপ দেখিনু কালিন্দী কূলে"—সূচনা করিয়া জ্ঞানদাস রূপের কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই অভিনব জলধরের কথা বলিতেছেন। কিন্তু দুই-চারি কথা বলিতে না বলিতেই বলিয়াছেন—"হেন মনে হয় বিজুরী হয়ে, জড়াইয়া থাকি মেঘের গায়ে।"

বলিয়াছেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

দানখণ্ডের একটি পদে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম,
সব হরি নিল শ্যামরায়।
কহত পরাণ সখি আঁখিতে অঞ্জন মাখি
অঙ্গেতে কস্তুরী করি তায়।।

সখি, তোমরা যদি বল শ্যামবন্ধুকে আঁখির অঞ্জন করিয়া রাখি, মৃগমদে মথিয়া অঙ্গে মাখি।

জ্ঞানদাসের রাধার ইহাই মনের কথা, ইহাই অন্তরের অভিলাষ, ইহাই প্রাণের কামনা।

পূর্ব্বরাগের পদে শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী কবিগণের মধ্যে জ্ঞানদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ কথা বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। জ্ঞানদাস ভাবজগৎ হইতে রূপের জগতে আসিয়াছেন। ভাব হইতে রূপের রাজ্যে যাতায়াত করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের রূপের একটি পদ—

শ্যামধাম কুন্দদাম চারু চিকুর মোহনি।
বরিহা পঞ্ছ ভ্রমরী সঙ্গ মধুর মধুর সোহনি।।
দেখত লাল উরহি মাল মন্দ মন্দ আয়নি।
মোহন বংশ নিহিত অংস মধুর মধুর গায়নি।।
মকর গণ্ড তিমির খণ্ড ভালে তিলক লায়নি।
রমণী কুল আধ দুকুল আধ মুদিত চাহনি।।
বদন চান্দ কামের ফান্দ নয়নকি শর ধাওনি।
জ্ঞানদাস পিরিতি আশ ও রূপ চিতে ভাওনি।।

এখানেও সেই তিলকের কথা। আবার বলিয়াছেন—

ভালের তিলক আলোক ভুবন মদন পলায় লাজে।

দানখণ্ডে জ্ঞানদাসের কয়েকটি বিখ্যাত পদ আছে।

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে।
তোমার সহজ রূপ কাম হেরি কান্দেহে ভুবন ভুলল ও না বেশে।।

পদটি রবীন্দ্রনাথের—"ওগো পশারিণী দেখি আয়" কবিতাটির কথা মনে করাইয়া দেয়। জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের একটি পদের শেষ পংক্তি—"প্রেম পরাভব দুঃখ সহনে না যায়" পড়িয়াও রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"আমার অপমান সহিতে পারি প্রেমের সহে না যে অপমান।
অমরাবতী তেজে হৃদয়ে এসেছে যে তাহারো চেয়ে সে মহীয়ান।।"

আধুনিক রবীন্দ্রনাথ আর চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কবি জ্ঞানদাস!

নৌকাখণ্ডের একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

চাপিয়া এ নায় হৈল কি দায় দেখ দেখ বড়িমা।
জীর্ণ শীর্ণ আয়স ভিনু অতি পুরাতন লা।।

গভীর তীর অথির নীর অগাধ নাহিক থা।
বিধির ঘটনা আসিয়া পবনা উপজিল বহু বা॥
পায়্যা আশ্রয় দিয়া জয় জয় যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল হিল্লোল কল্লোল দেখিয়া হালিছে গা॥
হেলিছে দুলিছে তুলিয়া ফেলিছে টলমল স্রোতে লা॥
জ্ঞানদাস আসা কেবল ভরসা ও দুখানি রাঙ্গা পা॥

জ্ঞানদাসের নৌকাখণ্ডের—

"মানস গঙ্গার জল ঘন করে টলমল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ॥"

বিখ্যাত পদ। নৌকাখণ্ডের 'অকাজে দিবস গেল' এবং

"দেবতা গন্ধর্ব্ব কত পার করি শত শত
যুবতি যৌবন এত ভারি।"

এই পদে শ্রোতার মনে সংসার পারাবার ও তাহার কাণ্ডারীর কথা স্মরণ করায়।

বংশীশিক্ষা জ্ঞানদাসের অভিনব রচনা, বিশাল বৈষ্ণব-সাহিত্যেও ইহা সম্পূর্ণ নূতন। যে বাঁশীর গান শুনিয়া বনবাসিনী হইয়াছি, কুল গিয়াছে, জাতি গিয়াছে, লজ্জা শীল সমস্ত বিসর্জন দিয়াছি, কেমন সে বাঁশী একবার বাজাইয়া দেখিলে হয় না। শুষ্ক বংশখণ্ডের ঐ কয়টি রন্ধ্রে এমন কি রহস্য আছে জানিতে কৌতূহল হয়। বাঁশীকে কত না মিনতি করিয়াছি, বাজিতে কত না মানা করিয়াছি। বলিয়াছি—

উভহাতে তোমারে মিনতি করি আমি।
মোর নাম লইয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিয়া জাতি কুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হয়্যাছি আকুল॥

কিন্তু বাঁশী তো নিষেধ শুনে নাই, নীরব হয় নাই। তাই তো শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া বলিয়াছেন—

ঘরে হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবারে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরিল হে চিত্ত॥

কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার নাম উঠে ॥

কিন্তু মুরলী তো এমনি শিখান যায় না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মুরলী শিখিতে হইলে তোমাকে রমণী বেশ ত্যাগ করিয়া পুরুষের বেশ, আমার বেশ ধরিতে হইবে। গৌরবর্ণ ত্যাগ করিয়া কাল হইতে হইবে। শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"সোনার বরণ বন্ধু কালী হতে পারি। তোমা হেন নিলাজী হইতে নাহি পারি ॥"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সাজাইয়া দিয়া বলিলেন—যে নাম আমার জপমালা, আমার উপাসনার মূলমন্ত্র, তুমি একবার সেই নাম বাজাও তো দেখি। কেমন করিয়া বাঁশী ধরিতে হয়, অধরে লাগাইতে হয়, শ্রীকৃষ্ণ শিখাইয়া দিলেন। শ্রীরাধাও বাঁশীতে ফুঁ দিয়া নিজ নাম বাজাইবার উদ্যম করিলেন, কিন্তু বাঁশী রাধা নাম না বলিয়া শ্যাম নামে বাজিতে লাগিল। তখন শ্রীরাধা শ্যামকে বাঁশী ফিরাইয়া দিয়া নিজের নাম বাজাইতে বলিলেন। বাঁশী কিন্তু রাধা নামেই বাজিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে একই বাঁশী রাধা শ্যাম দুইজনে ধরিয়া—

এক রন্ধ্রে ফুঁক তবে দেয় রাধা কানু।
রাধা শ্যাম দুটী নাম বাজে ভিনু ভিনু ॥

রসোদ্গারের একটি পদে জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—

বন্ধুর রসের কথা কি কহিব তোয়। মনের উল্লাস যত কহিল না হোয় ॥
এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই। রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই ॥
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেতে বরিখে। যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে ॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই। পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই ॥
জ্ঞানদাস বলে ভাল মনে মনে রাখ। এড়াইতে নারিলা ঠেকিলা বিষম পাক ॥

অভিসারে, মানে জ্ঞানদাসের কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কিন্তু মানের—"চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি", "তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর", "রতনমঞ্জরী কিবা কনক পুতলী" পদ তিনটী কবিত্বপূর্ণ। প্রথম পদটী কীর্ত্তনীয়া এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর বড় আদরের পদ। "রতনমঞ্জরী কিবা কনক পুতলী" পদের ভণিতা—

তুমি দুখ তুমি সুখ তুমি গুণরূপ।
জ্ঞানদাস কহে যত কহিলে স্বরূপ ॥

আক্ষেপানুরাগের পদে জ্ঞানদাস বড়ু চণ্ডিদাসের সমকক্ষ। সেই একই সুর, এক ভাষা, একই কাহিনী। কিন্তু বলিবার ভঙ্গী জ্ঞানদাসের নিজস্ব।

পহিলহি প্রেমক সায়রে ডুবলুঁ অব বুঝলুঁ পরিণামে।
মাণিক জ্ঞানে পরশে চিত পরশল অব বিঘটন কোন্ ঠামে ॥
সজনি তুঁহু জনু বিছুরসি মোয়।
নাহ সোহাগে আছলুঁ জগবল্লভা অব হেরি পুছই না কোয় ॥

নিতি নিতি অনুসর মালতী মধুকর পুণ্যে পরশ কেহো পায়।
আহা নিরগুনি ধনী কুশুম নাম ধরু শিমরি চরণে লুটায়।।
সময় বসন্ত বদরী তরু জীবই ঐছন গতি মতি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ কহইতে হিয়া দহ কোনে এতয়ে দুখ দেল।।

প্রথমে তো প্রেমের সাগরে ডুবিয়াছিলাম। এইবার পরিণাম বুঝিলাম। মাণিক জানিয়াই স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিয়াছিলাম, এখন কোথায় বিঘটন ঘটিল। সজনি, তুমি যেন আমাকে ভুলিও না। নাথের সোহাগে জগদীশ্বরী ছিলাম। এখন দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। মধুকর নিত্য নিত্য মালতীর অনুসরণ করে, (মালতী মধুকরের অনুসন্ধান করে না)। (ভ্রমর) কেহ কেহ বা পুণ্যে তাহাকে স্পর্শ করিতেও পারে। আবার পুষ্প নামে পরিচিতা গুণহীনা শিমূল ফুল তাহার (মধুকরের) পায়ে লুটায়। (ভ্রমর ফিরিয়াও চাহে না) বসন্ত সময়ে কুল গাছের বাঁচিয়া থাকা যেমন! (কণ্টকাকীর্ণ দেহে ফুলও হয়, ফলও ধরে। তাহার না সুগন্ধ না সৌন্দর্য্য, অথচ বাঁচিয়া থাকিতে হয়) আমারও গতি মতি সেইরূপ হইল। (বয়োধর্ম্মে দেহে যৌবন আসিল, কিন্তু সে নৈবেদ্য শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন না) জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বলিতে হৃদয় জ্বলিয়া যায়, কে এত দুঃখ দিল।

জ্ঞানদাস বলিতেছেন—

কাঁদিব রে কত কাঁদি গোঁয়ায়ব কাহারে করব বিশোয়াস।
জ্ঞানদাস কহ ধিক্ রহু জীবনে যো করে পর প্রতি আশ।।

সংসারে আপনার জন কই? যাহার জন্য সব ছাড়িয়াছি, তাহারই যদি এই ব্যবহার হয়, যাহার পায়ে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, সেই যদি ঠেলিয়া ফেলে, তবে অন্যে পরে কা কথা! কত কাঁদিব, কাঁদিয়া কতদিন কাটাইব, কাহাকে বিশ্বাস করিব। জ্ঞানদাস বলিতেছেন তাহাকে ধিক্, যে পরের প্রত্যাশা করে।

জ্ঞানদাসের বিখ্যাত পদ—"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিলুঁ অনলে পুড়িয়া গেল।" সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। সংসারে একজনের সুখ অন্যে সহিতে পারে না। হয়তো বিধিরও সহ্য হয় না। সুখের আশায় ঘর বাঁধিলাম, ঘর আগুনে পুড়িয়া গেল। সুখের মুখে ছাই পড়িল। সংসারে যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা পাইলাম না। তাহাতেও কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এক চাহিতে অন্য যাহা পাইলাম, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং অবাঞ্ছিত। লক্ষ্মী চাহিয়াছিলাম, দারিদ্র্য আসিয়া আক্রমণ করিল। অচলে উঠিতে গিয়া অতলে পড়িয়া গেলাম। পিপাসিত হইয়া জলদের সেবা করিলাম, অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে সব সাধ ভস্মীভূত হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কানুর পিরিতি মরণাধিক শেল সমান।

এই মরণাধিক প্রেমকে লইয়াই ঘর করিতেছি, এই মরণাধিক প্রেমের জন্যই বাঁচিয়া আছি। অনেক বৈষ্ণব কবিই এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানদাসের বলিবার ভঙ্গী নূতন। তাঁহার উপমা নূতন, প্রয়োগ-কৌশল নূতন। এই নূতনত্ব তাঁহার কয়েকটী পদেই পাওয়া যায়। মাথুর বিরহের পদেও জ্ঞানদাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

কানু কুশলে পরদেশ সিধারল লাগল মনমথ বাদে।
নয়নক লোরে লহরি দিঠি বাদর কি কহব হৃদয় বিষাদে
জলধর অম্বর ছায়লরে পাহুক ঋতু পরবেশ।
হেরি হেরি হিয়া ডাডরায়লরে নাহ নাহিক নিজ দেশ।।

প্রভৃতি পদগুলিতে বিরহাকুল অন্তরের অশ্রুনিষিক্ত হাহাকার মিশাইয়া আছে। জ্ঞানদাস বিরহের চাতুর্মাস্য বর্ণন করিয়াছেন। অব্যবহিত পরবর্ত্তী কবি সিংহ ভূপতির চাতুর্মাস্য তুলনীয়। জ্ঞানদাসের পদটি উদ্ধৃত করিতেছি—

গগনে ভরল নব বারিদহে বরখা নব নব ভেল।
ঝর ঝর বাদর ডাকে ডাহুকী সব শবদে পরাণ হরি নেল।।
চাতক চকিত নিকট ঘন ডাকই মদন বিজয়ী পিক রাব।
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহ বড় বরখা কেমনে গোঁয়াব।। ১
সরসিজ বিনুসর শোভা না পাবই কমল না শোভে অলিহীনা।
হাম কমলিনী কান্ত দেশান্তর কত না সহব দুখ দীনা।।
সঞ্চরু মদন সৌদামিনী জনু বিন্ধয়ে শর খরধার।
মাস শাঙনে আশ নাহি জীবনে বরিখয়ে জল অনিবার।। ২
নিশি আন্ধিয়ার অপার ঘোরতর ডাহুকি ডহ ডহ ভাখ।
বিরহিণী হৃদয় বিদারণ ঘন ঘন শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক।।
উনমতি শকতি আরোপয়ে কাম নিতি জনু শব সাধন লাগি।
ভাদর দর দর অন্তর দোলন মন্দিরে একলি অভাগি।। ৩
উলসিত কুন্দ কুমুদ পরকাশিত নিরমল শশধর কাঁতি।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে সব রঙ্গিনী নাহি জানে ইহ দিন রাতি।।
চির পরবাসী যতহুঁ পরদেশি সব পুন নিজ ঘরে গেল।
মাস আশিন খীন ভেল কলেবর জ্ঞান কহে দুখ কোন দেল

আত্মনিবেদনের পদেও জ্ঞানদাসের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শুন শুনহে পরাণ পিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ আর না দিব ছাড়িয়া।।
তোমায় আমায় একই পরাণ ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া কিরূপে আছিলা তুমি।।

অতি ক্ষুদ্র কয়েকটি মাত্র কথা,—আমার হৃদয়ের ধন তুমি, তুমিও আমার অন্তরে থাকিতেই ভালবাস, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া তুমি কিরূপে ছিলে, কেমন করিয়া ছিলে? জ্ঞানদাসের বহু বিখ্যাত পদ—

তোমার গরবে গরবিনি হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে হয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে।।

আনের আছয়ে অনেকজন আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করি মানি।।
শিশুকাল হইতে মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ গণে জীবন অধিক পরাণ বঁধুয়া তুমি।।
নয়ন অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাস কহে কালার পিরিতি অন্তরে অন্তরে বান্ধা।।

আমার নিজের বলিতে তো কিছু নাই, তোমার গর্ব্বেই তো আমার গর্ব্ব। তোমার রূপেই আমি রূপসী। মনে হয় ও দুটি চরণ সর্ব্বদা বুকে ধরিয়া রাখি, তাহা হইলেই আমার এই গর্ব্ব, এই রূপ সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়। অন্যের অনেক জন আছে—তাহাদের আত্মীয় আছে, স্বজন আছে, সংসার সমাজ আছে, কিন্তু আমার একমাত্র তুমিই আছ। তোমাকে প্রাণ হইতেও শত শত গুণে প্রিয়তম বলিয়া মানি। শিশুকাল হইতেই মায়ের সোহাগে বড় সোহাগিনী ছিলাম। সখীগণ আমাকে জীবনাধিক গণনা করে। তুমি আমার পরাণ বন্ধুয়া। আমার কালিয়া চান্দ তুমি, তুমি আমার নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কালার পিরিতি অন্তরে অন্তরে বান্ধা।

দীর্ঘ বিরহের পর প্রাণবন্ধুর দর্শন পাইয়া জ্ঞানদাস সব ভুলিয়াছেন। বিদ্যাপতির মত মিলনের সাড়ম্বর মহোৎসবে উচ্ছ্বসিত আনন্দের উচ্চকণ্ঠ নাই। দ্বিজ চণ্ডিদাসের মত দুঃখকাহিনীর পুনরাবৃত্তি নাই। দ্বিজ চণ্ডিদাসের "দুখিনীর দিন দুখেতে গেল, মথুরা নগরে তুমিতো কুশলে ছিলে বন্ধু," এই বেদনার্ত্ত কুশল প্রশ্ন অথবা "অবলা বলিয়াই এত সহিলাম, পাষাণ হইলে ফাটিয়া যাইত," এই কথা জানাইয়া সহানুভূতি আকর্ষণেরও কোন প্রয়াস নাই। আত্মবিস্মৃত জ্ঞানদাসের অতীত সুখস্বপ্নের মত মাত্র মনে পড়িয়াছে শৈশবের গৃহাঙ্গন, মায়ের সোহাগ, যাহা শৈশবের সঙ্গেই ছাড়িয়া আসিয়াছেন। প্রথম কৈশোরের কথা মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে—সখীদের ভালবাসার কথা, আর প্রাণ-কোটি প্রিয়তম বঁধুয়ার কথা। আমার গর্ব্ব আমার গৌরব, তুমি আমার পরাণ বঁধুয়া। বন্ধুকে পাইয়া আজি আর কোন কথা মনে নাই। শুধুই মনে হইতেছে—তোমার গরবে গরবিনী আমি রূপসী তোমার রূপে। আর মনে হইতেছে তোমার ঐ রাতুল চরণ দুখানি অনুক্ষণ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া রাখি।

জ্ঞানদাসের রাধিকার যে শৈশবচিত্র দেখিয়াছি, যে রাধিকা শ্যাম মেঘের গায়ে বিজুরী হইয়া জড়াইয়া থাকিতে সাধ করেন, এই সেই রাধিকা। বড়ু চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, দ্বিজ চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কয়েকজন কবির শ্রীরাধার চিত্র যেমন আপন আপন কবি-প্রকৃতি অনুযায়ী মৌলিক, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তেমনই জ্ঞানদাসের রাধিকার সুসমঞ্জস চমৎকার চিত্রও কবির কবিত্ব-মহিমার অনুরূপ।

আমি জ্ঞানদাসের কয়েকটি কবিতাই আমার বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধার করিয়াছি। তাহার কারণ, কবিতাগুলি নূতন না হইলেও বহুল প্রচারিত নয়। অনেকেই জ্ঞানদাসের দুই-চারিটি কবিতা পড়িয়াই কবির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইয়াছেন এবং কবির বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংস্করণের কবিতাগুলি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে অনেকেরই মতের পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

বহুদিন পূর্ব্বের কথা—ভাষাচার্য্য সাহিত্যবাচস্পতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগিতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চণ্ডিদাস-সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। পদাবলী ও পাঠান্তর সংগ্রহকার্য্যে আমি বঙ্গ-বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। সেই সময় চণ্ডিদাসের পদের সঙ্গে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরামদাসের পদ এবং পদের পাঠান্তর সংগ্রহ করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা যাদুঘর প্রভৃতির পুঁথিশালা হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলাম। এই সংকলনে জ্ঞানদাসের কয়েকটি নূতন পদ এবং বহু পদের নূতন পাঠ পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই সমস্ত পদ ও পাঠান্তর কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, অনেক দিনের কথা বলিয়া আজি আর স্মরণ করিতে পারিতেছি না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও অনেক হারাইয়া গিয়াছে। জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া অনেকেরই দ্বারস্থ হইয়াছিলাম। অবশেষে পদাবলী প্রকাশবিষয়ে নিরাশ হইয়া যখন পাণ্ডুলিপির পরিণাম চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম, সেই দুঃসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই ভার গ্রহণে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

জ্ঞানদাস পদাবলী সংগ্রহ সময়ে বাঙ্গালার গৌরব প্রবাসে বাঙ্গালীর অন্যতম আশ্রয়স্থল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস (পাটনা) মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থ সাহায্য না পাইলে আমি বিশেষ দুরবস্থায় পড়িতাম। সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া আমি গ্রন্থখানি তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিলাম।

পর্য্যায়-মত পদগুলি সাজাইবার সময় অনবধানতাবশতঃ কতকগুলি শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের পদ রূপানুরাগের পর্য্যায়ে মুদ্রিত হইয়াছে। এজন্য ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত গোষ্ঠলীলার পদগুলি জ্ঞানদাস নামাঙ্কিত, কিন্তু পদগুলি কবি জ্ঞানদাসের রচিত বলিয়া মনে হয় না। ভবিষ্যতে যাঁহারা জ্ঞানদাসের বিষয়ে আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য পদগুলি এই সঙ্কলনে গ্রহণ করিয়াছি। পদের প্রকৃত পাঠসংগ্রহে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। যথাযথ ব্যাখ্যা-নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। গ্রন্থখানি সাধারণের আদরণীয় হইলে কৃতার্থ হইব।

সারদা কুটীর
কুড়মিঠা (বীরভূম)
সন ১৩৬৩ সাল, ১লা আষাঢ়

বিনীত—
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরসম্পর্কীয় পদাবলী

জ্ঞানদাসের পদাবলী

শ্রীগৌরচন্দ্র

১

।। বেলোয়ার ।।

সুবলিত বলিত ললিত পুলকায়িত
মূরতি পিরিতিময় কাঞ্চন কাঁতি।
শারদ চাঁদ ছাঁদ মুখমণ্ডল
লীলা গতি রতিপতিকো ভাঁতি ।।
গৌর মোহনিয়া বনি নাচে।
অরুণ চরণে মণি-মঞ্জির রঞ্জিত
অঙ্গে অঙ্গে কত কাচনি কাচে ।।
গদ গদ ভাষ হাস রসে রোয়ত
অরুণ নয়নে কত ঢরকত লোর।
নটন রঙ্গে কত অঙ্গ বিভঙ্গিম
আনন্দে মগন সঘনে হরি বোল ।।
বনি বনমাল লাল উর উপর
কনয়া শিখরে কিরণাবলি ভাতি।
জ্ঞানদাস আশ ওহি নিরবধি
গাওই গোরাগুণ ইহ দিনরাতি ।।

১। সুগঠিত সৌন্দর্যযুক্ত পুলকাঞ্চিত কাঞ্চনকান্তি প্রেমময় মূর্তি। শারদ চন্দ্রের মত মুখমণ্ডল, লীলাগতি রতিপতিসদৃশ শ্রীগৌরসুন্দর বিমোহন সাজে নাচিতেছে। রাঙা পায়ে মণিমঞ্জীর শোভিত, প্রতি অঙ্গ কত সাজেই না সাজাইতেছে। (অঙ্গে অঙ্গে কত শোভাই না প্রকাশ করিতেছে।) গদগদ বাক্য, তখনই হাসিতেছে, রসাবেশে রোদন করিতেছে, অরুণ নয়নে কত অশ্রু উছলিয়া পড়িতেছে। নৃত্যরঙ্গে কতই না অঙ্গভঙ্গি, আনন্দে মাতিয়া সঘনে হরি বলিতেছে। আরক্ত বক্ষে বনমালা সজ্জিত, স্বর্ণ পর্বতে যেন আলোকমালা শোভা পাইতেছে। জ্ঞানদাসের নিরন্তর এই আশা, দিবারাত্রি এই গৌরাঙ্গের গুণগান করি।

২

।। ধানশী ।।

হেম-বরণ বর সুন্দর বিগ্রহ
সুর-তরুবর পরকাশ।
পুলক পত্র নব প্রেম পক্ক ফল
কুসুম মন্দ মৃদু হাস।
নাচত গৌর মনোহর অদভুত
রাজিত সুরধুনি-ধার।
ত্রিজগত-লোক ওক ভরি পাওল
ভকতি-রতন-মণিহার।।
ভাব-বিভবময় রস-রূপ-অনুভব
সুবলিত সুখময় অঙ্গ।
দ্বিরদ-মত্ত-গতি অতি সুমনোহর
মুরছিত লাখ অনঙ্গ।।
ধনি খিতি-মণ্ডল ধনি নদিয়াপুর
ধনি ধনি ইহ কলি-কাল।
ধনি অবতার ধনি রে ধনি কীর্তন
জ্ঞানদাস নহ পার।।

৩

।। গৌরীরাগ ।।

কাঞ্চন বরণ গৌর তনু মোহন
প্রেমে আকুল দুই নয়ন ঝরে।
করি-কর ললিত আজানুলম্বিত
ভুজযুগ শোভিত পুলক-ভরে।।

২। হেমবর্ণ শ্রেষ্ঠ সুন্দর বিগ্রহ, যেন কল্পতরু প্রকাশিত। পুলক তাহার নূতন পত্র, প্রেম তাহার পক্ক ফল এবং মন্দমৃদু হাস্যই তাহার পুষ্প। অদ্ভুত-মনোহর-নৃত্যরত শ্রীগৌরসুন্দর সুরধুনী-ধারে বিরাজিত। ত্রিজগতের লোক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া ভক্তিরত্ন-মণিহার পাইল। ভাবৈশ্বর্যময়, রসরূপ-অনুভব, সুগঠিত সুখময় দেহ। অতি সুমনোহর মত্ত গজরাজের মত গতি। (হেরিয়া) লক্ষ কামদেব মূর্ছিত হয়। ক্ষিতিমণ্ডল ধন্য, শ্রীনবদ্বীপ ধন্য, ধন্য কলিকাল ধন্য, ধন্য অবতার, আর ধন্য ধন্য এই হরিকীর্তন। মাত্র জ্ঞানদাসই পার পাইলেন না।

৩। কাঞ্চনবর্ণ মনোহর গৌরদেহ। প্রেমে আকুল দুই চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছে। করীশুণ্ডসদৃশ আজানুলম্বিত দুই কর পুলকভরে শোভা পাইতেছে। সর্ব কারণের কারণ জগতের পরিত্রাতা চৈতন্যনাম।

শ্রীশচীনন্দন চৈতন্যনাম।
জয় জগত্তারণ কারণধাম[১] ॥
নিজ গুণ কীর্তন[২] নটন অনুক্ষণ
নাহি পরাপর ভাব-ভরে।
শিব শুক নারদ ব্যাস বিশারদ
রঙ্গে সব খণ সঙ্গে ফিরে ॥
চূয়া-চন্দন অঙ্গে বিলেপন
রূপ-সুধাকর মোহ করে।
জ্ঞানদাস কহ গৌর কৃপাময়
হেরইতে কো জীব থেহ ধরে ॥

৪

॥ ধানশ্রী ॥

হাটক হাট পড়ল নদীয়াপুর
গৌরচন্দ্র অধিকারী[৩]।
তাহে কত রতন আছুয়ে অমূলধন
শ্রীনিবাস[৪] আদি পশারী[৫] ॥
দেখি ধনি ধনি ধনি কলিকাল।
গাহক আদর বাদর সাদর
অদ্বৈত চন্দ্র রসাল ॥ ধ্রু ॥

শ্রীশচীনন্দনের জয় হৌক। নিজ গুণ (শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম-লীলা-গুণাদি) কীর্তন করিয়া অনুক্ষণ নাচিতেছেন, ভাবের তুলনা হয় না (অথবা ভাবে পর-অপর, স্বজন-পরজন, ধনী-দীন ভেদ নাই) স্বয়ং শঙ্কর, শ্রীশুকদেব, ঋষি-শিরোমণি পরমভক্ত নারদ এবং কর্ম-যোগ-জ্ঞান-ভক্তিবিশারদ বেদব্যাস শ্রীচৈতন্যের লীলারঙ্গ দেখিতে প্রেমরঙ্গে সর্বক্ষণ অপরের অলক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। চূয়া-চন্দনে অঙ্গ অনুলিপ্ত। চাঁদের মত রূপে ত্রিজগৎ মুগ্ধ। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কৃপাময় শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া কোন্ জীব (মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটাদি) তাঁহার পদে আপনা না বিকাইয়া স্থির হইয়া থাকিতে পারে?

৪। সোনার হাট পড়িল নদীয়াপুরে। অধিকারী গৌরচন্দ্র। তাহাতে (হাটে) কত রত্ন অমূল্য ধন আছে। শ্রীনিবাস, শ্রীবাস পণ্ডিত আদি বিক্রেতা। দেখিতেছি, কলিকাল ধন্য ধন্য ধন্য। রসময় অদ্বৈতচন্দ্র

১ বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক কারণের আধার।
২ তিনি কৃষ্ণের অবতার বলিয়া কৃষ্ণগুণকীর্তন ও আত্মগুণকীর্তন তাঁহার পক্ষে অভিন্ন।
৩ মূল বণিক্। ৪ শ্রীবাসাচার্য। ৫ খুচরা দোকানদার।

ভকতি রতন-মণি কাঞ্চন আরতি
প্রেম-পরশ-রস-হারে।[১]
দীন অকিঞ্চন জনে জনে দেয়ল
নিত্যানন্দ করুণা বিথারে॥
শ্রীহরিদাস ভাব রস পাওল
উনমত বহু নিধি লাভে।
জ্ঞানদাস হাট শেষে আওল
পাওল আপন স্বভাবে॥

৫

॥ বেলোয়ার ॥

কষিল-কনক-রুচির গৌর অখিল-ভুবন-মরম-চৌর
করভ-শুণ্ড বাহু-দণ্ড কল্মষ-তাপ-ত্রাসনি।
প্রচুর-পুলক-শোভিত অঙ্গ নটন-লীলা অধিক রঙ্গ
বয়ান শরদ পূনিম ইন্দু সরস-হাস-ভাষনি।
আজু বনি গৌর চান্দ জগজন-মন-নয়ন-ফান্দ
উরহি দোলত কুন্দ মাল ভালে তিলক-লায়নি॥ ধ্রু॥
নয়নে বহত সলিল ধার কমলে ঝরকি মধু অপার
চৌদিকে বেঢ়ল ভকত-ভৃঙ্গ হরিষে হরি-বোলনি।
মত্ত গজেন্দ্র গমন মন্দ নিরখি মদন-হৃদয়-ফন্দ
অসুর অমর কিয়ে নারীনর ত্রিজগত-চিত দোলনি॥
তরুণ বয়স গৌরদেহ অন্তরে উয়ল গোকুল-মেহ
ভাবে ভরল মরম তরল চৌদিকে করুণ চাহনি।
ধন্য ধরণি ধন্য কাল ধন্য ধন্য পঁহু দয়াল
কয়ল কীর্তন জীব-তারণ জ্ঞানদাস গুণ-গাহনি॥

গ্রাহকগণের উপর আদরের বাদল বর্ষণ করিতেছেন। ভক্তিরূপ রত্ন-মণি ও আরতিরূপ কাঞ্চনে প্রেমরূপ পরশমণির হার গাঁথিয়া নিত্যানন্দ করুণাবিস্তারপূর্বক দীন অকিঞ্চন প্রতিজনকে দান করিলেন। শ্রীহরিদাস (ব্রহ্ম হরিদাস) বহু নিধি পাইয়া ভাবরসে উন্মত্ত হইলেন। হাটের শেষে আসিয়া জ্ঞানদাস আপন স্বভাবমত পাইলেন (অর্থাৎ কিছুই পাইলেন না)।

৫। অখিল ভুবনের মর্মচোর (হৃদয়-মনের অপহারক) কষিত কাঞ্চনকান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ। তাঁহার হস্তি-শাবক-শুণ্ড জিনিয়া বাহুদণ্ড পাপ-তাপের ত্রাসজনক। সর্ব অঙ্গে প্রচুর পুলকের শোভা, অতুলনীয়

[১] ভক্তির সহিত আকুলতার মিশ্রণে স্পর্শমণিরূপ প্রেমের উৎপত্তি হয়।

৬

।। সিন্ধুড়া পাহিড়া ।।

কষিল কাঞ্চন মণি গৌর-কলেবর।
আজানু-লম্বিত ভুজ পুলক-উজর ।।
বরণ-কিরণে দেশ গেল আঁধিয়ার।
ধন্য কলিযুগ-লোক, ধন্য অবতার ।।
গৌর করুণার সীমা।
বিরিঞ্চি সিঞ্চিত ভব ভাবিতে মহিমা ।। ধ্রু ।।
তরুণী তরুণ বৃদ্ধ শিশু পশু পাখি।
যারে দেখে সভে সুখি চাহে অশ্রুমুখি ।।
আনন্দে রসাল শৈল-শিখর সমান।
জগভরি যারে তারে কৈল প্রেম দান ।।
অখিলের সার প্রভু গৌর চিন্তামণি।
কেবল কৃপায় কৈল ধরণিরে ধনি ।।
হেন প্রেম না পাইল পাপী হেন জনা।
জ্ঞানদাস বলে তারে নহিল করুণা ।।

নৃত্যরঙ্গ, শারদ পূর্ণিমার চন্দ্রবৎবদন, তাহাতে আবার রসের কথা ও হাসির ছটা। জগজনের নয়ন-মনের ফান্দ-স্বরূপ গৌরচান্দ আজ কেমন সাজিয়াছেন। ললাটে চন্দন তিলক লইয়াছেন, বক্ষে কুন্দফুলের মালা দুলিতেছে। নয়নে জলধারা বহিতেছে, কমলে যেন অফুরন্ত মধু ঝরিতেছে। ভক্ত ভ্রমরদল চারিদিকে বেড়িয়া আনন্দে হরিকীর্তন করিতেছেন। মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় মন্দগতি, হৃদয় বাঁধিবার ফান্দস্বরূপ সেই অপ্রাকৃত নবীন মদনকে দেখিয়া অথবা মদনের হৃদয়ও যাঁহার গতিভঙ্গিমাত্র দেখিয়া বন্দী হয়, সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া কি অসুর, কি অমর, কি নরনারী,—ত্রিজগতের চিত্ত দুলিতেছে। তরুণ বয়সের গোরা তনু, অন্তরে গোকুল মেঘ—রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইলেন, তাই প্রেম-তরলিত মর্মস্থল শ্রীরাধারাণীর মহাভাবে ভরিয়া উঠিল। তিনি করুণাপূর্ণ নয়নে চতুর্দিকে চাহিতেছেন। (শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে গোকুল-মেঘের উদয় যুগল-বিলাসস্মৃতিও হইতে পারে) ধন্য পৃথিবী, ধন্য কলিকাল, ধন্য ধন্য পরমদয়াল প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র, তিনি জীবতারণ শ্রীহরিনামকীর্তনের প্রচার করিলেন, জ্ঞানদাস তাঁহার গুণগান করিতেছেন।

৬। গৌরকলেবর কষিত কাঞ্চন ও মণিতে গড়া। (কাঞ্চন—শ্রীরাধা, মণি—মরকত মণি শ্রীকৃষ্ণ) আজানুলম্বিত বাহু, উজ্জ্বল পলক, বর্ণচ্ছটায় দেশের আঁধার গেল। কলিযুগের লোক ধন্য, অবতারও ধন্য। করুণার সীমা (যাঁহার অপেক্ষা করুণাময় দ্বিতীয় কেহ নাই) গৌরচন্দ্রের মহিমা ভাবিয়া ভববিরিঞ্চিও (সেই করুণায় অথবা গৌরপ্রেমে) সিঞ্চিত হয়। তরুণী, তরুণ, বৃদ্ধ, পশু-পাখী, গৌর যাহাকেই দেখেন, সেই আনন্দিত হয়, তাহারা আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে গোরার প্রতি চাহে। শৈলশিখর যেমন অফুরন্ত প্রস্রবণধারায় দেশ প্লাবিত করে, তৃষিত তাপিতকে তৃপ্তিদান করে, আনন্দ-রসময় শ্রীগৌরাঙ্গও তেমনই যাহাকে তাহাকে প্রেমদান করিলেন। অখিলের সার, মহাপ্রভু শ্রীগৌর চিন্তামণি কেবল কৃপাদানেই ধরণীকে ধনী করিলেন। (ধরণীকে সম্পদ্শালিনী করিলেন অথবা ধন্য করিলেন। প্রবাদ আছে—চিন্তামণি আপনি অবিকৃত থাকিয়া অফুরন্ত স্বর্ণ প্রসব করে। শ্রীগৌরাঙ্গকে চিন্তামণি বলায় এখানে ধনী,—ধনশালিনী অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।)। জ্ঞানদাস বলিতেছেন—আমার মত পাপীই এমন প্রেম পাইল না, গৌরচন্দ্র তাহাকে করুণা করিলেন না।

৭

।। সুহই ।।

সহজই গৌর কলেবরে। হেরইতে আঁখি মন ঝুরে।।
তাহে কত ভাব পরকাশ। কে বুঝয়ে কি রস বিলাস।।
কি কহব পঁহুক চরিত। রোয়ইতে উদয় পিরিত।। ধ্রু।।
পুলকে যে প্রেম অঙ্কুর। প্রতি অঙ্গ সুখ ভরিপুর।।
মেঘ জিনি ঘন গরজন। বরিখয়ে প্রেম বরিষণ।।
পুলক-রচিত সব তনু। কিশোর কুসুম-ধনু জনু।।
করুণায় কান্দে সব দেশ। জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ।

৮

।। সিন্ধুড়া ।।

কনয়া কিশোর- বয়স, রসময়
কি নব কুসুম-ধনু।
লাবণ্য-সার কি সুধাএ নিরমিত
গৌর সুবলিত তনু।।
(পঁহু গুণ) সাধ করি হেন শুনি।
শ্রবণ-পরশে সরস সব তনু
অন্তরে জুড়ায়ে পরাণী।। ধ্রু।।
কনক নীপ ফুল পুলক সমতুল
স্বেদ বিন্দু বিন্দু মুখে।
বিভোর প্রেম ভরে অন্তর গর গর
উজোর মরমের সুখে।।
অরুণা নয়নে করুণা নিরমিত[১]
সঘনে হরি হরি বোল।
জ্ঞানদাস বলে পঁহুর পদ-ভরে
আনন্দে অবনী হিলোল।।

৭। গোরাতনু দেখিয়া সহজেই নয়ন-মন কাঁদিয়া আকুল হয়। তাহাতে আবার (সেই দেহে) কত ভাবের প্রকাশ। সে যে কি রসের বিলাস কে বুঝিবে। প্রভুর চরিত্র কি বলিব। (প্রভুর) ক্রন্দনের মধ্য দিয়া প্রীতির উদয় হয়। সুখে পরিপূর্ণ প্রতি অঙ্গে প্রেমের অঙ্কুর-পুলকাবলী। মেঘ জিনিয়া ঘন গর্জন (প্রেম-হুঙ্কার) প্রেমের বৃষ্টি বর্ষণ করে। সারা তনু পুলক-রচিত, যেন কিশোর কন্দর্প। প্রভুর অহেতুকী কৃপা পাইয়া সমস্ত দেশ কাঁদিতেছে। জ্ঞানদাস উদ্দেশ পাইলেন না।

৮। সোনার কিশোর এই রসময় কি নবীন কন্দর্প? গোরার লাবণ্য-সার সুবলিত দেহ কি সুধায় নির্মিত? সাধ হয়, এমন প্রভুর গুণগাথা শুনি। সে গুণ শ্রবণ-স্পর্শেই সারা দেহ সরস করে, অন্তরে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। কনকের কদম্বপুষ্প-সমতুল্য পুলকদাম, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। প্রেমে বিভোর গরগর অন্তর, মরমের সুখে উজ্জ্বল। করুণা-নির্মিত অরুণ নয়ান। সঘনে হরি হরি বলিতেছেন। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, মহাপ্রভুর পদভরে অবনী আনন্দে হিল্লোলিত হইতেছে।

[১] করুণা যেন রূপ গ্রহণ করিয়াছে বা উপাদানভূত হইয়াছে।

৯

।। ধানশ্রী ।।

পুরবে আছিলা প্রিয়া রাধা গুণবতী।
এবে গদাধর সঙ্গে অধিক পিরিতি।
অন্তরেতে শ্যাম হেম-বরণ উপরে।
অধিক উজর ভেল পুলক-নিকরে।।
বড় অপরূপ গোরাচান্দ অবতার।
জগতে উদিত কিয়ে করুণা আকার।। ধ্রু ।।
রায় রামানন্দ শ্রীনরহরি দাস।
গোপীর স্বভাব ভাব সবে পরকাশ।।
গৌর-প্রেমে ভাসল জগতের লোক।
আনন্দে মোদিত সব নাহি দুখ শোক।।
সংকীর্তন-রসে সব গৌর-গুণ গাই।
পড়ল সুখের সিন্ধু অবধি না পাই।।
অকিঞ্চনে অধিক ভকতি-রতি দেল।
সবে জ্ঞানদাস ইথে বঞ্চিত ভেল।।

১০

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার[১]

।। বিভাষ ।।

অপরূপ গোরাচান্দে।
বিভোর হইয়া রাধার প্রেমে
তার গুণ কহি কান্দে।। ধ্রু ।।

৯। গুণবতী শ্রীরাধা পূর্বে প্রিয়া ছিলেন। এখন গদাধরের (গদাধর পণ্ডিত, শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্য-সুহৃৎ, অন্তরঙ্গ ভক্ত) সঙ্গেই অধিক প্রীতি। অন্তরে শ্যাম (শ্রীকৃষ্ণ), বাহিরে স্বর্ণবর্ণ (শ্রীগৌরাঙ্গ) পুলক-নিকরে অধিক উজ্জ্বল। শ্রীগৌরচন্দ্র বড় অপরূপ অবতার। সাকার করুণা কি এ জগতে উদিত হইয়াছে? রায় রামানন্দ (জগন্নাথবল্লভ-নাটক প্রণেতা, উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মসচিব ছিলেন, মহাপ্রভুর কৃপালাভে তাঁহার একান্ত প্রিয়গণে পরিগণিত হন, পুরীধামের নিত্যসঙ্গী) এবং শ্রীনরহরি দাস (শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রসিদ্ধ পদকর্তা, মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, গোপীভাবানুসরণে শ্রীমহাপ্রভুর অভিনব উপাসনার প্রবর্তক, শ্রীমহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সহচর) প্রভৃতি সকলেই গোপীভাবে বিভাবিত। গৌরপ্রেমে জগতের লোক ভাসিল। সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা, কাহারো দুঃখ শোক নাই। সংকীর্তন-রসে গৌরগুণ গাহিয়া সকলেই সুখসিন্ধুতে পড়িয়াছেন, সুখের শেষ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ অকিঞ্চনকেই অধিক ভক্তি-রতিদান করিলেন। মাত্র জ্ঞানদাসই ইহাতে বঞ্চিত হইলেন।

[১] মিলনের পর সখা-সখীর নিকট রজনীর বিলাসকাহিনীর বর্ণনার নাম রসোদ্গার।

নয়নে গলয়ে প্রেমের ধারা
পুলকে পুরল অঙ্গ।
খেনে গরজয়ে খেনে সে কাঁপয়ে
উথলে ভাব-তরঙ্গ ॥
পারিষদগণে কহয়ে যতনে
রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে গৌরাঙ্গ নাগর
যে লাগি আইলা এথা ॥

১১

বাসক-সজ্জা[১]

॥ ভূপালী ॥

সুরধুনি-তিরে নব ভাণ্ডির-তলে।
বসিয়াছে গোরাচান্দ নিজগণ মেলে ॥
রজনি কৌমুদি আর হিম-ঋতু তায়।
হিম সহ পবন বহয়ে মৃদু বায় ॥
তাহি রচয়ে পহু ললিত শয়ান।
হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়ান ॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠয়ে।
বাসক-সজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে ॥

১২

॥গান্ধার ॥

কি লাগি গৌর মোর।
নিজ[২]-রসে ভেল ভোর ॥
অবনত করি মুখ।
ভাবয়ে পুরুব-দুখ ॥

[১] প্রিয় দয়িতের সঙ্কেতানুসারে কুঞ্জে আসিয়া বিবিধরূপে কুঞ্জ ও শয্যা সাজাইয়া প্রিয়ের প্রতীক্ষার নাম বাসক-সজ্জা।

[২] শ্রীরাধিকার ব্যর্থ প্রতীক্ষার অভিজ্ঞতা নূতন করিয়া অনুভব করিল।

বিহি নিকরুণ ভেল।
আধ নিশি বহি গেল ॥
জ্ঞানদাস কহে গোরা।
নিজ-রসে ভেল ভোরা ॥

১৩

অথ উদ্বেগ-দশা[১]

তদ্‌ভাবাক্রান্তঃ শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

সোণার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
উরে কর ধরি ফুকরি ফুকরি
হা নাথ বলিয়া কান্দে ॥
গদাধর-মুখে ছল ছল আঁখে
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
নয়নে থির নেহারি ॥
বিরহ-অনলে দহয়ে অন্তর
ভসম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করিব কোথা না যাইব
কিছু না বোলয়ে কেহ ॥
কহে হরিদাস কি বলিব ভাষ
কেনে হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে রাধার পিরিতে
সতত সে রসে ভোরা ॥

১৩। সোনার গৌরাঙ্গচান্দ বুকে হাত দিয়া ফুকারি ফুকারি হা নাথ বলিয়া কান্দিতেছেন। ছল ছল চক্ষে গদাধর পণ্ডিতের মুখের পানে চাহিয়া নিশ্বাস ছাড়িতেছেন। স্থির নয়নে পণ্ডিতের মুখ চাহিয়া সর্বাঙ্গ ঘামে তিতিয়া গেল। বিরহ-অনলে অন্তর দহিতেছে, দেহ কিন্তু ভস্ম হয় না। কি বুদ্ধি করিব, কোথায় যাইব, কেহ কিছু বলে না। বৃদ্ধ হরিদাস বলিতেছেন, কি কথা বলিব, শ্রীগৌরাঙ্গ কেন এমন হইলেন। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, শ্রীরাধার প্রীতিতে তিনি সর্বদাই সে রসে বিভোর হইয়া আছেন।

[১] বাসর সাজাইয়া প্রিয়-পথ চাহিয়া সারা নিশি জাগরণে কাটিয়াছে। রজনী প্রায় শেষ হইতে চলিল, প্রিয় আসিলেন না। এই অবস্থার নাম উদ্বেগ-দশা।

শ্রীনিত্যানন্দ

১

।। সিন্ধুড়া ।।

ভাবে বিঘূর্ণিত লোচন ঢল ঢল
দিগ বিদিগ নাহি জানে।
মত্ত সিংহ জিনি গর্জন ঘন ঘন
জগ মাহা কাহু না মানে ।।
দেখ দেখ পুরণ মল্লরূপধারি।
নাম নিতাই ভাই বলি রোয়ত
মহিমা বুঝই না পারি ।।
লীলা রসময় সুন্দর বিগ্রহ
আনন্দে নটন-বিলাস।
[১]কলিবন-দলন ডোলত গতি মন্থর
কীর্তন কয়ল প্রকাশ ।।
কটি তট বিবিধ- বরণ পট পহিরণ
মলয়জ লেপিত অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে কো নিরমাওল
জগমাহা ঐছন রঙ্গে ।।

১। ভাবে বিঘূর্ণিত ঢল ঢল আঁখি। দিগ্‌বিদিগ্ জানে না। মত্ত সিংহ জিনিয়া ঘন ঘন গর্জন, জগতের মাঝে কাহাকেও মানে না। পূর্ণ মল্লরূপধারীকে দেখ দেখ। নিতাই নাম, (শ্রীগৌরাঙ্গকে) ভাই বলিয়া কাঁদিতেছে, মহিমা বুঝিতে পারি না। লীলা রসময়, সুন্দর মূর্তি, আনন্দে নৃত্যবিলাসে মাতোয়ারা। কলিকালরূপ অরণ্য দলন করিয়া মন্থর গমনে ঘুরিতেছেন। (ডোল—গ্রাম্য শব্দ ডুলে, বুলে, ঘুরিয়া বেড়ায়) সংকীর্তনের প্রকাশক। (অথবা কলিবন-দলন কীর্তন প্রকাশ করিয়া মন্থরগতিতে ঘুরিতেছেন।) কটিতে বিবিধ বর্ণের পট্টবস্ত্র পরিধান। মলয়জ (চন্দন) লেপিত দেহ। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, জগতের মাঝে এমন রঙ্গ কে সৃষ্টি করিল?

[১] 'মত্তসিংহের' সহিত উপমার প্রকাশক।

২

॥ শ্রীরাগ ॥

পুরবে গোবর্দ্ধন ধরল অনুজ যার[১]
জগ-জনে কহে বলরাম।
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে আইলা কীর্তন-রঙ্গে
ধরি পহু নিত্যানন্দ-নাম॥
পরম উদার করুণাময় বিগ্রহ
ভুবন-মঙ্গল গুণ-ধাম।
গৌর-প্রেম-রসে কটির বসন খসে
অবতার অতি অনুপাম॥
নাচত গাওত হরি হরি বোলত
নিরবধি জনু মাতোয়াল।
হাস প্রকাশ মিলিত মধুরাধরে
বোলত পরম রসাল॥
রামদাসের' পহু সুন্দরের জীবন
গৌরীদাসের ধন প্রাণ।
অখিল জীব যত এহ রসে উনমত
জ্ঞানদাস গুণ গান॥

৩

॥ ভাটিয়ালি ॥

পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল করে অঙ্গ নানা আভরণে॥

২। পূর্বে যাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন, জগতের লোক যাঁহাকে বলরাম বলেন, সেই প্রভুই নিত্যানন্দ নাম ধরিয়া এবার সংকীর্তনরঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী হইয়াছেন। অত্যন্ত উদার করুণাময় মূর্তি, ভুবনমঙ্গলবিধায়ক সর্বগুণের আকর। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমরসে কটির বসন খসিয়া পড়ে। অতি অনুপম অবতার। নাচে, গায়, নিরন্তর হরি হরি বলে, যেন মাতাল (প্রেমরসে প্রমত্ত)। মধুর অধরে মৃদু হাসি প্রকাশিত, পরম রসময় বাক্য বলিতেছে। রামদাসের প্রভু, সুন্দরানন্দের জীবন, গৌরীদাস পণ্ডিতের ধনপ্রাণস্বরূপ। অখিলের যত জীব এই রসে উন্মত্ত। জ্ঞানদাস গুণগান করিতেছেন।

৩। পদের আরম্ভ—পদকল্পতরু গ্রন্থে (২৩০৬ সংখ্যক পদ) এইরূপ একটি পদ আছে—"আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়"। পদকল্পতরুর পদ ১০ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। ৩, ৪ ও ৯, ১০ পংক্তি পদকল্পতরুতে নাই। অল্পবিস্তর পাঠান্তরও আছে।

অবিত্ত বলশালিদের ইঙ্গিত

পিঠে দোলে পাট থোপা তাহে হেম ঝাঁপা।
কলি-কল্মষ-রাশি নাশি করে কৃপা ॥
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় গৌর বোলায় ॥ ধ্রু ॥
লাফে ঝাঁপে যায় পঁহু গৌর-আবেশে।
পাপ পাষণ্ডি-মতি না থুইল দেশে ॥
দয়ার কারণে পঁহু ক্ষিতিতলে আসি।
অবিচারে দিল পঁহু প্রেম রাশি রাশি ॥
সঙ্গে প্রেম-রস-রঙ্গী রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর ॥
চৌদিশে নিতাই মোর হরি বোল বোলায় ॥
জ্ঞানদাস লাখ মুখে পঁহু গুণ গায় ॥

৪

॥ ভাটিয়ালি ॥

চলিতে না চলে পা কিবা সে হিলন গা
রাজপথে নিতাইর নাট।
সঙ্গের যতেক সঙ্গী তা বড় তা বড় রঙ্গী
অতি অপরূপ রসের হাট ॥

এ দেশে এমন না ছিল এতেক দিন
নিতাইচান্দের হেন লীলা।
দীন হীন লোক প্রীত চিত আঁখি উলসিত
কিবা কলি রসে ভুলি গেলা ॥

পরিধানে পট্টবাস, কর্ণে মুক্তা, নানারূপ অলঙ্কারে অঙ্গ ঝলমল করিতেছে। (কেশে বাঁধা) রেশমের থোপা (থোপ্‌না, গোছা) পিঠে দুলিতেছে। তাহাতে সোনার ঝাপা। কলিকালের পাপরাশি নাশিয়া কৃপা করিতেছে। আরে আমার, আরে আমার নিত্যানন্দ রায়, আপনি নাচে, আপনি (শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও গুণ) গান করে, লোককে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম বলায়। (তাঁহার কৃপায় লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম লয়, গুণ গায়) শ্রীগৌর আবেশে (গৌরপ্রেমে মত্ত হইয়া) লাফে ঝাঁপে (মাতালের মত লম্ফ দিয়া ঝাঁপ দিয়া) চলে। দেশে পাপ আর নাস্তিকতা রাখিল না। (সকলেই ভগবদনুরাগী হইল) দয়া করিবার জন্য (করুণা পরবশ হইয়া) পৃথিবীতে আসিয়া (অধিকারী) বিচার না করিয়া আচণ্ডালে রাশি রাশি প্রেমদান করিলেন। রামদাস, সুন্দরানন্দ, গৌরীদাস-পণ্ডিত প্রভৃতি প্রেমরসরঙ্গী সহচরগণ সঙ্গে (ফিরিতেছেন)। আমার শ্রীনিত্যানন্দ চারিদিকে (স্থাবর জঙ্গমকে) হরিনাম বলাইতেছেন। জ্ঞানদাস লক্ষমুখে প্রভুর গুণ গাহিতেছেন। অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে অবিশ্রাম নিত্যানন্দ-গুণকীর্তন করিয়া সীমা পাইতেছেন না।

৪। চলিতে পদ চলে না। কিবা সে দেহের হিলন (হেলিয়া দুলিয়া চলন), রাজপথে নিতাইয়ের রঙ্গ। সঙ্গের যত সঙ্গী,—তা বড় তা বড় রঙ্গী। (কেহই কাহারো অপেক্ষা কম নহেন) অতি অপরূপ রসের হাট

শুনিয়া ভাইর কথা পূরবে বারুণী পীতা
সে সব আভাসে হাস মুখে।
না করে কাহারে ভিন এই সে প্রেমের চিন্
দিগ-বিদিগ নাহি সুখে ॥
রাত্রি দিন আন নাই কহিতে লোকের ঠাঞি
আবেশে অবশ হয়া পড়ে।
জ্ঞানদাস কয় জগ-ভরি জয় জয়
ভব-ভয় গেল সব দূরে ॥

পড়িয়াছে। নিতাইচান্দের এই লীলা—এ দেশে এমন এতদিন ছিল না। নিতান্ত দীনহীন লোকও প্রীতিলাভ করিয়াছে। তাহাদের চক্ষু এবং মন দুই-ই উল্লসিত হইয়াছে। কলিও (কলিযুগ) কি এই রসে (নিতাইয়ের নাটে) আপন স্বভাবধর্ম ভুলিয়া গেল? বলরাম পূর্বে বারুণী পান করিতেন। এখন নিত্যানন্দ অবতারে ভাইয়ের (শ্রীগৌরাঙ্গের) কথায় মাতিয়াছেন। (বারুণীর বদলে গৌরকথাই তাঁহাকে প্রমত্ত করিয়াছে) সেই সবের আভাসে (পূর্ব কথা ও আধুনিক ব্যবহার মনে করিয়া) মুখে হাসি দেখা দিতেছে। কাহাকেও ভিন্ন ভাবেন না (পৃথক্ রাখেন না), ইহাই তো প্রেমের চিহ্ন। সুখে দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান নাই। (প্রেমদান ভিন্ন, গৌরকথা ভিন্ন) দিবারাত্রি অন্য চিন্তা বা কার্য নাই। লোকের কাছে গৌর নাম ও গুণের কথা কহিতে কহিতে প্রেমাবেশে অবশ হইয়া পড়েন। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, জগৎ ভরিয়া নিতাইয়ের জয় জয় ধ্বনি উঠিতেছে। ভব-ভয় সব দূরে গেল।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

3—1841 B

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণ—দ্বাদশ গোপালের রূপ

১

শ্রীদাম গোপাল

।। ধানশী ।।

আরক্ত সুন্দর কান্তি শ্রীদাম গোপাল। বনফুলমালেতে কুন্তল বাঁধে ভাল
অরুণ-বরণ ধটী কটির বাঁধনি। যষ্টি বিশাল বেত্র মুরলী কাচনি ।।
প্রবাল মুকুতা গুঞ্জা গলে ঝলমল। হেলায় দুলিছে কানে মকর কুণ্ডল।
সর্ব অঙ্গ বিভূষিত গোক্ষুরের ধুলা। উরপরে দুলিতেছে বনফুল মালা ।।
পাশ অভরণ অঙ্গে কটিতে কিঙ্কিণী চরণে মঞ্জীর বাজে রুণুঝুণু শুনি ।।

সুদাম গোপাল

।। ধানশী ।।

আরক্ত গউর কান্তি গোপাল সুদাম। পূর্ণিমার শশি জিনি মুখ অনুপাম।
বিলোল নয়ন যেন পঙ্কজের পত্র। সুললিত ললিত সুন্দর সর্ব গাত্র।
কৃষ্ণ-ক্রীড়া-কৌতুক-রসে মাতোয়ার। দিক্‌বিদিক নাহি আনন্দ অপার ।।
কুন্তলে গুঞ্জার শোভা বকুলের দাম। গোরচনা চন্দন তিলক অনুপাম ।।
রাঙ্গাধটী পরিধান কটিতে কিঙ্কিণী। নানা অভরণ অঙ্গে হীরা হেম মণি।
শ্রবণে সোনার কুঁড়ি ফুলের মঞ্জরী। গলে বনমালে অলি ভ্রমিছে গুঞ্জরি ।।
বাম করে মুরলী নূপুর বাজে পায। অগুরু চন্দন ফুল শোভে তার গায় ।।

স্তোককৃষ্ণ গোপাল

।। ধানশী ।।

স্তোককৃষ্ণ গোপালজীউ শ্যামলবরণ। হরিত বরণ তার পিন্ধন বসন।
দ্বিরদ-শাবক গতি বিক্রমে বিশাল। গীম-দোলনে দোলে গলে বনমাল ।।
কৃষ্ণ-ক্রীড়া-আমোদেতে তনু উলসিত। অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত ।।
নানা অভরণ অঙ্গে করে ঝলমল। অঙ্গে দোলে বনফুল শ্রবণে কুণ্ডল ।।

৪

সুবল গোপাল

।। ধানশী ।।

[১]কলধোত-বরণ যে সুবল গোপাল। কমল জিনিয়া অতি নয়ন বিশাল ।।
কনক-বরণ ধটী কটির শোভন। ক্ষুদ্র-ঘণ্টি-সারি তাহে বাজে রণরণ ।।
চাঁচর চিকুর চূড়া টালনি কপালে। বেড়িয়া টাপনি তাহে নব গুঞ্জামালে ।।
সর্বাঙ্গ ভূষিয়া শোভে নানা অলঙ্কার। মত্ত করিবর জিনি গমন সঞ্চার ।।
উরপর দোলে লোল তুলসীর দাম। ভুবনমোহন রূপ অতি অনুপাম ।।
করেতে মুরলী ধরে কনক-রচিত। দেখিতে দেখিতে আঁখি আনন্দে পূর্ণিত ।।

৫

অংশুমান গোপাল

।। ধানশী ।।

অতি অপরূপ শ্যাম-কান্তি চিকনিয়া। অসিত অম্বুজ কিয়ে নীলমণি জিনিয়া ।।
বরণ কজ্জল-কান্তি গোপাল অংশুমান। অরুণ-বরণ তার বস্ত্র পরিধান ।।
সুনীল জলদ তার দীঘল নয়ন। নাটুয়ার ঝোলা[২] অঙ্গে নানা অভরণ ।।
উভ করি বাঁধে কেশ চম্পকের দাম। যার রূপ দেখিয়া মুরছে কত কাম ।।
মৃগমদ তিলক কপালে মনোহর। কুম্‌কুম্-ভূষিত তার কপাল সুন্দর ।।
বাম করে মুরলী ডাহিনে পাঁচনি। বিনোদ চলনে যায় বিনোদ চাহনি ।।
উরপরে দোলে কিবা নব গুঞ্জামাল। কণ্ঠতটে হার চারু মুকুতা প্রবাল ।।
হাসি হাসি কথা কহে বড়ই মধুর। রুণুরুণু বাজে পায় সোনার নূপুর ।।

৬

বসুদাম গোপ

।। ধানশী ।।

তপত কাঞ্চন জিনি গোপ বসুদাম। অরুণ বসন পরে গলে ফুলদাম ।।
ডাহিনে টালনী বাঁধে লটপট পাগ। চম্পকের মালা তাহে নানা ফুলরাগ ।।
উপরে দুলিছে ফুল অঙ্গে ফুলডাল। মৃগমদ চন্দনেতে রঞ্জিত কপাল ।।
নানা অভরণ অঙ্গে মাণিক্য রতন। সর্বাঙ্গ ভূষিয়া শোভে অগুরু চন্দন ।।
সুধাময় তনুখানি নাটুয়ার ছান্দ। অঙ্গ নিরখিয়ে মুগ্ধ পূর্ণিমার চান্দ ।।
ঘন ঘন মুরলী বাজায় মনোহর। হাসির হিলোলে তায় দোলে কলেবর ।।

[১] স্বর্ণ।

[২] নাটুয়ার ঝোলা—যাহাতে নানারূপে নাচিবার সজ্জা আছে।

৭

কিঙ্কিণী গোপাল[১]

।। ধানশী ।।

নীলপদ্ম-কান্তি জিনি কিঙ্কিণী গোপাল। পরিধান পিঙ্গল বসন দেখি ভাল।
ডাহিনে টালনী ভালে কুটিল কুন্তল। বেড়িয়া মালতি যুথি যাথি থরে থর।।
গোরচনা তিলক অলকা-পাঁতি-কোলে রতন কুণ্ডল ছবি ঝলকে কপোলে।।
স-পত্র কদম্ব ফুল দোলে বাম অংসে। পক্ক বিম্ব অধরে গাইছে মৃদু বংশে।।
নানা অভরণ অঙ্গে করে টলমল।। উরপরে দোলে মালা নব গুঞ্জা ফল।।[২]

৮

অর্জুন গোপাল

।। ধানশী ।।

অতসী কুসুম আভা অর্জুন গোপাল। পঙ্কজ পলাশ জিনি নয়ন বিশাল।
ধূসর বরণ বস্ত্র করে পরিধান। কটিতে কিঙ্কিণী বাজে রুণুঝুণু গান।।
বীণা বেণু আর হাতে কাচনি[৩] পাঁচনি। নানা অভরণ অঙ্গে বিনোদ সাজনি।।
অনুক্ষণ করিতেছে নটন বিহার[৪]। নবনীতে সমধিক প্রীতি যে তাঁহার।।

৯

দেবদত্ত গোপাল

।। ধানশী ।।

দেবদত্ত গোপাল যে দুর্বাদলশ্যাম। অরুণ বসন পরে অতি অনুপাম।।
রঙীন পাগড়ি পঁ্যাচ উড়িছে পবনে। নব কিশলয় তার দুলিছে শ্রবণে।।
গলায় দুলিছে হার মুকুতা প্রবাল। মৃগমদ চন্দন তিলক শোভে ভাল।।
কেউর শোভিত ভুজ সঘনে দোলায়। রুণুরুণু সঘনে নূপুর বাজে পায়।।
ধড়ায় মুরলী[৫] করে কনক পাঁচনি। বনফুল-মালায় ধূসর তনুখানি।।

[১] গোপালের নাম।
[২] নূতন গুঞ্জা ফলের মালা।
[৩] কাচনি, সাজ।
[৪] নৃত্যবিহার।
[৫] ধড়ায়--পরিধেয় বসনে (কোমরে মুরলী গুঁজিয়া রাখিয়াছে)।

১০

সুনন্দ গোপাল

।। ধানশী ।।

সুন্দর বরণ দেখি সুনন্দ গোপাল। সুন্দর আকৃতি তাঁর গলে বনমাল ।।
কনক-বরণ ধটী কটির আটনি। দোলয়ে সুন্দর তাহে পাটের থুপনি ।।
বিনোদ পাগড়ী মাথে তাহে ফুল আভা। উড়িছে ভ্রমর তাহে মকরন্দ-লোভা ।।
সুগন্ধি ফোঁটার ছটা কপালে উজ্বল। রতন কুণ্ডল দুটি কানে ঝলমল ।।
শুদ্ধ সুবর্ণের সুবিচিত্র অলঙ্কার। গলায় দুলিছে গজমুকুতার হার ।।
অনুখণ গাইছেন মনোহর গীত। পরম পবিত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত ।।
বিনোদ বাঁকুয়া[১] হাতে ধড়ায় মুরলি। সর্ব অঙ্গে বিভূষিত গোক্ষুরের ধুলি ।।

১১

বরুথপ গোপাল

।। ধানশী ।।

বরুথপ গোপাল যে অতি মনোহর। সিন্দূর-বরণ অতি স্নিগ্ধ কলেবর ।।
ধবল বসন পরে গলে বনমাল। অরুণ-ববণ দুটি নয়ন বিশাল ।।
ভুবনমোহন রূপ অপরূপ ছান্দ। হেরিতে মলিন কত পূর্ণিমার চান্দ ।।
বিনোদ পাগড়ি পঁ্যাচ পিঠে ঝলমল। ঝিকিমিকি করে দুটি শ্রবণে কুণ্ডল ।।
হাত দোলাইয়া যায় বাম করে বাঁশী। আধ আধ বচন কহিছে মৃদু হাসি ।।

১২

নন্দক গোপাল

।। ধানশী ।।

নন্দক গোপাল যেন দুর্বাদলশ্যাম। রাতুল বসন পড়ে অতি অনুপাম ।।
মেদুর[২] মধুর হাসি কমল প্রকাশে। সদায় আনন্দলীলা কৌতুক প্রকাশে ।।
বিনোদ চূড়াটি তাহে নাগেশ্বর গাঁথা। চন্দন তিলক তাহে মৃগমদ-লতা ।।[৩]
নানা অভরণ অঙ্গে ফুলে করে আলা। উরপরে দুলিছে বনজ ফুলমালা ।।
কাচনি[৪] মুরলী করে কনক পাঁচনি। চলিতে নূপুর বাজে রুণুঝুণু ধ্বনি ।।

১ পাঁচনী।
২ মেদুর হাসি—অধরে মিলিত হাসি, যে হাসি অধরে মিশিয়া আছে।
৩ মৃগমদ-লতা—মৃগমদের বিন্দুর সারি। ৪ কাচনী, সাজ।

১৩

বিশালা ও বিষয়া গোপাল

।। ধানশী ।।

দেখ দেখ গোবিন্দের সঙ্গে। অবিরত ধায় কত লাবণ্য বিভঙ্গে।।
বিশালা বিষয়া দোঁহে সমান বয়েস। ধূমল ধূসর বর্ণ সুললিত কেশ।।
নীল রক্ত বর্ণ ধটী কটির আঁটনি। চলিতে নূপুর বাজে রুণুঝুণু ধ্বনি।।
দোঁহার মাথায় পাগ দোঁহে লটপটি। গলায় দুসুতি হার শোভে পরিপাটি।।
সুবর্ণ পাটের খোপ পিঠে ঝলমল। ঈষৎ দুলিছে কানে রতন কুণ্ডল।।
সোনার শিকলে শিঙ্গা শোভে দুই কান্ধে দোহে একমিলে যায় নটবর ছান্দে।।

১৪

বলদেবের রূপ

।। সুহই ।।

দিনমণি-বল্লভ[১] দুহু কর পল্লব সুবলিত আঙ্গুলি সুছান্দ।
অমৃত অঙ্গুলি[২] মাঝে রতন অঙ্গুরি সাজে মুখের লাবণি সদ্যো চান্দ।।[৩]
সরুয়া সুন্দর কটি মেঘবরণ ধটী অঞ্চল চঞ্চল পদ আগে।[৪]
কনয়া কিঙ্কিণী-জাল রুণুঝুণু বাজে ভাল অঙ্গদ ভূষিত ধৌত রাগে।।[৫]
রাতা উতপল জিনি রাঙ্গা শ্রীচরণ খানি রতন মঞ্জির বাম পায়।
বলরাম বড় রঙ্গে বাম করে ধরি শিঙ্গে রহি রহি গভীর বাজায়।।
যার গুণ শ্রুতি মাত্র পুলকে পুরয়ে গাত্র তার রূপ কে কহিতে পারে।
জ্ঞানদাসেতে ভণে এতেক রাখাল সনে বিহরই যমুনার তীরে।।

১৫

সুহই ।।

পহিরণ নীলাম্বর ধবল বরণ। করে ধরে শিঙ্গা মত্ত-গজেন্দ্র গমন।।
[৬]পদদুই চলে পুন চলিতে না পারে। স্থির হইতে নারে ঢলি ঢলি পড়ে।।

[১] সূর্যপ্রিয় পদ্মতুল্য।

[২] 'অঙ্গুলি'র বিশেষণ হিসাবে 'অমৃতের' বিশেষ সার্থকতা বোধ হয় না—মনে হয় অর্থ 'সুধাস্রবী স্পর্শ গুণান্বিত।

[৩] নবোদিত চন্দ্র, সুন্দর ও পূর্ণতর পরিণতির সম্ভাবনা-বিশিষ্ট।

[৪] পদের গতিচেষ্টার পূর্বাভাস অঞ্চলের চঞ্চলতায় ব্যঞ্জিত।

[৫] ধৌত রাগে কলধৌত অর্থাৎ সুবর্ণের ঔজ্জ্বল্যে।

[৬] জ্ঞানদাসের গুরু নিত্যানন্দ বলরাম—চিত্রের আদর্শ—নিত্যানন্দের অস্থির ভাবোন্মাদ বলরামে আরোপিত হইয়াছে।

পড়িয়া আপনি কহে আপনি অস্থির। বারুণী বলিয়ে পিয়ে যমুনার নীর ।।
বারুণী বারুণী বলি সখাগণে চায়। ক্ষণে ক্ষণে ধরণী পড়িয়া গড়ি যায়।
অরুণ নয়ন করি অধর কাঁপায়। ভয় মানি কেহ তার নিকটে না যায় ।।
[১]আপনার ছায়া দেখি তারে কহে কথা। আপনি কহিয়া কথা নিজে নাড়ে মাথা ।।
খেনে হাসে খেনে কান্দে বিবিধ বিকার। বালকের সঙ্গে খেনে করেন বিহার ।।
কেহ খায় কেহ বায় কেহ তাল ধরে। আনন্দে নাচয়ে ব্রজ-বালক ভিতরে ।।
[২]একুই কুণ্ডল মাত্র বাম কানে দোলে। একুই নূপুর বাম চরণ কমলে ।।
ধরণী লোটায় নীল ধড়ার অঞ্চল। বিগলিত হইয়াছে বেণীর কুন্তল ।।
খনে তরুতলে বসি দোলায় শরীর। টলমল করে ক্ষিতি ভরে নহে স্থির ।।[৩]
দেখিয়া বালকগণ খনে খনে হাসে। খনে খনে ভজে খনে পিরিতি সম্ভাষে ।।
[৪]নির্মল ধরাতল দেখিতে সুছান্দ। দিবসে উদয় যেন পূর্ণিমার চান্দ ।।
কৃষ্ণ-ক্রীড়া-রসে দিকবিদিক্ না মানে। আনন্দে বলাইএর গুণ জ্ঞানদাস ভণে ।।

[১] নিত্যানন্দের বাহ্যজ্ঞানহীন ভাববিহ্বলতা সবিস্তারে ও প্রত্যক্ষদর্শিতার অন্তরঙ্গ স্পর্শের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

[২] তাঁহার প্রসাধনের অসম্পূর্ণতা, বেশভূষার অযত্নবিন্যাস তাঁহার ভাবোন্মাদের পরিচয়।

[৩] এখানে বলরামের অমানুষিক দৈহিক শক্তি নিত্যানন্দে আরোপিত হইয়াছে।

[৪] ধরাতল-নির্মলকারী।

বলরামের প্রতি রাখাল বালকদের মনোভাব নানা পরিবর্তনশীল ভাবের সমন্বয়—পরিহাস, শঙ্কা ও ভালবাসা এই মিশ্র মনোভাবের উপাদান। কৃষ্ণের অবিমিশ্র মাধুর্যরস বলরামে নাই।

গোষ্ঠলীলা

গোষ্ঠলীলা

১

।। ধানশী ।।

শ্রীদাম বলে ওগো রাণি   বিদায় দাও নীলমণি
লয়ে যাব গোষ্ঠ বিহারে।
গোধন চারণ করি   আনি দিব তোমার হরি
নিবেদন করি করজোড়ে ।।
রাণী বলে কি বলিলি   না পাঠাইব বনমালী
তোমরা সবাই যাও বনে।
বড় হইলে লালনে   লইয়ে যেও কাননে
পাঠাইব তোমা সভা সনে ।।
কানাই বলে শ্রীদাম ভাই   আমার যাওয়া হল' নাই
মা বিদায় নাহি দিল মোরে।
জ্ঞানদাস কহে শুন   যশোদার জীবন-ধন
জানি বিদায় করে বা না করে ।।[1]

।। তুড়ী ।।

গোপাল যাবে কিনা   যাবে আজি গোঠে।
এক বোল বলিলে   আমরা চলিয়া যাই   গোধন চলিয়া গেল মাঠে ।।
[2]উদড় দেখিয়া বেলা   ডাকিতে আইনু মোরা   যতেক গোকুলের রাখয়াল।
একেলা মন্দির মাঝে   আছ তুমি কোন্ কাজে   এ তোমার কোন্ ঠাকুরাল[3] ।।
যদিবা এড়িয়া যাই   মনে বড় বেথা পাই   যাইব কেমতে প্রাণ ধরি।
না জানি কি গুণ জান   সদাই অন্তরে টান   তিল আধ না দেখিলে মরি ।।
মাথেতে ছান্দন দড়ি[4]   হাতেতে কনক লড়ি   বার হইলা বিহারের বেশে[5]।
সকল বালক লইয়া   যমুনার তীরে যাইয়া   জ্ঞানদাস ছিল সবার শেষে ।।[6]

[1] জানি—কি জানি, বিদায় করিবে অথবা করিবে না জানিতে পারিতেছি না।   [2] অতিরিক্ত।
[3] প্রভুজনোচিত অসঙ্গত খেয়াল।   [4] গোষ্ঠে গো-দোহনার্থ।   [5] উৎসবের উপযোগী বেশে।
[6] কৃষ্ণলীলার সহিত একাত্মতার কল্পনা চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। চৈতন্যপূর্ব-কবিদের মধ্যে যে সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব-ব্যবধান ছিল, বৃন্দাবনলীলায় ভাবোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত কবিদের হাতে তাহা অপসারিত হইয়াছে।

৩

গোষ্ঠযাত্রা*

।। মঙ্গল ।।

বাঁকুয়া পাঁচনী হাতে রঙ্গিয়া রাখাল সাথে
বাহির হৈলা রোহিণী-নন্দন।
শিঙ্গা দিয়া চাঁদ-মুখে উভ করি দিলা ফুকে[1]
শিঙ্গা-রবে ভেদিল গগন ।।
পরিধান নীল ধটী গলে শোভে হেম কাঁঠি
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন।
আকর্ণ শোভিত ঠান[2] আঁখিযুগ ঘূর্ণমান
শোভে কত রতন-ভূষণ ।।
এক কাণে কোকনদ দেখিতে লাগয়ে সাধ
আর কাণে মকর-কুণ্ডল।
জিনি ময়-মত্ত হাতী গমন মন্থর-গতি
ধরণী করয়ে টলমল ।।
বাহির হৈলা বলরাম না দেখিয়া ঘন-শ্যাম
প্রেমে ছলছল দুনয়ন।
জ্ঞানদাসেতে কয় মিলিলা রাখালচয়
মাঝে করি নন্দের নন্দন ।।

৪

।। ভাটিয়ারি ।।

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়াল-পাড়া ।।
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহিরে ।।
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন চালাঞা সভে চলিল এক সাথে ।।ধ্রু ।।
চারি দিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।
কাঁচনী[3] পাঁচনী কারু হাতে শিঙ্গা বেণু ।।

* গোষ্ঠযাত্রাবিষয়ক পদে বলরামকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন বলিয়া বলরামে প্রাধান্য আরোপ তাঁহার গুরুভক্তিপ্রকাশের অন্যতম উপায়।

[1] উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া, উর্ধ্বমুখে ফুক দিল। [2] নয়নযুগলের আকর্ণ-প্রসারিত ভঙ্গী। [3] সাজ।

সভার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ।
তারাগণ বেঢ়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ ।।
ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায় ।।

৫

শ্রীরাম-কৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন

।। মঙ্গল ।।

নবীন মেঘের ছটা জিনিয়া বিজুরি-ঘটা ভালে কোটি চন্দনের চান্দ।
শিরে শিখি শ্রীখণ্ড ঝলমল করে গণ্ড মুখমণ্ডল মোহন ফান্দ ।।
রাম কানু দোঁহে ভুবনমোহন বেশে বনে যায় গোধন লইয়া।
শিঙ্গা বেণু লাখে লাখে বাজায় ব্রজবালকে ডাকে সভে শ্যামলী বলিয়া ।।

সোনার নূপুর তাড় বালা আপাদ লম্বিত মালা
রঙ্গে সব সঙ্গে শিশু ধায়।
কটিতে কিঙ্কিণী রোল আবা আবা আবা বোল[১]
ভাব-ভরে কেহ নাচে গায় ।।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন[২] রহি যায় ভিন্ন ভিন্ন
তাহে অলি বসি করে গান।
জ্ঞানদাসেতে বলে আনন্দে যমুনা কূলে
হেরি দুই ভাইয়ের বয়ান ।।

।। তুড়ী ।।

গিরিধর লাল গিরি পর খেলন
তরু-হেলন পদপঙ্কজ-দোলনীয়া।
অতিবল সুবল মহাবল বালক
কান্ধে ছান্দ করে ভাণ্ড দোহনীয়া ।।

১ মুখের উপর হাতের ঘন ঘন মৃদু মৃদু আঘাত দেওয়া এবং ও—ও—ও—উচ্চ চীৎকার। রাখাল বালকদের ক্রীড়া-কৌতুক-ধ্বনিবিশেষ।

২ ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশাদির পৃথক পৃথক সুস্পষ্ট চিহ্ন। ইহা তাঁহাদের ঐশীশক্তির লক্ষণ। কিন্তু তাঁহাদের পদ আকৃতি ও সৌরভে পদ্মসদৃশ হওয়ায় পদচিহ্ন ভ্রমরকুলের ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে।

গিরিবর নিকট খেলত শ্যামসুন্দর
ঘূর্ণিত নয়ন বিশালা।
নৌতুন তৃণ হেরিয়া যমুনা তটে
চঞ্চল ধায় গোপালা[১] ॥

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দ-নন্দন
উপনীত যমুনা তীর।
পাঁচনি বেত্র বাম কক্ষে দাবই
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর ॥

প্রিয় বসুদাম শ্রীদাম মধুমঙ্গল
তীরে রহি হেরত রঙ্গ।
শ্যামল সুন্দর মূরতি মনোহর
হেরি যমুনা অতি বাড়ল তরঙ্গ ॥

জ্ঞানদাস কহ পরিমল সুন্দর
[২]কুসুম ষটপদ-জোর।
যমুনাক তীর রমণ অতি সুঘড়[৩]
বিহরে গোবর্দ্ধন-কোর[৪] ॥

৭

॥ তুড়ী ॥

হিয়ায় কন্টক দাগ বয়নে বন্দন[৫] রাগ মলিন হইয়াছে মুখ শশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া কোন বনে ছিলে গিয়া তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি ॥
নবঘন শ্যাম তনু ঝামর হইয়াছে জনু পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।[৬]
বনে আসিবার কালে হাতে হাতে সঁপি দিলে ঘরে গেলে কি বলিবে মায় ॥
খেলাব বলিয়া বনে আইলাম তোমা সনে সবে মিলি বসি তরু-ছায়।
বনে বনে উখটিয়া তোর লাগি না পাইয়া আমাসভা প্রাণ ফাটি যায় ॥
জ্ঞানদাস কহে বাণী শুন ভাই নীলমণি এ কোন চরিত তোর বল।
আমাদের ফেলে বনে যাও তুমি অন্য স্থানে তুমি মোদের এক যে সম্বল ॥

[১] ধেনুমুখ। [২] যমুনাতীরে পুষ্পবৃন্দ ভ্রমরযুগলের দ্বারা অধ্যুষিত।
[৩] সুরসিক। [৪] গোবর্ধন পর্বতের মধ্যদেশে। [৫] বন্দন—আবীর।
[৬] শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত কুঞ্জবিহার করিয়া আসিয়াছেন। রাখাল-বালক বিহার-চিহ্নগুলিকে অন্যরূপ মনে করিয়াছে। নখাঘাতকে কন্টকদাগ, সিন্দুর-চিহ্নকে ফাগুয়ার চিহ্ন বলিতেছে।

শ্রীরাধার বাল্যলীলা ও পূর্বরাগ

শ্রীরাধার বাল্যলীলা, বয়ঃসন্ধি ও পূর্ব্বরাগ

শ্রীরাধার বাল্যলীলা

(শ্রীরাধার জননী কীর্তিদার প্রতি প্রতিবেশিনীর উক্তি) :

॥ শ্রীরাগ ॥

এ তোর বালিকা　চান্দের কলিকা　দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে　সদাই হৃদয়ে　পসরা করিয়া রাখি॥
শুন বৃষভানু-প্রিয়ে।
কি হেন করিয়া　কোলেতে রেখেছ　এ হেন সোনার ঝিয়ে।
কমল জিনিয়া　বদন সুন্দর　মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম　সে নাম রাখুক　আমরা রাখিলাম রাধা॥
স্বরূপ-লক্ষণ　অতি বিলক্ষণ　তুলনা দিব যে কিয়ে।
মহাপুরুষের　প্রেয়সী হইবে　সোঙরিবে যদি জিয়ে॥
দুহিতা বলিয়া　দুখ না ভাবিহ　এহো উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে　শুনেছি কমলা　ইহার অংশের অংশ॥[১]

(শ্রীরাধার প্রতি কীর্তিদার উক্তি)

তুড়ী

প্রাণনন্দিনী　রাধা বিনোদিনী　কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপ-নগরে　প্রতি ঘরে ঘরে　খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥
বিহান হইতে　কাহার বাটীতে　কোথা গিয়াছিলা বল।
এ খীর মোদক　চিনি কদলক　কে তোর আঁচরে দিল॥

[১] বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে রাধিকা লক্ষ্মী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতরা ও সৌভাগ্যবতী—কৃষ্ণপ্রণয়িনীরূপে তাঁহার মর্যাদা অনেক ঊর্দ্ধে। সেইজন্য জ্ঞানদাস লক্ষ্মীকে শ্রীরাধার একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশরূপে গণনা করিয়াছেন।

অগোর চন্দন কস্তুরী কুম্কুম্ কে রচিল তোর ভালে।
কে বাঁধিল হেন বিনোদ লোটন নব-মল্লিকার মালে ।।
অলকা তিলকে ললাট-ফলকে কে দিল চম্পক-দাম।
জ্ঞানদাস কহে সব বিবরণ কহ জননীর ঠাঁমি ।।

৩

(জননীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি)

।। ধানশী ।।

মাগো গেনু খেলাবার তরে।
পথে লগি পেয়ে এক গোয়ালিনী লয়ে গেল মোরে ঘরে।
গোপ রাজরাণী নন্দের গৃহিণী যশোদা তাহার নাম।
তাহার বেটার রূপের ছটায় জুড়াইল মোর প্রাণ ।।
কি হেন আকুতে তার বাম ভিতে লয়ে বসাইল মোরে।
এক দিঠে রহি তাহার আমার রূপ নিরীক্ষণ করে ।।
বিজুরি-উজোর মোর অঙ্গখানি সেহ নব জলধর।
সুমেল দেখিয়া দিবাকর ঠাঁই কি হেতু মাগল বর ।।
তবে মোর গোরা গাখানি মাজিয়া লাস বেশ বনাইয়া।
হরষিত মোরে পাঠাইলা দেখ এ সব আঁচরে দিয়া ।।
ঝিয়ের কাহিনী শুনি গোয়ালিনী মুচকি মুচকি হাসে।
কত সুধারস হিয়ায় বরিষে কহে কবি জ্ঞানদাসে ।।

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি ও পূর্বরাগ

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

।। শ্রীরাগ

উলসল উরথল অব ভেল রে। আয়ত হোয়ত নয়ান রে।
গতি অতি তুরিত সমাপন রে। শৈশব কয়ল পয়ান রে ।।
তোরে নিবেদলোঁ শুন সখি অব রে। চির দিন হৃদয়ক দন্দা রে।
বালা বাঢ়ল দারিদ টুটব। মিলাওব শ্যামরচন্দা রে ।।

৪। (শ্রীরাধার) উরস্থল উচ্ছ্বসিত (কুচকোরক প্রকাশিত) এবং নয়ন আয়ত হইল। গমনের চাঞ্চল্য-সমাপ্তির সঙ্গে শৈশব প্রস্থান করিল। সখি এখন তোমাকে নিবেদন করিতেছি চিরদিনের হৃদয়দ্বন্দ্ব (এইবার মিটিল)।

হাস অধর-পাশ মিলিত রে, রতিপতি অনুবন্ধা রে।
উনমিত নিতম্ব সুললিত রে ভাষা অতি ভেল মন্দা রে।।
কেশ-পাশ-দিগ কালিম রে শ্রবণে লেল অবতংশ রে।
জ্ঞানদাস কহ নব তনু-রুহ রে মনমথ গাড়ল বংশ রে।।

৫

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

।। বানশী ।।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ। হেরত না হেবত সহচরী মাঝ।।
বোলইতে বচন অলপ অবগাই। হসত না হসত মুখ মুচুকাই।।
এ সখি এ সখি কি পেখলুঁ নারী। হেবইতে হরখে হরল যুগ চারি।।
উলটি উলটি চলু পদ দুই চাবি। কলসে কলসে জনু অমিয়া উঘারি
মনমথ মন্ত্র অগোরল বাট। থকিতে চকিত পড়ু কত রস-হাট
কিয়ে ধনী ধাতা নিবমিল তাই। জগমাহা উপমা করই না পাই।।
পরখি পুছলোঁ হাম তাকর নাম। জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ রসিক সুজান।

বালা বাড়িয়াছে, দাবিদ্র্য দূব হইবে, শ্যামচান্দের সঙ্গে মিলাইয়া দিবে। হাসি অধর-পাশে মিশিয়া রহিল। মদনের অনুশাসন। সুন্দব নিতম্ব সুডৌল ও ভাষা মৃদু হইল। কেশপাশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইল। কর্ণে কর্ণ-ভূষণ গ্রহণ করিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ধনীর নব তনুরুহ (স্তনদ্বয়) মদনের অধিকাব-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন।

বালা বাঢ়ল দাবিদ টুটব—এ দেশে একটা কথা আছে, "বালা বাড়ে দাবিদ্র্য খণ্ডে"। অর্থাৎ দবিদ্রের গৃহে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার উপার্জনে দারিদ্র্যদুঃখ দূর হয়। (অথবা পুত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে পাঁচজনের উপার্জনে গৃহস্থের উন্নতি হয়।) কবি এখানে অন্য অর্থে এই প্রবচনটি প্রয়োগ কবিয়া বলিতেছেন, শ্রীরাধা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছেন, আমাদেব দারিদ্র্য দূর হইবে, আমবা শ্যামধনে ধনী হইব।

মনমথ গাড়ল বংশবে—মদন "বাঁশগাড়ি" করিল। দখল-প্রতিষ্ঠার জন্য বংশখণ্ড প্রোথিত করাকে "বাঁশ-গাড়া" বা "বাঁশগাড়ি" বলে। বাঁশেব নূতন অঙ্কুবেব সঙ্গে স্তনের সাদৃশ্য কল্পনা করা হইয়াছে।

৫। খেলে কি না খেলে লোক দেখিয়া লজ্জা পায়। সহচবীগণের মাঝে (আমাকে) দেখিয়াও দেখে না। কথা বলিলে অল্পই শুনে। হাসে কি না হাসে মুখ মুচকায়। ওগো সখি, ওগো সখি, নাবীকে দেখিলাম, দেখিতে আনন্দে চারিযুগ বহিয়া গেল (অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া কালেব পবিমাণ কবিতে পাবিলাম না)। ফিরিয়া ফিরিয়া (আমাকে দেখিতে দেখিতে) দুই চারিপদ চলিল। কলসে কলসে যেন অমৃত ঢালিল। মদনের মন্ত্র (সর্প মন্ত্রবৎ) পথ আগুলিল। স্থির হইতেই (দুই চাবি পদ গিয়া দাঁড়াইতেই) আচম্বিতে রসের হাট পড়িয়া গেল। বিধাতা ধনীকে কেমন করিয়া গড়িল? জগতে উপমা খুঁজিয়া পাই না। পরীক্ষার জন্য তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, (তুমি) রসিক সজ্জন।

৬

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতার উক্তি

।। ধানশী ।।

রস-পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব। রসবতী-সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব।।
আধ আধ চাহি যাই পদ আধা। রস-পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা।।
কি কহব মাধব বুঝই না পারি। কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী।। ধ্রু।।
হামরা দুয়জনে পথে একু মেলি। সো আন জন সঞে করু আন খেলি।।
যব কিছু পুছিয়ে উতর নাহি পাব। অধরক পাশ হাস পশি যাব।।
ঐছন রমণী দৈব দিল সঙ্গ। আনে উদ্‌গীম চাহি দিল ভঙ্গ।।
বালা সে লজবশ[১], হামারিয়ো লাজ। জ্ঞানদাস কহ দূরে রহু কাজ।।

৭

দূতীর উক্তি

।। শ্রীরাগ ।।

কহইতে সো ধনি বচন না শূন।
পহিল সম্ভাষে পূছই নাহি পুন।।
আন পরথাই যাই যব পাশে।
আন সম্ভাষি আন পরিহাসে।
শুন শুন মাধব তুহুঁ সুচতুর।
কিয়ে বিধি পরসন্ন কিয়ে প্রতিকূল।
লাজে লাজাই কহলুঁ এক বেরি।
যতনহি নয়ন-কোণে নাহি হেরি।।

৬। পদকল্পতরুর ৭৯ সংখ্যক পদ। পদকল্পতরুতে ভণিতা নাই।

রসপ্রসঙ্গ শুনিয়া সুখ পায়, রসিকা সখীর সঙ্গ ছাড়িতে চায় না। আধ আধ চাহিয়া ঈষৎ অগ্রসর হয়। রসপ্রসঙ্গ শুনিতে বড় সাধ। মাধব কি বলিব বুঝিতে পারি না, ধনী কি বালিকা না যুবতী-রত্ন। আমরা দুইজনে পথে একসঙ্গে মিলিত হইলাম। সে অন্যজনের সঙ্গে অন্যরূপ খেলা করিতেছিল। যখন কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম উত্তর পাইলাম না। মৃদু মৃদু হাসিল। দৈবাৎ এ হেন রমণীর সঙ্গ পাইয়াছিলাম। (কিন্তু আমি তাহার কাছে থাকায় আমাদের সম্বন্ধে) অপরকে উদগ্রীব (কৌতূহলাক্রান্ত) দেখিয়া সে ভঙ্গ দিল (আমার সঙ্গ ত্যাগ করিল)। বালা লজ্জার বশীভূত, আমারও লজ্জা হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কাজ দূরে রহিল। (সুতরাং কিছু বলা হইল না)।

৭। পদকল্পতরুর ৮১ সংখ্যক পদ।

১ ইহা কি অকৃতার্থতার লজ্জা? প্রণয় ব্যাপারে অভিজ্ঞা দূতী ও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা নায়িকার লজ্জা একই কারণসম্ভূত হইতে পারে না।

মুকুলিত সহকার কুসুম না ভেল।[১]
হেরি হেরি ভ্রমর[২] নিরাশ ভৈ গেল॥
কর-কুবলয় চির চিকুর ছোঁয়ায়ে॥[৩]
কিয়ে পরকিত[৪] কিয়ে ভাব বুঝায়ে॥
অপসরে আন সঞে প্রিয় সখী সঙ্গ।[৫]
জ্ঞানদাস কহ বুঝল অনঙ্গ॥

৮

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

॥ ধানশী॥

হাম যাইতে পথে ভেটলু গোরি। তুয়া পরথাব কয়ল কছু থোরি॥
সজল নয়নে ধনী মঝু মুখ হেরি। আরতি রহল কহব পুন বেরি॥
শুন শুন মাধব নিজ পূণভাগ। রাই কমলিনী তোহে এত অনুরাগ॥ ধ্রু॥

বলিলে সে ধনী (শ্রীরাধা) কথা শুনে না। যদি বা প্রথম সম্ভাষণ করে আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না। অন্য প্রস্তাব লইয়া তাহার পাশে যাই, সে অন্যকথা বলে, অন্যরূপ পরিহাস করে। (তোমার প্রসঙ্গ তুলিবার পূর্বাভাসস্বরূপ কোনরূপ ভূমিকা করিতে গেলেই, সে নানারূপে কথাটা উড়াইয়া দেয়)। মাধব শুন শুন, তুমি তো সুচতুর, বিধি তোমার প্রতি প্রসন্ন কি প্রতিকূল বুঝিয়া দেখ। লজ্জার মাথা খাইয়া কোন রকমে তোমার কথা তুলিয়াছিলাম, সে যত্নপূর্বক নয়নের কোণে ফিরিয়াও চাহিল না। সহকার মুকুলিত হইল, কিন্তু প্রস্ফুটিত হইল না। দেখিয়া দেখিয়া ভ্রমর নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। কিশোরী আপনার হস্তস্থিত লীলাকমল দ্বারা আপন পরিধেয় নীল বসন ও কেশ স্পর্শ করিল, ইহা তাহার স্বাভাবিক বিলাস, না ইহার দ্বারা সে কোন ইঙ্গিত করিয়াছে? (লীলাকমলে নীলবসন-স্পর্শের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ও কেশস্পর্শের দ্বারা রাত্রিতে মিলনের ইঙ্গিত বুঝাইতেছে)।

অন্যের নিকট হইতে চলিয়া যায় (সরিয়া পড়ে), প্রিয় সখিগণের সঙ্গে থাকে। জ্ঞানদাস কহে মদনকে বুঝিয়াছে।

পূর্বপদের সঙ্গে এই পদের আশ্চর্য্যরূপ সামঞ্জস্য দেখিয়া পূর্বপদটি যে জ্ঞানদাসের সে বিষয়ে সংশয় থাকে না। পূর্বপদে "বালা মে লাজ-বশ হামারিয়ো লাজ" এবং এই পদের "লাজে লাজাই কহলুঁ এক বেরি" তুলনীয়। পূর্বপদের "আনে উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ" এবং এই পদের "অপসরে আন সঙ্গে প্রিয় সখী সঙ্গ" তুলনা করুন।

৮। আমি পথে যাইতে গৌরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তোমার কথা সামান্য কিছু কহিলাম। ধনী সজল চক্ষে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার কি বলিব সেই আশায় রহিল। মাধব শুন, শুন, তোমার পুণ্যভাগ্যেই

[১] পদকল্পতরুর পাঠ—"মুকুলিত করঞ্জ কুসুম নাহি ভেল।"—কোন অর্থ হয় না।

[২] 'ভ্রমর' এখানে অর্থ দূতী কি নায়ক? বোধ হয়, অর্থ—রসলিপ্সু মন (দূতীর)।

[৩] পদকল্পতরুর পাঠ—"কুবলয় কর চির চিকুর চিয়াব।" ছোঁয়ায়ে" পুরাণো পুঁথির অক্ষর-বিভ্রাটে 'চিয়াব' হইয়া গিয়াছে। কেশস্পর্শ—অভিযোগ বিশেষ। "ছুইলি মদনসাটে"—বিদ্যাপতি।

[৪] প্রকৃত

[৫] পদকল্পতরুর পাঠ—"অপর সে আন সঞে প্রিয় সখী সঙ্গে"—অর্থহীন পাঠ। অথবা "অপরশে আন সঙ্গে প্রিয় সখী সঙ্গে"

পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ। নীপনিকরে কিয়ে পূজল অনঙ্গ ॥
অধর শুখায়ল দীঘ নিশাস। জনু অনুরোধে ঝাঁপল নিজ বাস ॥
কত কত ভাব পেখলুঁ হাম তাই। ধনি ধনি তুহুঁ ধনি রসবতী রাই ॥
ধাতা বিদগধ ঐছন সাজ। জ্ঞানদাস কহ সমুচিত কাজ ॥

৯

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

॥ ধানশী ॥

হাসি রহল করে বয়ান ঝাঁপই। মধুর সম্ভাষই মধুরিম চাই ॥
আন দিন শ্রবণে না দেই পরথাব। আজি আপনে ধনী কাহিনী সুধাব ॥
শুন শুন মাধব উলসিত অঙ্গ। কমলিনী কয়ল তুয়া পরসঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
শুনইতে তৈখনে যো করু চিত। কাহে কহব কেবা যায়ে পরতীত ॥
এত দিনে জানল সিধি ভেল কাজ। দূরে গেল দুসহ দুগুণ মঝু লাজ ॥[১]
লোচন-লোর লুকায়ল গোরি। পুলক প্রচুর কয়লি ধনী চোরি ॥
শুভ ভেল অশুভ গেল সব দূরে। জ্ঞানদাস কহ মনোরথ পূরে ॥

রাধা কমলিনীর তোমার উপর এত অনুরাগ। পুনবায় তোমার প্রসঙ্গ তুলিতেই তাহার দেহ পুলকিত হইয়া রহিল। মনে হইল যেন কদম্বপুষ্পপুঞ্জে কামদেবেব পূজা কবিল। দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাহাব অধর শুষ্ক হইল (দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিতে লাগিল)। যেন লজ্জায় (পুলক ঢাকিবাব জন্য) বসনে দেহ আবৃত করিল। আমি তাহার কত কত ভাবই যে দেখিলাম, ধন্য ধন্য তুমি, আর রসবতী বাইও ধন্য। বিধাতা সুরসিক, তাই ঐরূপ (ভাবে) সাজাইয়াছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বিধি উপযুক্ত কাজই করিয়াছে।

এখানে পূর্ববরাগেব নিঃসন্দিগ্ধ স্ফুবণ বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব পদগুলিব মধ্যে যে লজ্জা-সঙ্কোচ ও ছদ্মবেশী ঔদাসীন্য সূচিত হইয়াছে, এখানে সে সমস্ত প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া প্রেমের অরুণরাগ বিচ্ছুরিত।

৯। হাসিয়া হস্তে মুখ ঢাকিয়া বহিল, মধুবভাবে চাহিয়া মধুব সম্ভাষণ জানাইল। অন্য দিনে কোন কথা কাণে শুনে না, আজ ধনী নিজেই কাহিনী (তোমার কথা) শুধাইল। মাধব শুন শুন, উল্লসিত দেহে কমলিনী আজ তোমার প্রসঙ্গ করিল। (তোমার কথা) শুনিতেই তখনই তাহার মন যেরূপ করিতে লাগিল, কাহাকে বলিব কে প্রত্যয় যাইবে? জানিলাম এতদিনে কার্যসিদ্ধি হইল, আমার দুঃসহ দ্বিগুণ লজ্জা দূরে গেল। গৌরী চক্ষের জল গোপন করিল, প্রচুর পুলক চুরি করিল। শুভ হইল, অশুভ সব দূরে গেল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, মনোরথ পূর্ণ হইবে।

এই পদে প্রণয়ের ক্রমাগ্রগতির আর এক স্তর নির্দিষ্ট হইয়াছে। এখানে নায়িকা উপযাচিকা হইয়া নায়কের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে। তাহার প্রণয়-নিবেদন নিষ্ক্রিয়ত্ব হইতে সক্রিয়ত্বের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। তাহার প্রেম নীরবতার বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া স্ফুটবাক্ হইয়াছে।

[১] এখানে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে দূতীর লজ্জা অকৃতকার্যতার জন্য।

১০

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর আপ্ত দূতীর উক্তি

।। গান্ধার ।।

মন্দির মাঝে বৈঠল বর-সুন্দরী
দিনকর দুপর ঠানে[১]।
যব হাম পুছলু পিরিতি-সম্ভাষণ
প্রেমজলে ভরল নয়ানে ।।
মাধব তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজন-বাধা ।। ধ্রু ।।
ভাবে ভরল তনু পুন পুন কম্পিত
পুন পুন শ্যামরি গোরী।
পুন পুছত পুন দীগ নেহারত
ভূমে শুতয়ে পুন বেরি ।।
ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়ত
কোরে করত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ ভালে সমুঝহ
কোন করব রিতে আনে[২] ।।

১০। দিনকর তখন মধ্যাহ্ন গগনে, সেই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী (শ্রীরাধা) মন্দির-মাঝে বসিল। আমি যখন পিরীতি-প্রসঙ্গ তুলিলাম, প্রেমজলে তাহার নয়ন ভরিয়া গেল। মাধব, রাধা তোমার অনুরাগিনী, তোমার প্রসঙ্গে তাহার অঙ্গ পুলকিত (হইল), গুরুজনের বাধা মানিল না। (গুরুজনের ভয়েও তোমাব প্রসঙ্গ তুলিতে নিষেধ করিল না, এবং তোমাব সম্বন্ধীয় কথায় অঙ্গ তাহাব পুলকিত হইল)। তাহাব দেহ (তোমার) ভাবে পরিপূর্ণ হওয়ায় সে পুনঃ পুনঃ কাঁপিতে লাগিল, তাহার গৌরতনু পুনঃ পুনঃ শ্যামবর্ণ (মলিন) হইয়া উঠিল। (তোমার কথা) বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছিল, চারিদিকে চাহিতেছিল, আবাব ভূমিতে শুইতেছিল। তাহার এলায়িত কেশ বক্ষে লুটাইতেছিল, (তোমার রং-এর সঙ্গে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া) তোমার ভ্রমে সে সেই মুক্তকেশ কোলে করিতেছিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ, এখন কোন রীতি (কি প্রকার) করিব। শেষ পংক্তিতে পদকল্পতরুর পাঠ ছিল "কোন করব চিতে আনে"।

এই পদে হৃদয়ে বদ্ধমূল অনুরাগের সমস্ত উদ্বেগ-চাঞ্চল্য সুপরিস্ফুট। নবাঙ্কুরিত প্রেম ইতিমধ্যে প্রেমাস্পদের সহিত একাত্মতা ও আত্মবিস্মৃতির নিবিড়তা লাভ করিয়াছে।

[১] অধিষ্ঠিত।

[২] তাহার পক্ষে কি আর কিছু করা সম্ভব? তুমি সুচতুর নায়ক; তুমিই ভাল জান যে, এরূপ প্রেম-তন্ময়তায় নায়িকার আচরণ কি অন্যবিধ হইতে পারে?

১১

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর আপ্ত দূতীর উক্তি

।। গান্ধার ।।

সহজে নুনিক পুতলি গোরি।
জারল বিরহ-আনলে তোরি ।।
বরণ কাঞ্চন এ দশবান।
শ্যামরি সোঙরি তোহারি নাম ।।
শুনহ মাধব কহলুঁ তোয়।
সমতি না দেই সতত রোয় ।। ধ্রু ।।
অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল ।।
ফুয়ল কবরী উরহি লোল।
সুমেরু উপরে চামর ডোল[১] ।।
গলায় এ গজমোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার ।।
অঙ্গুল-অঙ্গুরি বলয়া ভেল।
জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল ।।

১১। সহজেই শ্রীরাধা নবনীত পুত্তলী (যেন নবনীতে গড়া—নবনীত-সুকোমলা) তোমার বিরহ-অনলে যেন তাহাকে ভস্মশেষ করিয়া তুলিয়াছে। দশবান সুবর্ণের ন্যায় (দশবার দগ্ধ করায় যাহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে) সমুজ্জ্বল তাহার বর্ণ, তোমার নাম স্মরণ করিতে করিতে (তোমাকে ধ্যান করিতে করিতে) শ্যামল হইয়া গিয়াছে। (শ্রীরাধা তোমারই বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন)। শুন মাধব, তোমায় বলিতেছি, উত্তর নাই, তিনি সতত রোদন করিতেছেন। তাঁহার বান্ধুলি ফুলের মত রক্তিমাধর ধুতুরার মত মলিন হইয়া গিয়াছে। শ্রীরাধার শিথিল কেশকলাপ বক্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যেন স্বর্ণময় সুমেরুব (সুগৌর স্তনমণ্ডলে) উপরে চামর দুলিতেছে। গলার গজমতির হার, এমন কি পরিধেয় বসন পর্য্যন্ত তিনি গুরুভার মনে করিতেছেন। (শ্রীমতী এতই কৃশা হইয়াছেন যে) তাঁহার অঙ্গুলেব অঙ্গুরীয়ক বলয়া (মণিবন্ধে পরিবার বালার মত) হইয়াছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন (শ্রীকৃষ্ণকে দোষ দিব না), এ দুঃখ মদন দিয়াছে। অথবা জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সখী সত্যই বলিয়াছে, বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণই এই দুঃখের কারণ।

এই পদে বদ্ধমূল ও অকস্মাৎ বর্দ্ধিত প্রেমের অপরিতৃপ্তির জন্য উৎকট বিরহ-বেদনা ও তজ্জনিত শারীরিক বিকার বর্ণনীয় বস্তু। এ যেন প্রণয়ের অঙ্গার-তপ্ত পথে নায়িকার অগ্রসরণের আর একটি পদক্ষেপ।

[১] উপমা সম্বন্ধে বিদ্যাপতি তুলনীয়।

১২

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার আপ্তদূতী

।। সুহই ।।

অপরূপ তুয়া মুরলি ধ্বনি।
লালসা বাড়ল শবদ শুনি।।
কিরূপে এরূপ দেখিয়া সেহ।
উদবেগে ধনি না ধরে দেহ।।
জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন।
অসিত চান্দের উদয় দিন।।
জড়িত হৃদয় ঝরয়ে স্বেদ[১]।
অতি বেয়াকুল করয়ে[২] খেদ।।
পাণ্ডুর বরণ বিয়াধি-বাধা।
মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা।।
অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়।
গোকুল-মঙ্গল সভাই গায়।।
জ্ঞানদাস কহে শুনহে শ্যাম।
জীবন-ঔখদ তোহারি নাম।।

১২। অপরূপ তোমার মুরলীধ্বনি। (প্রথমে) সেই ধ্বনি শুনিয়াই শ্রীমতীর লালসা বাড়িয়াছিল। (তাহার পর জানি না) কেমন করিয়া সে তোমার এই (ভুবন-ভুলান) রূপ দেখিয়াছে, এবং সেই হইতে উদ্বেগে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার জাগরণে ক্ষীণ (বিবর্ণ) তনু দেখিয়া মনে হয়, কৃষ্ণপক্ষের (কলাহীন) চন্দ্র দিনে উদিত হইয়াছে। দেহ ঘর্মাক্ত, হৃদয় অবসাদগ্রস্ত, অতি ব্যাকুলা হইয়া খেদ করিতেছে। (তোমার সঙ্গে মিলনের) বাধা বেয়াধি স্বরূপ তাহার বর্ণ পাণ্ডুর করিয়াছে। (দেখিয়া আসিলাম) শ্রীমতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে, আর শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে না। এ সময় তুমি যদি গিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হও, বৃন্দাবন রক্ষা পাইবে, (গোকুলের মঙ্গল হইবে) অথবা প্রেমের বিজয় সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে (তাহার জয়গাথা উদ্‌গীবিত হইবে)। (আমরা) সকলেই একবাক্যে এই কথা বলিতেছি। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, শ্যাম শোন, তোমার নামই তাহার জীবনরক্ষার ঔষধ। অর্থাৎ সখিগণ তোমার নাম শুনাইয়াই এখন পর্যন্ত তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

[১] পদকল্পতরুর পাঠ—"জড়িত হৃদয়ে করত ভেদ"—জর্জরিত হৃদয়ে ভাব প্রকাশ করিতেছে।

[২] পদকল্পতরুর পাঠ—"অতি বেয়াকুল কো সহে খেদ"—(কানাই) অত্যন্ত ব্যাকুল, সে খেদ কে সহ্য করিতে পারে?

১৩

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

।। শ্রীরাগ ।।

নিতি নিতি যায় রাই যমুনা সিনানে।
না দেখি না শুনি তার পদ কোন দিনে ।।
এবে দিন দুই তিন দেখি আন ছান্দে।
ডাকিলে সমতি না দেয় আঁখি মুদি কান্দে ।।
সই বড়ি পরমাদ হইল।
না জানি কি দেবতা দানবে তারে পাইল ।। ধ্রু ।।
খেনে ধনী চমকয়ে খেনে উঠে কাঁপ।
কর পরশিল[১] নহে এত অঙ্গ তাপ ।।
মনের যুগতি কেহো লখিতে না পারে।
মৃগমদ লেপই কাঞ্চন কলেবরে ।।
সবে এক দেখিয়া করিয়ে পরতীত।
কালা নাম শুনিয়া থকিত হয়ে চিত ।।
কালা কালা-বরণ দেখিয়া ভালবাসে।
কালা কানুর ভাবে আছে কহে জ্ঞানদাসে ।।

১৩। রাধা নিত্যই যমুনা স্নানে যায়। আজ পর্য্যন্ত তাহার পা দেখিতে বা পদধ্বনি শুনিতে পাই নাই। এখন এই দিন দুই তিন মাত্র অন্য রকম দেখিতেছি। ডাকিলে উত্তর দেয় না, আঁখি মুদিয়া কান্দে। সখি বড় প্রমাদ হইল, না জানি কি দেবতা অথবা দানবে তাহাকে পাইয়াছে। ধনী তখনই চমকিত হয়, তখনই কাঁপিয়া উঠে। দেহে এত উত্তাপ যে হাত দিয়া স্পর্শ করা যায় না। তাহার মনের যুক্তি কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না। সোনার অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ কস্তুরী লেপন করে। মাত্র এই এক দেখিয়া বিশ্বাস করি যে, কালা নাম শুনিয়া তাহার চিত্ত স্থির হয়। কাল রং দেখিতে ভালবাসে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কালা কানুর ভাবে ভাবিত হইয়াছে।

রাধার বিরহোন্মাদ ভৌতিক অধিকারের কল্পনা জাগাইয়া দেয়। এই ভূতে পাওয়ার কল্পনা প্রচলিত লৌকিক সংস্কার হইতে গৃহীত। ইহাতে প্রণয়-ব্যাধির রহস্যময় অনির্দেশ্যতা সূচিত হইয়াছে। তবে বোধ হয়, ইহাতে প্রেমের অধ্যাত্ম উৎকর্ষ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হইয়াছে।

১ স্পর্শ যোগ্য।

শ্রীরাধিকার রূপানুরাগ

শ্রীরাধিকার রূপানুরাগ

১

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি

।। সুহই ।।

রাই, কেন বা এমন হৈলা।
কি রূপ দেখিয়া আইলা ।।
মরম কহ না মোয়।
বেয়াধি ঘুচাও তোয় ।।
না পারি বুঝিতে রীত ।।
সব দেখি বিপরীত ।।
সোনার বরণ তনু।
কাজর ভৈ গেল জনু ।।
নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা ।।
জ্ঞানদাস মনে জাপ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ ।।

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

।। তুড়ি ।।

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই ।।
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ।।

২। প্রাণ সই, শুন শুন এইখানেই (এই নির্জনেই) তোমাকে মনের মরম কথা বলি। স্বপ্নে যে শ্যামবর্ণ দেহ (শ্রীকৃষ্ণকে) দেখিয়াছি, আমি তাহার ভিনু আর কাহারো নই। শ্রাবণ মাসের গভীর রাত্রি, গুরু গুরু মেঘ

শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সঘনে গাজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে।।

নয়নে পৈঠল সেহ মরমে লাগল লেহ[১]
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
হেরিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী।।

রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে পায়ে[২] হাত দেই ছলে
"আমা কিন বিকাইলুঁ" বোলে।।

ভূষণ-ভূষণ অঙ্গ কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে।।

রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল।।

ডাকিতেছিল, রিমিঝিমি বৃষ্টি পড়িতেছিল, বিস্রস্ত বসনে সুন্দর শয্যায় মনের আনন্দে পালঙ্কে নিদ্রা যাইতেছিলাম। (গোবর্দ্ধন শিখরে) উৎকণ্ঠিত ময়ূরের কেকাধ্বনি, (যমুনা-কিনারে) প্রমত্ত ভেকের মকমকি, (বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে) কুতূহলী কোকিলের কুহরণ, সেই সঙ্গে ঝিল্লীর ঐক্যতান আর ডাহুকীর আর্ত্তস্বর (বৃষ্টির সঙ্গে মিশিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল)। এমন সময় আমি স্বপ্ন দেখিলাম। সে আমার নয়নে প্রবেশ করিল। তাহার প্রীতি আমার মর্মে লাগিল, তাহার বাণীতে শ্রবণ ভরিয়া গেল। তাহার রীতি দেখিয়া আমার নিদারুণ চিত্ত যেরূপ করিতেছে, আমি কুলকামিনী, আমাকে ধিক্! সে যেন রূপে গুণে রসের সাগর। তাহার মুখের ছটায় চাঁদ পরাজিত হয়। গলায় তাহার মালতীর মালা। সে আমার পায়ের তলায় বসিয়া ছল করিয়া পায়ে হাত দিয়া বলিল, আমায় কিনিয়া লও, আমি (তোমার পায়ে) বিকাইলাম। একে তো তাহার দেহই ভূষণের ভূষণস্বরূপ। তাহাতে আবার ভ্রূভঙ্গীই বা কেমন, কটাক্ষে কাম পর্য্যন্ত মোহিত হয়। হাসিয়া হাসিয়া কথা কয়, যেন প্রাণ কাড়িয়া লয়। ভুলাইতে কত রঙ্গই না জানে। (ভুলাইয়া) আমাকে রসাবেশে কোলে করিল, আমার বাঙ্-নিষ্পত্তি হইল না, তাহার অধর আমার অধরস্পর্শ করিল, আমার অঙ্গ অবশ হইল (সেইসঙ্গে) লাজ ভয় মানও গেল, জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিলেন।

১ পদকল্পতরুতে পাঠ আছে—"মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ"—এখনই হৃদয়ে দেহ লাগিলে ছল করিয়া গায়ে হাত দেওয়ার ও রসাবেশে কোলে নেওয়ার কোন অর্থ হয় না। অন্যত্র পাঠ আছে—"নয়নে লাগল নেহ"—চোখের পিরীতি বা চোখের নেশা।) এ পাঠও এ পদের অনুপযোগী।

২ 'গায়ে' পদকল্পতরুর পাঠ। ছল করিয়া পায়ে হাত দিয়া বিকাইলাম বলাই সার্থক।

৩

।। শ্রীললিত ।।

নামে, মুরলীরবে	গুণী-গানে স্বপনেহুঁ	চিত্রে দরশে প্রতিআশ।
কাতর অন্তরে	সখী-মুখ চাহি ধনী	কহতহি গদ গদ ভাষ।।
সখি কি কহব	কহন না যায়।	
অপরূপ শ্যাম	নাম দুই আঁখর	তিলে তিলে আরতি বাঢ়ায়
মুনি-মন-মোহন	মুরলী-খুরলি শুনি	ধৈরয ধরণ না যাতি।
মনোরম গুণগণ	গুণীজন-গানে শুনি	চিত রহল তঁহি মাতি।।
বিদগধ সুন্দর	কহত দূতী মোহে	ভট্ট কীরিতি যশ গায়।
শুনি শুনি উনমত	চিতে ভেল মনমথ	এ চপল জীবন দোলায়।।
শিখণ্ড-শেখর শ্যাম	রূপেগুণে অনুপাম	স্বপনে দেখিলুঁ যুবরায়।
[১]ফলকে তাহারি রূপ	মদন-মোহন ভূপ	বলে উঠি ধরিবারে ধায়।।
ধেনুক বধের দিনে	সকল সখার সনে	দিঠিতে পড়িলুঁ আমি তার
আপনা ভুলিয়া গেলুঁ	লাজ-ভয় হারাইলুঁ	জ্ঞানদাস কম্পে অনিবার।।

।। সিন্ধুড়া ।।

কুন্দে[২] কুন্দিল দেহা বিদগধ বিধি। বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণনিধি।।
চূড়াএ চন্দ্রক দিয়া কুন্দ মল্লিকা। চান্দের অধিক মুখ-চান্দের চন্দ্রিকা।।

৩। শ্যাম নাম, শ্যামের মুরলী-ধ্বনি এবং গুণিগণের গানে তাহার গুণগান শুনিয়া, স্বপ্নে, চিত্রপটে এবং অবশেষে সাক্ষাতে তাহাকে দেখিয়া প্রত্যাশা জাগিয়াছে। সখীর মুখের পানে চাহিয়া কাতর অন্তরে ধনী গদগদ বাক্যে কহিতে লাগিল। অপরূপ শ্যাম নাম দুইটি অক্ষর তিলে তিলে আরতি বাড়ায়। মুনি-মনোমোহন মুরলী আলাপন শুনিয়া ধৈর্য্য ধরা যায় না। গুনিজনের গানে, মনোরম গুণগণে চিত্ত মাতিয়া রহিল। দূতী আমাকে বলিল, সে সুন্দর এবং সুরসিক, ভাটগণ তাহার কীর্তি যশ গান করে। শুনিয়া শুনিয়া চিত্তে মনমথ উন্মত্ত হইয়া এই চপল জীবনকে দোলাইতেছে। রূপে গুণে অনুপম সেই শিখণ্ডশেখর (শিখিপাখা-শোভিত-চূড়) শ্যামযুবরাজকে স্বপ্নে দেখিলাম। চিত্রপটে তাহারি রূপ আঁকা, সেই মদনমোহন ভূপ যেন সবলে আমাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। ধেনুক-বধের দিনে সকল সখার সঙ্গে সে আসিতেছিল, আমি তাহার দৃষ্টিতে পড়িলাম (তাহার সঙ্গে আমার দৃষ্টি-বিনিময় হইল), আমি আপনাকে ভুলিলাম। লাজ ভয় হারাইলাম। জ্ঞানদাস অনিবার কম্পিত হইতেছেন।

৪। সুরসিক বিধাতা কুন্দে শ্যামের দেহ কুন্দিয়াছে এবং বাছিয়া শ্যাম গুণনিধি নাম রাখিয়াছে। (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহসৌন্দর্য ও নামকরণ উভয়ই বিধাতার রূপগুণদক্ষতার পরিচয় বহন করে)। চূড়াতে

১ চিত্রে অঙ্কিত তাহার ব্যাকুল-অধীর মনোভাব যেন দৈহিক গতিশীলতা ও প্রচেষ্টার ভ্রান্তি উৎপাদন করে।

২ কুন্দ—তক্ষণ যন্ত্র। ছুতারগণ কাঠ ক্ষোদাইএর কাজে ব্যবহার করে। ভ্রমি যন্ত্রে পাথর ও লোহা কুন্দিবার কাজ হয়। ভ্রমিযন্ত্রেরও চলিত নাম কুন্দ।

সখি কি আর কি আর অনুবাদে। মো পুনি পড়িয়া গেনু ও নয়ান-ফান্দে
আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে। পাষাণ মিলায়া যায় ও মধুর বোলে ।।
নীলমণি-হেন গা মুকুতা-সিচনি। আই আই মরি যাও রূপের নিছনি ।।
কালা পাটে গলে দোলে কাটিতে প্রবাল শ্যামল তমালে শোভে নবগুঞ্জামাল ।।
নাসা-স্থলে দোলে কত মূলের মুকুতা। জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃষভানু সুতা।

৫

শ্রীরাগ ।।

অভিনব বয়স কিশোর রস আন আন বেশ ধরু আন বনান।
নয়নক অঞ্চলে আন সন্ধান। সব বৈদগধি সীমা সমাধান ।।
বিহি বড় সুচতুর ঐছন রঙ্গ। সোঁপলু নিজ তনু সাখি অনঙ্গ ।। ধ্রু
সুচতুর শ্যাম বচন-রুচি আন। [1]চকিতে চমকয়ে কত ফুলবাণ ।।
টলমল যৌবন চলনিহু আন। আন ত্রিভঙ্গিম রহনিহু আন ।।
সুঠাম গীম কি ভঙ্গিম আন। সুমধুর মুরলীক আন সুতান ।।
[2]হেরইতে লোচন হরল গেয়ান। জ্ঞানদাস-মনে রহল ধেয়ান ।।

শিখিপুচ্ছের উপর কুন্দ-মল্লিকা পুষ্পের বেষ্টনী। মুখচন্দ্রের কিরণ-শোভা চাঁদ হইতে বেশী। সখি অনুবাদে (কলঙ্কে) আমার কি করিবে ? আমি আবার ঐ নয়নের মোহকর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেলাম। দেহ যেন আবেশ-স্তম্ভিত হইয়া গতিশক্তিরহিত। স্বরমাধুর্যে পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়। নীলমণিসদৃশ দেহে মুক্তাগ্রথিত আভরণ, রূপের বালাই লইয়া মরি। কালাপাটের ডুবিতে গাঁথা প্রবালের কণ্ঠী কালার গলে দুলিতেছে। (যেন) শ্যামল তমালে নব গুঞ্জার মালা। (শ্যামের গলায় প্রবালের কণ্ঠী ও নব গুঞ্জার মালা শোভিতেছে।) নাসারন্ধ্রে কত বহুমূল্য মুক্তা বিলম্বিত। জ্ঞানদাস কহে, বৃষভানু-নন্দিনীর এই আর্তির যথেষ্ট কারণ আছে।

৫। নাগরের সমস্তই অনন্যসাধারণ। অভিনব কিশোর বয়স ও রস অন্যরূপ। বেশ এবং তাহার বিন্যাসও অন্যরূপ। নয়ন-অঞ্চলের সন্ধান অন্যরূপ। সমস্ত রসজ্ঞতার সীমা তাহাতেই সমাধান পাইয়াছে। বিধাতা বড় সুচতুর তাই এমন রঙ্গ (তাই তাহার সৃষ্টি এইরূপ)। মদনকে সাক্ষী রাখিয়া (সেই নাগরকে) নিজ তনু দান করিলাম। সুচতুর শ্যামের বচনসৌন্দর্য অন্যরূপ। চকিতে কত ফুলবাণ চমকিত হয়। টলমল যৌবন ও চলনভঙ্গি অন্যরূপ। ত্রিভঙ্গি ঠাম ও অবস্থিতি অন্যরূপ। সুঠাম গ্রীবাভঙ্গিমা ও সুমধুর মুরলীর সুতান অন্যরূপ। দেখিতেই নয়নের জ্ঞান হারাইল। জ্ঞানদাসের মনে ধ্যান রহিল।

[1] দ্রুত কটাক্ষসঞ্চারে।

[2] দেখিবামাত্রই দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি লোপ পাইল—অগত্যা ধ্যানের দ্বারা সেই মূর্তিকে স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিতে হইল। বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদন করিতে হইল।

৬

॥ সিন্ধুড়া ॥

রাজিত চিকুর উপরে নবমালতি
অলিকুল অলকার পাশে।
মলয়জ মাঝে সাজে মৃদু মৃগমদ
তরুণী-নয়ন-বিলাসে ॥

সজনি কি পেখলুঁ শ্যামর চান্দে।
তরণী-তনয়া তীরে তরু অবলম্বন
তরুণ ত্রিভঙ্গিম ছান্দে ॥ ধ্রু ॥

ও মুখমণ্ডলে ও মণি কুণ্ডল
গণ্ড উজোর ভেল কিরণে।
ইন্দ্র নীলমণি- মুকুর উপরে জনু
করু অবলম্বন অরুণে ॥

[1]তরুণ তারাবলি অনিবার ঝলমলি
উরে গজমোতিম হারে।
জ্ঞানদাস কহ পীতধটি অঞ্চল
বিজুরি ঘন আন্ধিয়ারে ॥

॥ শ্রীরাগ ॥

কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কূলে। অপরূপ রূপ কদম্ব মূলে ॥
অচলা চপলা মেঘেরি গায়। মৃগাঙ্ক-রহিত শশাঙ্ক ভায় ॥
নাচিছে ময়ূর জলদ'পরি। অলিকুল আছে চাঁদেরি ঘেরি ॥

৬। কেশের উপর নবমালতী, অলকার পাশে অলিকুল শোভিতেছে। চন্দনের মাঝে মৃগমদ-বিন্দু সাজিয়াছে। তরুণীগণের নয়নের বিলাসস্থল। সখি শ্যামচান্দকে কি দেখিলাম। (সূর্যকন্যা) যমুনার তীরে তরু অবলম্বনে তরুণ ত্রিভঙ্গিম ছান্দে দাঁড়াইয়াছিল। অই মুখমণ্ডলে, অই মণিকুণ্ডল, কিরণে গণ্ড উজ্জ্বল হইল। যেন ইন্দ্রনীলমণির দর্পণের উপর অরুণ আশ্রয় লইয়াছে। বক্ষে গজমুক্তার মালা, যেন তরুণ তারকা পাঁতি অনিবার ঝলমল করিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, পীতধড়ার অঞ্চল যেন ঘন অন্ধকারে সৌদামিনী।

৭। কালিন্দীকূলে কি রূপ দেখিলাম। কদম্বমূলে সে এক অপরূপ রূপ। দেখিলাম (শ্যাম অঙ্গে পীতাম্বর) মেঘের গায়ে অচঞ্চল বিদ্যুৎ। (শ্রীকৃষ্ণের মুখ) মেঘে অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্র শোভা পাইতেছে। (শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় শিখিপুচ্ছ) মেঘের উপরে ময়ূর নাচিতেছে। (শ্রীকৃষ্ণের বদনে অলকাবলী) ভ্রমর সব চাঁদকে ঘেরিয়া

[1] নবোদিত, অস্তমিত-দ্যুতি।

আর অপরূপ কহিল নহে। যথা মেঘ তথা বারি না রহে ॥[১]
হৃদয়-আকাশে উদয় করি। নয়ন-যুগলে বহায় বারি ॥
[২]হেন মনে লয় বিজুরি হয়ে। জড়াইয়ে থাকি মেঘের গায়ে ॥
জ্ঞানদাস কহে না কহ আন। যে কহিলা ধনি সেই প্রমাণ ॥

৮

॥ শ্রীরাগ ॥

একে সে মুরতি তার পিরিতি রসের সার
আঁখি আড়ে চায় বা না চায়।
মধুর মুরলী-স্বরে তরুণী-পরাণ হরে
না চাহিতে যৌবন যাচায় ॥
কালিন্দী-কূলে তরু-মূলে উরে পীতবাস।
[৩]কালাপারা তারে বলি গোয়াল কুলের কালি
আজু দেখি লাগিল তরাস ॥ধ্রু ॥
ভালে সে কুটিল কেশ মল্লিকা মালতী বেশ
[৪]মধুকরী সঙ্গে মধুকর।
চন্দনের বিন্দু তাতে [৫]উপমা করিতে চিতে
হারাইলু যত বুদ্ধিবল ॥

রহিয়াছে। আর এক অপরূপ কহিবার নয়। যেখানে মেঘ সেখানে জল থাকে না। মেঘ হৃদয়-আকাশে উদিত হইয়া নেত্রপথে বারিবর্ষণ করে। (কৃষ্ণরূপ হৃদয়ে জাগিলে নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হয়)। এমন মনে হয়, আমিও বিজুরি হইয়া মেঘের গায়ে জড়াইয়া থাকি। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তুমি তো মিথ্যা বলিতেছ না, যাহা বলিতেছ, তাহাই (সর্বসাধারণের অনুভূতির সাক্ষ্যে) প্রমাণিত হইতেছে।

৮। একে প্রেমরসের ঘনীভূত মূর্তি। আঁখির আড়ে চায় কি না চায়, মধুর মুরলীর রবেই তরুণীর প্রাণ চুরি করে, না চাহিতেই তাহারা যৌবনদানের প্রার্থনা জানায়। কালিন্দীকূলে কদম্বমূলে পীতবাস বিরাজ করিতেছে। তাহাকে কাল বলি, গোপকুলের কলঙ্ক, আমি দেখিয়া ভয় পাইলাম। সুন্দর কুঞ্চিত কেশ,

[১] এই মেঘের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা নিজে বারি বর্ষণ করে না। অপরের হৃদয়ে ঘনীভূত আবেশের সৃষ্টি করিয়া তাহার নয়নযুগলে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত করে।

[২] নায়িকা নায়কের সঙ্গে একাত্মতার আকাঙ্খা করিতেছেন।

[৩] এখানে যেন কবি লৌকিক অপকৃষ্ট প্রেমের ভাব ও ভাষায় অবতরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই যে ঐশী প্রেমের লৌকিক অপভ্রংশের চিহ্ন মাঝে মাঝে দেখা যায়, ইহা কি সাধারণ রুচির অনুবর্তনের প্রয়োজনে না শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গোড়ার দিকের অধ্যায়গুলির প্রভাববশতঃ ?

[৪] তাহার বেশভূষার মধ্যেই প্রেমের এমন এক সম্মোহন-প্রভাব নিহিত আছে, যে ভ্রমর-ভ্রমরী কেবল মধু-লোভে নয়, প্রেমের বৈদ্যুতিক আকর্ষণেই যেন তাহার চারিদিকে "উড়িয়া উড়িয়া বুলে"।

[৫] তাহার অনুপম প্রসাধনের উপযুক্ত উপমা অনুসন্ধান করিতে গিয়া আবিষ্কার করিলাম যে, আমার মননশক্তি যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

হিয়ায় হিলোলে কত[১] নবীন চম্পক মাল
আরে কহিতে নাহি জানি।
হেরি জ্ঞানদাস কহে যেহ বোল সেহ হয়ে
ভালে ঝুরে রাধা ঠাকুরাণী ॥

৯

॥ ধানশী ॥

একে সে মুরতি তার রসে নিরমিল গো
আর তাহে বয়স বিশেষ।
ওরূপ লাবণ্য লীলা [২]হিলোলে পড়িয়া গো
পুন কে আসিব নিজ দেশ ॥
সজনি কি খেনে গেলুঁ কালিন্দী কিনারে।
কতেক যতন করি চিত নিবারিতে নারি
নারী কুলে রহিল খাঁখারে ॥ ধ্রু ॥
ও মুখ-মাধুরী কিবা ও রূপ-চাতুরী গো
ভালে চান্দ-তিলক বনান।
ও গীম-দোলনি হেরি ও সরস আলাপনে
[৩]পশু-পাখী না ধরে পরাণ ॥
যত গুরু গৌরব এবে ভেল [৪]রৌরব
ঘর ভেল তপত অঙ্গার।
শুনি জ্ঞানদাস কহ নিজ তনু সোঁপহ
ভালে বুঝি ঐছন বিচার ॥

মল্লিকা-মালতীর সজ্জা, ভ্রমরী সঙ্গে ভ্রমর ফিরিতেছে। তাহাতে আবার ললাটে চন্দনবিন্দু, মনে উপমা করিতে গিয়া যত বুদ্ধিবল হারাইলাম। নূতন চম্পকের মালা বক্ষের উপর দুলিতেছে। আর কহিতে জানি না। হেরিয়া জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ঠিকই বলিতেছ। রাধা ঠাকুরাণি, তোমার খেদের পর্যাপ্ত কারণ আছে।

৯। (বিধাতা) একে তাহার মূর্তি রসে নির্মাণ করিল, তাহার উপর বিশেষ (কিশোর) বয়স, ওই রূপ-লাবণ্যের তরঙ্গলীলায় পড়িয়া কে আবার আপন গৃহে ফিরিয়া আসিবে? সজনি, কি ক্ষণে কালিন্দী-কিনারে গেলাম। কত যত্ন করিয়াও চিত্ত নিবারণ করিতে পারিলাম না। নারীকুলে কলঙ্ক রহিল। ও-মুখের কি মাধুর্য, ও-রূপের কি চাতুর্য, ললাটে চন্দন-চাঁদের শোভা। ওই বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী দেখিয়া, ওই মধুর আলাপনে পশুপাখীও প্রাণ ধরিতে পারে না। যত গুরু-গৌরব এখন নরকতুল্য, ঘর যেন তপ্ত অঙ্গার। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, নিজ তনু সমর্পণ কর, এই বিচারই ভাল বুঝিতেছি। একান্ত, নির্বিচার আত্মসমর্পণই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত আচরণ।

১ কিরূপ সুঠাম ভঙ্গীতে আন্দোলিত হইতেছে।
২ আন্দোলনের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া।
৩ কাজে কাজেই পূর্বপদে মধুকর-মধুকরী তাহার লাবণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখি।
৪ নরকতুল্য যন্ত্রণাদায়ক ও আত্মিক অবনতির হেতু।

১০

॥ শ্রীরাগ ॥

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে॥
বেন্ধেছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হইতে জাতি-কুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হেলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহ কর্ম করিতে এলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের নেহ॥

১১

॥ সিন্ধুড়া ॥

শারদ পূর্ণিমা ইন্দু মুখ-মণ্ডল
তনু ঘন-শ্যামর-কাঁতি।
নয়ন কমল, অলি ভুরুযুগ ভঙ্গিম
[1]লাগি রহল মধু মাতি॥
সজনি হেরলুঁ নাগর নন্দকিশোর।
ভঙ্গিম অলসে অলপ অবলোকন
তরলিত চিত ভেল মোর॥ ধ্রু॥
[2]চন্দ্রক চারু চূড়ে বনি বনমাল
মণ্ডিত মধুকর-পাঁতি।
চন্দন তিলক অলকা আধ ঝাঁপল
হেরি নব ইন্দুক ভাঁতি॥
হিয়ে মণিহার শ্রবণে মণি-কুণ্ডল
সহজই সুমুরতি সেহ।
জ্ঞানদাস কহ ও রূপ হেরইতে
কো ধনী ধরু নিজ দেহ॥

[1] যুগ্মভ্রূকে মধুপানমত্ত কুসুমাসক্ত ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।
[2] চন্দ্রাকার চন্দন-তিলক কেশদামের দ্বারা অর্ধাবৃত হওয়ায়, নবোদিত চন্দ্রের কান্তি ধারণ করিয়াছে।

১২

ধানশী ॥

`নীলমণি-অঁকুর-মুকুর নব আভা। তাহে কি কহব শ্যাম শশিমুখ-শোভা।
চান্দ হেন বলি যদি বলিতে লাজাই। উহ কলঙ্কিত ইথে কলঙ্ক না পাই।
অতি অপরূপ কালিন্দী নীপ-তলে। নবরঙ্গ ফুলমাল হিয়ায় হিলোলে॥ ধ্রু॥
চূড়ায় বরিহা নব মল্লিকা বকুল। গাঁথিয়া ভাতিয়া তথি মুকুতা অমূল॥
অলি মধু পিয়ে তায় বসি থরে থরে। আজু পুণ্যে পরাণ লইয়া আইলুঁ ঘরে॥
অঙ্গের তরঙ্গে রঙ্গে কত কত কাম। আঁখির পলকে থাকি অনেক সন্ধান॥
রূপের অবধি বৈদগধি অপরূপ। জ্ঞানদাস কহে যত কহিলা স্বরূপ॥

১৩

॥ শ্রীরাগ ॥

একে সে মুরতি রতি- পতি-মুরছন, গতি
অতিশয় ললিত সুঠাম।
আবেশে লাবণ্য-লীলা বাতাসে দরবে শিলা
রসবতী কে ধরে পরাণ॥
সজনি কতয়ে নিবারিব চিতে।
তিলে তিলে দেখি আন নাহি রহে কুলমান
নাহিক রসের পরমিতে॥ ধ্রু॥
চকিত চাহনি তার সহিতে শকতি কার
তনু মনে করে অনুরোধ।[১]
কি জানি কে হেন জনে জগতে উপজে মেনে
ইঙ্গিতে করয়ে পরবোধ॥

১২। শ্যামচাঁদের মুখশোভাকে নবোদ্গত নীলমণির দর্পণের নূতন আভা বলিব। চান্দের মত বলিতেও লজ্জা পাই। কারণ চান্দ কলঙ্কিত, আর শ্যামের মুখচাঁদ মালিন্যহীন। কালিন্দীতীরে কদম্বমূলে অতি অপরূপ দেখিলাম। নারঙ্গী ফুলের মালা বক্ষের উপর দুলিতেছে। ময়ূরপুচ্ছের চূড়া নূতন বকুল, মল্লিকা ও অমূল্য মুক্তার গাঁথনিতে উজ্জ্বল হইয়াছে। থরে থরে ভ্রমর বসিয়া তাহাতে মধুপান করিতেছে। আজ (পূর্ব) পুণ্যে প্রাণ লইয়া ঘরে আসিলাম। অঙ্গের তরঙ্গে কত কত কাম রঙ্গ করিতেছে ও আঁখির পলকে থাকিয়া অনেক সন্ধান করিতেছে। রূপের শেষ, অপরূপ রসজ্ঞতা। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, যত বলিলে সবই সত্য।

১৩। একে মদনের চেতনাহারী মূর্তি, তাহাতে গতিভঙ্গি অতিশয় সুঠাম ও সুললিত। তাহার ভাবাবেশ লাবণ্য-লীলায় পূর্ণ, তাহার (অঙ্গের) বাতাসে পাষাণ গলিয়া যায়, রসবতী কে প্রাণ ধরিবে? সখি, কত চিত্ত নিবারণ করিব। মুহূর্তে মুহূর্তে অন্যরূপ (নব নব রূপবিশিষ্ট) দেখি। কুল-মান থাকে না, তাহার রসের পরিমাণ নাই। তাহার চকিত চাহনি সহিতে কাহার শক্তি আছে? দেহ মন তাহার অনুসরণ করে। জানি না কে

[১] অনুসরণ।

কতেক পিরিতি তার প্রতি অঙ্গে আছে আর
হেরইতে নয়ন জুড়ায় ॥
জ্ঞানদাস ইথে কহে রহিল রহিল নহে
জগতে অযশ যত গায় ॥

১৪

॥ সিন্ধুড়া

[১]লোচন-অঞ্চলে চিত চোরায়ল রূপে চোরায়ল আঁখি।
[২]যৌবন-তরঙ্গে সঙ্গে মন গেল পরাণ রহিল সাখি ॥
সই কিনা সে নাগর কালা।
[৩]মরম জানিল ধরম কহিল জাতি কুল শীল গেলা ॥ ধ্রু ॥
[৪]চকিত চাহনি গীম-দোলায়নি হাসনি ভাষনি লীলা।
[৫]ও অঙ্গ পরশে পবন হরষে বরষে পরশ-শিলা ॥
এ কে সে আকার [৬]রসের বিহার আরে অভরণ সাজে।
জ্ঞানদাস কহে ওরূপ দেখিলে কে করে কাল বিয়াজে ॥

১৫

॥ সিন্ধুড়া ॥

বেশ বনাওনি কেশের সাজনি
কেনা সে তিলক দিল।
নয়ান-কোণের বাণ বরিখণে
অঙ্গ জর জর ভেল ॥

এমন লোক জগতে জন্মিয়াছে (দেহমনকে) ইঙ্গিতে প্রবোধ (প্রভাবিত) করিতে পারে। কত প্রীতি তার প্রতি অঙ্গে আছে, দেখিতে প্রাণ জুড়ায়। জ্ঞানদাস ইহাতে বলিতেছেন, (আর) থাকা গেল না, (তাহাতে) জগতের লোক যত অযশ গান করে করুক।

১ নয়নকোণে (কটাক্ষে) চাহিয়া মন চুরি করিল, রূপে আঁখি চুরি করিয়া লইল।

২ যৌবনের উচ্ছ্বসিত জোয়ারে মনকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। মননশক্তিহীন, বিহ্বল প্রাণ ইহার সাক্ষীস্বরূপ অবশিষ্ট রহিল।

৩ সই নাগর কালা কি গো? মর্ম জানিয়াছি, ধর্ম কহিতেছি, (তোমার অন্তর বুঝিয়াছি, ধর্মসাক্ষী করিয়া কহিতেছি) জাতি-কুল-শীল সব গেল।

৪ তাহার চকিত দৃষ্টি, গ্রীবাভঙ্গি, হাসি এবং কথা বলিবার মাধুর্য।

৫ শ্যামের অঙ্গস্পর্শ-সুরভিত পবন আমার অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া আমাকে পরশমণির স্পর্শ-সুখ অনুভব করাইল।

৬ রসের লীলাভূমি-সদৃশ।

সই বড় বিনোদিয়া সে।

অধর-মিলনি মন্দ হাসিখানি
মরমে লাগিয়াছে ।।

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
চলিতে না চলে পা।

[১]শিরিষ কুসুম অধিক কোমল
কানড় কুসুম গা ।।

ও রূপ লাবণে কে ধরু পরাণ
ও না মনোহর ছান্দে।

জ্ঞানদাস কহ [২]বিনি পরিচয়ে
দেখিয়া কে না বা কান্দে ।।

১৬

একে কালা বরণ চিকণ তাহে লেপিয়া
মলয়জ কস্তুরী কুমকুমে।

অঙ্গের সৌরভে যত মধুকর উড়ে তায়
সাজিয়াছে কাঞ্চন বিদ্রুমে ।।

দেখিলু দেখিলু সই যত মনে অনুভই
কহিতে কহিল নয় বোলে।

প্রতি অঙ্গে রসময় পিরিতির আলয়
ভালে তাহে জগমন ভোলে ।।

একে সে রসিকরাজ আরে অভরণ সাজ
কুন্তলে কুসুম কত পাঁতিয়া।

আবেশে অবশ গায় চলি আধ আধ পায়
[৩]খেনে রহে অতি রসে মাতিয়া ।।

পিয়ার আরতি যত অপাঙ্গে ইঙ্গিত কত
কেমন কেমন উঠে চিতে।

[৪]জ্ঞানদাসেতে কয় যদি হয় পরিচয়
কিবা হয় তাহার পিরিতে ।।

[১] বর্ণে কানড় কুসুমের তুল্য, কিন্তু কোমলতায় শিরীষ কুসুমকেও পরাভব করিয়াছে।

[২] পরিচয়ের পূর্বেই মাত্র প্রথম দর্শনেই অন্তরে ব্যাকুলতা জাগে।

[৩] এই চিত্র রসাবেশে বিভোর গৌরাঙ্গদেবের স্মৃতি হইতে গৃহীত।

[৪] কবি বলিতেছেন যে, প্রথম দর্শনেই এইরূপ অনুভূতি হইলে, যদি পরিচয়ের ফলে তাহার প্রতি প্রেম উৎপন্ন হয়, তবে কিরূপে ভাব-বিপর্যয় হইবে তাহা অনুমান করাও কঠিন।

১৭

।। শ্রীরাগ ।।

রূপ দেখি লোচন নাহি নেউটায় ক্ষণ
[1]মন অনুগত নিজ লাভে ।
অপরশে দেই পরশ-রস-সম্পদ
[2]শ্যামর সহজ স্বভাবে ।।
সখি হে মুরতি পিরিতিসুখদাতা ।
প্রতি অঙ্গ অখিল-[3] অনঙ্গরসসায়র
নায়র নিরমিল ধাতা ।।
লীলা লাবণি অবনী অলঙ্করু
কি মধুর মন্থর গমনে ।
লহু অবলোকনে কত কুলকামিনী
[4]শূতল মনসিজ-শয়নে ।।
অলখিতে আকুল অন্তর অপহর
বিদুরণ না হয় স্বপনে ।
জ্ঞানদাস কহে তবহুঁ কৈছন হয়ে
যব হব তনু তনু মিলনে ।।

১৮

।। সুহই ।।

সহজই রূপ কলাগুণ আগর
নাগর বিদগধরাজ ।
হেরইতে কিশোর কুসুম-ধনু অলখিতে
পৈঠল অন্তর মাঝ ।।

১৭। রূপ দেখিয়া নয়ন ক্ষণেকের জন্যও ফিরিতে চায় না, মন নিজ লাভে অনুগত হয়। শ্যাম সহজ স্বভাবে বিনা স্পর্শে (দর্শ নেই) স্পর্শ-সুখসম্পদ দান করে। সখি, প্রীতিসুখদানকারী মূর্তি। (যাহার) প্রতি অঙ্গ অখিল অনঙ্গ রসের সাগর, বিধাতা (এ হেন) নাগরকে নির্মাণ করিয়াছে। লীলালাবণ্যে ও মধুর মন্থর গমনে অবনী অলঙ্কৃত করিয়াছে। অপাঙ্গভঙ্গিতেই কত কুলকামিনী কামশয্যায় শয়ন করিল। অলক্ষ্যে আমার আকুল অন্তরকে অপহরণ করিল। স্বপ্নেও বিস্মৃত হইতে পারি না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, যখন দেহে দেহে মিলন ঘটিবে, তখন কি হইবে ?

১৮। সহজেই রূপ-কলাগুণে অগ্রগণ্য সুরসিক নাগর, হেরিতেই কিশোর মদন অলক্ষ্যে অন্তর মাঝে প্রবেশ করিল। সখি কাজ ভাল হইল না। দেখিয়াই নারীর ধর্মধন ধৈর্য-কুল-শীল-লজ্জা হারাইলাম। কিবা

১ মনও নিজ উপযুক্ত প্রেরণা পাইয়া তাহাতে নিবিষ্ট থাকে। ২ তাহার নৈসর্গিক শক্তিবশতঃই।
৩ 'অখিলের' দ্বারা অসীম ব্যাপ্তি ও 'সায়রে'র (সাগরের) দ্বারা অপরিমেয় গভীরতা সূচিত হইতেছে।
৪ তাহার চকিতমাত্র কটাক্ষে কত কুলকামিনী মদনশয্যায় শয়ানা হইয়াছে—অর্থাৎ মদনের চিরন্তন অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

সজনি পড়ল অকাজ।
হেরি হারাইলুঁ নারী-ধরম-ধন
ধৈরজ-কুল-শীল-লাজ ॥
কিয়ে মুখ-চন্দ্রক শিরে শিখি-চন্দ্রিকা
মেঘে বাসব-ধনু চন্দ।
অতি অপরূপ উদিত অবনী-তলে
মিলিত শরদরবিন্দ ॥
তা সঞে বিজুরি খেলি উজোর নখত-পাঁতি
লাবণি কো করু ওর।
লীলা-জলনিধি মাঝে হাম ডুবলুঁ
জ্ঞানদাস মন ভোর ॥

১৯

॥ বরাড়ী ॥

নিতি নিতি আসি যাই এমন কভু দেখি নাই
কি খেনে বাড়াইলু পা জলে।
গুরুয়া গরব কুল নাশইতে কুলবতী
কলঙ্ক আগে আগে চলে ॥[১]
বড়িমাই কি দেখিলু যমুনার ধারে।
কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো[২]
বিকাইলু তার আঁখি-ঠারে ॥

মুখচাঁদ, শিরে শিখিচন্দ্রিকা, মেঘের উপর একসঙ্গে ইন্দ্রধনু ও চন্দ্র, পৃথিবীতলে শারদপদ্মের সঙ্গে মিলিয়া উদিত হইয়াছে। অতি অপরূপ দেখিলাম। তাহার সঙ্গে (পীতাম্বর রূপ) বিদ্যুতের খেলা (বক্ষে মুক্তার মালা) উজ্জ্বল নক্ষত্র পাঁতি। লাবণ্যের কে সীমা করিবে? আমি লীলাজলনিধি মাঝে ডুবিলাম। জ্ঞানদাসের মন ভুলিল।

(শ্যামের বদন, শিখিপুচ্ছ-চূড়া, চরণ, পীতাম্বর ও মুক্তামালা যেন মেঘের উপর চাঁদ, ইন্দ্রধনু, শারদপদ্ম, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রপাঁতি একসঙ্গে মিলিয়া পৃথিবীতে উদিত হইয়াছে।)

এইরূপ কল্পনা কষ্ট-কল্পনা তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে আন্তরিক আবেগ ও সৌন্দর্যানুভূতির যোগে ইহা কাব্যরসসমৃদ্ধ হইয়াছে। রূপের অপরূপত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ অনৈসর্গিক সমাবেশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

১৯। নিত্য নিত্য আসিতেছি যাইতেছি, এমন কখন দেখি নাই, কিক্ষণে জল আনিতে পা বাড়াইলাম। গুরুজনদের গর্ব এবং কুলবতীর কুলনাশের জন্য কলঙ্ক আগে আগে ফিরিতেছে। বড়িমা (বড়াই বুড়িকে শ্রীরাধা ও সখীগণ বড়িমা বলেন) যমুনা-কিনারে কি দেখিলাম, মানুষের আকার এক কালিয়া-বরণের আঁখিঠারে

[১] কলঙ্ক যেন আমার পথপ্রদর্শক হইল। [২] আকৃতিতে মানুষ, কিন্তু রূপে দেবতুল্য।

শ্যাম চিকনিয়া দে [1]রসে নিরমিল কে
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপনি।
ভুবন-মোহন ঠাম দেখিয়া কাঁপয়ে কাম
কান্দে কত কুলের রমণী॥
না জানি না শুনি তায় সে বা কোন দেবতায়
তেঁই সে তাহার হেন রীত।
জ্ঞানদাসেতে কয় না করিলে পরিচয়
কে জানিবে তাহার চরিত॥

২০

॥ সোহিনী॥

চিকণ কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়াছে ধরনে না যায় মোর হিয়া।
কত চান্দ নিঙাড়িয়া মুখানি মাজিয়াছে না জানি তায় কত সুধা দিয়া।
অধরের দুটি কূল জিনিয়া বান্ধুলী ফুল হাসিখানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে বিজুরি প্রকাশ করে জাতি-কুল মজাইল তায়॥
ভুরু-যুগ সন্ধান কামের কামান-বাণ হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটি আঁখি।
অরুণ নয়ান কোণে চেয়াছিল আমা পানে সেই হৈতে শ্যামরূপ দেখি॥[2]
যমুনার ঘাটে হৈতে উঠিতে আসিতে পথে সখি কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয় শুধুই যে সুধাময় গোকুলে নন্দের বালা কানু॥

২১

॥ সুহই॥

কিশোর বয়েস, মণি— কাঞ্চন অভরণ
ভালে চূড়া চিকণ বনান।
হেরইতে রূপ— সায়রে মন ডুবল
বহু-ভাগ্যে রহল পরাণ॥[3]

বিকাইলাম। শ্যাম-চিকণ দেহ, কে রসে নির্মাণ করিয়াছে, প্রতি অঙ্গ দর্পণের মত উজ্জ্বল। সেই ভুবনমোহন ভঙ্গি দেখিয়া কামদেব কম্পিত হয়, কত কুলকামিনী কান্দে। তাহাকে জানি না শুনি না, সে হয়ত কোন দেবতা, তাই তাহার এমন রীতি। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, পরিচয় না করিলে কে তাহার চরিত্র জানিবে?

২১। কিশোর বয়স, অঙ্গে মণিকাঞ্চনের অলঙ্কার, শিরে সুন্দর করিয়া চূড়া বাঁধা। দেখিয়াই রূপের সায়রে মন ডুবিয়া গেল। বহু ভাগ্যে প্রাণ আছে। সখি, পথের মাঝে (শ্রীকৃষ্ণকে) দেখিলাম। আমি অবলা

[1] রক্তমাংসের পরিবর্তে রসের সারভূত নির্যাস এই দেহের গঠন-উপাদান।

[2] তাহার প্রেমারুণ আঁখির দৃষ্টির ফলে আমার নেত্রে শ্যামরূপ চির-সংসক্ত হইয়া রহিল—তাহার অনুরাগ-রাঙা কটাক্ষ আমার নয়নে এক অদ্ভুত বর্ণ-বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়া শ্যামস্নিগ্ধরূপে প্রতিভাত হইল।

[3] জলে মগ্নপ্রায় ব্যক্তির যেমন কোন প্রকারে মুখ ও নাসা জাগিয়া থাকে, সেইরূপ রূপসাগরে মজ্জমান রাধিকার মননশক্তি লোপ পাইয়া কোন প্রকারে চেতনাহীন জৈব শক্তি জাগ্রত থাকিল।

সখি হে—পেখলুঁ পন্থক মাঝ ।।

হাম নারি অবলা একলা যাইতে পথে
বিছুরল সব নিজ কাজ ।।
নয়ান-সন্ধান- বাণে তনু জর জর
কাতর বিনি অবলম্বে।
বসন খসয়ে ঘন পুলকে পুরল তনু
পানি না পূরলুঁ কুম্ভে ।।
ঘর নহে ঘোর যেন জাগিতে স্বপন হেন[১]
আরতি কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে মনে অনুমানিয়ে
বাস করব নিপ-ছায় ।।[২]

২২

।। তুড়ি ।।

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে সেখানে ভুলিলুঁ বাটে
তিমিরে গরাসিল মোরে ।। ধ্রু ।।
রসে তনু ঢর ঢর তাহে নব কৈশোর
আর তাহে নটবর[৩] বেশ।
চূড়ার টালনি বামে মউর[৪]-চন্দ্রিকা ঠামে
ললিত লাবণ্য রূপ-শেষ ।।
ললাটে চন্দন-পাঁতি নব-গোরোচনা কাঁতি
তার মাঝে পূনিমক চাঁদ।
অলকা[৫]-বলিত মুখ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা রূপ
কামিনী জনের মন-ফান্দ ।।

নারী। একাকিনী পথে যাইতেছিলাম, নিজের কাজ সব ভুলিলাম। তাহার নয়নবাণে দেহ জর্জরিত হইল, (প্রেমাস্পদের) আশ্রয় না পাইয়া কাতর হইয়া পড়িলাম। কলসীতে জল ভবিতে ভুলিয়া গেলাম। আমার ঘর তো নয় যেন অরণ্য, জাগরণে স্বপ্নের মত, (শ্রীকৃষ্ণের) আরতি (অনুরাগ) বলিবার নয়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, মনে অনুমান করিতেছি তুমি কদম্বের তলায় গিয়া বাস করিবে।

২২। কেন জল ভরিবারে গিয়াছিলাম। যমুনার ঘাটে যাইতে পথ ভুলিলাম, আমাকে অন্ধকারে গ্রাস করিল। (আমি শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপে ডুবিয়া গেলাম)। একে রসে চল চল তনু। তাহাতে নূতন কিশোর বয়স,

১ বাহ্য অনুভূতি, জাগরণ-স্বপ্নের সীমারেখা—সবই যেন মোহগ্রস্ত হইয়া গেল।
২ গৃহ অরণ্যবোধের প্রতিষেধক স্বরূপ—নায়িকা যেন কদম্বতলাতেই নূতন বাসগৃহ রচনা করিবে।
৩ নর্তকশ্রেষ্ঠের উপযুক্ত, অর্থাৎ মনোহর।
৪ চন্দ্রাকৃতি ময়ূরপুচ্ছ।
৫ কেশদামের দ্বারা ঈষৎ আচ্ছাদিত।

লোকে তারে কাল কয় সহজে সে কাল নয়
নিন্দে ইন্দ্রনীলমণি কাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা কদম্ব গাছেত ঠেকা
ভুবন-মোহন রূপ-ভাতি ।।
সঙ্গে ননদিনী ছিল সে সকল দেখি গেল
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে তোমার কিবা ভয়
সে কি সতী বোলাইতে পারে ।।[১]

২৩

।। সুহই ।।

তরু মূলে কি রূপ দেখিনু কালা কানু।
যেরূপ দেখিলুঁ সই স্বরূপে তোমারে কই
জল ভরিতে বিসরিনু ।।
একে সে কালিন্দী-কূল ত্রিভঙ্গিম তরুমূল
সজল জলদ শ্যাম তনু।[২]
জল ভরিয়া যাই ফিরিয়া ফিরিয়া চাই
হাসি হাসি পূরে মন্দ বেণু ।।

তাহার উপর নটবর বেশ। (আবার) ময়ূর-চন্দ্রিকা শোভিত বামে হেলানো চূড়া, ললিত-লাবণ্য-পূর্ণ রূপ যেন সৌন্দর্যের চরম সীমা। ললাটে চন্দনপংক্তি, তার মাঝে নব গোরোচনার দীপ্তি, যেন পূর্ণিমার চাঁদ (এইরূপ শোভা-যুক্ত) অলকাবলিত মুখ এবং ত্রিভঙ্গভঙ্গিমরূপ কামিনীগণের মনের ফান্দস্বরূপ। লোকে তাহাকে কাল বলে, কিন্তু সে তো সহজ কাল নয়, তাহার রূপ ইন্দ্রনীলমণির কান্তিকে নিন্দা করে। তাহার কদম্ব গাছে হেলান দেওয়া (ত্রিভঙ্গিম ঠাম) এবং বাঁকা চঞ্চল চাহনি দেখিয়া ভুবন মোহিত হয়। ননদিনী সঙ্গেই ছিল, সে আমার আপন-হারা অবস্থা সবই দেখিয়া গেল। ভয়ে দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তাহাকে তোমার কিসের ভয়, সে কি বলিতে পারিবে যে, আমি সতী? (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া তাহারও মন কি চঞ্চল হয় নাই?)

২৩। তরুমূলে কালা কানুর কি রূপই না দেখিলাম। সখি যেরূপ দেখিলাম, তোমাকে সত্য বলিতেছি, জল ভরিতে বিস্মৃত হইলাম। একে যমুনা কূল, তাহার উপর তরুমূলে সজল জলদশ্যামের ত্রিভঙ্গিম মূর্তি।

[১] সেই পরমপুরুষের নিকট সতী-অসতীর ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়। কোন নারীই সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার স্পর্দ্ধা করিতে পারে না।

[২] তাহার দেহসৌন্দর্যের সঙ্গে প্রতিবেশ-সৌন্দর্য মিশিয়া এক অপরূপ মায়া-মাধুরীর সৃষ্টি করিয়াছে।

জল ফেলিয়া যাই কুল লাজ ভয় পাই
আপনা খাইয়া সই মনু।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
ভজি গিয়া ও চরণ-রেণু ।।[১]

২৪

শ্রীরাধার উক্তি

।। সিন্ধুড়া ।।

বরিহা চন্দ্র চিকুরে নব মালতি
মল্লিকা মধুকরবৃন্দে।
কত কত বিবিধ কুসুম পরিপাটিত
রাজিত কলিকা কুন্দে ।।
সজনি সুন্দর শ্যাম কিশোর।
অরুণায়ত আঁখি লহু অবলোকনে
হিয়া জুড়ায়ল মোর ।। ধ্রু ।।
চন্দন চান্দ ভালে ভালি রঞ্জিত
তরুণী-নয়ান-পরাণ।[২]
কুঞ্চিত অধরে মন্দ মৃদু বাজত
মুরলী মধুরিম তান ।।
শ্রুতি মণি-কুণ্ডল- কিরণ মনোহর
মণি-ভূখন প্রতি অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহ চিত থির না রহ
হেরইতে তনু তিরিভঙ্গে ।।

যমুনায় জল ভরিয়া যাই, আর ফিরিয়া ফিরিয়া চাই। হাসিয়া হাসিয়া ধীরে মুরলী বাজায়। (পুনরায় জল ভরিবার ছলে) জল ফেলিয়া ফিরিয়া যাই, কুল-কলঙ্কের ভয় পাই, সখী আপনা খাইয়া মরিলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, আমার এমনই মনে হইতেছে, ওই চরণ-ধূলা ভজনা করি গিয়া।

২৪। (চূড়ায়) ময়ূরচন্দ্রিকা, কেশে মধুকর-মিলিত নবমালতী ও মল্লিকাপুষ্প। আরো প্রচুর নানারূপ ফুলের এবং কুন্দকলির সুশৃঙ্খল সজ্জা। সখি, কিশোর শ্যামসুন্দর আয়ত অরুণ আঁখির ঈষৎ চাহনিতেই আমার হৃদয় শীতল করিল। ললাটে সুরঞ্জিত চন্দন-তিলক তরুণীগণের নয়নপ্রাণ (মুগ্ধকারী)। কুঞ্চিত অধরে মুরলী মধুর তানে মৃদুমন্দ বাজিতেছিল। কর্ণে উজ্জ্বল মনোহর মণিকুণ্ডল, প্রতি অঙ্গে মণিভূষণ, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সেই ত্রিভঙ্গ তনুকে দেখিয়া চিত্ত স্থির রহে না।

[১] আবেগের আতিশয্যে ভক্ত কবি নায়িকার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া আপনাতে আরোপ করিতেছেন--নায়িকা-ভাব-ভাবিত হইয়া তাঁহার উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছেন।

[২] তরুণীর নয়নের প্রাণসদৃশ, অর্থাৎ নয়নের তৃপ্তি ও জীবনীশক্তিবিধায়ক।

২৫

শ্রীরাধার উক্তি

।। সারঙ্গ ।।

শ্যাম-ধাম কুন্দদাম চারু চিকুর মোহনি।
বরিহা-পঙ্খ ভ্রমরী-সঙ্গ মধুর মধুর শোহনি।।
দেখত লাল উরহি মাল মন্দ মন্দ আয়নি।
মোহন বংশ নিহিত অংস মধুর মধুর গায়নি।। ধ্রু ।।
মকর গণ্ড তিমির-খণ্ড ভালে তিলক লায়নি।
রমণীকুল আধ-দুকুল আধ-মুদিত চাহনি।।
বদন চান্দ কামের ফান্দ নয়নকি শর ধাওনি।
জ্ঞানদাস পিরিতি-আশ ওরূপ চিতে ভাওনি।।

২৬

।। কল্যাণ ।।

সহজই শ্যাম রূপ অতি মোহন
মনোহর ভঙ্গিম অঙ্গ।
ব্রজবনিতা-রসে অবশ নিরন্তর
লহু লহু চলই, রহই তিরিভঙ্গ।।
আজু কি বনাওল মোহন ভাঁতি।
শিরে বরিহাবলি বলিত বকুল ফুল
মালতি মধুপী-মধুপ-কুল মাতি।।ধ্রু ।।
লীলা-রভস হাস সরসামৃত
রতিপতি-মতি কো ফান্দ।
জগ-বৈচিত্র্য- কলা তঁহি নিরমিত
অপরূপ শ্যামরু চান্দ।।

২৫। শ্যামতনুর সুন্দর মোহনীয়া কেশে কুন্দমালা, ময়ূরপুচ্ছ এবং ভ্রমরীপাঁতি মধুর মধুর শোভা পাইতেছে। দেখ বক্ষে মাল্যধারী নন্দলাল মন্দ মন্দ আসিতেছে। স্কন্ধধৃত মোহন বংশীতে মধুর মধুর গান করিতেছে। গণ্ডে দোদুল্যমান মকর অন্ধকার দূর করে, ললাটে তিলক লইয়াছে। দেখিয়া রমণীগণের বস্ত্র অর্ধস্খলিত হয়, দৃষ্টি অর্ধ মুদিত হইয়া আসে। চান্দের মত মুখ কামের ফান্দস্বরূপ, কটাক্ষশর ছুটিতেছে। পীরিতির আশাদায়ক ঐরূপ (প্রীতিপ্রত্যাশী) জ্ঞানদাসের চিত্তে শোভা পায়।

২৬। সহজেই শ্যামরূপ অতি মুগ্ধকারী, অঙ্গভঙ্গিও মনোহর, ব্রজরমণীগণের প্রীতিতে সর্বদাই তাঁহাদের বশীভূত, মন্দ মন্দ চলে, ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়ায়। আজ কি মোহন বেশেই সাজিয়াছে, মাথায় বকুল ফুলে বেড়া

মণি ভূখণ-　　　　　কিরণ শশি-ঝলমলি
নবজলধর তনু-আভা।
জ্ঞানদাস কহ　　　　নবীন কিশোর দেহ
কাহে না লাগয়ে লোভা ॥

২৭

॥ গৌরী ॥

অতি সুমধুর মুরতি শ্যাম　　　　কুটিল কেশ কুন্দদাম
মোর-পঙ্খ সোহনি।
ভাল উপরে চন্দনবিন্দু　　　　অমল শরদ পূর্ণিম ইন্দু
ভুবন-মরম-মোহনি ॥
আজু পেখলুঁ তটিনী তীর　　　মদন-মোহন গতি সুধীর।
মুরলী-গীত কে ধরু চিত　　　আনন্দে উলটি বহত নীর ॥ধ্রু ॥
কম্বুকণ্ঠে কনকমাল　　　　এ গজমোতিম গাঁথি প্রবাল
বিবিধ রতন সাজনি।
প্রাত-কমল নয়নজোর　　　　মাঝে মধুপ রহ আগোর
রমণীর মন ভাজনি ॥
উচ উরপর কুসুম দাম　　　　রূপ নিরুপম পূজল কাম
কটি পীতপট কাছনি।
ভুবন বিচিত্র এ অঙ্গঠাম　　　বিধিক অবধি ও নিরমাণ
জ্ঞানদাস যাউ নিছনি ॥

ময়ূরপুচ্ছ। তাহার উপর মালতী ফুল, মালতীর মধুপানে ভ্রমরকুল মাতিয়াছে। শ্যামের লীলাবিলাস ও সরস অমৃতস্বরূপ হাসি মদনের মন বান্ধিবার ফান্দ। অপরূপ শ্যামচান্দ যেন জগতের বৈচিত্র্যজনক কলাসমষ্টিতে নির্মিত। দেহের আভা নবজলধরসদৃশ, তাহাতে মণিময় অলঙ্কারের ছটা যেন চাঁদ ঝলমল করিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, নবীন কিশোর দেহ, কাহাব লোভ না লাগে?

২৭। শ্যামের অতি সুমধুর মূর্তি, কুঞ্চিত কেশে ময়ূরপুচ্ছ ও কুন্দমালার শোভা। ললাটের উপর চন্দনবিন্দু, যেন শারদ পূর্ণিমার বিমল চন্দ্র। ত্রিভুবনের অন্তর মুগ্ধ করে। আজি যমুনাতীরে মদনমোহনকে দেখিলাম, সুন্দর ধীর গমন, মুরলীগানে কাহার চিত্ত স্থির হয়, যমুনার জল আনন্দে উজান বয়। কম্বুকণ্ঠে কনক মাল্য, তাহাতে গজমুক্তা ও প্রবাল গাঁথা এবং বিবিধ রত্ন সাজানো। প্রভাত-কমলের মত দুইটি নয়ন, যেন মাঝে (আঁখিতারকারূপ) অলি আগুলিয়া রহিয়াছে, রমণীমনের পরম আশ্রয় (অথবা রমণীর মন ভাঙ্গায়)। উচ্চবক্ষে ফুলের মালা, যেন নিরুপম রূপ দেখিয়া কামদেব পূজা করিয়াছে। কটিতে পীতবাস পরা, অঙ্গের ভঙ্গি ভুবনে বিচিত্র, বিধির শেষ নির্মাণ, জ্ঞানদাস নিছনি যাইতেছেন।

২৮

॥ সিন্ধুড়া ॥

কুঞ্চিত অলকা উপরে অলিমণ্ডলী
মল্লিকা-মালতী-মালে।
চূড়া চিকন চারু শিখি-চন্দ্রক
টালনি আধ কপালে॥

সজনি বড়ই বিনোদিয়া কান।
কুটিল কটাখে লাখ লাখ কুলবতি
ছাড়ল কুল-অভিমান॥ ধ্রু॥

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ-মণ্ডল
কাম-কামান ভুরু-ভঙ্গী।
মলয়জ তিলক ভাল পর বিলিখন
যাহা দেখি চাঁদ কলঙ্কী॥[১]

পিত পতনি মণি- ভূখণ ঝলমলি
উরে দোলত বনমাল।
জ্ঞানদাস কহ অপরূপ দেখহ
বিজুরি তরুণ তমাল॥[২]

২৮। কুঞ্চিত অলকার উপরে অলিমণ্ডলী-শোভিত মল্লিকা-মালতীর মালা। চিকণ চূড়ায় সুন্দর ময়ূর পাখা কপালে ঈষৎ টলিয়া আছে। সজনি কানু মনোহর, তাহার কুটিল কটাক্ষে লক্ষ লক্ষ কুলবতী কুল-অভিমান ছাড়িল। মরকতের সুন্দর দর্পণের মত মুখমণ্ডল, কামধনু ভ্রূভঙ্গি, ললাটে অঙ্কিত মলয়জ-তিলক, যাহা দেখিয়া চাঁদ কলঙ্কযুক্ত হইয়াছে। পীতবসন ও মণিভূষণের ঝলমলি, বক্ষে বনমালা দুলিতেছে, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তরুণ তমালে বিদ্যুৎ, অপরূপ দেখ।

১ শ্যামের ললাটে চন্দনবিন্দুর অপরূপ শোভা দেখিয়া চাঁদ নিজেকে পরাভূত (কলঙ্কিত) মনে করিতেছে; অথবা চন্দন-তিলকের অনুকরণে চাঁদও কলঙ্কবিন্দু-লাঞ্ছিত হইয়াছে।

২ রূপের দ্যুতি ও ভূষণের ঝলমল আভা, তরুণ তমালে বিদ্যুৎ-ছটার ন্যায় শ্যামের যৌবনশ্রীমণ্ডিত, শ্যামচিক্কণ দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

২৯

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

॥ শ্রীরাগ ॥

চূড়াটি বাঁধিয়া উচচ কে দিলে ময়ূর-পুচ্ছ ভালে সে রমণী-মন-লোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি নব মেঘে করিয়াছে শোভা ॥[১]
মল্লিকা-মালতী-মালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
মনে হেন অনুমানি বহিতেছে সুরধুনি নীলগিরি-শিখর ঘেরিয়া ॥[২]
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি কেবা দিল ফাগু রঙ্গিয়া।
রজতের পত্রে কেবা কালিন্দী পূজিল গো জবা-কুসুম তাহে দিয়া ॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয় শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥

৩০

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

শিরে শিখি-পঞ্চ সঙ্গে নব মালতী
মধুকর তঁহি কত রঙ্গে।
মনমথ মাথ হাত দেই কাঁদত
হেরইতে ভাঙ-বিভঙ্গে ॥

২৯। উচচ করিয়া চূড়া বাঁধিয়া কে তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ দিল, সে সৌন্দর্য রমণীর মনলোভা। এ যেন আকাশের পানে চাহিতে গিয়া দেখি নূতন মেঘে ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে। সুন্দর গাঁথনিতে মল্লিকা-মালতীর মালা গাঁথিয়া কে সেই চূড়াটি বেড়িয়া সাজাইয়াছে, মনে এমনই অনুমান হয় যেন নীলগিরির শিখর ঘেরিয়া সুরধুনীর প্রবাহ বহিতেছে। কালার কপালে চন্দন-চাঁদের ঝিকিমিকি, কে তাহাতে (বিন্দু বিন্দু) ফাগের রঙ ধরাইয়া দিয়াছে, কেহ যেন রৌপ্য পাত্রে (রূপার পাতে) জবাফুল দিয়া কালিন্দীর পূজা করিয়াছে। কালার সর্বাঙ্গে কে হিঙ্গুল গুলিয়া দিয়াছে। (কালিন্দী-জলে ভাসমান রক্ত করবীর মত সেই হিঙ্গুলবিন্দু দেখিয়া মনে হইতেছে) কে যেন করবীফুলে কালিন্দীপূজা করিয়াছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, আমার এমনই মনে হইতেছে শ্যামরূপ (চিরকাল ধরিয়া) ধীরে ধীরে দেখি।

৩০। শিরে শিখি পাখা, সঙ্গে নবমালতী, তাহাতে মধুকরের রঙ্গ। ভ্রূভঙ্গি হেরিয়া মদন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে। সজনি, বিধাতা অপরূপ নির্মাণ করিল। কিশোর বয়স, লাবণ্যের সীমা নাই, দর্পনেই স্পর্শের

১ এখানে আকাশের সঙ্গে উঁচু করিয়া বাঁধা চূড়ার, ইন্দ্রধনুর সঙ্গে বিচিত্রবর্ণ, ধনুকাকৃতি ময়ূরপুচ্ছ-বিন্যাসের ও শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ দেহশোভার সহিত নবজলধর-কান্তির উপমা দেওয়া হইয়াছে।

২ শ্রীকৃষ্ণের দেহ নীলগিরির, দেহের উপরিভাগে স্থিত ললাট গিরিশিখরের ও মালতী-মল্লিকার শুভ্র-বেষ্টনীরেখা গঙ্গাপ্রবাহের সহিত উপমিত হইয়াছে।

সজনি অপরূপ নিরমিল ধাতা।
বয়েস কিশোর ওর নাহি লাবণি
দরশে পরশ-সুখ-দাতা ॥ ধ্রু ॥[১]
বেশ-বিলাস সরস মধুর ধ্বনি
কত আদর দিঠি ব্যঞ্জকে।
চন্দন-চন্দ কলা-কুল-কৌশল
[২]তে নহ শশি অকলঙ্কে ॥
ও চরণ-পঙ্কজে শশি আসি লুঠই
[৩]ভ্রমর চকোর করু দ্বন্দ্ব।
জ্ঞানদাস কহ ঝরয়ে নিরন্তর
[৪]অদভুত সুধা মকরন্দ ॥

৩১

॥ বরাড়ী ॥

তরু অবলম্বন কে।
হৃদয়-নিহিত মণি- মাল বিরাজিত শ্যামল সুন্দর দে ॥
নব কুবলয়দল কিয়ে অতসী ফুল নীলমণি-মুকুর-আভা।
কিয়ে দলিতাঞ্জন কিয়ে রূপ নবঘন বরণি না পারই শোভা ॥
[৫]কুসুমিত চিকুর বলিত বর বরিহা চাঁদ বিরাজিত ভালে।
আর এক অপরূপ মলয়জ তীলক চাঁদ উয়ল ঘনমালে ॥

সুখ দান করে। বেশ ও বিলাসভঙ্গি, মুরলীর সরস মধুর ধ্বনি, বঙ্কিম চাহনিতে কত আদর। চন্দন-চান্দের কলাকৌশলই বা কত, তাইতো শশী অকলঙ্ক নয়। ওই চরণপদ্মে (নখদলে) চন্দ্র আসিয়া লুণ্ঠিত হয়। ভ্রমর চকোর কলহ করে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, (পদকমল হইতে) অদ্ভুত সুধা-মধু নিরন্তর ঝরিতেছে।

৩১। হৃদয়-নিহিত মণিমালা, শ্যামল সুন্দর দেহ, তরু অবলম্বনে কে বিরাজ করিতেছে। নীলপদ্ম, কিংবা অতসী ফুল, অথবা দলিতাঞ্জন কিংবা নবীন মেঘ অথবা নীলমণির দর্পণের মত রূপের আভা, শোভা বর্ণ না করিতে পারি না। কুসুমিত কেশে সুবিন্যস্ত ময়ূরচন্দ্রিকা, ললাটে যেন চাঁদ বিরাজ করিতেছে। সেইসঙ্গে আর এক

[১] তুলনীয় 'অপরশে দেই পরশ-রস-সম্পদ্‌' (শ্রীরাধার রূপানুরাগ, পদসংখ্যা ১৭, পৃঃ ৫৬)

[২] সেইজন্য শশী পরাভবের গ্লানিশূন্য নহে।

[৩] ভ্রমর পদ্মজ্ঞানে ও চকোর চাঁদজ্ঞানে ঐ চরণের অধিকার লইয়া বিবাদ-রত। চরণ পদ্মের সহিত তুলনীয়; কিন্তু পরাজিত চন্দ্র ঐ চরণে লুণ্ঠিত হওয়ার জন্য ভ্রমর ও চকোরের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে।

[৪] জ্ঞানদাস এই বিবাদের এইরূপ মীমাংসা করিতেছেন যে, এই চরণ পদ্ম ও চন্দ্রের সমাবেশ; কেননা উহা হইতে সুধা ও মধু একসঙ্গে নিঃসৃত হইতেছে। ইহাই ইহার লোকোত্তর চমৎকৃতির নিদর্শন।

[৫] প্রশস্ত, উজ্জ্বল ললাটই চন্দ্রসদৃশ; আবার চন্দন-বিন্দু-চর্চিত ললাটদেশকে মেঘাবৃত আকাশে চন্দ্রোদয়ের মত দেখাইতেছে। আর মুখসৌন্দর্য কোটি-চন্দ্রকে পরাভূত করে।

কোটি ইন্দু জিনি বয়ান মনোহর অধরে মুরলী রসাল।
জ্ঞানদাস চিত ওরূপ অবিরত ভাবিতে যাউ মোর কাল॥

৩২

কি মোহন নন্দ-কিশোর।
হেরইতে রূপ মদন-মন ভোর॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার।
জলদ-পটল বরিখত রস-ধার॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশি বায়।
বমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায়॥[১]
গলে গজ-মোতিম-মাল।
করিবর-কর কিয়ে বাহু বিশাল॥
কুলবতি-পরশ না পাই।
অনুখণ চঞ্চল থির নহ তাই॥
শুনিতে বচন-সুধাখানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সোই বাণী॥

৩৩

শ্যাম-রূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিণি ঝুরে অনুরাগে॥
কিয়ে রূপ মনোহর রায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়॥

অপরূপ,—ললাটে চন্দন তিলক যেন মেঘদামের উপর চাঁদ উদিত হইয়াছে। কোটি চন্দ্র জিনিয়া মনোহর বদন-মণ্ডল, অধরে রসাল মুরলী, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, চিত্তে অবিরত অনুরূপ চিন্তা করিতে করিতে যেন আমার কাল যায়।

৩২। নন্দকিশোর কেমন মনোমুগ্ধকর। রূপ দেখিয়া মদনের মন ভুলিয়া যায়। অঙ্গে অঙ্গে (রূপের) তরঙ্গ বিস্তারিত। মেঘজাল যেন রসধারা বর্ষণ করিতেছে। হাসি-মিশানো মুখে বাঁশী বাজাইতেছে। যেন সুধাকর অমৃত উদ্‌গার করিয়া জগৎ মাতাইতেছে। গলে গজমুক্তার মালা। গজরাজের শুণ্ডের মত বিশাল বাহু। কুলবতীর স্পর্শ পায় নাই। তাই অনুক্ষণ চঞ্চল, স্থির নহে। বচন শুনিতে যেন অমৃতের মত, জ্ঞানদাস সেই বাণীর আশা করেন।

৩৩। শ্যামরূপ হৃদয়ের মধ্যে জাগিতেছে। কত অনুরাগিণী অনুরাগে ঝুরিতেছে (কাঁদিয়া বিলাপ করিতেছে)। সেই মনোহর ব্রজরাজের কিবা রূপ, যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ছুটিয়া যায়। ওই রূপে

[১] হাসিমুখ চন্দ্রের সঙ্গে ও সুমধুর মুরলীধ্বনি চন্দ্রের সুধা-উদ্‌গীরণের সঙ্গে, তুলিত হইয়াছে। "বমিয়া" শব্দের দ্বারা সুধা-স্রাবের আতিশয্য ব্যঞ্জিত হইতেছে। মুখের স্বভাব-সৌন্দর্য মুখনিঃসৃত মধুর মুরলীধ্বনির দ্বারা বর্ধিত হইয়াছে; যেন চন্দ্রের সুধাবর্ষণের সহজ পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে।

ওই রূপে আছে কি মাধুরি।
মদন-মুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি ॥
তাহে আর ধরে নানা বেশ।
কি করিবে যুবতি মজিল সব দেশ ॥
রূপে আছে ঔষধ মোহিনি।
পরাণে পরাণ সহ করে উমতিনি ॥
তাহে হাসি কয় কথাখানি।
[১]অমিয়া বমিয়া বিধু পড়ল অবনি ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি।
কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিক-মণি ॥

৩৪

সখার প্রতি সখীর উক্তি

॥ আশাবরী ॥

বরিহা গুঞ্জা- মাল তঁহি রঞ্জিত
কুন্তল বন্ধ সুভাতি।
মৃগমদ-বিরচিত তিলক-বিরাজিত
কাজর-উজরণ কাঁতি ॥
দেখ সখি সুন্দর শ্যাম ত্রিভঙ্গী।
মধুর অধর পর মুরলী-বরধর
রাধারতিরস-রঙ্গী ॥ ধ্রু ॥
মলয়জ কুম্‌কুম অঙ্গহি লেপন
মণিময় হার সুকণ্ঠ।
রস-ভরে অরুণ দৃগঞ্চল মন্থর
কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড ॥

কি মাধুর্য আছে, কত মদনমুগ্ধা (রূপ দেখিয়া) ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে। এত রূপে আবার নানাবেশ ধারণ করে। যুবতী আর কি করিবে, সমস্ত দেশ মজিল। রূপে কি মোহিনী ঔষধ আছে, প্রাণে প্রাণসহ উন্মত্তা করে। তাহার উপর হাসিয়া কথা কয়, মনে হয়, অমৃত উদ্গার করিয়া চন্দ্র অবনীতে পড়িল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ধনি শুন, রসিকরাজ কুলের মূল ঘুচাইল, তাহাকে ভজনা কর।

৩৪। সুদৃশ্য ছাঁদে বাঁধা কেশদাম ময়ূরপুচ্ছ এবং গুঞ্জা মালায় রঞ্জিত। ললাটে মৃগমদ-বিরচিত তিলকের উজ্জ্বল কান্তি কজ্জল-কালিমাকেও উজ্জ্বল করিতেছে। সখি, সুন্দর শ্যাম ত্রিভঙ্গকে দেখ, সেই রাধারতিরসরঙ্গীর মধুর অধরে শ্রেষ্ঠ মুরলীটী ধৃত রহিয়াছে। অঙ্গে মলয়জ ও কুম্‌কুম লিপ্ত, সুন্দর কণ্ঠে মণিময় হার। অরুণ নয়নাঞ্চল রসভরে অলস, গণ্ড কুণ্ডলে শোভিত। কটিতে পীতাম্বর এবং কিঙ্কিণী, গলদেশে

[১] নায়কের মুখচন্দ্রনিঃসৃত বাক্যামৃত যেন চন্দ্রের পৃথিবীর উপর সুধাবর্ষণ শেষ করিয়া ভূতলে অবতরণ। দূর হইতে সুধা বিলাইয়া যেন চাঁদের তৃপ্তি নাই—সুধার আধার ভূতলে নামিয়া আসিল। সেইরূপ নায়কের হাসিমাখা কথা যেন উভয়ের ব্যবধান দূর করিয়া নায়ককে নায়িকার সন্নিহিত করিল।

পীতাম্বর বর- কটিপর কিঙ্কিণী
উরে লম্বিত বনমাল।
রহই সুধীর নীপ-অবলম্বন
জ্ঞানদাস-মন চিরকাল ॥

৩৫

শ্রীরাধার উক্তি*

॥ ধানশী ॥

সজনি কি পেখলুঁ নীপমূলে ধন্দ।
এক বরণে কালা বিবিধ বিনোদ লীলা
লাবণ্য ঝরয়ে মকরন্দ ॥ ধ্রু ॥
ভবজ-অনুজ রথ তা তলে বিনতাসুত
কোরে কুমুদ-বন্ধু সাজে।
হরি-অরি সন্নিধান অলি বসি পুরে বাণ
রমণী-মণির মনে বাজে ॥
খগেন্দ্র নিকটে বসি রসেন্দ্র বাজায় বাঁশি
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়।
কুন্তীর নন্দন মূলে কশ্যপ-নন্দন দোলে
মনমথের মন মথে তায় ॥
জলধিসুতাপতি তার উরে যার স্থিতি
সে কেনে যমুনা-জলে ভাসে।
শচীপতি-রিপু-সুতা- বাহন বিজুরি লতা
নিরীক্ষণ করে জ্ঞানদাসে ॥

বনমালা বিলম্বিত। কদম্ব অবলম্বনে সুধীরে অবস্থিত শ্যামই জ্ঞানদাসের মনের চিরকাল অবলম্বন (অথবা সেই নীপ-অবলম্বন শ্যামে জ্ঞানদাসের মন চিরকাল সুস্থির থাকুক)।

৩৫। সজনি, কদম্বমূলে কি দেখিলাম। ধাঁধা (আশ্চর্য) লাগিল। একজন বর্ণে কাল, তাহার মনোহর লীলার অন্ত নাই। দেহ-লাবণ্যে যেন মধু ঝরিতেছে। দেখিলাম, গণেশের কনিষ্ঠ কার্তিকের রথের (ময়ূরপুচ্ছ চূড়ার) তলে গরুড় (গরুড়ের মত নাসিকা) তাহার কোলে চাঁদ (চাঁদের মত মুখ)। সিংহের শত্রু হরিণের (হরিণের মত চক্ষু) নিকটে অলি (চক্ষু-তারকা) বসিয়া বাণ নিক্ষেপ করিতেছে। সেই বাণ নারীশিরোমণিগণের মনে বাজিতেছে। খগেন্দ্র (নাসিকা) নিকটে রসেন্দ্র (হিঙ্গুলের ন্যায় আরক্ত সরস অধর) বাঁশী বাজায় শুনিয়া যোগি-শ্রেষ্ঠ মুনিশ্রেষ্ঠগণও মূর্চ্ছা যায়। কুন্তীর নন্দন (কর্ণ) মূলে কশ্যপপুত্র (সূর্য সদৃশ উজ্জ্বল কুণ্ডল) দুলিতেছে, তাহা মদনের মনকেও মথিত করে। জলধি-সুতা (লক্ষ্মীর) পতি (নারায়ণ) বক্ষে যাহার বাস (কৌস্তভ) সে আজ যমুনাজলে (যমুনাবারির ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট কৃষ্ণ-বক্ষস্থলে) কি জন্য ভাসিতেছে? ইন্দ্র-শত্রু পর্বত, ও তাহার কন্যা পার্বতী, পার্বতীর বাহন সিংহে বিজুরিলতা জড়াইয়াছে (সিংহের ন্যায় কৃশ কটিতে পীতবসন রহিয়াছে)। জ্ঞানদাস তাহাই দেখিতেছেন।

* এই প্রহেলিকাত্মক বর্ণনাভঙ্গি বিদ্যাপতি হইতে অনুকৃত।

৩৬

।। করুণা রাগ ।।

আলো মুঞি কেন গেলু কালিন্দীর জলে।
ছলিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে ।।
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ।।[১]
[২]ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ ।।
চন্দন-চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্ধা।[৩]
তার মাঝে পরাণ-পুতলী রৈল বান্ধা ।।
কটি পীত-বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোঁড়া ।।[৪]
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ।।
কুলবতী হইয়া দুকুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ।।

৩৬। ওলো সই, আমি কেন যমুনায় জল আনিতে গিয়াছিলাম। সেই বিদগ্ধ নাগর ছলে আমার চিত্ত হরণ করিয়া লইল। তাহার রূপের সাগরে আমার আঁখি ডুবিল, আর উঠিল না। আমার মন তাহার যৌবনের বনে হারাইয়া গেল। ঘরে ফিরিবার পথ হইল অফুরন্ত। (সুতরাং ঘরে ফিরিবার আর উপায়ও নাই, শক্তিও নাই।) অন্তরে হৃদয় ফাটিয়া পড়িতেছে। প্রাণ কি করিতেছে জানি না। তাহার ললাটের চন্দন-চাঁদের মাঝখানে মৃগমদবিন্দু। সেই ধান্দার (বিস্ময়ের) মধ্যে আমার প্রাণপুত্তলী বন্দী হইয়া রহিল। তাহার কটিতে পীতাম্বর, তাহাতে জড়ান কাঞ্চীদাম, যেন বিধিনির্মিত কুল-কলঙ্কের অঙ্কুর। মনে হয়, আমার জাতিকুলশীল সবই গেল, সেইসঙ্গে ভুবন ভরিয়া কলঙ্কের ঘোষণা রহিল। কুলবতী (কুলকন্যা ও কুলবধূ) হইয়া পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলেরই দুঃখের হেতু হইলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, হৃদয় দৃঢ় কর।

ছলিয়া—তুলনীয় প্রাকৃত "ছইল্ল"; (তুলনীয় প্রাচীন হিন্দী ছৈল) বিদগ্ধ নাগর। শব্দটির সংস্কৃত রূপ—"ছবিল"।

১ এই দুইটি অনুপম ছত্রে প্রেমের অপরিমেয়, সর্বানুভূতিগ্রাসী গভীরতা ও ইহার আরণ্যপথধর্মী, গহন সর্পিলতা চমৎকারভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

২ প্রেমের আত্মবিস্মৃত আবেশে কাল ও দূরত্ব-জ্ঞাপক অনুভূতি আচ্ছন্ন-বিলুপ্ত হইয়া গেল।

৩ বিস্ময়রূপী ফাঁদ।

৪ এ যেন বিধিরোপিত সেই অঙ্কুর, যাহা পরে কুলকলঙ্কে পরিণতি লাভ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ ও রূপানুরাগ

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ ও রূপানুরাগ

সাক্ষাদ্দর্শন

১

।। ধানশী ।।

সরস সিনান সমাপই সুন্দরি মন্দিরে চলু সখি সাথ।
নিরজন জানি কানু তঁহি উপনীত সহচর সুবল সাঙ্গাত।।
দেখবি মোহন গোকুল-চন্দ।
রাধা রসবতি রসিক-শিরোমণি নব পরিচয় অনুবন্ধ।। ধ্রু।
সহচরি পাশে হাসি হরি পুছয়ে স্বরূপে কহবি বররামা।
রমণি-সমাজে গজবর-গামিনী এ ধনি কে অনুপামা।।
সরস সম্বাদ সম্বাদই সহচরি কনয়-দাম-রুচি গোরি।
মাঝহি মাঝ বিরাজই এ ধনি বৃষভানু-রাজ-কিশোরি।।
শুনইতে নাম প্রেমে পরিপূরল মাধব অমিয়া-সিনান।
জ্ঞানদাস কহ আর কিয়ে বিদ্‌রয়ে নিশি দিশি ধরল ধেয়ান।

২

দূতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

।। ধানশী

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল। অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল।।
পাশ উদাসল পালটি নেহারি। তহিঁ চলল মন বাহু পসারি।।[১]

২। হাসিয়া মুখের অর্ধেক আঁচল দিয়া ঢাকিল। অঙ্গ মোড়িয়া দুই তিন পদ চলিয়া গেল। ফিরিয়া চাহিয়া পার্শ্বদেশের আবরণ ঘুচাইল। আবার মন বাহু পসারিয়া সেইখানে চলিয়া গেল। আজ আমি সুরসিকা

[১] আমার দেহ যদিও নিশ্চেষ্ট রহিল, তথাপি আমার মন যেন বাহু প্রসার করিয়া (অর্থাৎ বাহু-প্রসারে যেরূপ মানস আগ্রহ প্রকটিত হয় তদ্রূপ আগ্রহের সহিত) সেই অর্ধ-অনাবৃত অঙ্গের দিকে ধাবিত হইল।

আজু পেখলুঁ মুঞি বিদগধ নারী। মদন বাণ কত গেল উখারি ॥ ধ্রু ॥
কেশ বিথারহ পিঠ হিলোল। মাথ আধ পর রহল নিচোল ॥
*পহিরণ ঝারি বান্ধল নীবিবন্ধ। তব ধরি নয়নে রহল কিয়ে ধন্দ ॥
চাতুরি কতয়ে কয়ল মঝু আগে। জীউ রহ আজু বড় পুণ ভাগে ॥
কহইতে কি কহব কহই না পারি। জ্ঞানদাস কহ বড় বিদগধ নারী ॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী

॥ ধানশী ॥

হসইতে আয়লুঁ তুহু ভেল রোই।
বড় মুঞি বেদনী হেরইতে তোই ॥
রূপ-কলা-রসে তুহু ভেল ভোরি।
পিয়া অনুরূপ বিহি না দিল তোরি ॥
তুহু যে সুচেতনি বুঝ সব কাজ।
মধুকর বিনু নাহি মালতী সাজ ॥
কহইতে চাহি বচন নাহি আর।
মৌনকে যাই সো অনুতাপ সার ॥
ভাল মন্দ বুঝিতে না বুঝি তোর রীত।
সো পুন পাছে মিঠ আগে পুন তীত ॥
অতএ যো মনোরথ কহবি নিচয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হয় ॥

রমণী দেখিলাম। মদন কত বাণ বর্ষণ করিয়া গেল। কেশ ছড়াইয়া দিল (ছড়ানো কেশ) পিঠে ঢেউ তুলিল। অর্ধেক মাথার উপর আঁচল রহিল। পরিধেয় বসন ঝারিয়া নীবিবন্ধ বাঁধিল,সেই হইতে নয়নে ধাঁধা লাগিল। আমার আগে কত যে চাতুরী করিল, আজ বহু বহু পুণ্যভাগ্যে প্রাণ রহিল। বলিতে কি বলিব। বলিতে পারি না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বড় সুরসিকা রমণী।

৩। হাসিতে আসিলাম, তুমি কাঁদিতে লাগিলে। তোমাকে দেখিলে আমার বড় বেদনা হয়। রূপে কলারসে তুমি পরিপূর্ণা, বিধি তোমার অনুরূপ প্রিয় তোমাকে দেয় নাই। তুমি তো বুদ্ধিমতী, সব কাজই বুঝিতে পার, ভ্রমর ভিন্ন মালতী সাজে না। বলিতে চাই, কিন্তু কথা জোগায় না। চুপ করিয়া থাকি, অনুতাপ সার হয়। ভালমন্দ বুঝিতে তোমার ব্যবহার বুঝি না। আগে তিক্ত, পাছে মিঠ (মিষ্ট) সেই ভাল। অতএব যা তোমার অভিপ্রায় নিশ্চয় বলিবে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ইহাই তো প্রকৃত কর্তব্য।

* পাঠান্তর—"পহিরল পুনহি ঝারি নীবিবন্ধ"।

৪

।। তথা ।।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কানাই ।। ধ্রু ।।
সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফটি যামিনি জাগি ।।
খিনতনু মদন-হুতাশে।
তেজই উতপত শাসে ।।
চীত-পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ ।।
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুটি আঁখি ।।
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।
করহ গমন-উপচার ।।

৫

শ্রীরাধার দূতী সম্বন্ধীয়

।। শ্রীরাগ ।।

কানুক ঐছন বাত।
শুনি অবনত মাথ ।।
কিছু না কহল ফেরি।
লোরে পন্থ না হেরি ।।
মলিন বদন ভেল।
ধীরে ধীরে চলি গেল ।।
আওল রাইক পাশ।
কি কহব জ্ঞানদাস ।।

৪। গুণবতি রাই, শুন, শুন, তোমা বিনা কানাই আকুল হইয়াছে। তোমার স্পর্শলাভের আশায় যামিনী জাগিয়া ছটফট করিতেছে। মদনানলে দগ্ধ হইয়া তনু ক্ষীণ হইয়াছে। উত্তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করিতেছে। দেহ যেন চিত্রপুত্তলিকা। মর্মকথা কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে অর্ধোচ্চারিত কথা বলিতেছে। দুটি আঁখিতে নির্ঝরের মত জল ঝরিতেছে। জ্ঞানদাস তোমাকে সার কথা বলিতেছেন। তুমি (কানুর নিকট) গমনের আয়োজন কর।

৫। ইহার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধার দূতী-প্রত্যাখ্যানের কোন পদ ছিল। সে পদ পাওয়া যায় নাই। দূতী গিয়া শ্রীরাধার নিকট সে কথা বলিয়াছিলেন, এইরূপ কোন পদও পাওয়া যায় না।

নবোঢ়া মিলন

নবোঢ়া-মিলন *

সখীশিক্ষা

১

শ্রীরাধার প্রতি

॥ সুহই ॥

পহিলহি দরশনে সোঁপবি সেবা। পুছইতে কুশল উতর নাহি দেবা ॥
শুন শুন সজনি তু বরি সিয়ানি। কহবি ন কহবি রাখব নিজ মানি ॥
সহজই সুচতুর গোপ কানাই। অবসর বুঝই করবি চতুরাই ॥
যব চিতে বুঝবি বড় অনুরাগ। তৈখনে কহবি হৃদয়ে জনি লাগ ॥
জানিয়ে তুহু বড় বিদগধ নারি। সঙ্কেতে জানায়বি আখর চারি ॥
সো দিন অবধি রহব পতিআশে। জ্ঞানদাস কহ গুরুয় পিয়াসে ॥

সখীর প্রতি সখীর উক্তি

॥ ধানশী ॥

যব কানু নিকটে যাই কিছু বোলে। লাজে কমলমুখি রহ মুখ মোড়ি ॥
আরতল নাহ বিনয় বেরি বেরি। ধনি মুখ-চাঁদে আধ আচল দেলি ॥

১। প্রথম দর্শনে সেবা সমর্পণ করিবি; কুশল জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিবি না। সজনি, শোন্, শোন্, তুই বড়ই চতুর। কথা কহিবি বা না কহিবি, নিজের মান যেন ঠিক রাখিবি। গোপ কানাই স্বভাব-চতুর; অবসর বুঝিয়া তাহার সঙ্গে চাতুর্য দেখাইবি। যখন (নায়কের) মনে অনুরাগের প্রাবল্য অনুভব করিবি, তখনই কথা বলিবি, যেন সে কথা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। জানি তুই অতি কামকেলিরসে অভিজ্ঞা নারী; চারি অক্ষর (বাক্যে নয়), সঙ্কেতে জানাইবি। সেইদিন অবধি সে প্রত্যাশায় রহিবে। জ্ঞানদাস বলে যে, গুরুতর তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার লোলুপতা বৃদ্ধি পাইবে।

২। যখন কানু নিকটে গিয়া কিছু বলিবার উদ্যোগ করে, তখন পদ্মমুখী রাই লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া থাকে। প্রেম-কাতর নাথ যখন বারংবার বিনয়সূচক বাক্য উচ্চারণ করে, তখন ধনী মুখচন্দ্র অর্ধাঞ্চলে আবৃত

---

* এই পর্যায়ের পদগুলির উপর ভাবে ও ভাষায় বিদ্যাপতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

রাধা কানুক পহিল আলাপ। মনমথ মাঝে মন্ত্র করু জাপ ॥ ধ্রু ॥
বাহু পশারল গোকুল-নাহ। আছুইতে আশ না করে নিরবাহ ॥
ভুখিল মনোরথ না পুরয়ে আশ। চান্দকলা নহে তিমির বিনাশ ॥
ভাবে বিভোর পহুঁ লহু লহু হাস। রাই শিথিল মুখ বহ নিশোয়াস ॥
পরশিতে চিবুক নয়নে ভেল রঙ্গ। জ্ঞানদাস কহ উলসিত অঙ্গ ॥

৩

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

॥ তিরোতিয়া ॥

উরজ উঠল জনু বদরি। করে জনি ঝাঁপহ সগরি ॥
পরবোধি পরশিহ থোরে। কমলিনী পড়ু যৈছে করিবর-কোরে ॥
মাধব তুয়া পায়ে সোঁপহুঁ গোরি। তুহু বিদগধবর এহ রস থোরি ॥
[১]সাচল নবনীক পুতলি। [২]অরুণ-কিরণে জনু সুতলি ॥
সরস না হয় ভরমে। [৩]চান্দ আরোপল জনু জলধর ঠামে ॥
সহজী সহজে কর করমে। [৪]ধরম রাখি যদি রাখয়ে ধরমে ॥
বৈদগধি দূতী বিচারে। জ্ঞানদাস কহ এহ রসসারে ॥

করে। রাধা-কানুর প্রথম আলাপক্ষণে মধ্যবর্তী মন্মথ নিজ সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য মন্ত্র জপ করে। গোকুলনাথ আলিঙ্গনের জন্য বাহু প্রসারিত করিল ; আশা থাকিলেও তাহা পূর্ণ করে না। ক্ষুধার্ত মনোরথ, অথচ আশা পূর্ণ হয় না ; যেমন অসম্পূর্ণ-মণ্ডল চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয় না। প্রভুর ভাববিভোরতা লঘু হাস্যে প্রকাশিত ; আর ভাবাতিশয্যে রাইএর মুখের রেখাবন্ধন শিথিল ও ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। রাধার চিবুক স্পর্শ করিতে নয়নে প্রণয়াবেশ সঞ্চারিত হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, প্রিয়স্পর্শে সমস্ত দেহ উল্লাস-কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে।

৩। বদরীর মত উরজ, সমস্তটাই করে ঝাঁপিও না (পীড়ন করিও না), প্রবোধ দিয়া অল্প স্পর্শ করিও। কমলিনী করিবর-কোলে পড়িয়াছে। মাধব তোমার পায়ে গৌরীকে সঁপিলাম। তুমি সুরসিক, নায়িকা রসে অনভিজ্ঞ। ছাঁচে ঢালা নবনীত-পুতলী যেন সূর্যকিরণে শুইল। ভ্রমেও সরস হয় না। জলধরের নিকটে যেন চান্দকে রাখিল। সহাইয়া সহজে কাজ করিও। যদি ধর্মকে রক্ষা করি তবেই ধর্ম আমাকে রক্ষা করিবে। সুরসিকা দূতী বিচার করিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, এই রসই সার।

১ ছাঁচে ঢালা ; মনুষ্যাকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যবিশিষ্ট, কিন্তু যেন নবনী-গঠিত পুত্তলিকার ন্যায়।

২ নবনী যেমন সূর্যতাপে বিগলিত হয়, তেমনি কোমলাঙ্গী রাধা যেন সুরতশ্রমে গলিয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা হইতেছে।

৩ মেঘের নিকট চাঁদকে রাখা যেমন চন্দ্রের অবলুপ্তির হেতু, সেইরূপ নায়কের হস্তে নায়িকার সমর্পণ তাহার প্রাণান্তকর হইবে, এইরূপ অনুমান হয়।

৪ সুরতক্রিয়া ব্যাপারেও ধর্মাধর্ম জ্ঞান, ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

৪

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি

॥ ধানশী ॥

[১]দুতিয়ক চান্দ সবহুঁ নাহি হেরিয়ে
পূণিম সময়ে পরভাব।
ঐছন শ্রমরস পরশন ঐছন
না জানিয়ে কিয়ে সুখ পাব ॥[২]
এ হরি এ হরি কি বলিয়ে পারি।
তুহুঁ মত কুঞ্জর কমলিনী নারী ॥ ধ্রু ॥
নিতি নিতি রাতি শীতে যব অতিশয়
বরিখয়ে লাখ তুষার।
তাপে উতাপিত তিরপিত নহে ক্ষিতি
যব নহে জলধর-ধার ॥[৩]
কনক-শিল্পী জনু শারি সরণ-রেণু[৪]
ঐছন রসবতী নেহ।
জ্ঞানদাস কহ বুঝিয়া না বুঝহ
এ মোহে বড়ই সন্দেহ ॥

৪। শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ার চাঁদ, চাঁদের সবটা তো দেখা যায় না। পূর্ণিমা-সময়েই তাহার প্রভাব। এখন এই কিশোরী নবোঢ়ার সঙ্গে মিলনে এই রসের পরিশ্রম, এই স্পর্শ, না জানি কি সুখ পাইবে। ওহে হরি, ওহে হরি, কি আর বলিব। তুমি মত্ত হস্তী, এ নারী কমলিনী। নিত্য নিত্য রজনীতে শীতকালে অতিশয় তুষারবৃষ্টি হয়। কিন্তু তাহাতে তো উত্তপ্ত ক্ষিতি তৃপ্ত হয় না, যতক্ষণ জলধর বারিবর্ষণ না করে। কনক-শিল্পী স্বর্ণকার যেমন রেণু রেণু স্বর্ণকণা সংগ্রহ করে, তেমনই তোমাকে ক্রমে এই রসবতীর প্রেম পুঞ্জীভূত (পরিপুষ্ট) করিতে হইবে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বুঝিয়া কেন বুঝ না, আমার এই বড় সন্দেহ হইতেছে।

১ অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরী নায়িকাকে দ্বিতীয়ার চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইতেছে।

২ নায়িকার অন্তরে প্রেম স্ফুরিত করার রসাঢ্য ক্লেশস্বীকার ও যে স্পর্শে অনভিজ্ঞ নায়িকার দেহে রোমাঞ্চ হয় না, তাহার ব্যর্থতা-বোধ।

৩ অসাময়িক রসসিঞ্চনে তৃপ্তি হয় না। শীতের প্রচুর হিমবর্ষণে পৃথিবীর আতপ-ক্লেশ দূরীভূত হয় না, হয় বর্ষার ধারাসম্পাতে।

৪ কনকশিলিপ জনি সাধি সরণ রেণু—পাঠান্তর।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

॥ শ্রীরাগ ॥

তুহুঁ বিদগধবর তরুণী-পরাণ। আজু শুনলোঁ মুঞি মনমথ নাম ॥
অঞ্চল পরশিতে অন্তর কাঁপ। রমণী সহয়ে কিয়ে এতএ আলাপ ॥
এ হরি পরিহার অতয়ে আমার। হাম কিছু না বুঝি ও রস-বিচার ॥
আরতি অধিক নাহি কিছু লাভ। দারিদ ঘর যাচক নাহি যাব ॥
জল বিনু জলচর না করয়ে কেলি। কলিকা কমলে ভ্রমর নহ মেলি ॥
দেখইতে শুনইতে লাগু তরাস। আজু পুছব মুঞি প্রিয়সখীপাশ ॥
সো যব জানয়ে এ সব সুধি। জ্ঞানদাস কহ ভাল কহ বুধি ॥

৬

॥ শ্রীরাগ ॥

অলপ বয়সে মোর রস পরকাশ। না পুরে অলপ ধনে দারিদ আশ ॥
হামারি পরশ-রস কৃপণক দান। অমিয়া-ভরমে কেহ করু বিষ পান ॥[১]
এ হরি এ হরি না ধরহ চীর। হাম অবলা তুহুঁ রতি-রণ-ধীর ॥ ধ্রু ॥
তরল নয়ান-শর অথির সন্ধান। নবীন শিখাওল গুরু পাঁচবাণ ॥[২]

৫। তুমি কামকলায় শ্রেষ্ঠ নাগর, তরুণীর প্রাণস্বরূপ; আর আমি আজ প্রথম মন্মথের নাম শুনিতেছি (প্রণয়পাঠে আমার প্রথম শিক্ষা)। আমার অঞ্চল স্পর্শ করিলে অন্তঃকরণ (অজ্ঞাত আশঙ্কায়) কাঁপে। রমণী কি এত (ঘনিষ্ঠ) আলাপ সহ্য করিতে পারে? হে হরি, সেইজন্য আমাকে পরিত্যাগ কর; আমি এখন পর্যন্ত প্রণয়রসের বিচার বুঝি না। আকাঙ্ক্ষা বেশী, কিন্তু লাভ নাই; ভিক্ষুক দরিদ্রের ঘরে যাচ্ঞার জন্য যায় না। জলচর জলশূন্য সরোবরে কেলি করে না; অস্ফুট কমল-কোরকে ভ্রমরের সম্মিলন হয় না। দেখিতে শুনিতে ভয় হইতেছে; আজ আমি প্রিয় সখীর নিকট জিজ্ঞাসা করিব, যদি সে এ সমস্ত বিষয়ের সন্ধি জানে। জ্ঞানদাস কহিতেছেন যে, এ উত্তম যুক্তি।

৬। আমার অল্প বয়স কেবল রসের প্রকাশ হইতেছে। অল্প ধনে দরিদ্রের পিপাসা মিটে না। আমার স্পর্শ রস কৃপণের দান, অমৃত ভ্রমে কেহ বিষ পান করে। ওহে হরি, ওহে হরি, বস্ত্র আকর্ষণ করিও না। আমি অবলা, তুমি রতি-রণপণ্ডিত। তরল নয়নবাণের অস্থির সন্ধান, পাচবাণ গুরু হইয়া নূতন শিক্ষা দিয়াছে।

১ আমার ব্রীড়াসঙ্কুচিত স্পর্শ, কুণ্ঠিত প্রতিদান যেন কৃপণের অত্যল্প, অনিচ্ছাকৃত দানের তুল্য—ইহাতে স্বতঃ-উৎসারিত প্রাচুর্যের পরিতৃপ্তি নাই। ইহা যেন অমৃতভ্রমে বিষপানের ন্যায়।

২ কটাক্ষ-শর-সন্ধানের কৌশল এই নবীন শিক্ষার্থীর এখনও আয়ত্ত হয় নাই।

লহু লহু হাস বচন আধ মিঠ। অবেকত মুকুরে বেকত নহ দিঠ ॥[১]
শিশির সময় নহ পিককুল গাব। কলিকা কমলে ভ্রমরা নাহি যাব ॥
অতয়ে জানি অব কর অবধান। জ্ঞানদাস কহ নাহি মন মান ॥

৭

দূতীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

॥ ধানশী ॥

পহিলহি ইথে কঠিনী যব লায়নি
শুভ দিন শুভ খণ চাই।
ততে জনমে যত বুধি শুধি সব গেল
লাভকে মূল হারাই ॥
জানলুঁ পিরিতিক আঁখর তিন।[২]
পঠইতে শুনইতে জনম অবধি যায়ে
না বুঝিএ রাতি কি দিন ॥
ধরম করম সব দূরে তেয়াগলুঁ
উপজল পাপ বেয়াধি।
করত যে মরম অকরম দেই ফল
অবিরত রহত সমাধি ॥* ৩

মৃদু মৃদু হাসি, আধ আধ মিষ্ট বচন। অব্যক্ত (মলিন) দর্পণে দৃষ্টি প্রকাশিত হয় না। শীতকালে কি কোকিল গান করে? কমল-কলিকায় তো ভ্রমর যায় না। অতএব এই সমস্ত জানিয়া অবহিত হও। জ্ঞানদাস বলিতে-ছেন, মন মানে না।

৭। ওলো কঠিনি (নিষ্ঠুরা), প্রথম যে দিন শুভদিন শুভক্ষণ চাহিয়া আমাকে এখানে আনিলি, সেই সময়েই জন্মের মত বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেল। লাভে মূলে সব হারাইলাম। পিরীতির তিনটি আখর পড়িতে শুনিতেই জন্ম গেল। দিন কি রাত্রি বুঝিতে পারি না। ধর্মকর্ম সব দূরে ত্যাগ করিলাম। কি পাপব্যাধি

---

১ লঘু হাসি ও অর্ধোচ্চারিত মিষ্ট কথায়, মলিন দর্পণে অবরুদ্ধ দৃষ্টির ন্যায়, প্রেমের অবরুদ্ধ প্রকাশ। এই সমস্ত চপল বাক্‌ভঙ্গী ও অঙ্গ-চেষ্টিতের মধ্যে প্রেমের পরিপূর্ণ গভীরতা প্রতিবিম্বিত হয় না।

২ 'পিরীতি' এই স্বল্পাক্ষর কথাটির মধ্যে যে অগাধ রহস্য নিহিত আছে, তাহার উদ্ভেদ করিতেই সমস্ত জীবন কাটিয়া যায়—এই রহস্য-সমাধান-চেষ্টায় বাহ্যজ্ঞানের লোপ হয়।

৩ আমার প্রাণে যে বেদনা হইতেছে, তাহা বোধ হয়, আমারই পাপের (না বুঝিয়া প্রেম করার) ফল। সেই বেদনাসমুদ্রেই যেন সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া ডুবিয়া আছি।

প্রেমের এই প্রথমাবস্থায় নায়ক ইহার সমস্ত রসমাধুর্য আস্বাদন করিবার সময় পায় নাই।

* অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে এই ত্রিপদীটি ভনিতাযুক্ত এবং ইহাতেই পদ শেষ হইয়াছে। ত্রিপদীটি এইরূপ—

"জ্ঞানদাস কহ তবহুঁ সফল হয়ে
পাইলে শ্যামগুণনিধি ॥"

প্রেম হেম সম কহই কোই জন
সো বুঝি ঠাম-অঠামে।
জ্ঞানদাস কহ তবহুঁ সফল নহ
অলি অম্বুজ-মধু-পানে।।

৮

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

।। শ্রীরাগ ।।

প্রেম পরাণ একু ঠামে। [১]কেহো না করে বোল কানুক বামে।।
নাহক অন্তর জানি। অতএ করল অনুমানি।।
সজনি কে জানে উপায়ে। পরসিলে পালটি না জায়ে।। ধ্রু ।।
ঐছন কানুক সুসঙ্গ। জনু চাঁদ কয়ল মৃগ অঙ্ক।।[২]
অন্তরে জানিয়ে তিলেক। ছায়া তনু জনু এক।।
পিরিতিক জীউ অধীন। যৈছে জলে রহ মীন।।
জ্ঞানদাস সরস আভোগ। মিলহি যোগহি যোগ।।*

উৎপন্ন হইল। মরম যেরূপ করিতেছে, অকর্মের ফল দিতেছে, অবিরত তাহাতেই ডুবিয়া আছি। কেহ কেহ বলে, প্রেম স্বর্ণের মত। সে বোধ হয়, স্থান-অস্থানের অপেক্ষা রাখে (অর্থাৎ স্থান-অস্থান-ভেদে প্রেম হেম সদৃশ, কিংবা যাতনাদায়ক)। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তবু তো এখনো ভ্রমর কমল-মধুপানে সফলকাম হয় নাই।

৮। প্রেম এবং প্রাণ এক ঠাঁই (প্রেমই প্রাণ)। কানুর কথা কেহ অন্যথা করে না। অতএব নাথের অন্তর জানিয়া অনুমান করি। সখি, কে উপায় জানে। স্পর্শ করিলে আর ফিরিয়া যায় না (ত্যাগ করে না)। এমনই কানুর উত্তম সঙ্গ, যেন চাঁদ হরিণকে কোলে করিল (অথবা চাঁদকে মৃগাঙ্ক করিল, আমার কুলে কলঙ্ক দিল)। মুহূর্তেই জানিয়াছি, দেহ ও দেহের ছায়া যেমন একই (সে দেহ, আমি তাহার ছায়ামাত্র)। এ জীবন পিরীতির অধীন, মীন যেমন জলে থাকে (তাহার জীবন জলেরই অধীন)। জ্ঞানদাসের সরস বর্ণনা, যোগ্যে যোগ্য মিলিয়াছে।

১ বিশেষতঃ যখন কানুর বিরুদ্ধে কেহ কথা বলিতে পারে না, তাহার যথেচ্ছাচার যখন নিরঙ্কুশ, তখন যে আমার প্রেম ও প্রাণের মধ্যেই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি?

২ চাঁদ ও কলঙ্কচিহ্নের সম্বন্ধের ন্যায় কানুর সংসর্গ চিরন্তন সম্পর্কের হেতু।

* অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ভণিতা—

জ্ঞানদাস রসভোগ। মিলনহি যাগহি যোগ।।

যুগল-মিলন

যুগল-মিলন

।। কেদার ।।

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে উলসিত ভেল।
আকুল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেল ।। ধ্রু ।।

দুহুঁ দিঠি দুহুঁ মুখে অবধি নাহিক সুখে
পুলকে পূরল দুহুঁ তনু।
বেঢ়ল সখীর ঠাট যৈছন চান্দের হাট
তার মাঝে সাজে রাধা কানু ।।

দোহাঁর রূপের ছান্দে মদন পড়িয়া কান্দে
সুধাকর কিরণ লুকায়।
দোহাঁর মুখের বাণী অমিয়া-অধিক শুনি
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায় ।।

দোহাঁর মাধুরী-গুণে উলসিত সখীগণে
নানা ফুলে দোঁহারে সাজায়।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া কর্পূর তাম্বুল লৈয়া
বিশাখিকা দোঁহারে যোগায় ।।

ললিতা-ইঙ্গিত পাঞা মালিনী আইল ধাঞা
বিনি সুতে গাঁথি ফুলহার।
দেওল দোঁহার গলে হিয়ার উপরে দোলে
জ্ঞান হেরে যুগল বিহার ।।

২

।। ভূপালী ।।

রাধা বদন হেরি কানু আনন্দ। জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দ ।।
কতহুঁ মনোরথ কৌশল করি। কুসুমসার রাই কানু অসম্বরি ।।[১]
পুলকে পুরল তনু হৃদয়ে উল্লাস। নয়ন ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস ।।

[১] রাধা কুসুমের সারাংসের মত সুকোমলা আর কানু অধীর, আত্মসংযমহীন।

দুহুঁ অতি বিদগধ অতুলন নেহা। [১]রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা ॥
হার টুটল পরিরম্ভন বেলি। মৃগমদ চন্দন সব দূরে গেলি ॥
খসল কুসুম সাজ দুহুঁ অতি ভোর। নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর ॥
দুহুঁ দোঁহা চুম্বয়ে বয়ানে বয়ান। জ্ঞানদাস হেরি দুহুঁ গুণ গান ॥

৩

॥ ধানশী ॥

দুহুঁ দুহুঁ নিরখই নয়ানের কোণে। দুহুঁ হিয়া জর জর মনমথ বাণে ॥
দুহুঁ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প। দুহুঁ কত মদন-সাগরে ভেল ঝম্প ॥
দুহুঁ দুহুঁ পিরিতি আরতি নাহি টুটে। দরশে পরশে কত কত সুখ উঠে ॥
দুহুঁক অধর রস দুহুঁ করু পান। দুহুঁ দুহুঁ চুম্বই বয়ানে বয়ান ॥
দুহুঁ আলিঙ্গই ভুজে ভজে বন্ধ। জ্ঞানদাস মনে বড় বাঢ়ল আনন্দ ॥

৪

নিকুঞ্জবিহার

॥ কেদার ॥

ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জহি দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ ভোর।
নয়ন নয়ন-বাণে আকুল দুহুঁ তনু ধনি লেই কোরে অগোর ॥
দেখ সখি রাধা-মাধব-প্রেম।
অধরে অধর মেলি ঘন ঘন চুম্বই [২]যৈছন দারিদ হেম ॥ ধ্রু ॥
কুচ কর পরশনে আকুল মাধব ভুজে ভুজে বন্ধন কেল।
থির বিজুরি জনু জলদে ঝাঁপি রহু ঐছন অপরূপ ভেল ॥
নারি পুরুখ দুহুঁ লখই না পারই হেরইতে লোচন ভুল।
জ্ঞানদাস কহ অপরূপ দুহুঁ জন দুঁক প্রেম নাহি তুল ॥[৩]

---

১ রসের নিবিড় আবেশে দেহবুদ্ধি বিস্মৃত হইল—মিলনানন্দ দেহাতীত স্তরে উন্নীত হইয়াছে।

২ এই উপমাটি পদাবলী-সাহিত্যে বহু-ব্যবহৃত। তাহাদের চুম্বনের মধ্য দিয়া যে আগ্রহাতিশয্য অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহা যেন দরিদ্রের স্বর্ণ প্রাপ্তির ন্যায় আশাতীত, অপরিতৃপ্ত আনন্দের সহিত তুলনীয়।

৩ নায়ক-নায়িকার নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধতা ও চোখ-ঝলসানো রূপদ্যুতির জন্য তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া চেনা যায় না—সুগভীর প্রেমের আত্মবিলোপী সমীকরণ-প্রভাব এখানে ব্যঞ্জিত হইতেছে।

৫

মানান্তে

।। তথা রাগ ।।

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে বয়ান রহু আরতি অনেক ।।
মনে রহু মনসিজ শূতল শেজে ।[১]
নাহি পরকাশল থোরিহুঁ লাজে ।।
মণিময় দীপ উজোরল গেহ।
সুকুসুম-শেজহি ঝলমল দেহ ।।
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার।
শারি শূক কত কপোত ফুকার ।।
মলয়-পবন বহ মন্দ সুগন্ধ।
দ্বিজ-কুল-শবদ গীত-অনুবন্ধ ।।
সুখময় মন্দির কালিন্দি-তীর।
শূতল দুহুঁ জন কুঞ্জ-কুটীব ।।
[২]সখিগণ হেরই ঝরকহিঁ ঝাকি।
আবতি অধিক তিপিত নহ আঁখি ।।
কোই কোই সেবই শেজক পাশ।
জ্ঞানদাস কহ পূরল আশ ।।

৬

।। তথা রাগ ।।

নিমগন দুহুঁ জন রতি-রণ-রঙ্গে।
থির দামিনি নব জলধর সঙ্গে ।।
কুসুম-শেজ পর রাধা কান।
দুহুঁ মন মনসিজ পেশল জান ।।[৩]
ঘন ঘন চুম্বই চকিত নয়ান।
কুচ-যুগ পর খরতর নখ হান ।।

[১] দেহের মিলন সম্পূর্ণ হইয়াছে; মনে কিন্তু মদন-প্রভাব এখনও কতকটা প্রচ্ছন্ন, লজ্জা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে বাধিত।

[২] জানালার কাছে ভিড় করিয়া; অতিরিক্ত আগ্রহের জন্য গবাক্ষের অবকাশপথে ঈষৎ দর্শন নয়নকে তৃপ্তি দিল না।

[৩] রায় রামানন্দের বিখ্যাত পদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

কুঞ্জহি দুহুঁ জন নিধুবন-কেলি।
জ্ঞানদাস চিতে আনন্দ ভেলি ॥

৭

বসন্তবিহার

॥ ভূপালী ॥

বিদগধ নাগবি নাগব বসিযা।
মধুকব মধু পিযে কমলিনি পশিয়া।
বাঢল বস-সিন্ধু দুহেঁ এক হিযা।
কালা মেঘে ঝাপল কুমুদ-বন্ধুয়া ॥
বাই কানু নিধুবনে মধুব বিলাস।
দুহুঁ দুহুঁ মুখ হেবি বাঢযে উলাস ॥
পূর্ণিম-চান্দ-মুখে স্বেদ বিন্দু বিন্দু।
অনঙ্গ লাবণ্য-ফুলে পূজল ইন্দু ॥
বিগলিত কেশ বেশ বিগলিত বাস।
বতি-বস-শ্রমে বহে দীঘ নিশাস ॥
আলসে মুদিত আঁখি বযানে বযান।
জ্ঞান কহে চান্দে কিযে চান্দেব মিলান ॥

৮

॥ পঠমঞ্জবী ॥

শ্যাম মনোহব সুন্দবি সঙ্গ।
দুহেঁ দুহুঁা হেবি হেবি করু কত বঙ্গ ॥
নব মধুমাসে নিধুবন সাজ।
দুহুঁ সুখ মঞ্জুল কুঞ্জ বিবাজ ॥
বাধামাধব বতি-বস-কেলি।
বিদগধ নাগব বৈদগধি মেলি ॥

৭। নাগরী সুরসিকা, নাগর সুবসিক। মধুকব পদ্মিনীতে পশিয়া মধুপান করিতেছে। রস-সিন্ধু বাড়িল, দুজনে এক হৃদয়। কাল মেঘে কুমুদবন্ধুকে (চন্দ্রকে) ঝাঁপিয়াছে, রাই কানু নিধুবনে মধুর বিলাস করিতেছেন। দুজনের মুখ দেখিয়া দুজনেব উল্লাস বাড়িতেছে। পূর্ণ চন্দ্রেব মত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। যেন কামদেব স্বেদবিন্দুরূপ লাবণ্য-পুষ্পে মুখচন্দ্রের পূজা করিয়াছে। কেশ-বসন খসিয়া পড়িল। রতিরস-শ্রমে দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে। আঁখি মুদ্রিত হইল। বদনে বদন মিলিত হইল। জ্ঞানদাস কহিতেছেন, চান্দের সঙ্গে কি চান্দের মিলন হইয়াছে?

দৃঢ় পরিরম্ভণ পুলক ভুজ-দণ্ড।
চুম্বনে লুবধল দুহুঁ জন-গণ্ড॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ জন পীব।
উৎপলে পূজত হেমক শীব॥
আবৃত নায়রি আবৃত কান।
অতিরসে ভেল অবশ পাঁচ-বাণ॥
দুহুঁ গুণ-রূপ-কলা-রস-সীম।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক মহীম॥

॥ বিহগড়া ॥

বিগলিত কুন্তল মণিময় কুণ্ডল
রুণুঝুণু অভরণ বাজ।
ঘামহিঁ অলকা তিলক বহি যাওত
ঘন দোলত মণিরাজ॥
দেখ দেখ দুহুঁজন-কেলি।
দুহুঁ দুহুঁ অধর-সুধারস পিবি পিবি
দুহুঁ কিয়ে উনমত ভেলি॥ ধ্রু॥
গীমহি ভুজযুগ উপর শশোধর
কনক-ধরাধর মাঝ।
অপরুপ পবনে সঘন জনু দোলত
গগন সহিত দ্বিজরাজ॥
চঞ্চল চরণ-কমল-মণি-নূপুর
সশবদ মঙ্গল পুর।
মনমথ-কোটি মথন করু ঐছন
জ্ঞানদাস চিতে ফুর॥

১০

যুগলরূপ

॥ সুহই ॥

নন্দের বাড়ী তমাল গাছে কনকলতা বেড়ি।
কালা দেহ পীত বসন নীল বসনে গোরী॥

১০। এই পদটি লোচনের ধামালী-ছন্দে ও তাহারই অনুরূপ তরল সুরে রচিত। সাধারণতঃ জ্ঞানদাসের পদে যে রস-গভীরতা দেখা যায়, এটি তাহার ব্যতিক্রম।

এক শিরে মেঘের মালা[১] আনে ইন্দ্রধনু[২]।
এক ভালে শশধর[৩] আর কপালে ভানু।।
এক মুখেতে সুধা ঝরে আরে বাজায় বেণু।
জ্ঞানের মনে অনুক্ষণ রাধার পরাণ কানু।।

১১

।। ভৈরবী ।।

কুসুম-শেজ পর কিশোরি কিশোর।
ঘূমল দুহুঁজন হিয়ে হিয়ে জোর।।
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ।
উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ।।
কুন্দন[৪]-কনক-জড়িত নিলমণি।
নব মেঘে জড়ায়ল যেন সৌদামিনি।।
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক-মেলি।
চকোরে ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি।।
শিখি[৫]-কোরে ভুজঙ্গিনি[৬] নাহি দুখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক।।
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ।[৭]
কাম কামিনি এক কাম নাহি জাগ।।[৮]
কলহ কয়ল বহু রসনা রসনা।
বিহি মিলায়ল দুহুঁ হইল মগনা।।[৯]
সুর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহে অদভুত কেল।।

১ নিবিড় কৃষ্ণকেশ। ২ ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিত্র্যসমন্বিত ময়ূরপুচ্ছের চূড়া।

৩ 'শশধর' অর্থে চন্দন-বিন্দু ও 'ভানু' অর্থে সিন্দুর-বিন্দু বুঝাইতেছে।

৪ শিল্পীদ্বারা নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত।

৫ 'শিখি' অর্থে নায়কের ময়ূরপুচ্ছ-নির্মিত চূড়াকে বুঝাইতেছে—ইহারা পরস্পরবিরোধী ভাব বিস্মৃত হইয়া নিবিড়-আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় মিলিত হইয়াছে।

৬ 'ভুজঙ্গিনী' অর্থে নায়িকার ফণানুকারী বেণী-বন্ধন।

৭ নায়িকার ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি ও সীমন্তস্থিত সিন্দুরের একত্রাবস্থিতি যেন অরুণ ও অন্ধকারের মিলনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। নৈসর্গিক জগতে ইহাদের মিলন অসম্ভব।

৮ রতি ও কাম একাত্ম হইয়া মিশিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহাতে কোন মদন-বিকার উৎপন্ন হইতেছে না।

৯ উভয়ের কটি-মেখলা পরস্পর-সংঘাতে যেন বিবদমানরূপে প্রতীত হইতেছে। শেষে বিধির অনুগ্রহে উভয়ের নিঃশব্দতারূপ মিলন ঘটিল।

অভিসার

অভিসার

১

।।ধানশী ।।

কানু-অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহে।
গুরু-দুরুজন-ভয় কছু নাহি মানয়ে
চির নাহি সম্বরু দেহে ।।
দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার ভুজগ-ভয় কত শত
তৃণহু না মানয়ে ভীত ।।ধ্রু ।।
[1]সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসরি
[2]হেরি সহচরিগণ যায় ।।
অদভুত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত
তবহুঁ সঙ্গ নহি পায় ।।
চললি কলাবতি অতিশয় রস-ভরে
পন্থ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ এহ অপরুপ নহ[3]
মনহি উজোরল কান ।।

---

[1] এই পংক্তিদ্বয়ে অভিসারের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হইয়াছে। এই প্রেম-সাধনা অতুলনী
অলোকসামান্য, নিঃসঙ্গ ; যে সাধারণ ভূমিতে সকলের সঙ্গে মেলামেশা, সমধর্মীর ভিড়, এই সাধনার পথ তাহা
পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

[2] তাহারা এই অদ্ভুত দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া নায়িকার অনুসরণ করিয়াছে। একাগ্র সাধনার প্রভা
তাহাদের মনেও সঞ্চারিত হইয়াছে।

[3] কবি বলিতেছেন যে, নায়িকার এই একাগ্র কৃচ্ছ্রসাধনে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই—কেননা অন্তর-মধে
আরাধ্য দয়িতের মূর্তি ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই গতিপথের ঘনান্ধকার দূর করিয়া নায়িকার অগ্রগমনে প্রেরণ
দিয়াছে।

২

॥ ধানশী ॥

নব অনুরাগিণি নারি।
কি কহব কহই না পারি ॥
নাহ-দরশে[১] ভেল ভোর।
কো কহ আরতি -ওর
সহচরিগণ পিছে গেল।
হেরি দুহুঁ আনন্দ ভেল ॥
পূরল মন-অভিলাষ।
জ্ঞান কহই সখি পাশ ॥

৩

॥ ভূপালী ॥

সখিগণ বচনে বনায়ল বেশ।
বিরচিল কবরি আঁচরি নিজ কেশ ॥
ভালহি দেয়ল সিন্দূর-বিন্দু
চন্দন-রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু ॥
কত কত অভরণ সাজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মুরছয়ে কতহুঁ অনঙ্গে ॥
নীল-বসনে তনু ঝাঁপলি গোরি।
চললি নিকুঞ্জে শ্যাম-রসে ভোরি ॥
মদনমোহন-মনমোহিনি নারি।
জ্ঞানদাস কহ যাঙ বলিহারি ॥

৪

॥ মল্লার ॥

কমল-বয়নি কনক-কাঁতি। মুকুতা-নিকর দশন-পাঁতি ॥
নাসা তিল মৃদু কুসুম তুল। কাজরে মাজল দিঠি দুকূল[২] ॥
চললি হরিণ-নয়নি রাই। ত্রিভুবন জিনি, উপমা নাই ॥
অরুণ অধরে হসল ইন্দু।[৩] চিবুকে মধুর শ্যামল বিন্দু ॥[৪]

---

১ দয়িতের দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। ২ চক্ষুর উভয় প্রান্ত।
৩ রক্তবর্ণ অধরে স্মিতহাস্য ইন্দুলেখার ন্যায় শোভমান।
৪ মৃগমদ-বিন্দু, অথবা সৌভাগ্যব্যঞ্জক কৃষ্ণতিল।

উচ কুচযুগ কনক গিরি। হিয়ার মাঝারে মাণিক-ছিরি ।।
[1]পবন তরল বসন মেলি। দামিনি বেঢ়লি চাঁদনি বেলি ।।
বিদ্রুমসারি রসময় সাজ। [2]রবিশিলা যত তটিনি মাঝ ।।
রোমলতাবলি ভুজগি-ভান। নাভি-সরোবরে করু পয়ান ।।
কেশরি-সোসরি মাঝরি অঙ্গ। [3]ত্রিবলি যৌবন-জলতরঙ্গ ।।
[4]মদন-বিমান চারু নিতম্ব। উলট কদলি উরু-আরম্ভ ।।
বেনিয়ে বান্ধল বেনন জাদ। [5]উলট কমল ফুটল আধ ।।
কটির উপর কিঙ্কিণি নাদ। [6]রতন মঞ্জির করু বিবাদ ।।
চরণ-কমল শীতল ছায়। জ্ঞানদাস মন জুড়ায় তায় ।।

৫

।। কল্যাণ ।।

বনি আই বৃষ-ভানু তনি।
চরণ-কমল-চন্দ[7] অরুণ[7]-বিরাজিত মঞ্জীর-রঞ্জিত মধুর ধ্বনি ।।
বয়েস সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণী সাজলি শ্যামদরশ-রস-লোভে।
কোই রবাব মুরজ স্বর মণ্ডল বীণ উপাঙ্গ হাত্ত পর শোভে ।।
গতি অতি মন্থর নব যৌবন ভর অসিত বসন মণি কিঙ্কিণী বোল
গজ-অরি মাঝরি উপরে কনয়া গিরি বিচহি সুরধুনী মুকুতা হিলোল ।।
[8]রবিমণ্ডল হরি কুণ্ডল ঝলমলি সুন্দর সিন্দুর ভালিরে ভালে।
জ্ঞানদাস কহ মাতল অলিকুল বেড়ল কবরিক মালতি মালে ।।

১ নীলবসন পবনান্দোলনে স্ফীত হইয়া গৌরবর্ণ দেহলতাকে বেষ্টন করিয়াছে, যেন স্ফুটচন্দ্রিকা রজনীর চারিদিকে বিদ্যুৎবিলাস।

২ অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী (৪৫ পৃঃ) "রবিশিলা যত" স্থলে "রবি সিনায়ত" পাঠ আছে। রবিশিলা সূর্যকান্তমণি। নীলবসনে আবৃত গৌরদেহ, বসন ভেদিয়া রূপের তরঙ্গ উঠিতেছে। ইহার উপরে প্রবাল-মাল্যের রসময় সজ্জা। মিলিত সৌন্দর্যে মনে হইতেছে যমুনার কাল জলে সূর্যকান্তমণি চমক দিতেছে। কিম্বা যমুনা-তরঙ্গে সূর্যদেব স্নান করিতেছেন।

৩ ত্রিবলীরেখা যেন যৌবনের পরিপূর্ণ লাবণ্যপ্রবাহের বিস্তার-সীমা, উচ্ছসিত, কূলপ্লাবী যৌবন-জোয়ারের চরম প্রসারের চিহ্ন।

৪ রমণীয়তা ও বিস্তারের জন্য নিতম্ব মদনের রথের সহিত উপমিত হইয়াছে।

৫ বেণীবিন্যাসের আকৃতি অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কমলের বহির্দেশের তুল্য।

৬ ধ্বনিমাধুর্যে কিংকিণী ও নূপুর যেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

পদটি অভিসার অপেক্ষা সাধারণ রূপবর্ণনার সহিত অধিক সাদৃশ্যসম্পন্ন।

৭ চন্দ—অর্থে নখ ও অরুণ অর্থে অলক্তক সূচিত হইতেছে।

৮ সূর্য্যকিরণের উজ্জলতাকে পরাভূত করিল।

॥ কেদার ॥

শ্যাম-অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা। নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা।
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বাঁধিয়া কবরি। কুন্তলে বকুল-মালা গুঞ্জরে ভ্রমরি
নাসায় বেশর দোলে মারুত-হিলোলে নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোল॥
কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা প্রেম-বিলাসিনী রাই কানু-মনোলোভা॥
ভালে সে সিন্দুর-বিন্দু চন্দনের রেখা [1]জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমেল করিয়া। বৃন্দাবনে প্রবেশিলা জয় জয় দিয়া॥[2]
নূপুরের রুণুঝুণু পড়ে গেল সাড়া। নাগর উঠিয়া বলে রাই আইল পারা॥
বৃন্দাবনে গিয়া রাই চারিদিকে চায়। মাধবীলতার তলে দেখে শ্যামরায়॥
শ্যাম-কোরে মিলল রসের মঞ্জরি। জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গাচরণ-মাধুরী॥

৭

॥ ধানশী ॥

সময় জানিয়া ভানুর বালা। নিকসে যেমন চাঁদের মালা॥
পরিধান নীল পট্ট শাড়ী। অঞ্চলে বান্ধয়ে নব কস্তুরী॥
চাঁচর চিকুর বান্ধে কবরি। শশি করে আলো চৌদিকে ঘেরি॥
সিঁথাতে শোভিত সোনার সিঁথি তাহাতে দুলিছে কনক মতি॥
কপালে সিন্দুর চন্দন-বিন্দু। উদয় হইল অরুণ ইন্দু॥
নাসাতে শোভিত সুন্দর বেসর। মৃগমদ-বিন্দু চিবুক উপর॥
কর্ণে শোভিত সোনার ফুলে। মুখে মৃদু হাসি আধ যে বলে॥
কণ্ঠমালা কণ্ঠেতে ঘেরি। নীলমণিহার কাঁচলি পরি॥
বাহুবন্দ তাহে সোনার ঝাঁপা। কি শোভা হয়েচে দেখ বিশাখা॥
নীলমণি চুড়ি ভুজের আগে। রতন কাঞ্চন তাহার যুগে॥
রতন পঁইছা তাহাব পরে। মাণিক অঙ্গুরী অঙ্গুলী উপরে॥
ক্ষীণ কটি মাঝে রতন কিঙ্কিণী রামরম্ভা জিনি উরুর বলনি॥
পদতলে কত চাঁদের ধটি। তাহার উপরে সোনার পাটি॥
সোনার শিকলি তাহার পরে। মরাল নূপুর বাজিছে জোরে॥
তাহার উপরে ঘুঙুর ঘন। রতন চটকি হইলা জ্ঞান॥[3]

---

[1] ললাটে সিন্দুরের বিন্দু ঘেরিয়া চন্দনেব সাবি, নীল বসনের আধ অবগুণ্ঠনে অর্ধাবৃত। যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ আধখানা দেখা যাইতেছে।

[2] অভিসারের শংকিত গোপনতার মধ্যে এই যে বাদ্যভাণ্ড-সমাবোহ, এই যে উল্লসিত জয়ধবনি, ইহার মধ্যে যেন শ্রীচৈতন্যের দিগ্‌বিজয়ী সংকীর্তনেব কলরোল শ্রুত হইতেছে।

[3] এখানে কবি দীনতাবশতঃ আপনাকে শ্রীরাধার অঙ্গবিন্যস্ত অলংকারসমূহের মধ্যে সর্বনিম্নস্থ চরণের চুটকিরূপে কল্পনা করিতেছেন।

৮

।। কেদার ।।

বৃষভানু-নন্দিনি রমণীর শিরোমণি নব নব রঙ্গিনী সঙ্গ।
চলিল শ্রীবৃন্দাবনে প্রাণনাথের দরশনে রসভরে ডগমগ অঙ্গ ।।
রাইরূপ লাবণ্যের সীমা।
না জানি কতেক নিধি গড়িল কেমন বিধি ত্রিভুবনে না্হিক উপমা ।।
নীলমণি চুড়ি হাতে বলয়া কঙ্কণ তাতে নীল বসন শোভে গায়।
নব-যৌবন-ভরে গতি অতি মন্থরে হংস-গমনে চলি যায় ।।
জিনি কত কোটি শশি মুখে মন্দ মৃদুহাসি পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী
বেণী আগে সোনার ঝাঁপা তার মাঝে কনক চাঁপা গোবিন্দের হৃদয়-মোহিনী ।।
ললিতা দক্ষিণ হাতে বামভুজ দিয়া তাতে বৃন্দাবন ভূমি প্রবেশিলা।
রাই-অঙ্গ-কান্তিমালা দশদিক করে আলা জ্ঞানদাস তাহাতে ভুলিলা ।।

৯

মানান্তে অভিসার

।। ভূপালী

সখীর বচন শুনি হিয়া উতবোল। কহই না পারই গদগদ বোল ।।
নয়নে বহয়ে ঘন আনন্দ লোর। পদ আধ চলে রাই সখি করি কোর ।।
আবেশে সখীর অঙ্গে হেলাইয়া অঙ্গ। চলে বা না চলে রাই রসের তরঙ্গ ।।[১]
জ্ঞানদাস কহে চল ঝাট কুঞ্জে যাই। প্রেমধন দিয়া তুমি কিনহ কানাই ।।

১০

বসন্তাভিসার

।। ভূপালী ।।

নব মধুমাস কুসুমময় গন্ধ।
রজনি উজোরল গগনহি চন্দ ।।
মলয়-পবন বহে সৌরভ মেলি।
কোকিল রাব ভ্রমর করু কেলি

[১] রাইএর গতি এত মৃদু, এত অলম্বিত যেন ইহা সচেতন পদবিন্যাস নহে, ঘনীভূত ভাবাবেশের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন। তরঙ্গ যেমন স্থির থাকিতে পারে না, সূর্যালোক যেমন ঝিকিমিকি করে, রাধার অন্তর্নিহিত ভাবসত্তাও সেইরূপ নিজ প্রাণশক্তিতে উচ্ছল, তাহার পদক্ষেপ যেন সেই উচ্ছলতাই বহিঃপ্রকাশ।

ঐছে রজনি হেরি রসবতি রাই।
সহচরি সহ নিজ বেশ বনাই ॥
অবহিঁ চললি ধনি কালিন্দি-তীর।
অপরূপ শোভন ধীর সমীর ॥
সখিগণ সহ তহিঁ মীলল কান।
দুহুঁ জন হেরই দুহুঁর বয়ান ॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে মৃদু মৃদু হাস।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক বিলাস ॥

১১

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার

॥ ধানশী ॥

দূতিক বচন শুনি নাগররাজ। অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস। মন মাহা হোয়ল বহুত উলাস ॥
তবহি সফল করি জীবন মান। তাকর সঞে হরি করল পয়াণ ॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর। ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর ॥
জ্ঞানদাস কহ অপরূপ রূপ যুগল মিলল দুহুঁ রসকূপ ॥

১২

রসালস

॥ ললিত ॥

রাধামাধব দোঁহে অতি মনোহর। উঠিয়া বসিলা পুষ্পশয্যার উপর ॥
রতির অলসে আঁখি মেলিতে না পারে। দুহুঁ ঢুলিঢুলি পড়ে দোঁহার উপরে।
কর্পূর তাম্বুল চূয়া সুগন্ধি চন্দন। মঙ্গল আরতি সখী করয়ে সেবন ॥[১]
শুনি চমকিত-মন কোকিলের রায়।[২] জ্ঞানদাস দুহুঁ রসালস গায় ॥

১৩

॥ বিভাস ॥

উঠল নাগর বর নিদের আলিসে। দুটি আঁখি ঢুলু ঢুলু হিলন বালিশে ॥
বাহু পসারিয়া ধনী বঁধু নিল কোরে। অনিমিখ লোচনে বদন নেহারে ॥

[১] সেবা।
[২] কোকিলের স্বরে রাত্রি এত শীঘ্র প্রভাত হইল বুঝিতে পারিয়া উভয়ে বিস্ময়-চকিত হইলেন।

সুবাসিত জল আনি বদন পাখালে। বদন মোছায় ধনী নেতের আঁচলে।।
যেখানে যে বিগলিত হৈয়াছিল কেশ। সাজাইল প্রাণনাথে মনের আবেশ।।
হাসি হাসি এক সখী বাঁশী করে দিল। বাঁশী বেশ পাইয়া নাগর হরষিত ভেল।।
জ্ঞানদাসেতে বলে বলিহারি যাই। এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই।।

১৪

কুঞ্জভঙ্গ

।। বিভাস ।।

প্রাণনাথ কি বলিব তোরে। জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে।।
তোমার পীতধটি আমারে দেহ পরি। উভ করি বাঁধ চূড়া আউলাইয়া কবরি।।
কানের কুণ্ডল দেহ হাতের মুরলী। শ্যামবরণ মোর অঙ্গের উড়নী।।
জ্ঞানদাস কহ কানাই পাসলি কর দূর। চরণে পরাও তুমি কনক নূপুর।।

১৫

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধার বেশবিন্যাস

।। ধানশী ।।

অঞ্জনে রঞ্জন দিঠি-অরবিন্দে। ভুলল মধুকর অতি মকরন্দে।।
হেম-মুকুর-শোভা করয়ে ললাট[১] সিন্দূরে সুন্দর মনমথ-পাট।।
সহজই সুন্দরী অতি রসভার। বিদগধ নায়র করয়ে সিঙ্গার।। ধ্রু
ইন্দু কোটি জিনি চন্দন-বিন্দু। রচইতে নায়র পড়ু রসসিন্ধু।।[২]
চিকুর বনায়ল কাল ভুজঙ্গ। হেরইতে পুলকে হরখে পহুঁ-অঙ্গ।।
চন্দনে পাণ্ডুর করু কুচ-কুম্ভ। দুধে সিনায়ল কাঞ্চন শম্ভু।।[৩]
বেশ বনাইতে না পায় ওর। জ্ঞানদাস কহ ভয়ে নহ ভোর।।[৪]

১৪। প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া নায়িকা কেমন করিয়া গৃহে ফিরিবেন এই চিন্তায় বিব্রত হইয়াছেন। শেষে নায়কের বেশভূষায় আত্মগোপন করিয়া তিনি পুরুষের ছদ্মবেশে পথ দিয়া যাইবেন এই প্রস্তাব করিতেছেন।

১ ললাটদেশকে স্বর্ণ-দর্পণ ও কামদেবের প্রতিষ্ঠাস্থলের সহিত তুলনা করা হইতেছে।
২ ললাটে চন্দন-বিন্দু আঁকিয়া দিতে নায়ক আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।
৩ চন্দন-চর্চিত উন্নত স্তন দুগ্ধে অভিস্নাত স্বর্ণময় শিববিগ্রহের সহিত তুলিত হইয়াছে।
৪ এই বেশবিন্যাসে যতই বিলম্ব হউক না কেন, প্রভাত ইহার সমাপ্তি প্রতীক্ষা করিতেছে।

১৬

শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পরের বেশবিন্যাস

।। ধানশী ।।

পহিলহি নায়র করল আরম্ভ। সিন্দূরে সুন্দর করিবর-কুম্ভ।।[১]
বিদগধ নায়রি অধিক সুজান। চন্দন চান্দ কয়ল নিরমাণ।।[২]
কি কহব রে সখি রস অবশেষ। দুহুঁ বনাওল দুহুঁ জন বেশ।। ধ্রু।।
অঞ্জনে রঞ্জল খঞ্জনজোর। কাজরে চঞ্চরি কঞ্জহি কোর।।[৩]
বিবিধ কুসুমে করু কুন্তল সাজ। কবরী বনাওল বিদগধরাজ।।
রতন জড়িত মণি-কাঞ্চন-দাম। চূড়া চিকণ কয়ল অনুপাম।।
দুহুজন বেশ ভেল দুহুঁজন ভোর। জ্ঞানদাস কহ বৈদগধি ওর।।

---

১ করিবর-কুম্ভ—সু-উন্নত কুচদেশ।
২ কপালে চন্দন-প্রলেপের দ্বারা চন্দ্রপ্রতিমা রচনা করিলেন।
৩ ইন্দীবরতুল্য নেত্রে কাজল দিয়া যেন পদ্মের ক্রোড়ে ভ্রমর বসাইলেন।

দানলীলা

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড

(ক) দানলীলা

১

তথা রূপোল্লাস

।। সিন্ধুড়া ।।

আইস বৈস তরু-মূলে শশিমুখি রাই।
তোমার বদন-শোভার বলিহারি যাই।।
চর চর কষিল-কাঞ্চন-তনু গোরি।
ধরণী পড়িছে নব-যৌবন-হিলোরি।।
বদন শরদ সুধানিধি অকলঙ্ক।
মনমথ-মথন অলপ দিঠি বঙ্ক।।
আলো রাই কি বলিব আর।
ভুবনে দিবার নাহি তুলনা তোমার।। ধ্রু
কুটিল কুন্তল বেঢ়ি কুসুমের জাদ।
সুরঙ্গ সিন্দুর সিঁথে বড় পরমাদ।।
উন্নত উরজ কিবা কনক-মহেশ।
মুঠে ধরিয়ে কিবা খিণ মাঝ-দেশ।।
উলটি-কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পহু জীয়ে এই অবলম্ব।।

২

অথ শ্রীকৃষ্ণোক্তি

।। ধানশী ।।

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে।
তোমার সহজ রূপ কাম হেরি কান্দে হে
ভুবন ভুলল ও না বেশে।। ধ্রু ।।

আইস বৈস মোর কাছে রৌদ্রে মিলাও পাছে
বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙ্গা পায় কেমনে হাঁটিছ তায়
দেখিয়া হালিছে মোর গায়॥
কেমন তোমার গুরুজন কি সাধে সাধিল ধন
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।
তোর নিজ পতি যে কেমনে বাঁচিবে সে
পাঠাইয়া চিতে দিয়া খেমা॥
হাসি হাসি মোড় মুখ বসনে ঝাঁপিছ বুক
দেখিয়া হইলুঁ বড় দুখী।
জ্ঞানদাসেতে কয় পসাবী যে জন হয়
রসাল বচনে কবে বিকি॥

৩

॥ ধানশী ॥

চলইতে গজপতি বেচনে যাহ।
কনক-মুকুর কত মুখ-নিববাহ॥
সিন্দুর-বিন্দু ভালে কিবা ভাতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম-পাঁতি॥
অধর অরুণ কিয়ে মানিক শোভ।
দানী নাহি ছোড়য়ে বিদ্রুম-লোভ॥
চামর-ধাম সুবাসিত কেশ।
উর-পর বিরাজিত কনক-মহেশ॥
নয়নক অঞ্জন কঞ্চুক হার।
ইথে জানি আছয়ে কতয়ে বেভার॥

২। কিসের জন্য দূর দেশে আসিয়াছ? তোমার সহজসৌন্দর্য দেখিয়া কাম কান্দে। ওই বেশ দেখিয়া জগৎ মোহিত হইল। এস আমাব কাছে বস, (নবনীত-কোমল দেহ) পাছে রৌদ্রে মিলাইয়া যায়। আমার ধড়ার আঁচলে মন্দ মন্দ বাতাস করি। এ দুখানি রাঙ্গা পায়ে কেমন করিয়া পথ চলিতেছ, দেখিয়া আমার দেহ কাঁপিতেছে। তোমার গুরুজনেরা কেমন লোক, কি সাধে ধন সাধিয়াছে (কোন্ কামনায় ধন অর্জন করিয়াছে)? কেন তোমাকে হাটে পাঠাইল? তোমার যে স্বামী, সে তোমাকে পাঠাইয়া কেমন করিয়া চিত্তে ক্ষমা দিয়া বাঁচিবে? হাসিয়া হাসিয়া মুখ মুড়িতেছ, বসনে বক্ষ আবৃত কবিতেছ দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, যে জন পসারী হয়, সে রসাল বচনে (সরস বাক্যে) দ্রব্য বিক্রয় করে। (সুতরাং পণ্যবিক্রেত্রী রাধার এরূপ সলজ্জ-নীরব ভাব ব্যবসায়ীসুলভ সপ্রতিভতার সহিত সামঞ্জস্যহীন।)

৩। গজরাজ-গমনে (দধি) বিক্রয়ে যাইতেছ। কনক দর্পণের মত মুখের শোভা। ললাটে সিন্দুর-বিন্দু কেমন উজ্জ্বল। দশনে মুক্তা-পংক্তি চুরি করিয়াছ। অরুণ অধর কি মাণিক্য শোভা পাইতেছে। দানী কি প্রবালের লোভ পরিত্যাগ করে? চামরগুচ্ছের মত সুবাসিত কেশদাম। বক্ষে তোমার

এ ধনি কমলিনি কি বলিব আন।
সব তোহে ছোড়ব গোরস দান ॥
সখি সঞে যুকতি করহ আন ঠামে।
জ্ঞানদাস কহয়ে কহব পরিণামে ॥

৪

॥ সৌরাষ্ট্রী ॥

কহে লহু লহু জটিলার বহু[১]
"তোমারে সভাই জানে।
কহিতে কহিতে অনেক কহিছ্[২]
এত না গরব কেনে॥"
"পসরা লইয়া যাইছ্ চলিয়া
দানীরে না কর ভয়।
রাজ-কাজ করি দান সাধি ফিরি
এথা কিবা পবিচয়॥
এ রূপ যৌবনে নানা অভরণে
যাইছ মথুরার বিকে।
বুঝি দান নিব তবে যাইতে দিব
আমি ডরাইব কাকে॥
অমূল্য রতন করিয়া গোপন
রাখ্যাছ হিয়ার মাঝে।
নিজ-ভাল চাহ খসাই দেখাহ
ইথে কি আমার লাজে॥" ৩
এত কহি হরি দু বাহু পসারি
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞানদাসে কয় কিবা কর ভয়
যাহ হাত ঠেলা দিয়া॥

স্বর্ণশম্ভু বিরাজিত। নয়নের অঞ্জন, বক্ষের কঞ্চুক এবং হাব, জানি না ইহার জন্য কত কর ধার্য করিব। ওগো ধনি, কমলিনি। তোমাকে আর কি বলিব। তোমাকে সমস্ত দধি-দুগ্ধের দাম ছাড়িয়া দিব। অন্যত্র গিয়া সখীর সঙ্গে যুক্তি কর। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, আমি পরিণাম বলিব (অর্থাৎ এই কথোপকথনের কি ফল হইবে তাহা পূর্ব হইতেই জানি)।

পদকল্পতরুর ১৩৫৬ সং পদ। পদকল্পতরুতে পংক্তিগুলি অসলংগ্নভাবে সজ্জিত ছিল, পাঠেরও সামঞ্জস্য ছিল না। পাঠকগণ মিলাইয়া দেখিবেন।

১ জটিলার পুত্রবধূ, রাধিকা। ২ প্রগল্‌ভতার সীমা অতিক্রম করিতেছ।
৩ গোপন রত্নাদির অনুসন্ধান আমার কর্তব্য কার্য। ইহাতে লজ্জা-সঙ্কোচের কোন কথা উঠে না।

৫

॥ পঠমঞ্জরী ॥

নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে।
ঘৃত দধি দুধ ঘোলে সাজাঞা পসারে॥
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বোলে কোন ছলে যাও অবিচারে॥
দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
এক পণ অধিক কাহন প্রতি ঘটে॥
চিরদিন আছে দান সমুখে আমারি।
অঙ্গে বহু-মূল ধন আর নীল শাড়ী॥
সিঁথার সিন্দুর দান কহনে না যায়।
নয়ানে কাজল-রেখে ধরণী বিকায়॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বেয়াজ।
তুমি ধনী আমি দানী ইথে কিবা লাজ॥
ঈষত চাহনি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞানদাস কহে ধনি বাঁধ প্রেমলতা॥[১]

৬

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

॥ ধানশী ॥

এ ধন যৌবন লঞা গোবস পসাব বঞা
যাহ নানা অভবণ গায।
অভরণ দিব তল উচিত কবিব ফল
কেবা বাখে বাখুক তোমায়॥

৫। পদকল্পতরুতে ৭ম পংক্তির পাঠ ছিল—"চিরদিন আছে দান সমুখে আসাড়ি"। 'আষাড়' অর্থে দণ্ড, আসাড়ি বা আষাড়ি দণ্ডধারী। সম্ভবতঃ আমাবি লিপিকর প্রমাদে আসাড়ি হইয়াছে। গৃহীত পাঠের অর্থ—চিরদিনের (প্রাপ্য) দান আমাব সম্মুখেই রহিয়াছে। অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার আর নীলশাড়ী হইতেই দান-মূল্য আদায় হইবে। পরবর্তী পংক্তিগুলি হইতে এই অর্থ আরো সুস্পষ্ট হইতেছে। নবম ও দশম পংক্তির অর্থ—সিঁথির সিন্দুরের দানের কথা বলা যায় না, নয়নের কাজলরেখায় (কাজলরেখার মূল্যে) পৃথিবী বিকাইয়া যায়।

১ তথাকথিত দানীর হাব-ভাব-ভঙ্গী সমস্তই প্রেমব্যঞ্জক; সুতরাং কবি বলিতেছেন যে, তাহাকে প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ করাই সমীচীন।

দশন মুকুতাপাঁতি কিনা সে কেশের ভাতি
কানড়া টানিয়া বান্ধ খোঁপা।
নাসিকা জিনিয়া বাঁশী মুখানি পূর্ণিমা শশি
সৌরভ সে নাগেশ্বর চাঁপা ॥
সিন্দুর সে মনোহর নয়ানে শোভে কাজর
অবতংশে বিরাজিত সোনা।
মন্দ গমনে চল তোমারে সে সাজে ভাল
নাসিকার আগে নাকছেনা[১] ॥
শ্রবণেতে বৌলি সাজ গলে ফণি-মণিরাজ
লক্ষের কাঁচলি[২] তোমার গায়।
তাড় তোড়র পর জ্ঞানদাস কহে হের
পাশলি নূপুর শোভে পায় ॥

৭

॥ ধানশী ॥

সুন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী।
জান না যে আমি এ পথের মহাদানী ॥
সিঁথায় সিন্দুর তোমার নয়ানে কাজর।
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর ॥
হৃদয়ে কাঁচুলি গলে গজমোতি হার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার ॥
করের কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী ॥
রঞ্জন আলতা পায়ে রতন নূপুর।
আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর ॥[৩]
এই সব দান বুঝি দেহ দানীরাজে।
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী-সমাজে ॥
জ্ঞানদাস কহে তুমি ছাড় ঢীঠপনা।
তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোনজনা ॥[৪]

[১] নাকছেনা—নাকছবি, নাসিকার অলঙ্কার। [২] লক্ষ মুদ্রা মূল্যের কাঁচলী।
[৩] কৃষ্ণ এখানে "দানীর ঠাকুরের" দ্বারা তাঁহার উপরিতন প্রভুর বিষয়ে ইঙ্গিত করিতেছেন।
[৪] জ্ঞানদাস এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে কোন উপরিতন প্রভু থাকিতে পারেন তাহাতে সন্দেহ করিতেছেন।

৮

।। সিন্ধুড়া ।।

শুন শুন শুন সুজন কানাই
তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান গো-রসে মানিয়ে
বেশের-দান নাহি শুনি ।।
সিঁথায় সিন্দুর নয়ানে কাজর
রঞ্জন আলতা পায়।
(ই কি) বিকি-কিনির ধন নারীর যৌবন
ইখে কার কিবা দায় ।।
মণি-অভরণ সুরঙ্গ শাড়ী
জাদ[১] কেবা নাহি পরে।
যদি দানের এ গতি তুমি গোকুল-পতি
দান সাধ ঘরে ঘরে ।।
চলিতে না জানি, কহিতে না জানি
তোমাবে কেনে বা বাজে।
জ্ঞানদাস কহে কেমনে জানিব
পরের মনের কাজে ।।[২]

৯

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি

।। বরাড়ী ।।

এই মনে বনে দানী হইয়াছ ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজবালা সনে না জানি কিসের রঙ্গ ।।

৮। সুজন কানাই, শুন শুন, শুন, তুমি তো নূতন দানী। (দধি-দুগ্ধ) বেচাকেনার দান (রাজকর, দানঘাটের মাশুল) দধি-দুগ্ধেই দিতে হয় ইহা মানিলাম। কিন্তু বেশেব (দেহসজ্জাব) দান দিতে হয় ইহা তো কখনো শুনি নাই। রমণীর সিঁথার সিন্দুর, নয়নের কাজর, পায়েব রঞ্জনকারী আলতা এবং যৌবন, এ সব কি বেচাকেনার সামগ্রী? ইহাতে আবার কাহাব কি অংশ আছে? রত্নালঙ্কার, রঙ্গীন শাড়ী, ফুলের মালা, এসব কে পরে না? যদি দানের এইরূপই গতি হয়, তাহা হইলে গোকুলপতি তুমি গোকুলের প্রতি ঘরে দান সাধিয়া বেড়াও। আমরা চলিতে জানি না, বলিতে জানি না, তাহাতে তোমার গায়ে বাজিতেছে কেন? জ্ঞানদাস বলিতেছেন, পরের মনের কাজ কেমন করিয়া জানিব?

১ জাদ—খোঁপার উপরে ফুলের মালা, অথবা রেশমের কাপড়ের জাল।

২ শ্রীকৃষ্ণের মনের কি অদ্ভুত ক্রিয়া হইতে এই সমস্ত আজগুবি দাবী উত্থাপিত হইতেছে, কেমন করিয়া বুঝিব?

গিরি গিয়া যদি	আরাধনা কর	সেবহ শঙ্করদেবে।
সতত অরণ্যে	শরণ শৈলজা	পূজা কর এক ভাবে ॥
জলধি-জাহ্নবী-	সঙ্গম নিকটে	সঙ্কটে কামনা কর।
তবু বৃকভানু-	নন্দিনী-নিচোল-	অঞ্চল ছুঁইতে নার ॥
অলপে অলপে	সঘনে সঘনে	বচন রচহ মিঠ।
সব অভরণ	থাকিতে হিয়ার	হারে বাড়াইছ দিঠ ॥
মদনে আকুল	আপন দুকুল	কি লাগি কলঙ্ক কর।
জ্ঞানদাস কহে	ইঙ্গিত নহিলে	কি লাগি বাহু পসার ॥[১]

১০

॥ পঠমঞ্জরী ॥

আজি কেনে নাহি বাজাও বাঁশী।
অপাঙ্গ-ইঙ্গিত ইষত হাসি ॥
কিবা ভরসায় আইস কাছে।
না জানি মরমে কি ভাব আছে ॥
পসরা ছুইতে করহ বাদ।[২]
বরাকের দানী সোণায় সাধ ॥
মুখের সুখেতে কহিতে চাও।
বিপরীত ইথে করিলে পাও ॥
কালা হৈয়া এত রসের ভোরা।
খঞ্জন কমলে দেখিলা পারা ॥
কি গুণ দেখাঞা সঘনে চাও।
হাতে কি চান্দের পরশ পাও ॥
জ্ঞানদাস কহে গোপ-ঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে এত কি বলি ॥

১০। আজি কেন বাঁশী বাজাইতেছ না। ঈষৎ হাসিয়া কটাক্ষে ইঙ্গিত করিতেছ। কিসের ভরসায় কাছে আসিতেছ? তোমার মর্মে কি ভাব আছে জানি না। (দধি-দুগ্ধের) পসরা ছুঁইবার জন্য বিবাদ করিতেছ, এক কড়ার দানী হইয়া সোনা লইবার সাধ। মুখের সুখে (যাহা ইচ্ছা) বলিতেছ। এমন করিলে বিপরীত ঘটিবে (প্রতিফল পাইবে)। (বর্ণে) কাল হইয়াও এত রসে মত্ত, কমলের উপরে কি খঞ্জন দেখিয়াছ? (প্রবাদ আছে,—পদ্মের উপর খঞ্জনপাখীর নৃত্য দেখিলে রাজ্যলাভ ঘটে।) কি গুণ দেখাইয়া ঘন ঘন চাহিতেছ, হাতে কি চান্দের স্পর্শ পাইয়াছ? (বামন হইয়া চাঁদ ছুঁইবার সাধ করিয়াছ?) জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ওগো গোয়ালার ঝি, বলিতে পারিলেই কি এত বলিতে হয়।

[১] কবি বলিতেছেন যে, অনুমতিসূচক ইঙ্গিত না পাইলে নায়িকার প্রতি হস্ত-প্রসারণ শোভন রীতি নহে।
[২] পসরা পরীক্ষা করার অধিকার লইয়া কোন্দল বাধাইয়াছ।

১১

॥ শ্রীরাগ ॥

সহজই তনু তিরিভঙ্গ। এমন হইয়া এত রঙ্গ॥
যবে তুমি সুন্দর হইতা। তবে নাকি কাহারে থুইতা॥
আপনা চতুর হেন বাস। কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস॥
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ। পরনারী দেখিয়া না কাঁপ॥
না জানি মরমে কিবা ভাবো। তেঁঞি সে বাতাসে রসে ডুবো॥[১]
জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম। আপনা না ভাব অনুপাম॥

১২

॥ বরাড়ী ॥

শুনিযাছি শিশুকালে পূতনা বধেছ হেলে
তৃণাবর্তের লয়েছ পরাণ।
এমনি নন্দের বাড়ি দেখিয়াছি গড়াগড়ি
এখনি সাধিতে আইলা দান॥
হে দেহে নন্দের সুত কে তোমায় করিলে মহাদানী।
দণ্ডে কাচ নানা কাচ[২] না ছাড় রমণী-পাদ
বুঝালে না বুঝ হিতবাণী॥ ধ্রু॥
কাড়ি নিব পীতধড়া আউলাইয়া ফেলিব চূড়া
বাঁশীটি ভাসাইয়া দিব জলে।
কুবোল বলিবা যদি মাথায় ঢালিব দধি
বসিতে না দিব তরুতলে॥
মোহন চাতুরী করি বাঁশীতে সন্ধান পুরি
বুকে হান মনমথ-বাণ।
রমণী-মণ্ডলী কবি অভবণ নিব কাড়ি
ভালমতে সাধাইব দান॥

১১। সহজেই দেহ তিন ঠাঁই বাঁকা। তাহাতেও এত রঙ্গ। তুমি যদি সুন্দর হইতে, তাহা হইলে না কি কাহাকেও রাখিতে? আপনাকে চতুর বলিয়া মনে কর, কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাসিতেছ? চাহিতে ঘন ঘন আঁখি চাপিতেছ (কটাক্ষ করিতেছ)। পরনারী দেখিয়া কাঁপিতেছ না (মনে ভয় হইতেছে না)। জানি না মর্মে কি ভাবিয়াছ, বাতাসেই রসে ডুবিতেছ। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, শ্যাম শুন, আপনাকে অনুপম ভাবিও না।

[১] শূন্যের মধ্যে, অকারণে, রসের সাগর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে মজিয়া আছ।
[২] মুহূর্তে মুহূর্তে ভোল বদলাও, নানারূপ ধারণ কর।

রাখাল বর্বর জাতি গোঠে ফির দিবারাতি
মহিষ গোধন বৎস লইয়া।
কুলবধূ সনে হাস ইথে নাহি লাজ বাস
জ্ঞানদাস কংসে দিবে কইয়া॥

১৩

॥ বরাড়ী ॥

বান্ধিয়া চিকণ চূড়া বনফুল তাহে বেড়া
গুঞ্জামালা তাহে বল সোনা।
গোঠে থাক ধেনু রাখ আপনা নাহিক দেখ
বড় হেন বাসহ আপনা॥
অহে কানাই বিষয় পাইয়া হৈলা ভোরা।
আঁখি মটকিয়া হাস আপনা কেমন বাস
আন হেন নহিয়ে আমরা॥ ধ্রু॥
গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজভয় নাহি মান কংস-দরবার জান
দেখি কেনে নহ এক পাশ॥
চতুর চাতুরী কত আর কহ অবিরত
কাচে কর কাঞ্চন সমান।
শুনি জ্ঞানদাস কহ হিয়ায় কষিয়া লহ[১]
কাচ নহে কষটি পাষাণ॥

১৩। চিকণ চূড়া বান্ধিয়া তাহাতে বনফুল জড়াইয়াছ, গুঞ্জামালাকে সোনা বলিতেছ। গোষ্ঠে থাক, ধেনু চরাইয়া বেড়াও, আপনাকে দেখ না, নিজেকে বড় বলিয়া মনে কর। ওহে কানাই, বিষয় পাইয়া মত্ত হইয়াছ, আঁখি মটকাইয়া (আঁখির ইসারা করিয়া) হাসিতেছ, নিজেকে কি ভাবিয়াছ, আমরা অন্যের মত নই। গায়ের গরবে চলিতে পারিতেছ না, রাজপথে দাঁড়াইয়া পরিহাস করিতেছ। রাজভয় মান না, কংস দরবারের কথা জান না? আমাদিগকে দেখিয়া কেন একপাশে সরিয়া যাইতেছ না? ওহে চতুর, আর অবিরত কত চাতুরী বাক্য বলিবে? কাচে কাঞ্চন সমান করিতেছ। শুনিয়া জ্ঞানদাস বলিতেছেন, রাই, নিজ বক্ষে কষিয়া দেখ (কানাই), কাঁচ নহে (কাঞ্চন-পরীক্ষার) কষ্টি-পাথর।

১ নিজের হৃদয়ের অনুভূতির দ্বারা বিচার করিলেই নায়কের মূল্য বুঝিতে পারিবে

১৪

।। ভাটিয়ারি ।।

মাধব দুরে কর উলট নয়ান।
সোই চাতুরিপনা জগ মাহা জানিয়ে
যোই রাখয়ে নিজ মান।। ধ্রু ।।
হাসি হাসি নিয়ড়ে আসিছ অবলা হেরি
ভাল নহে তোহারি বেভার।
লোক-লাজ ভয় এক না মানসি
ও কুলে কংস দুরবার।।
নহোঁ কুলটা হাম বর-কুল-কামিনি
নিকটে তাত-ঘর মোর।
তুহুঁ বন-চারি চোর মতি চঞ্চল
তাহে সাহস এত তোর।।
শ্রুতি-সম্ভব নহ ইহ সব কুবচন
যে সব কহসি মঝু আগে।
শুনি জ্ঞানদাস কহ এতয়ে না বোলহ
ধনি কানু ধনি অনুরাগে।।

১৫

শ্রীরাধার উক্তি

।। ভাটিয়ারী ।।

দানী দেখি কাঁপিছে শরীর।
মো যদি জানিতাম পাছে, এ পথে সঙ্কট আছে
তবে ঘরের না হইতাম বাহির।।

১৪। মাধব, 'উলট নয়ান' (আঁখির অস্বাভাবিক ইঙ্গিত) দূর কর (ত্যাগ কর)। জগতে তাহাকেই চতুর বলিয়া জানি, যে নিজের মান রাখিতে জানে। অবলা দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া নিকটে আসিতেছ, তোমার ব্যবহার ভাল নহে। লোক-লজ্জা ভয়, ওদিকে দুর্বার নরপতি কংস কিছুই মানিতেছ না। আমি শ্রেষ্ঠা কুল-কামিনী, কুলটা নহি, নিকটেই আমার পিত্রালয়। তুমি বনচারী, চোর এবং চঞ্চলমতি, তাই তোমার এত সাহস। আমার আগে যে সব কথা বলিতেছ, সে সব কুবচন কানে শুনিবারও যোগ্য নয়। শুনিয়া জ্ঞানদাস বলিতেছেন, এত কথা বলিও না। ধন্য কানু, আর ধন্য কানুর অনুরাগ।

ঘরে হৈতে বারাইতে ও চাল ঠেকিল মাথে
হাঁচি জিঠী পড়ি গেল বাধা।[১]
হরিণী পালাঞা যাইতে ঠেকিল ব্যাধের হাতে
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা।।
বিষম দানীর দায় এক দিলে আর চায়
না পাইলে করয়ে বিবাদ।
দান নিবার বেলে নেয় বাদ দিবার বেলে দেয়
একেক লক্ষের পরিবাদ।।
মণি অভরণ ছিল ডরে ডরে সব দিল
তবু দানী না দেয় ছাড়িয়া।
মো হইলাম সোনার গাছ দানী ত না ছাড়ে পাছ
ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া।।[২]
ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদানী
দেহের বৈরী হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ
না রাখিব এ ছার জীবন।।
অবলা বলিয়া গায় বলে হাত দিতে চায়
পসারিয়া আইসে দুটী বাহু।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
চান্দে যেন গরাসয়ে রাহু।।

১৬

সখীগণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি

।। ধানশী ।।

গুরু গরবিত ঘরে যে কহু সে কহু মোরে ছাড়ে বা ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি শরণ লইলুঁ গো কি করিব ঘরের বসতি।।
কানু সে জীবন ধন মোর।
তোমরা যতেক সখী ঘরে যাও কুল রাখি শ্যামরসে হইয়াছি বিভোর।।
যত ছিল অভিমান সতী কুলবতী নাম সব হরি নিল শ্যামরায়।
কহত পরাণ সখি আঁখিতে অঞ্জন মাখি অঙ্গেতে কস্তুরী করি তায়।।

১ যাত্রাকালে মাথায় চাল ঠেকা ও হাঁচি-টিক্‌টিকির শব্দ অশুভশংসী।

২ আমাকে যেন অফুরন্ত ধনের ভাণ্ডার বলিয়া ভাবিতেছে, আমার সর্বস্ব শোষণ না করিয়া আমাকে ছাড়িবে না।

কুল, শীল, যৌবন এ তিন অমূল্যধন কানু-পায় সঁপিলুঁ পসার।
শুনি জ্ঞানদাস কহে যে ধনী এমন হয়ে ধনি ধনি সোহাগ তাহার॥

১৭

॥ মঙ্গল ॥

রাধামাধব নীপ-মূলে।
কেলি-কলা-রসদান ছলে॥
দুহুঁ দোহাঁ দরশই নয়ন-বিভঙ্গ।
পুলকে পূরল তনু, জরজর অঙ্গ॥
দূরে গেল সখিগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ-মূলে লুঠই রাই॥
দোহেঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
চান্দ মিলল জনু লুবধ চকোর॥
দুহুঁ জন হৃদয়ে মদন পরকাশ।
[১]জ্ঞানদাস দূরে হেরি বাঢ়ল উল্লাস॥

১৮

॥ ধানশী ॥

এনা ছান্দে কে না বান্ধে চুল।
চূড়ায় মজালো জাতি কুল॥
কেবা নাহি পরে বন-মালা।
মালার এতেক কেন জ্বালা॥
কেনা থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
প্রাণ কান্দে এ রূপ দেখিয়া॥
কেবা না এতেক জানে কলা।
যাহা দেখি ভুলল অবলা॥
কেবা নাহি কহে কথাখানি।
চাঁদ-মুখে সুধা খসে জানি॥
কেবা নাহি ধরে রূপ কালা।
তোমার রূপে ত্রিভুবন আলা॥
তোমা বিনে মনে নাহি লয়।
জ্ঞানদাস কহে ভাল হয়॥

[১] পদকল্পতরুতে এই পদের ভণিতা নাই।

(খ) নৌকালীলা

১৯

মানস গঙ্গায় নৌকাবিহার

মল্লার

রঙ্গিণীগণে কহে রসবতি রাই। সকল সখিগণ চলু ঘর যাই।।
মানস সুরধুনী দুকুল পাথার। কৈছনে সহচরি হোযব পার।।
প্রাবৃট্ সময়ে গরজে ঘন ঘোর। খরতর পবন বহই তঁহি জোর।
দূরহি নেহারত নাগর শ্যাম। তরণী লেই মিলল সোই ঠাম।।
হাসি হাসি কহয়ে নাবিক বরকান। চঢ় সবে পারে উতারব হাম।।
শুনি সুবদনী ধনী হরষিত ভেল। চঢ়ল তরণীপর সহচরী মেল।।
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান। বেগে তরণী লই কয়ল পয়াণ।।
টুটিল তরণী হেরি ভেল তরাস। সিঞ্চহ পানী কহ জ্ঞানদাস।।

২০

।। ভাটিয়ারি ।।

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল দুকুল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ তরণী রাখিতে নারে কেউ।।
দেখ সখি নবীন কাণ্ডারি শ্যামরায়।
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান জানিয়া চড়িনু কেন নায়।। ধ্রু
ন্যায়ার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয় কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে কাণ্ডারি ধরিয়া করে কোরে।।
[১]অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি এখনি না ভাবহ বিষাদ।।

২১

নৌকাবিলাস

।। মল্লার ।।

চাপিয়া এ নায় হৈল কি দায় দেখ দেখ বড়িমা।
জীর্ণ শীর্ণ আয়স ভিন্ন অতি পুরাতন লা

২১। বড়িমা, (বড়াইকে বড়িমা বলিতেছেন) দেখ দেখ এ নৌকায় চাপিয়া কি দায় হইল, অতি পুরাতন নৌকা, জীর্ণ শীর্ণ এবং তাহার আয়স—লৌহ শলাকাগুলিও আল্‌গা হইয়া গিয়াছে। [১]তীরের নিকটেও

এই আপাত-প্রতীয়মান প্রেমবিলাসের মধ্যে অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা কিরূপ অনিবার্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গভীর তীর অথির নীর অগাধ নাহিক থা।
বিধির ঘটনা আসিয়া পবনা উপজিল বহু বা॥
পায়্যা আশ্রয় দিয়া জয় জয় যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল হিল্লোল কল্লোল দেখিয়া হালিছে গা॥
হেলিছে দুলিছে তুলিয়া ফেলিছে টলমল স্রোতে লা।
জ্ঞানদাস-আশা কেবল ভরসা ও রাঙ্গা দুখানি পা॥*

২২

॥ বরাড়ী ॥

করে তুলি ফেলি বারি ডুবিল ডুবিল তরী
কের-হাল খসি পৈল জলে।
পবনে পাতিল ঝড় তরঙ্গ হইল বড়
বুঝি আজ কি আছে কপালে॥
এ কুল ও কুল ভুল দুই কুল নিরাকুল
তরঙ্গে তরণী স্থির নয়।
কি আর করিব বল উথলে যমুনা জল
কাণ্ডার করেতে নাহি রয়॥
এতদিন নাহি জানি লোকমুখে নাহি শুনি
যুবতি-যৌবন এত ভারি।[১]
নিজ অঙ্গ-বাস ছাড় যৌবন পাতল কর
তবেত বাহিয়া যাইতে পারি॥
খাওয়াইয়া খীর সরে কি গুণ করিলা মোরে
আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই জল না দেখিতে পাই
তোমরা হইলে প্রাণের অরি॥[২]

গভীর জল, জলে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে; অগাধ জল, থই নাই—অতল। আবার বিধির এমন ঘটনা, প্রবল পবন আসিয়া উপস্থিত হইল। পবনের আশ্রয় পাইয়া যমুনা যেন জয় জয় দিয়া রা কাড়িতেছে (জয়ধ্বনি দিয়া গর্জন করিতেছে)। কল কল কল গর্জন করিয়া ঢেউ উঠিতেছে। দেখিয়া অঙ্গ কাঁপিতেছে। স্রোতে নৌকা হেলিতেছে, দুলিতেছে, টলমল করিতেছে, যেন এখনই তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। জ্ঞানদাসের একমাত্র আশা ও ভরসা ঐ দুখানি রাঙ্গা চরণ।

* এই পদটির মধ্যেও অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। স্রোতে টলমল নৌযাত্রার ভিতর দিয়া অগাধ-রহস্য-বেষ্টিত মানবজীবনের আর্তি ও ভগবানে একান্ত নির্ভর সূচিত হইয়াছে।

[১] যৌবনসুলভ বেগবান্ প্রবৃত্তি লইয়া জীর্ণ দেহ-তরীতে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া দায়।

[২] এখানে সাধারণ রীতির বৈপরীত্যক্রমে কৃষ্ণই রাধিকা ও সখীদিগকে অনুযোগ করিতেছেন যে, তাঁহাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি নৌচালনায় মনঃ-সন্নিবেশ করিতে পারিতেছেন না।

কেমনে বাহিয়া যাব কিনারা কেমনে পাব
ভাবিয়া গণিয়া পাছে মরি।
জ্ঞানদাসেতে কয় হইল বিষম ভয়
মধ্য তরঙ্গে ডুবে তরী ॥[১]

২৩

মানস গঙ্গায় নৌকাবিলাস

॥ মল্লার ॥

কহ সখি কি করি উপায়।
নায়ের নাবিক হৈয়া এ যৌবন চায় ॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
নায়্যার গলাব মালা মোর গলে দিল ॥
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে ॥
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করি নিল ॥
জ্ঞানদাস বলে ধনি না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন নায়্যা কিসেব পরমাদ ॥

২৪

॥ জয়জয়ন্তী ॥

নায়্যা হে এখন লইয়া চল পাব।
পূরিল তোমার আশা কি আর বিচার ॥
অকলঙ্ক কুল মোর কলঙ্ক রাখিলে।
এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে ॥
নায়্যা হৈয়া চূড়া বান্ধ ময়ূরেব পাখে।
ইথে কি গরব কর কুলবধূ সাথে ॥
পারে নাও নূতন নায়্যা না কর বেয়াজ।
জ্ঞানদাস কহে নায়্যা বড় রসরাজ ॥

এখানে মানবের ব্যাকুল আর্তি নররূপী ভগবানে আরোপিত হইয়াছে।

২৫

॥ কামোদ ॥

দধি-ঘৃত-পসরা লেই সব রঙ্গিণি
আওল কালিন্দি-তীরে।
যমুনা-তরঙ্গ- রঙ্গ হেরি আকুল
পরশ না পারই নীরে॥
প্রাবিট-সময়ে উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন
গরজন দুকুল পাথার।
ঐছন হেরি কহই সব কামিনি
কৈছনে হোয়ব পাব॥
মুখরা সঞে ধনি রমণি-শিরোমণি
বদন পাণিতলে লাই।
হেরি নাগব-বর হবষিত অন্তব
তবণি লেই চলু ধাই॥
কর্ণধার-বর চড়িয়া তরণি পব
আওল বাইক পাশে।
চড় সভে পাবে উতাবব এ ধনি
কিছু নাহি ভাব তবাসে॥
এত কহি সবহুঁ পাণি ধবি নাবিক
তরণি উপর সভে লেল।
জ্ঞানদাস ভণ লেই রমণিগণ
গহন পানি মাহা গেল॥

২৬

॥ সিন্ধুবা ॥

বড়িমাই ভাল বিকি-কিনি শিখাইলি।
ভুলায়ে আনিলি মোরে রঙ্গ দেখিবার তরে আনিয়া নেয়ারে দিলি ডালি॥
মুঞি কুলবতী মেয়ে যদি কিছু বলে নেয়ে ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ ঘুচাব মনের তাপ এড়াইব সকল জঞ্জালে॥
আমি রাজনন্দিনী ভালমন্দ নাহি জানি নেয়ে কেনে পরশিল মোরে।
মনে দিল অনুবাদ পুরালে মনের সাধ অকলঙ্ক কুলে কালি দিল॥
আপনার মাথা খেয়ে ঘরের বাহির হয়ে আইলাম বড়াইয়ের সাথে।
জ্ঞানদাসেতে বলে তাহার পাইলে ফলে নাবিকে দেহ না কিছু খেতে॥

২৭

॥ গৌরী ॥

নব-যৌবনী ধনি　পঞ্চম-ভাষিনী　কে তোমরা চন্দ্রবদনি।
তোমরা ডাকিছ সুখে　তরণী পড়েছে পাকে　আগে যাই সামালি আপনি॥
ওহে তোমরা কেহে চন্দ্রবদনি॥ ধ্রু॥
নাবিক রতনমণি　তরণী নিকটে আনি　কহে সবে এস করি পার।
শুনি সুবদনি ধনি　হরষে ভরল তনি　নায়ে চড়ি এলায় পশার॥
নতুন নাবিক কান　নাহি জানে সন্ধান　বেগে বাহি লইল তরণী।
ফুটা তরণী হেরি　কাঁপে সব সুকুমারি　জ্ঞানদাস সিঞ্চে ঘন পাণী॥

২৮

॥ বরাড়ী ॥

জলের ঘুরণী বড়　তরণী আমাব দড়　অশ্ব গজ কত নরনারী।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যত　পার করি শত শত　যুবতী যৌবন ইযে ভারি॥
ভুবনমোহন শ্যামচন্দ।
ভানুসুতা পানে চেয়ে　হাসি হাসি কথা কহে　শুন শুন যুবতীর ছন্দ॥
উমড়িয়া[১] শ্যাম মেঘে　ঘিরি নিল চারিদিকে　পবনে কাঁপায় সব তনু।
ঘন উছলিছে জল　নৌকা করে টলমল　তরুণী তরণী ভার দুনু॥[২]
আমার বচন ধর　হাতে কেরোয়াল কর　ছাড় সবে বসন ভূষণ।
নেয়ের বেতন দাও　সঘনে তরণী বাও　নহে স্মর শ্রীমধুসূদন॥
শুনি সুবদনী কয়　আগে পার করি দাও　পাছে দিব যে হয় বিহিত।
জ্ঞানদাস কহে বাণী　আগে দিলে ভালে জানি　পাছে হিতে হয় বিপরীত॥[৩]

২৯

গান্ধার ॥

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নাম-নৌকায় নিরবধি　পার কর ভবনদী
তব আগে কি ছার যমুনা॥

[১] ঘনীভূত হইয়া।

[২] নৌকার নিজের ভারের উপর তরুণীবৃন্দের ভাব যুক্ত হইয়া দ্বিগুণ হইয়াছে।

[৩] কবি বলিতেছেন যে, পূর্ব হইতেই সমস্ত কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিলে মুক্তি সুনিশ্চিত; এ-বিষয়ে বিলম্ব করিলে শুভফলের ব্যত্যয় হয়।

চরণ-তরণী সার যে করে তোমার আর
কিবা তার পারের ভাবনা।
পাইয়া চরণ-রেণু পাষাণ মানবী তনু
কাষ্ঠ নৌকা পদে হৈল সোনা[১] ॥
অজামিল পাপী ছিল সেহত তরিয়া গেল
চরণ করিয়া আরাধনা।
হেন পদ অনুভবে[২] যাহার পরাণ যাবে
নাহি তার যমের যাতনা ॥
আমরা আহীর নারী কুল-শীলে পরিহরি
হাসি হাসি করিয়া কামনা।
জ্ঞানদাসের বাণী শুন ওহে গুণমণি
কত না কবহ প্রবঞ্চনা ॥

[১] পাষাণ-মূর্তি অহল্যা পুনরায় মানবী দেহ পাইয়াছে ও পদস্পর্শে কাঠের নৌকা সোনাতে পরিণত হইয়াছে।

[২] এরূপ মোক্ষদাতা, রূপান্তরকারী চরণ চিন্তা করিতে করিতে।

বংশী-শিক্ষা

বংশী-শিক্ষা

শঙ্করাভরণ

ঘরে হইতে শুনিয়াছি মুরলীক গান। আহীর রমণীকুলে দিলুঁ সমাধান ॥
হরিল সবার মন মুরলীর তানে। সতী কুলবতী হেন বধিলে পরাণে ॥
তোমার মুরলী-রব শুনিয়া শ্রবণে। যুবতি তেজিয়া পতি প্রবেশে কাননে।
অপরূপ শুনিয়াছি মুরলীর নাদ। শিখিব বিনোদ বাঁশী করিয়াছি সাধ ॥
শিখাও পরাণ বন্ধু যতনে শিখিব। জানাইয়া দেহ ফুক্ মুরলীতে দিব ॥
অঙ্গুলী লোলায়ে[1] বন্ধু দেহ হাতে হাত। বাজাইতে শিখাইয়া দেহ প্রাণনাথ ॥
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া। জ্ঞানদাস কহে বাঁশী দেহ শিখাইয়া ॥

২

॥ ধানশী ॥

ঘরে হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবারে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে ॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান্।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান ॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরিলে হে চিত ॥
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার নাম উঠে ॥
ভাল হইল আইল রাই মুরলী শিখাব।
জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব ॥

৩

॥ কানাড়া ॥

মুরলী করাহ উপদেশ। যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশা অতি অনুপাম। কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম ॥

---

[1] লোলায়ে—ঘুরাইয়া, চঞ্চল করিয়া।

কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি। কোন্ রন্ধ্রে কেকা-রবে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।[১] কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এককালে।[২] কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চমস্বরে গায়। একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়।
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহয়ে হাসি হাসি। রাধা রাধা বলি মোর বাজিবেক বাঁশী॥

৪

॥ ধানশী ॥

মুরলী শিখিবে রাধে শিখাব মনের সাধে
যে বোল বলিয়ে শুন ধনি।
ছাড়হ নারীর বেশ উভ করি বাঁধ কেশ
বামে চূড়া করহ টালনি॥
ঘুচাহ সিন্দুর-ঘটা পরহ বিনোদ ফোঁটা
নাসার বেশর রাখ দূরে।
কাঁচলি ঘুচায়া ফেল মৃগমদে হও কাল[৩]
তবে বাঁশী বাজিবে অধরে॥
রাই কহে বনমালি বান্ধ চূড়া উভ করি
আপনার বন্ধন সমান।
বাঁশী দেহ মোর হাত জানাইয়া দেহ নাথ
যে রন্ধ্রে আপনি কর গান॥
এলায়ে কবরী ছান্দ চূড়া বান্ধে শ্যামচান্দ
রাই অঙ্গ করে ঝলমল।
জ্ঞানদাস কহে বাণী বাঁশী শিখ কমলিনি
মুরলী করিয়ে করতল॥

৫

॥ ধানশী ॥

মুরলী শিখিবে যদি বিনোদিনী রাই। সোনার বরণে বাঁশী কভু কাজ নাই॥
সোনার বরণ রাই হও দেখি কাল। পীত ধটি পড়িয়া কাঁচলী টেনে ফেল।

[১] রসাল বৃক্ষে পারিজাত পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়া অলৌকিক সৌন্দর্যসৃষ্টির উদাহরণ।
[২] ষড়ঋতুর এককালীন আবির্ভাব ও প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত সর্বসৌন্দর্যসমাবেশ।
[৩] মৃগমদ মাখিয়া কৃষ্ণের শ্যামলবর্ণের অনুকরণ কর।

সোনার বরণ বন্ধু কালী হতে পারি। তোমা হেন নিলাজী হতে নাহি পারি ।।
তুমি যেমন চূড়া তেমন বাঁশী তেমন কয়।[১] অবিরত রমণীমণ্ডলে লাজ হয় ।।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া। জ্ঞানদাসের মনে রহিল জাগিয়া ।।

৬

।। বিহাগড়া ।।

ধরবা ধরবা ধর মোর পীত বাস পর
গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তুরি।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব বনমালা পরাইব
চূড়া বান্ধি আলুয়ল কবরি ।।
গৌব অঙ্গুলি তোর সোনা বান্ধা বাঁশী মোর
ধব দেখি বন্ধু মাঝে মাঝে।
তিন ঠাঁই হও বাঁকা কদম্বেতে দেহ ঠেকা
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে ।।
মুরলী অধবে নেহ এই বন্ধ্রে ফুক দেহ
অঙ্গুলি লেলাযে দিব আমি।
জ্ঞানদাস এই বটে যা বলিলা তাই বটে
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি ।।

৭

।।বিহাগড়া ।।

মুরলী শিখিবে রাধে গাও দেখি শুনি। নানাবাগ আলাপনে মিশায় বাগিনী ।।
হাসি হাসি বিনোদিনী বাঁশী নিলা করে। প্রণাম করিয়া শ্যামে বাজায় অধরে ।।
শ্যাম নটবব তাহে নাগবী মিশালে।[২] সুখময় শ্যামবায বলে ভালে ভালে ।।
মায়ূর মঙ্গল আব গায়ত পাহিড়া। সুহই ধানশী আর দীপক সিন্ধুড়া ।।
রাগরাগিনী শুনি মোহিত নাগব। শুনিযা দিলেন তারে হাব মনোহর ।।
জ্ঞানদাসে কহে বাই এখনি শিখিলা। ভুবনমোহিনী রাধে বাঁশী বাজাইলা ।।

---

[১] তোমার বেশভূষা ও বংশীবাদন সমস্তই তোমাব নির্লজ্জ, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিব অনুযায়ী।

[২] এক নৃত্যগীতবিদ্যায় নিপুণ শ্যাম; তাহার সঙ্গে নাগরীর কলারস-বৈদগ্ধ্যের মিলনে অনুপম রস-মাধুর্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

৮

।। ধানশী ।।

নিকুঞ্জ মন্দিরে দেখ অদভূত রঙ্গ। দুহুঁ শিরে শোভে চূড়া দোঁহেই ত্রিভঙ্গ।।
রাই শিখয়ে বাঁশী নাগর শিখায়। এক বাঁশী আধ আধ ধরিল দোঁহায়।।
রাই ভেল বিনোদ-মুরলী-শ্রুতিধর।[১] অঙ্গুলি লেলায়ে ভেদ জানায় নাগর।।
শ্যাম কহে বাজাও দেখি বিনোদিনী রাই। যেই নামে উপাসনা সদাই ধেয়াই।।
নিজ নাম রাই বাঁশী পুরিল অধরে। শ্যাম নাম ডাকিছে আপন বামাস্বরে।।
রাই কহে নিজ নাম বাজাও দেখি শ্যাম। তোমার মুখে তোমার বাঁশী শুনি অনুপাম।।
নিজ নামে শ্যাম তবে বাঁশী পুরে আধা। জ্ঞানদাস কহে বাঁশী বাজে রাধা রাধা।।

৯

।। ধানশী ।।

রাই কহে এক রন্ধ্রে দোঁহে দিব ফুঁক। না জানি কেমন বাজে দেখিব কৌতুক।।
এক রন্ধ্রে ফুক তবে দেয় রাধা কানু। রাধাশ্যাম দুটি নাম বাজে ভিনু ভিনু।।
রসের হিলোল উঠে দোঁহাকার গানে। মোহিল সভার মন মুরলীর তানে।।
গান শুনি সারি শুক কোকিল আনন্দ। তরুলতা কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ।।
জ্ঞানদাস কহয়ে বিরিঞ্চি-অগোচরী[২]। লীলায় বিহরে দোঁহে কিশোরা-কিশোরী।।

[১] রাধিকা বংশীশিক্ষা বিষয়ে শ্রুতিধরত্বের পরিচয় দিলেন—অথাৎ শ্রুতমাত্র বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

[২] ব্রহ্মার অগোচর লীলা।

বসন্ত লীলা

বসন্ত লীলা

১

।। বসন্তবিহার ।।

আওত রে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত।।
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদন-মহোৎসব পিকুকুল রাব।।
দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত ভীত রহুঁ শীখর-কোর।।
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মীত।
নিরখি নিশাকর যুবজন-হীত।।
সরবর-সরসিজ শ্যামর লেহা।
জ্ঞানদাস কহে রস নিরবাহা।।

২

।। বসন্ত ।।

বিহরই নিধুবনে যুগল কিশোর।
ফাগুরঙ্গে সব হৈয়াছে বিভোর।।
চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি।
শ্যাম-নাগর অঙ্গে দেওত ডারি।।
ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি।
রাইক নিয়ড়ে কানু লেই গেলি।।

১। ঋতুরাজ বসন্ত আসিয়াছে। গুণবন্ত রাই কানু খেলিতেছে। মুকুলিত তরুকুলে অলিকুল ধাবিত হইতেছে। মদন-মহোৎসবে পিককুল গান করিতেছে। দিন দিন সূর্য যেন কিশোর মূর্তি ধরিতেছে (নূতন তেজে পূর্ণ—প্রখর হইতেছে) ভীত হইয়া শীত গয়া পর্বত-ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। মলয় পবনের সহিত বসন্তের মিত্রতা হইয়াছে। চন্দ্র (প্রেম উদ্দীপন করিয়া) যুবকের মিত্রস্থানীয়রূপ অনুভূত হইতেছে। সরোবরে শ্যামের প্রেমের প্রতীকস্বরূপ পদ্ম বিকসিত হইয়াছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন যে ঋতুর অনুকূল প্রভাবে রস পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল।

নাগর খেলই রাইক সঙ্গে।
সব সখী ডারত নাগর-অঙ্গে ॥
বীণ রবাব মুরজ কপিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস ॥
কোই কোই গাওত নব নব তান।
জ্ঞানদাস হেরি জুড়ায় নয়ান ॥

৩

হোরি লীলা

॥ রাগ ॥

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে ॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরি-অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে ॥
ফাগু-রঙ্গে গোপী সব চৌদিকে বেড়িয়া।
শ্যাম-অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া ॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন-তরু-লতা রাতুল বরণে ॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায় ॥
রাঙ্গা বায়ে[১] রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানী।
গগন ভুবন দিগ বিদিগ না জানি ॥[২]
রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুলে গায়।
জ্ঞানদাস চিত নয়ন জুড়ায় ॥

৪

॥ রাগ ॥

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখিগণ বহু রঙ্গে ॥
ডারত ফাগু দুহুঁ-জন-অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ-রূপ মুরুছে অনঙ্গে ॥

১ বাতাস পর্যন্ত আবীরের রেণুতে রক্তবর্ণ হইল ও এই বাতাসের সংসর্গে যমুনার জলও লোহিত হইল।
২ অবিশ্রান্ত আবীরবৃষ্টিতে আকাশ-পৃথিবী ও বিভিন্ন দিক্‌সকল আচ্ছন্ন হইল।

বাওত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ-মাল করু গান ॥
চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারি।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি ॥
বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ-গায়।[১]
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায় ॥[২]
হেম-মরকতে জনু জড়িত পঙার।[৩]
তাহে বেড়ল গজমোতিম হার ॥[৪]
দোলোপরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস।
জ্ঞানদাস হেরি পূরয়ে আশ ॥

৫

॥ বসন্ত ॥

চপল চপল দিঠে সুধামুখী চায়। চূয়া চন্দন গোরী দেয় শ্যাম-গায় ॥
হেদেহে শ্যাম নাগর হারিলে হে। আহিরী রমণী সনে নারিলে হে ॥ ধ্রু।
ললিতা-ললিত হাসি প্রহেলিকা[৫] গায়। আনন্দে বিশাখা সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজায় ॥
রঙ্গভরে রঙ্গদেবী শ্যামেরে শুধায়। আবার খেলিবা হোরি গোপিকা-সভায় ॥
সুদেবী সজল আঁখি[৬] নাগরে বুঝায়। জ্ঞানদাস গোবিন্দের চরণে লুটায় ॥

৬

॥ কামোদ ॥

সাজল শ্যাম সুরত-রণপণ্ডিত
করে করি কুসুম-কামান।
সৌরভে ভ্রময়ে কতহুঁ মধুকর
জীতল মনমথ বাণ ॥[৭]

[১-৪] দুইজনের দেহ হইতে অরুণ বসন খসিয়া পড়িল। দেহ বিন্দু বিন্দু শ্রম-জলে শোভিত হইল। সোনায় এবং মরকত শিলায় (রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপে) যেন প্রবাল জড়িত হইয়াছে। গজমুক্তার হার তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে।

[৫] গূঢ়ার্থক হেঁয়ালির মত গান। প্রহেলিকার অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়।

[৬] নাগরের দুরবস্থার প্রতি সহানুভূতির জন্য।

[৭] শ্যামের পুষ্পশর মদনের বাণ অপেক্ষা অনেক বেশী তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী।

ধনি ধনি অপরূপ ছান্দে।
বেশ-বিলাস সরসময় মাধুরী
কামিনী-লোচন-ফান্দে ॥[১]
চূয়া চন্দন অগোর বিলেপন
সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে।
সমর-শমিত[২] কেশ বেশ করু বন্ধন
রবিহা চারু-চরিত্রে ॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঘন ঘন রণরণি
ধ্বনি-রণ-বাজন বাজে।
জ্ঞানদাস কহ রসিক-শিরোমণি
সাজল রমণি-সমাজে ॥

৭

বাসন্ত রাস

॥ বসন্ত ॥

মলযজ পবনে পরশে পিক কুহরই শুনি উলসিত ব্রজনারী।
উলসিত পুলকিত সবহুঁ লতা তরু মদন ভেল অধিকারী ॥
মুকুলিত চূত দূত ভেল ষটপদ শবদহি দেল বাধাই।
সন্ত বসন্ত পূজায়ল ঘরে ঘরে জগজনে আনন্দ বাড়াই ॥
চাতক পাত্র কপোত শিখণ্ডক দুহুঁজন লিখন বুঝাই।
দ্বিজবর সন্ত বিহঙ্গ শুকমুখে পঞ্চম বেদ পড়াই ॥
কুঞ্জলতাপর সাজল ঋতুপতি বহুবিধ চিত্রবিধানে।
কুসুম বিকাশল বাসস্থল ঝলমল কানু শুনল নিজ কাণে ॥
মাধবী মধুমতি বিমল চন্দ্রমুখি সভাকারে কহবি বুঝাই।
রস-পরধান নারি যাঁহা বৈঠয়ে সুন্দরি রসবতি রাই ॥
ইহ মৃদু বচন শুনিয়া রসদায়িনি দূতী চললি উলাসে।
গুরুয়া গমনেত চলিতে না দেখে পথ সবহুঁ কহল ধনি পাশে ॥
শুনহ বচন মোর কানু পাঠাওল মোহে কহলি নিজ কাজে।
শ্যাম সুঘড় নাগর রসশেখর রাস করব বনমাঝে ॥
দূতিক বোলে দোলে ঘন অন্তর আনন্দে ঝরে দুই আঁখি।
রাধা সুমুখি সফল তনু মানই পুন পুন কহ চল দেখি।

[১] কামিনীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার ফাঁদ-স্বরূপ।
[২] কেশ ও বেশ যেন মনোহর ময়ূরপুচ্ছে যুদ্ধের উপযোগী দৃঢ় বন্ধনে সংযমিত হইয়াছে।

যতনহুঁ আননে আন না বোলয়ে স্বপনে নাহি আন ভান।
রাতি-দিবস ধনি আন না ভাবই নয়নে না হেরই আন।।
কুঙ্কুম কস্তুরি চন্দন কেশর ভরি কুচযুগ শোভিত হারে।।
বেশ বনাওল যো যাঁহা সাজল ঐছন চলল বিহারে।।
রঙ্গিনি সঙ্গে চললি ধনি সুন্দরি সঙ্গিত সঞ্চরু লাই।
নব অনুরাগে জাগি রূপ অন্তরে সভে মেলি শ্যামর গাই।।

৮

সব নব নাগরি বর-রসে আগরি
রস-ভরে চলই না পারি।
গুরুয়া নিতম্ব-ভরে অঙ্গ করে টলমল
হেরইতে কত মনহারী।।
দুহুঁক দুলহ দুহুঁ দরশনে পহিলহি
আধ নয়ন-অরবিন্দ।[১]
দুহুঁ তনু পুলকিত ঈষদবলোকিত
বাড়ল কতই আনন্দ।।
পহিলহি হাস সম্ভাষ মধুর দিঠে
পবশিতে প্রেম-তরঙ্গ।
কেলি-কলা কত দুহুঁ রসে উনমত
ভাবে ভরল দুহুঁ অঙ্গ।।
নয়নে নযান ঢুলাঢুলি উরে উবে
অধরে অমিয়া-রস নেল।
রাস-বিলাস শ্বাস বহ ঘন ঘন
ঘামে তিলক বহি গেল।।
বিগলিত কেশ- কুসুমশিখি-চন্দ্রক
বেশ-ভূষণ ভেল আন।
দুহুঁক মনোরথ পরিপূরিত ভেল
দুহুঁ ভেল অভেদ-পরাণ।।
ধনি বৃন্দাবন ধনি রঙ্গিণিগণ
ধনি রাস-রসময় কান।
ধনি ধনি সরস- কলারস ঋতু-পতি[২]
জ্ঞানদাস গুণ গান।।

---

[১] দোঁহার চক্ষু আবেশে অর্ধনিমীলিত হইয়া আসিল।
[২] কলারসের উদ্রেককারী ঋতুশ্রেষ্ঠ বসন্ত।

৯

বসন্তবিহার

।। কেদার ।।

ফুটল কুসুম অলিক মেলি।
কুহরে কোকিল বরিহ-কেলি।
কপোত নাচত আপন রঙ্গে।
রাই নাচত শ্যাম সঙ্গে।।
দেখরি সখি কুঞ্জ-মাঝ।
শ্যাম-নায়র-নায়রি-সাজ।।
বিবিধ যন্ত্র একই তান।
গাওত বাওত অখণ্ড মান।।
তাতা দ্রিমিকি দ্রিমি মৃদঙ্গ।
সরশ পরশ অঙ্গ অঙ্গ।।
সহজে শ্যাম ললিত-অঙ্গ।
তাহে কতহুঁ নটন-ভঙ্গ।।
নয়নে নয়নে মধুর দীঠ।
অমিয়া-অধিক বোলয়ে মীঠ।।
হিয়ে হির-হার আলস লোল
চরণে মঞ্জির ঘুঙ্গর বোল।।
অধরে মধুর মৃদুল হাস।
জ্ঞানদাস-চিত-বিলাস।।

১০

।। ধানশী ।।

মধুর যামিনি কাম কামিনি
বিহরে কালিন্দি-তীর।
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কৃত
বদত কীর সুধীর।।
রাধা মাধব-সঙ্গ।
সঙ্গে সহচরি নাচয়ে ফিরি ফিরি
গাওয়ে রস-পরসঙ্গ।। ধ্রু ।।

করহি বন্ধন ঝমকে কঙ্কণ
চরণে মঞ্জির-রোল।
কটিতে কিঙ্কিণি বাজয়ে কিনি কিনি
গণ্ডে কুণ্ডল দোল॥
রাই নাচত কতহুঁ রসভৃত
কানু কত কত গাওই।
সবহুঁ সখি মেলি রচয়ে মণ্ডলি
জ্ঞানদাস-মতি ভাওই॥

১০। মধুর রাত্রি, কাম (শ্রীকৃষ্ণ) ও কামিনী (শ্রীরাধা) কালিন্দীতীরে বিহার কবিতেছে। কোকিল গাহিতেছে, ভ্রমর ঝঙ্কার তুলিয়াছে, সুধীর শুক বলিতেছে। রাধামাধব মিলিত হইয়াছে। সঙ্গে সহচরিগণ ফিরিয়া ফিরিয়া নাচিয়া রসপ্রসঙ্গ গান করিতেছে। করে করে বন্ধনে কঙ্কণ ঝঙ্কৃত হইতেছে। চরণে মঞ্জীরের রোল উঠিতেছে। কটির কিঙ্কিণী কিনি কিনি রবে বাজিতেছে। গণ্ডে কুণ্ডল দুলিতেছে। রসে পরিপূর্ণ। রাই নাচিতেছে, কানু কত কত গাহিতেছে। সব সখী মেলিয়া মণ্ডলী রচিয়াছে। জ্ঞানদাসের মন আনন্দিত হইয়াছে।

18—1841B

শারদ রাস

শারদ রাস

১

।। ধানশী ।।

যত নারীকুল বিরহে আকুল ধৈরজ ধরিতে নারে।
রসিক নাগর বুঝিয়া অন্তর দাঁড়া(ই)ল যমুনা-ধারে।।
কদম্বের তলে বসি কোন্ ছলে মৃদু মৃদু বায়ে বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে ব্রজবধূগণে তাঁহাই মিলল আসি।।
মরণ শরীরে পরান পাইল ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বন-দাবানলে পুড়িয়া যেমন অমিয়া-সায়রে মেলি।।
চাতকিনীগণ হেরি নবঘন মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি শশধর বদন সুন্দর চকোরিণী চারি পাশে।।
বিরহে তাপিত ভেল তিরপিত বরিখে অমিয়া-রাশি।
জ্ঞানদাস কহে শ্যামের বদনে আধ ঈষত হাসি।।

২

।। মঙ্গল ।।

সহজে শ্যাম মনোহর ছান্দ।
লীলা-রভস মনোহর ফান্দ।।

১। যত (ব্রজ) নারীকুল (কানু) বিরহে আকুল হইল। ধৈর্য ধরিতে পারে না। রসিক নাগর (শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের) অন্তরের ভাব বুঝিয়া যমুনার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। কদম্বের তলে বসিয়া ছলা করিয়া মৃদু বাঁশী বাজাইতে লাগিল। সেই বাঁশী শুনিবামাত্র ব্রজবধূগণ সেখানে আসিয়া মিলিত হইল। সকলে এত আনন্দিত হইল যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। যেন বনে দাবানলে পুড়িয়া অমৃত সায়র (তাহাদের ভাগ্যে) মিলিয়া গেল। যেন নূতন মেঘ দেখিয়া চাতকিনীগণ মনের আনন্দে ভাসিল। (কৃষ্ণের) চন্দ্রনিন্দিত সুন্দর বদন হেরিয়া চকোরিণীর মত (গোপিগণ) চারিপাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরহে তাপিত ছিল, অমিয়রাশি-বর্ষণে তৃপ্ত হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, শ্যামের বদনে ঈষৎ হাসি (দেখিলাম)।

২। সহজেই শ্যামের মনোহর মূর্তি, যেন লীলারহস্যের মনোহর ফান্দ। তাহাতে বেশ-বিশেষের পারিপাট্যই বা কত। যেন রমণীগণের বক্ষাবরণের হেমমণি। মোহন রায় শ্রীকৃষ্ণ ধন্য সাজিয়া আসিয়াছে।

তাহে কত বেশ-বিশেষ-পরিপাটি।
হেমমণি রমণিক হৃদয়ক শাটি।।[১]
ধনি বনি আওল মোহন রায়।
ব্রজ-বনিতা বনি সঙ্গিত গায়।।
ভালে বিলম্বিত চন্দ্রক-চূড়।[২]
কত কত মধুকর উনমত উড়।।
কিয়ে হির-হারক চন্দ্রক[৩]-জোতি।
জনু আন্ধিয়ার-তলে গজ-মোতি।।
কটি-কিঙ্কিণি ধটি উপরে কাচ।[৪]
জনু ঘন সৌদামিনি থির আছ।।
চরণকমল মণিমঞ্জির বোল।
শুনি জ্ঞানদাস আনন্দ-উতবোল।।

৩

।। কামোদ ।।

চন্দন চান্দ কুসুম নব কিশলয
মন্দ পবন পিকু-বাব।
ববিহা কপোত জোবে জোবে নাচত
চীতক নিজ পবথাব।।[৫]
ভালি বে ভালি অভিনব মদন-সমাজে।
রাধা রসবতি অতি রসে আবতি
কানু রসিক-বর রাজে।। ধ্রু ।।

সুসজ্জিতা ব্রজবনিতাগণ সঙ্গীত গাহিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের (পুষ্পদাম)-লম্বিত ময়ূরপুচ্ছ-চূড়ায় কত কত উন্মত্ত মধুকব উড়িতেছে। কিবা হীরকহাবের চন্দ্রক-জ্যোতি, যেন আঁধারেব তলে গজমুক্তা। কটিতে পীত-ধরার উপরে কিঙ্কিণীর শোভা। মেঘের উপর বিদ্যুৎ যেন স্থিব হইয়া আছে। চরণকমলে মণিমঞ্জীবের ধ্বনি শুনিয়া জ্ঞানদাস আনন্দে অধীর হইতেছেন।

৩। চন্দন গন্ধে, চন্দ্রকিরণে, বিকশিত কুসুম ও নব কিশলয়ে (মোদিত কুঞ্জে) মন্দ পবন বহিতেছে, কোকিল গাহিতেছে। ময়ুব ও কপোত আপন আনন্দেই জোবে জোরে নাচিতেছে। অতি বসের আরতিতে

[১] রমণীর বহুমূল্য হৃদয়াবরণ-বস্ত্রের উপর স্বর্ণমণ্ডিত মণিহারের মত শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক লাবণ্য যত্ন-রচিত বেশবিন্যাসের দ্বারা মধুরতর হইয়াছে।

[২] পুষ্পদামগ্রথিত ময়ূরপুচ্ছের চূড়া—অন্যথা ভ্রমরের আকৃষ্ট হওয়ার কারণ থাকে না।

[৩] 'চন্দ্রক'—এস্থলে অর্থ 'জ্যোৎস্না', মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ বক্ষবিন্যস্ত জ্যোৎস্নার ন্যায় উজ্জ্বল হীরকহার যেন আঁধার গৃহে গজমুক্তার মত আরও উজ্জ্বলভাবে ঝলসিত হইতেছে।

[৪] পীত-ধরার নীচে স্বর্ণকিঙ্কিণীর আভা যেন মেঘান্তরালস্থিত বিদ্যুৎশিখার ন্যায় উদ্ভাসিত। কিন্তু এই বিদ্যুৎশিখা চঞ্চল নহে, স্থির।

[৫] মনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ।

কুসুমিত কুঞ্জহি রঞ্জন মনসিজ
নব নব রঙ্গিণি মেলি।
রসময় ভৃঙ্গ কতহুঁ রস-মধুকরি
ভ্রমি ভ্রমি করু রস-কেলি ॥
ধনি রে ধনি রে ধনি দুহুঁ রূপ-লাবণি
ধনি বৈদগধি কত ভাতি।
আর কে কহুঁ কত দুহুঁ রসে উনমত
জ্ঞান কহে নাহি দিন-বাতি ॥

৪

॥ কামোদ ॥

মনমথ-যন্ত্র সুধীব সুনায়ব
শ্যামসুন্দব বস-সীম।
সব বৈচিত্র কলাবস-চাতুবি
নাগবি গূন-গবীম ॥
বিলসই বাসে বসিকবব কান।
বাই বিনোদিনী শোভই বাম ॥
নযনক অঞ্জন কানুকৃত বেখহি
রাই তাহি ভেল ভোব।
প্রেম-পবশ-রস- লিলা-বস-লহরি
দুহুঁ তনু ভাবে উজোব ॥
চঞ্চল চারু চিকুবে শিখিচন্দ্রক
সুন্দব সিন্দুব-রাগ ॥
দুঁহুক হৃদয়ে উদয় সুখ-সম্পদ
জ্ঞান কহে ধনি অনুবাগ ॥

বসবতী রাধা ও রসিকবাজ্যেশ্বব শ্রীকৃষ্ণ অভিনব মদনসমাজে শোভা পাইতেছেন। কুসুমিত কুঞ্জে (নবীন) মদনকে আনন্দদানেব জন্য নূতন নূতন বঙ্গিণীবা মিলিযাছে। বসময় ভ্রমব এবং কত রসময়ী ভ্রমরী ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া কেলি করিতেছে। ধন্যবে ধন্য, দুজনেব রূপলাবণ্য ধন্য। অশেষরূপ রসবিলাসও ধন্য। আব কে কত কহিবে, দুজনেই রসে মাতোয়াবা, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, দিবাবাত্রি ভেদ নাই।

৪। মনমোহনের যন্ত্রস্বরূপ সুধীব-নাগবশ্রেষ্ঠ শ্যামসুন্দরেই বসেব সীমা। সর্ব-বৈচিত্র্যময়ী কলারসে চাতুর্য ও গুণে গরীয়সী শ্রীবাধাও নাগবীশ্রেষ্ঠা। বসিকশ্রেষ্ঠ কানু বাসে বিলাস করিতেছে, বিনোদিনী রাই বামে শোভা পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবাধার নয়নে অঞ্জনরেখা আঁকিয়া দিযাছে, বাই তাহাতেই বিভোবা হইয়াছে। প্রেমরূপ স্পর্শমণির রসলহরী-লীলায় দুইজনেব দেহই ভাবে উজ্জ্বল। একজনের মনোহর কেশকলাপে চঞ্চল ময়ূরপুচ্ছ, আর একজনের সিঁথিতে সুন্দব সিন্দূরবাগ। দুইজনের হৃদয়েই সুখসম্পদ উদিত। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ধন্য অনুরাগ।

এই পদে নায়ক-নায়িকাব দেহসৌন্দর্য বর্ণনার পরিবর্তে তাঁহাদের মুগ্ধ, ভাব-বিভোর অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

৫

॥ সুহই ॥

নাগরি-নাগর রাই-রসরাজে।
রঙ্গে মিলল দুহুঁ মণ্ডলি-মাঝে॥
অতি রসে পুলকিত অঙ্গ।
উপজত কত কত মদন-তরঙ্গ॥
বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ।
রতি-রস-আবেশে বাঢ়ল দুহুঁ রঙ্গ॥
রাসে রসিকবর বিলসই রাধা।
গৌর আধ তনু শ্যামর আধা॥
দুহুঁ সুখে আপনে নাহি রস-ওর।
হেম-মরকত জনু লাগল জোর॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি অধর-রস নেল।
দুহু মুখ-চান্দে দুহু চুম্বন কেল॥
দুহুঁক মরম দুহুঁ জানল ভাল।
জ্ঞানদাস কহে মদন দালাল॥

৬

॥ বেলোয়ার ॥

একে নব কুঞ্জ কুসুম অতি মনোহর
ভ্রমরা-ভ্রমরিগণ গাওয়ে রসাল।
রতনক দীপ নীপপর হিমকর
মদনদেবি মোহন ব্রজলাল॥

৫। নাগরী-নাগর –শ্রীমতী রাধা ও রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ দুইজনে রঙ্গে রাসমণ্ডলী-মাঝে মিলিত হইল। অতি-রসে অঙ্গ পুলকিত, কত কত মদন-তরঙ্গ আবির্ভূত হইতেছে। কেশ বিগলিত ও বেশ বিপর্যস্ত হইল। রতি-রস-আবেশে দুইজনের রঙ্গ বাড়িল। রসিকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ ও রসময়ী রাধা রাসে বিলাস করিতেছে। (এমনভাবে মিলিত হইয়াছে যে দেখিয়া মনে হইতেছে একই দেহের) আধ গৌর ও আধ শ্যাম। দুইজনেরই আপন আপন সুখে রসের শেষ নাই। যেন স্বর্ণে এবং মরকতে জোর লাগিয়াছে। ভুজে ভুজে জড়াইয়া অধররস পান করিল। দুইজনের চান্দমুখে দুইজনে চুম্বন করিল, দুইজনের মর্ম দুইজনেই ভাল জানিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, মদন দালাল (রসের আদানপ্রদানে উভয়ের মধ্যস্থ)।

৬। একে নবরচিত কুঞ্জ, তাহাতে মনোহর কুসুমরাজি, তাহার উপর ভ্রমর-ভ্রমরীগণের সুমধুরে গুঞ্জন। (পুষ্পিত) নীপশাখে রত্নপ্রদীপ, আকাশে পূর্ণচন্দ্র, কুঞ্জমাঝে (অপ্রাকৃত নবীন) মদনের অধিদেবী শ্রীরাধা ও

বিনোদিনি রাধা নব নাগর কান।
নটনবিলাস-উলাস পুলক-তনু
এক শকতি দুই একই পরাণ।। ধ্রু ।।
বাজত বলয় নূপুর মণি-কিঙ্কিণি
শ্যাম-বামে রহু গোরি কিশোরি।
দুহুঁ ভুজ দুহুঁক কান্ধ পর শোভই
নব বারিদে জনু বিনোদ বিজুরি।।
মৃদু মধুরস্মিত মিলিত দৃগঞ্চল
আনন্দে হেরি দুহুঁ দুহুঁক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখ-সাগরে শূতল
জ্ঞানদাস চিতে ঐছন ভান।।

৭

।। কানাড়া ।।

খেনে তিবিভঙ্গ অঙ্গ নিজ হেরত খেনে রমণীগণ অঙ্গ হি অঙ্গ।
খেনে চুম্বত খেনে চলত মনোহর উপজায়ত কত মদন-তরঙ্গ।।
নিকুঞ্জে নয়ল কিশোর.
রাধা-বদন-সুধাকর চন্দ্রাবলী-মুখচন্দ্র চকোর।। ধ্রু ।।
শ্যাম নটেন্দ্র কোটি-ইন্দু-সুশীতল ব্রজরমণী-সঙ্গে সঙ্গীত গায়।
ঈষৎ হাস সম্ভাষই ঘন ঘন লীলা লহু লহু গীম দোলায়।।
উহ রসময়ী ইহ রসিক-শিরোমণি নয়নে নয়নে কত করত আনন্দ
জ্ঞানদাস কহে দুহুঁ তনু ভিনু নহে অপরূপ ঐছন পিরিতি-নিবন্ধ

বিশ্বমোহন শ্রীকৃষ্ণ। নৃত্যবিলাসের উল্লাসে পুলকিত-দেহ বিনোদিনী রাধা ও নবীন নাগর শ্রীকৃষ্ণ দুইজনে একই শক্তি, এক প্রাণ। উভয়ের বলয়, নূপুর ও মণি-কিঙ্কিণী বাজিতেছে, কিশোরী গৌরী শ্যামের বামে রহিয়াছে। দুইজনের কান্ধে দুইজনের ভুজলতা, যেন নূতন জলধরে মনোহর সৌদামিনী। উভয়ের মৃদু-মধুর স্মিত কটাক্ষ মিলিত হইল। উভয়ে উভয়ের বয়ান হেরিয়া আনন্দিত, যেন আনন্দে অখিল ভুবন সুখসাগরে শয়ন করিল। জ্ঞানদাসের ইহাই অনুভব।

৭। ক্ষণে ত্রিভঙ্গ নিজ অঙ্গ হেরিতেছে, ক্ষণে রমণীগণের অঙ্গে অঙ্গ মিলাইতেছে। ক্ষণে তাহাদিগকে চুম্বন করে, ক্ষণে মনোহর ভাবে চলে, কত মদন-তরঙ্গ উত্থিত হয়। রাধা-বদন-সুধাকর ও চন্দ্রাবলী-মুখচন্দ্রের চকোর নওল কিশোর নিকুঞ্জে (বিহার করিতেছে)। কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্যাম নটরাজ ব্রজ-রমণীসঙ্গে সঙ্গীত গাহিতেছে। ঈষৎ হাসিয়া তাহাদিগকে ঘন ঘন সম্ভাষণ করিতেছে, লীলাসহকারে মৃদু মৃদু কণ্ঠ দোলাইতেছে। রাধা রসময়ী, শ্যাম রসিক-শিরোমণি, নয়নে নয়নে কত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, দুইজনের দেহ ভিন্ন নহে, ঐরূপ পিরীতি-নিবন্ধ অপরূপ।

10—1841B

৮

॥ বেলোয়ার ॥

রাস-বিলাসে রসিকবর নাগব
বিলসই রসবতী-মাঝে।
মনোহর বেশ— বয়স, বৈদগধি
অবধি কবিয়া ধনি সাজে ॥

এক অপরূপ রস এহ ক্ষিতিমণ্ডলে
মধুময় কুসুমিত কুঞ্জে।
বাধা বাতি- দিবস বস-আবতি
শ্যামল ঘন বস-পুঞ্জে ॥

গুঞ্জবে অলিকুল কীণ মধুব ধ্বনি
কোকিল পঞ্চম গানে।
ফিবত মনোহব ময়ূব ময়ূবী কত
মদন-হাট বাতি-দিনে ॥

বাজত বহুবিধ যন্ত্র একতান
সঙ্গে বঙ্গে বস-গীতে।
নাবী-পুরুষ দোঁহে ভাবে বিভোব তনু
জ্ঞান নেহাবয়ে নিতে ॥

৯

॥ মঙ্গল ॥

ব্রজ-নাগবিগণ হেবি হবষিত মন
নাগব নটবব-বাজ।
নটন-বিলাস- উলাসহি নিমগন
চৌদিশে বমণি-সমাজ ॥

৮। রাসবিলাসজন্য বসিকশ্রেষ্ঠ নাগব বসবতীগণেব মাঝে বিলাস করিতেছে। মনোহর বেশ, মনোহর বয়স ও রসানুভবেব অবধিরূপে শ্রীবাধাও শোভা পাইতেছে। এই ক্ষিতিমণ্ডলে বৃন্দাবনের মধুময় কুসুমিত কুঞ্জে ইহাই একমাত্র অপরূপ বস। পুঞ্জীভূত রসবিগ্রহ শ্যামচন্দ্রে দিবা-বাত্রি বাধাব রস-আরতি; অলির গুঞ্জনে, শুকের ধ্বনিতে ও কোকিলকুলের পঞ্চম গানে কুঞ্জ মুখরিত। মনোহর ময়ূবপংক্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দিবা-রাত্রি মদনের হাট পড়িয়াছে। বিবিধ যন্ত্র ঐকতানে বাজিতেছে। রাধাকৃষ্ণ নিজগণ সঙ্গে রঙ্গে রসসঙ্গীত গাহিতেছে। নাবী-পুরুষ উভয়েই ভাবে বিভোর। জ্ঞানদাস নিত্য দেখিতেছেন।

৯। নটবর-রাজ নাগরে হেরিয়া ব্রজনাগবীগণ হবষিত-মন হইল। চারিপাশে রমণী-সমাজ নটনবিলাসে উল্লাসে নিমগ্ন। (নাগবকে ঘেরিয়া) হাত ধরাধরি করিয়া সুঠাম মণ্ডলী রচিয়া যুথে যুথে মিলিল। বীণা,

যূথে যূথে মেলি করে কর ধরাধরি
মণ্ডলি রচিয়া সুঠান।
বাজত বীণ উপাঙ্গ পাখোয়াজ
মাঝহি মাঝ রাধা-কান।।
শরদ-সুধাকর গগনহিঁ নিরমল
কাননে কুসুম-বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর গাওয়ে অতি সুস্বর
অমল কমল পরকাশ।।
হেরি হেরি ফেরি ফেরি বাহু ধরাধরি
নাচত রঙ্গিণি মেলি।
জ্ঞানদাস কহ নাগর রসময়
করু কত কৌতক-কেলি।।

১০

।। কেদার ।।

শ্যামর সকল-কলারস-সীম।
গোরি নাগরি কত গুণহিঁ গরীম।।
দুহুঁ বনি বেশ বয়স এক-ছান্দ।
রাজিত কঞ্জ মঞ্জু মুখ-চাঁদ।।
বিলসই রাসে রসিক-বর নাহ।
নয়নে নয়নে কত রস-নিরবাহ।।
দুহুঁ বৈদগধি দুহুঁ হিয়ে হিয়ে লাগ।
দুহুঁক মরমে পৈঠে দুহুঁক সোহাগ।।
দুহুঁক পরশ-রসে দুহুঁ ভেল ভোর।
বোলইতে বয়নে উগয়ে নাহি বোল।।

উপাঙ্গ-পাখোয়াজ বাজিতেছে, মাঝখানে রাধাশ্যাম। শারদ চন্দ্রের উদয়ে গগন নিমল, কাননে কুসুম বিকশিত, কোকিল, ভ্রমর অতি সুস্বরে গাহিতেছে। অম্লান পদ্ম প্রকাশিত। হেরিয়া হেরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া বাহু ধরাধরি করিয়া রঙ্গিণী মিলিয়া নাচিতেছে। জ্ঞানদাস কহিতেছেন, রসময় নাগর কত কৌতুক-কেলি করিতেছে।

১০। শ্যামচাঁদেই সকল কলারসের সীমা। গৌরী-নাগরী কত গুণে গরীয়সী। বেশে ও বয়সে দুইজনে এক ছান্দে সাজিয়াছে। দুইজনের মুখ,—যেন সুন্দর চন্দ্র, অথবা পদ্ম শোভা পাইতেছে। রাসে রসিকশ্রেষ্ঠ নাথ বিলাস করিতেছে। আঁখিতে আঁখিতে কত রসের আদান-প্রদান চলিতেছে। উভয়েই সুরসিক ও সুরসিকা, দুইজনের হৃদয়ে হৃদয়ে লাগিয়াছে। দুইজনের মর্মে দুইজনের সোহাগ প্রবেশ করিয়াছে। দুইজনের স্পর্শ-রসে দুইজনেই মুগ্ধ। বলিতে গিয়া কেহ কোন কথা বলিতে পারিতেছে না।

পূরল দুহুঁক মনোরথ-সিন্ধু।
উছলিত ভেল তহিঁ স্বেদ বিন্দু বিন্দু॥
দুহুঁক পরশ-রসে দুহুঁ উমতায়।
জ্ঞানদাস কহ মদন সহায়॥

১১

॥ সুহই ॥

কুঞ্জ-কুটীর কুসুম নব পল্লব
ভ্রমরা ভ্রমরি কত রঙ্গে।
সারি নারি শুক পুরুখ যোড়ে যোড়ে
মউর মউরি কত সঙ্গ॥
ভুবনে অনুপ রাস- রস অতি মোহন
ষড়-ঋতু নব নিতি নিতি।[১]
রাই কানু তাহে নিতি নব নিরবাহে
খেনে খেনে নবিন পিরিতি॥
নয়নে নয়নে রস পরশিতে গুণ দশ
বিহসিতে শত গুণ রঙ্গ।[২]
খেনে খেনে হৃদয়ে হৃদয় পরশাইতে
ভাবে ভরয়ে দুহুঁ অঙ্গ॥
নাচত গাওত কোই কোই বায়ত
বিলসিতে বিগলিত বেশ।
জ্ঞানদাস কহ অলসে অবশ তনু
তাহে কত কেলি—বিশেষ॥

দুইজনের মনোরথসিন্ধু পরিপূর্ণ হওয়ায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম উদ্‌গত হইল। দুইজনের স্পর্শ-রসে দুইজনে উন্মত্ত। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, মদন সাহায্য করিল।

১১। নব কুসুমপল্লবে শোভিত কুঞ্জ-কুটির। কত রঙ্গে ভ্রমরী-ভ্রমর, সারী-শুক, ময়ূরী-ময়ূর কত যোড়ে যোড়ে সঙ্গ করিতেছে। এই অতি মোহন রাসরস ভুবনে অনুপম। ষড় ঋতু নিত্য নিত্য নূতন। তাহাতে রাইকানু ক্ষণে ক্ষণে নবীন পিরীতি নিত্য নবরূপে নির্বাহিত করে। রাধাশ্যামের নয়নে নয়নে রস উদ্ভূত হয়। স্পর্শে তাহার রঙ্গ দশগুণ এবং হাসিতে শতগুণ। ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ে হৃদয় স্পর্শ করাইতে দুজনের অঙ্গ ভাবে পূর্ণ হয়। নাচিতেছে, গাহিতেছে। কেহ কেহ বাজাইতেছে, বিলাসে বেশ বিগলিত হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন—অলসে তনু অবশ হইল, তাহাতে কত বিশেষ রূপের কেলি-বিলাস।

১ এই রাস কোন ঋতুবিশেষে সীমাবদ্ধ উৎসব নহে। ইহার অলৌকিকত্ব সমস্ত ঋতুর যুগপৎ নবীন আবির্ভাবে ও চির-নবীন প্রণয়োন্মেষে প্রকটিত হয়।

২ এই রাসোৎসবে কটাক্ষ-বিনিময়ের রস স্পর্শযোগে দশগুণ, হাস্যে শতগুণ হয় ও আলিঙ্গনে ভাব-তন্ময়তায় পূর্ণ করে।

১২

॥ শঙ্করাভরণ ॥

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি।
পিককুল গাওত মনমথ-কেলি ॥[১]
নিধুবনে মুগধল নাগরি-কান।
এক-কলেবর দুহুঁ একই পরাণ॥ ধ্রু ॥
চান্দ চন্দন মন্দ মলয়জ বাতে।
অতিরসে বাদর, নহে পরভাতে॥
রাধামাধব মধুর বিলাস।
লহু অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস॥
রূপ কলাগুণ দুঁহু সমতূল।
প্রেম-পরশ-রস-আরতি অমূল ॥[২]
নিবিড় আলিঙ্গন কয়ল অপার।
চুম্বনে বদনে রচয়ে সিতকার ॥[৩]
পূরল মনোরথ বিগলিত স্বেদ।
দুহুঁ তনু একই নহত লব[৪] ভেদ॥
বিগলিত কেশ[৫] বসন ভেল আন।
জ্ঞানদাস কহ একই পরাণ॥

১২। কুসুমশোভিত মধুবন। ভ্রমরের সঙ্গে মিলিয়া কোকিলকুল মন্মথ-রঙ্গ গান করিতেছে। নাগর কানু ও নাগরী রাধা নিধুবনে রতিক্রীড়ায় মুগ্ধ হইল। দুইজনের এক দেহ, একই প্রাণ। চন্দ্রকিরণ, চন্দন-গন্ধ ও মন্দ মলয় পবনে অতি রসের বাদল (রাত্রি) প্রভাত হইতে চাহে না। রাধামাধবের মধুর বিলাস, কটাক্ষ-ভঙ্গিতে মৃদু মৃদু হাসি। রূপ-কলাগুণে দুইজনেই সমান। উভয়ের প্রেম-স্পর্শ রসের আরতি (অনুরাগ-আকুলতা) অমূল্য। (উভয়ে উভয়কে) অপার নিবিড় আলিঙ্গন করিল। বদনচুম্বনে সিৎকার রচনা করে। মনোরথ পূরিল, স্বেদ বিগলিত হইল। দুইজনের এক তনু, বিন্দুমাত্র ভেদ নাই। কেশ এলাইল, বসন স্খলিত হইল, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, দুইজনের একই প্রাণ।

এই পদাবলীতে রাসকেলির যে চরম ভাবোন্মত্ততা—নায়ক-নায়িকার মধ্যে অভিন্নত্ব-বোধ—তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

[১] এই সকলে মিলিয়া মদনক্রীড়ার উপাদান রচনা করিয়াছে।
[২] প্রেমাকুলতায় স্পর্শ-রসের অনুভূতির জন্য যে আকূতি তাহা অমূল্য, অপরিমেয়।
[৩] বেগে নিঃশ্বাস-গ্রহণ জন্য শব্দ।
[৪] লেশমাত্র।
[৫] পরিধেয় বস্ত্রের বিন্যাস বিশৃঙ্খল হইয়া গেল।

১৩

॥ বিহাগড়া ॥

দেখ বি সখি শ্যাম-চন্দ
ইন্দু-বদনি বাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতি-বৃন্দ
গাওযে বাগ-মালিকা ॥
মন্দ পবন কুঞ্জ-ভবন
কুসুম-গন্ধ-মাধুবী।
মদন-বাজ নব-সমাজ
ভ্রমত ভ্রমব-চাতুবী ॥
তবল তাল গতি দুলাল
নাচে নাটিনি নটন-সুব।
প্রাণনাথ ধবত হাত
বাই তাহে অধিক পূব।
অঙ্গে অঙ্গে পবশে ভোব
কেহ বহত কাহুক কোব।
জ্ঞানদাস কহত বাস
যৈছে জলদে বিজুবি জোব ॥

১৪

॥ মানশী ।

পহিলে প্যাবি পদুমিনী ধব কঙ্কণে তালমান।
কৈছে নাচলি নাচহ এ ত মুবলীতে নহে গান ॥
বিনোদ ময়ূব পাখাটি লই শিবপবে নহে বাধা।
[illegible] [illegible] পাযে পাযে নহে ছান

১৩। সখি, শ্যামচন্দ্রকে আব চন্দ্রবদনী শ্রীবাধিকাকে দর্শন কব। বিবিধ যন্ত্র (বাজাইয়া) যুবতীবৃন্দ রা মালিকা গাহিতেছে। মন্দ পবন বহিতেছে, কুঞ্জভবন কুসুমগন্ধ মাধুর্যে পবিপূর্ণ হইযাছে, মদনের অধীশ্ শ্রীকৃষ্ণ নবীনা গোপীগণের মধ্যে ভ্রমবেব চাতুবীতে (ভ্রমব যেমন পুষ্পে পুষ্পে ঘুবিয়া বেড়ায়) ভ্রমণ কবিতেছে তরল তালে মনোহর ভঙ্গিতে নর্তননিপুণা শ্রীমতী ও নটবাজ নাচিতেছে। (নাচিতে নাচিতে) প্রাণনাথ হ গ্রহণ কবিল। শ্রীরাধা তাহাতে অধিক আনন্দে পবিপূর্ণা হইল। অঙ্গে অঙ্গস্পর্শজনিত সুখে উভয়েই মুগ্ধ একজন আব একজনের কোলে আশ্রয় লইতেছে। জ্ঞানদাস বাস-বর্ণন কবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের কোলে শ্রীরাধ মেঘে মিলিত বিদ্যুল্লতা।

১৪। বাসনৃত্যে প্রথমে পদ্মিনী প্যারী কঙ্কণে তালমান ধবিল। সখীগণ বলিতেছে, কেমন নাচিলে,—নাচ এ'ত মুরলীতে গান করা নয়। বিনোদ ময়ূরের পাখাটি লইয়া মাথায় বাঁধা নয়। কদমতলায় ত্রিভঙ্গ হইয়া পা

পরের রমণী | ঘাটে মাঠে পাযা | দান সাধা এত নহে।
কঙ্কণ-তালে | তাল মিশাইয়ে | নাচিতে পারিলে হয়ে॥
বযানে হাস | মধুর ভাষ | বোলত সব সখি।
জ্ঞানদাস বলে | কঙ্কণ-তালে | একবার নাচ দেখি॥

১৫

॥ কেদার ॥

রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে
আলুযা আলস-ভরে।
শুতলি কিশোরী আপনা পাসরি
পরাণ-নাথের কোরে॥
সখি হের দেখসিযা রা।
নিন্দ যায ধনী চাঁদ-বদনী
শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা॥ ধ্রু॥
নাগরের বাহু করিয়া শিথান
বিথান বসন-ভূষা।
শ্বাসে দুলিছে রতন-বেশর
হাসিখানি তাহে মিশা॥[১]
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সাহস না হয মনে।
ধীরি করি বোল না করিহ বোল
জ্ঞানদাস রস ভণে॥

পায়ে ছান্দিয়া দাঁড়াইয়া থাকাও নয়। ঘাটে মাঠে পরের রমণী পাইয়া এ'ত দান সাধা নয়, কঙ্কণ-তালে তাল মিশাইয়া নাচিতে পারিলে (তোমার গুণপনা) বুঝিব। মুখে হাসি, মধুর ভাষে সখীসব বলিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কঙ্কণের তালে একবার নাচ দেখি।

১৫। নিকুঞ্জ-ভবনে রাসে নিশি জাগরণ করিয়া অলসে এলায়িত দেহে শ্রীরাধা আপনা ভুলিয়া প্রাণনাথের কোলে শয়ন করিল। সখি, দেখিয়া যাও, দেখিয়া যাও, চন্দ্রমুখী ধনী শ্যাম-অঙ্গে পা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। নাগরের বাহু শিথান করিয়াছে, বসন-ভূষণ আলুথালু হইয়াছে। নাসার বেশর নিঃশ্বাসে দুলিতেছে, হাসিখানি তাহাতে মিশাইয়া রহিয়াছে। শ্রীহরি পরিহাস করিয়া বেশর চুরি করিতে চাহিতেছে। (পাছে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, রাস-জাগরণ-কাতরা শ্রীরাধার পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে) কিন্তু মনে সাহস হইতেছে না। জ্ঞানদাস তাই সরস করিয়া বলিতেছেন—গোল করিও না, ধীরে ধীরে কথা কও।

এই পদটি পদকল্পতরুতে জগন্নাথ দাসের ভণিতায় আছে। আমরা পুরাতন পুঁথি হইতে জ্ঞানদাসের ভণিতাই গ্রহণ করিলাম। রচনার ধারা দেখিয়া এ পদ জ্ঞানদাসের বলিয়াই মনে হয়।

---

[১] ঘন নিঃশ্বাস-বায়ুতে দোদুল্যমান নাসার রত্নাভরণে যেন স্মিতহাস্যের স্নিগ্ধ দীপ্তি বিমিশ্রিত হইয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়াছে। বেশর দুলিতে দুলিতে অধরের নিকটবর্তী হইতেছে ও হাস্যচ্ছটা তাহাতে প্রতিফলিত হইতেছে। ছত্রটির চমৎকার চিত্রসৌন্দর্য মনকে মুগ্ধ করে।

১৬

ভূপালী ॥

বিহরতি রাসে রসিক বলরাম। রূপ হেরি মুরছিত কত শত কাম।
কত শত নব নাগরি অনুপাম। অবিরত সেবই পূরু মন-কাম ॥
সিত কলেবর মনোহর ধাম[১] জগজন রমইতে যাকর নাম ॥[২]
তঁহি রস-আবেশ ভঙ্গি সুঠাম।[৩] কি কহব জ্ঞান পঁহুকে গুণগাম ॥

অন্যভাবে মিলন

১৭

॥ তুড়ি ॥

এক কথা বড় মনেতে হইল নাপিতানী বেশ ধরি।
যাইয়া জাবটে রাধার আগেতে কামাব চরণ তারি ॥
জল দিয়া তাহে পাখালিয়া পায়ে যতনে আলতা দিব।
সে রাঙ্গা চরণ- কমল-তলেতে আপন নাম লিখিব ॥
শুনিয়া সুবল কহয়ে তখন কি বলিতে পারি আমি
যাহাই করিলে আনন্দ পাইবে তাহাই করহ তুমি ॥
নাপিতানী বেশ ধরিতে তখন সুরঙ্গ বসন পরে।
চুড়াটি এলায়া লোটন বান্ধিল পিঠের উপরে দুলে ॥
সিঁথাএ সিন্দূর নাসাতে বেশর কিবা অপরূপ হৈল।
শঙ্খ তাড়বালা গজমতি মালা সুবল পরায়ে দিল ॥
রমণীর বেশ ধরেন তখন লয়া নাপিতানী সাজ।
কহে জ্ঞানদাস চলিল তখন রসিক নাগররাজ ॥

১৬। রসিক বলবাম রাসে বিহার কবিতেছে। রূপ দেখিয়া কত শত কাম মূর্ছা যায়। কত শত নিরুপমা নবীনা নাগরী অবিরত সেবিয়া মনস্কাম পূর্ণ করিতেছে। (বলরামের) শ্বেত তনু সৌন্দর্যের আশ্রয়স্থল। যাঁহার নাম জগরমণ (আত্মারাম, জগজ্জনেব হৃদয়ে বিহাব কবেন বলিয়াই যাঁহার নাম রাম) অথবা যাঁহার নামেই জগজ্জনের চিত্ত তৃপ্ত হয়, তাঁহাব আবাব রসাবেশে সুঠাম ভঙ্গি। প্রভুব গুণগ্রাম জ্ঞানদাস কি কহিবে।

১ মনোহর ধাম—সৌন্দর্যের আবাসস্থল।
২ যাঁহার নামই জগজ্জনের মনোরঞ্জন করিবাব পক্ষে যথেষ্ট, তাঁহার আবার মনোমোহন দেহসৌন্দর্য।
৩ আবাব তদুপবি রসাবেশের জন্য সুন্দর অঙ্গভঙ্গী।

১৮

॥ ধানশী ॥

বেশ ধরি নাপিতানী চলিল নাগর-মণি
আনন্দিত হঞা বড় মন।
পদ আধ চলি যাএ পুলকিত সব গাএ
রাধা-পদ-সেবার কারণ॥
গোকুল নগর হৈতে আইলা সে জাবটেতে
রাজপথ দিয়া চলি যাএ।
হেনই সময়ে দেখি রাধিকার এক সখী
শ্যামা নারী দেখিয়া সুধাএ॥
কোথায় তোমাব স্থিতি হও তুমি কোন্ জাতি
কিবা কাজে আইলে ব্রজপুরে।
তোমার এ রূপ দেখি জুড়াইল দুটি আঁখি
স্বরূপ কবিযা কহ মোরে॥
নাপিতানী কহে সই মথুরা নগবে রই
হেথা আইনু কামাবার তরে।
সারাদিন করি বৃত্তি আমার সে এই নীতি
সন্ধ্যাকালে ফিরি যাই ঘরে॥
সখী বলে বলি আমি রাই আগে যাবে তুমি
নাপিতানী বলে চল যাব।
সখী কহে রহ তুমি গোচর করিএ আমি
তবে তোমায় রাই-আগে লব॥
নাপিতানী কহে ভাল তবে সেহ চলি গেল
রাধা-আগে দিল দরশন।
জ্ঞানদাস কহে এবে করজোড় করি তবে
ধীরে ধীবে করে নিবেদন॥

১৯

॥ ধানশী ॥

সখী বলে শুন রাই করি নিবেদন
এক নাপিতানী ধরে শ্যামল বরণ॥

১৬

।। ভূপালী ।।

বিহরতি রাসে রসিক বলরাম। রূপ হেরি মুরছিত কত শত কাম।
কত শত নব নাগরি অনুপাম। অবিরত সেবই পূরু মন-কাম।।
সিত কলেবর মনোহর ধাম[১] জগজন রমইতে যাকর নাম।।[২]
তঁহি রস-আবেশ ভঙ্গি সুঠাম।[৩] কি কহব জ্ঞান পঁহুকে গুণগাম।।

অন্যভাবে মিলন

১৭

এক কথা বড় মনেতে হইল নাপিতানী বেশ ধরি।
যাইয়া জাবটে রাধার আগেতে কামাব চরণ তারি।।
জল দিয়া তাহে পাখালিয়া পায়ে যতনে আলতা দিব।
সে রাঙ্গা চরণ- কমল-তলেতে আপন নাম লিখিব।।
শুনিয়া সুবল কহয়ে তখন কি বলিতে পারি আমি।
যাহাই করিলে আনন্দ পাইবে তাহাই করহ তুমি।।
নাপিতানী বেশ ধরিতে তখন সুরঙ্গ বসন পরে।
চুড়াটি এলায়া লোটন বান্ধিল পিঠের উপরে দুলে।।
সিঁথাএ সিন্দূর নাসাতে বেশর কিবা অপরূপ হৈল।
শঙ্খ তাড়বালা গজমতি মালা সুবল পরায়ে দিল।।
রমণীর বেশ ধরেন তখন লয়া নাপিতানী সাজ।
কহে জ্ঞানদাস চলিল তখন রসিক নাগররাজ।।

১৬। রসিক বলরাম রাসে বিহার করিতেছে। রূপ দেখিয়া কত শত কাম মূর্চ্ছা যায়। কত শত নিরুপমা নবীনা নাগরী অবিরত সেবিয়া মনস্কাম পূর্ণ করিতেছে। (বলরামের) শ্বেত তনু সৌন্দর্যের আশ্রয়স্থল। যাঁহার নাম জগরমণ (আত্মারাম, জগজ্জনের হৃদয়ে বিহার করেন বলিয়াই যাঁহার নাম রাম) অথবা যাঁহার নামেই জগজ্জনের চিত্ত তৃপ্ত হয়, তাঁহার আবার রসাবেশে সুঠাম ভঙ্গি। প্রভুর গুণগ্রাম জ্ঞানদাস কি কহিবে।

১ মনোহর ধাম—সৌন্দর্যের আবাসস্থল।
২ যাঁহার নামই জগজ্জনের মনোরঞ্জন করিবার পক্ষে যথেষ্ট, তাঁহার আবার মনোমোহন দেহসৌন্দর্য।
৩ আবার তদুপরি রসাবেশের জন্য সুন্দর অঙ্গভঙ্গী।

১৮

॥ ধানশী ॥

বেশ ধরি নাপিতানী চলিল নাগর-মণি
আনন্দিত হঞা বড় মন।
পদ আধ চলি যাএ পুলকিত সব গাএ
রাধা-পদ-সেবার কারণ॥
গোকুল নগর হৈতে আইলা সে জাবটেতে
রাজপথ দিয়া চলি যাএ।
হেনই সময়ে দেখি রাধিকার এক সখী
শ্যামা নারী দেখিয়া সুধাএ॥
কোথায় তোমার স্থিতি হও তুমি কোন্ জাতি
কিবা কাজে আইলে ব্রজপুরে।
তোমার এ রূপ দেখি জুড়াইল দুটি আঁখি
স্বরূপ করিয়া কহ মোরে॥
নাপিতানী কহে সই মথুরা নগরে রই
হেথা আইনু কামাবার তরে।
সারাদিন করি বৃত্তি আমার সে এই নীতি
সন্ধ্যাকালে ফিরি যাই ঘরে॥
সখী বলে বলি আমি রাই আগে যাবে তুমি
নাপিতানী বলে চল যাব।
সখী কহে রহ তুমি গোচর করিএ আমি
তবে তোমায় রাই-আগে লব॥
নাপিতানী কহে ভাল তবে সেহ চলি গেল
রাধা-আগে দিল দরশন।
জ্ঞানদাস কহে এবে করজোড় করি তবে
ধীরে ধীরে করে নিবেদন॥

১৯

॥ ধানশী ॥

সখী বলে শুন রাই করি নিবেদন।
এক নাপিতানী ধরে শ্যামল বরণ॥

মথুরা নগরে ঘর আইল কামারারে।
তব নাম লই ডাকি আনিলুঁ তাহারে॥
রাধা বলে আন দেখি এখনি কামাই।
সখী ধাই কহে নাপিতানী-পাশে যাই॥
হইল রাধার আজ্ঞা এস মোর সনে।
শুনিয়া নাগর বড় আনন্দিত মনে॥
পুলকে পূরল তনু গেল রাই কাছে।
শ্যামলী দেখিয়া তারে বিনোদিনী পুছে॥
শুনিলুঁ তোমার ঘর মথুরা নগরে।
নগবে নগরে ফির কামাবার তরে॥
তোমাব বরণখানি দেখি হই সুখী।
তোমার তুলনা রূপে কোথাও না দেখি॥
অবিরত কর সেবা থাক মোর কাছে।
এই ভয় মথুরায় ফিরি যাও পাছে॥
বৃদ্ধ পতি আছে মোব মথুবা নগরে।
তিল আধ আমা ছাড়া রহিবারে নারে॥
এতেক বচন শুনি বিনোদিনী হাসে।
ত্বরাএ কামাতে বৈস কহে জ্ঞানদাসে॥

২০

॥ সুহই ॥

এতেক শুনিযা হাসিয়া হাসিয়া উঠিল কিশোরী গোরি।
রত্ন সিংহাসন আনিল তখন আনিল সুবর্ণ ঝারি॥
সিংহাসন 'পরি বৈসল কিশোরী হেলন সখীর অঙ্গে।
শ্যাম সুনাগর বৈসে ত্বরাপর কামাইতে তারে রঙ্গে॥
হরখিত হঞা চরণ তুলিঞা নাপিতানী-হাতে দিল।
দুবাহু পশারি রাই-পদ ধরি উলসিত হৈয়া নিল॥
যত্নে জল ঢালি চরণ পাখালি আঁচলে করিয়া মুছে।
ঝামা যে লইঞা চরণে ধরিঞা মৃদু মৃদু বুলাইছে॥
চরণ মাজয়ে আলস ধরয়ে অবশ হইল ধনী।
নরুণ লইঞা নখ যে কাটিঞা চাঁছয়ে নখের কুনি॥
নখ যে চাঁছিল কি শোভা হইল জিনিঞা শারদ চন্দে।
জল দিঞা পুন পাখালি চরণ আলতা দেয় আনন্দে॥

নানা লতা ফুল চিত্রিঞা অতুল আলতা পরায় শ্যাম।
তবে সে চরণ- কমলে তখন লিখে আপনার নাম॥
কহে জ্ঞানদাস নিজ মনোআশ পূরল নাগর হরি।
[illegible] চরণ তলিঞা দেখয়ে কিশোরী গোরি॥

২১

॥ ধানশী ॥

একে পরশ-রস শ্যাম-অঙ্গ-গন্ধ।
চরণ-কিনারে দেখে নাম-পরবন্ধ॥
ঢলিয়া পড়িল রাই নাপিতানী-কান্ধে।
কি হৈল কি হৈল বলি সখীগণ কান্দে।
রাই-অঙ্গ-পরশনে এলাইল সাজ।
নাগরে হেরিয়া সখীগণ পায় লাজ॥
দুবাহু পশারি শ্যাম রাই নিল কোলে।
মিলিল চকোর চান্দ জ্ঞানদাস বোলে।

রসোদ্গার

রসোদ্গার

১

।। ভূপালী ।।

একসরি যাইতে যামুন তীর।
অলখিতে আয়ল শ্যাম-শরীর।।
অসম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস।
কত বেরি বেরি হেরি হেরি মৃদুহাস।।
এ সখি এ সখি অপরূপ কাজে।
দীঠহি দীঠ পড়ল রহি লাজে।।
আগে আগে অনুসরি ফিরি ফিরি চায়।[১]
বিহসি বয়নে ক্ষণে বয়ন লাগায়।।
আন ছলে কত যে করয়ে পরিহাস।
যে বুঝিয়ে ভালে সে কুলজা-কুলনাশ।।
শুনইতে মধুর মুরলি-রব থোর।
খসয়ে কাঁখের কুম্ভ নীবি-নিচোর।।
কি দেখিলুঁ কি শুনিলুঁ কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে পিরিতি জুয়ায়।।

২

।। ধানশী ।।

যাইতে যমুনা সিনানে।
[২]সঙ্গহি কাল-সমানে।।

১। একাকিনী যমুনাতীরে যাইবার পথে অলক্ষিতে শ্যাম আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্যমনস্কতায় অঙ্গ অসম্বৃত ছিল, কতবার সেই অঙ্গ পানে চাহিয়া চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। ওগো সখি, ওগো সখি, অপরূপ কাজ হইল। তাহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি পড়িল, লাজে রহিলাম। (আমার) অনুসরণে আগে আগে চলিতে লাগিল, ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল। হাসিয়া মুহূর্তের জন্য অধরে অধর স্পর্শ করাইল। অন্য ছলে কত যে পরিহাস করিল। বুঝিলাম, কত কুলজার কুলনাশ হইবে। মৃদু মুরলীরব শুনিতেই কাঁখের কুম্ভ এবং কটির বসন খসিয়া পড়িল। কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, বলা যায় না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন,—(উপযুক্ত প্রেম) এ প্রেম তোমারই যোগ্য (প্রেমেরই যোগ্যতা)।

২। যমুনা-সিনানে যাইতেছিলাম। সঙ্গে কাল-সমান ননদিনী ছিল। অলখিতে কানু আসিল। আমি মুখ ফিরাইলাম। ননদিনী আগে আগে যাইতেছিল, কানু সেইজন্য কিছু কহিতে পারিতেছিল না। কিন্তু

[১] অগ্রসরণের দ্বারাই অনুসরণ করিতে লাগিল। দৈহিক অগ্রগতির দ্বারা মানস পশ্চাদনুবর্তনের কার্য সিদ্ধ করিল।

[২] 'ননদিনী' শব্দটি এখানে প্রচ্ছন্ন আছে। পঞ্চম পংক্তিতে ইহা প্রকাশ্যভাবে উক্ত হইয়াছে।

অলখিতে আওল কান।
হাম তব বঙ্ক বয়ান ॥
ননদিনী আগে আগে যায়।
তঁহি কিছু কহিতে না পায ॥
ও বর বিদগধ নাহ ॥
ইথে যে কযল নিববাহ ॥
পুন পিছে পিছে গেও সেহ।
উলটি হেবিতে শ্যাম-দেহ ॥
অলখিতে চুম্বন কেল।
ভাবে অবশ তনু ভেল ॥
বিহি দিল কণ্টক হাথে।
চললিহুঁ অধমক সাথে ॥
কযলহুঁ যমুনা-সিনান।
জ্ঞান কহে সহে কি পবাণ ॥

৩

॥ সুহই ॥

সখি বড় অপরূপ ভেলি।
রাই যমুনা-সিনানে গেলি ॥
কানু-দবশন ভেল।
কি দুহুঁ ইঙ্গিত কেল ॥
বুঝিয়া সে সব রীত।
সভে গেল আন ভীত ॥
যব হৈল নিবজনে।
পৈঠলি নিকুঞ্জ বনে ॥
কি দুহুঁ কয়লি নেহ।
জ্ঞান কি বুঝিবে সেহ ॥

নাগব রসিকশ্রেষ্ঠ, ইহাতে অন্য উপায় করিল। আমার পিছে পিছে আসিতে লাগিল। আমি উলটিয়া তাহাকে দেখিতে অলখিতে চুম্বন কবিল। আমাব দেহ ভাবে অবশ হইল। বিধাতা হাতে কাঁটা দিল, অধমের (ননদিনীর) সঙ্গে চলিলাম। (কানুকে স্পর্শ করিতে পারিলাম না, পথের বাধাও ঠেলিয়া ফেলিবার সামর্থ্য হইল না)। যমুনায় সিনান করিলাম। জ্ঞানদাস কহিতেছেন—ইহা কি প্রাণে সহ্য হয়?

৩। সখি বড় অপরূপ হইল। রাই যমুনা-সিনানে গেল। কানুর দর্শন মিলিল। কি যে দুইজনে ইঙ্গিত করিল। সে সব রীত বুঝিয়া সবে অন্যত্র গেল। যখন নির্জন হইল, নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিল। কি যে দুইজনে প্রেম করিল, জ্ঞান তাহার কি বুঝিবে?

৪

।। ধানশী ।।

দুহুঁ দিঠি-অঞ্চল বচন সমাপল
চৌদিশে কত আছে আনে।
দুহুঁ জন বুঝল কেহো নাহি সমুঝল
ঐছন দুহুঁ যে সিয়ানে।।
সখি রাই কলাবতি কানে।
কি দুহুঁ মনোভব মনহি বুঝাওল
কিয়ে দুহুঁ আপন সুজানে।।
ভুজে ভুজে বান্ধি উবহি দবশায়ল
রমণী সমুঝল কাজে।
আপন শিরোরুহ করে পরশায়ল
সময় বুঝায়ল সাজে।।
কর-কমলে মুখ- কমল লুকায়ল
আন সমুঝায়ল নাহ।
জ্ঞানদাস কহ তরুণি উন নহ
তৈছে কয়ল নিরবাহ।।

৪। এই পদটিতে গুরুতর পাঠ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। সুতরাং অর্থ নির্ণয়েও অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। 'ভুজে ভুজে বান্ধি' শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত। পদে স্পষ্টই আছে, শ্রীরাধা তাহা বুঝিলেন। অতএব এইবার তাঁহার পালা। শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। কিন্তু সময়ের ইঙ্গিত শ্রীমতীই জানাইবেন। তাঁহার গৃহত্যাগেই বিপদের সম্ভাবনা, সুতরাং সাবধানতা প্রয়োজন। 'আপন শিরোরুহ' শ্রীরাধার সঙ্কেত। পদকল্পতরুতে পাঠ আছে 'আনন সরোরুহ' ইহাও শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং 'সাজে' পাঠকে 'সাঁজে' হইতে হস্তলিপির প্রমাদক্রমে 'সাঁঝে' পৌঁছাইয়া দিয়াছে। জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদে এইরূপ ইঙ্গিত প্রচুর। কিন্তু কবিগণ কোথাও 'সাঁঝে' শব্দটির এত স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ইঙ্গিতের মর্মোচ্ছেদ করেন নাই। 'সাজে' অর্থাৎ সাজিবার ছলে, কেশবিন্যাসের ছলে। 'ব্যাজে' পাঠও হইতে পাবে। 'আন সমুঝায়ল নাহ' অর্থে 'নাথকে অন্য বুঝাইলেন' হইবে না। অর্থ হইবে—নাথ অন্যরূপ বুঝাইলেন। 'আপন শিরোরুহ' লিপিকর-প্রমাদে 'আনন সরোরুহ' হইয়াছে।

দুইজনেই নয়নের ইঙ্গিতে কথা শেষ করিল। চারিদিকে কতই না অন্য লোক রহিয়াছে। দুজনের কথা দুজনেই বুঝিল, অপর কেহই বুঝিল না, এমনই তাবা চতুর। সখি, কলাবতী রাই আর কানু, দুজনের অনঙ্গ-সঙ্কেত মনকে বুঝাইল। কিংবা দুজনে দুজনের রসজ্ঞতা প্রকাশ করিল। কানু আপনার বক্ষের উপর বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া (আলিঙ্গনের ইঙ্গিত) দেখাইল, রমণী (রাধা) কাজ বুঝিল এবং করদ্বারা আপন মস্তকের কেশ স্পর্শ করিয়া সজ্জার ছলে অর্থাৎ কেশবিন্যাসের ছলে (রজনীতে) মিলনের সময় বুঝাইয়া দিল। (কিন্তু রজনী পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে অসামর্থ্য জানাইয়া) হস্তস্থিত লীলাকমলে মুখকমল লুকাইয়া (কমল মুদিত হইলে অর্থাৎ সন্ধ্যায় অভিসারের সময় জানাইয়া) নাথ (শ্রীকৃষ্ণ) অন্যরূপ বুঝাইলেন। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তরুণীও ন্যূনা নহে, সেইরূপই নির্বাহ করিল। (ইঙ্গিতে সন্ধ্যায় মিলনে সম্মতি জানাইল)।

৫

।। বরাড়ী ।।

ছলে দরশায়ল উরজক ওর।
আপনি নেহারি হেরল মোহে থোর।।
বিহসি দশন আধ দরশন দেল।
ভুজে ভুজ বান্ধি অলপ চলি গেল।।
কি কহব রে সখি নারি সুজান।
হরখে বরখে কত মনমথ-বাণ।।
দূরহি মোহে পুন পালটি নেহারি।[১]
তোড়ল কানড় কুসুম উঘারি।।
বসনক ওর ঝাঁপল তব গোরি।
লীলা-কমলে মুখ রোপলি থোরি।।
বৈদগধি বিবিধ পসারল যেহ।
কোন মুগধ তাহে ধরু নিজ দেহ।
ধনি ধনি তাক যাক ইহ নারি।
জ্ঞানদাস কহ ধনি জনা চারি।।

৬

।। ভূপালী ।।

কি কহব রাইক চরিত অপার।
ঐছন কতিহুঁ না হেরিয়ে আর।।

৫। ছল করিয়া বাহুমূল দেখাইল। নিজের দিকে চাহিয়া পুনরায় আমার দিকে ঈষৎ দৃষ্টি ফিরাইল। (ইঙ্গিতে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জানাইল), হাসিমুখে দন্তপংক্তি অর্ধ-প্রকাশিত করিল। ভুজে ভুজে বাঁধিয়া (আলিঙ্গনের সঙ্কেতে) কিছু দূর চলিয়া গেল। সখি, সেই কলানিপুণা নারীর কথা কি বলিব? মনের আনন্দে কত কন্দর্প-শর-বর্ষণ করে। দূর হইতে পুনরায় আমাকে পালটিয়া দেখিয়া কানড় পুষ্প তুলিল। এবং সেই ফুল প্রকাশ্যে দেখাইয়া গৌরী রাধা আপনার বসনাঞ্চলে লুকাইল (কানড়-কুসুমের বর্ণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সাদৃশ্য আছে। কানড়-কুসুম একবার দেখাইয়া বসনাঞ্চলে ঢাকিবার অর্থ—'তোমাকে গোপনে আপনার করিতে চাই')। হস্তস্থিত লীলাকমলে অধর স্পর্শ করাইল। (চুম্বনের সঙ্কেত প্রকাশ করিল।) শ্রীরাধা যেরূপ বৈদগ্ধী (রসজ্ঞতা) বিস্তার করিল, কোন্ মুগ্ধ তাহাতে দেহ ধারণ করিতে পারে? (অনুরক্তা নায়িকার এই সমস্ত 'অভিযোগ' দর্শন করিয়াও তাহার সহিত মিলন না ঘটিলে কে ধৈর্য্য ধরিতে পারে, কে বাঁচিতে চায়?) যাহার এই রমণী, তাহাকে শত ধন্যবাদ। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, (সে ধন্য নয়, অপর) চারিজন ধন্য। (এই রমণী, ইহার জনকজননী ও ইহার প্রেমভাজন শ্রীকৃষ্ণই ধন্য)।

১ পদটি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। তিনি কোন সখীকে কিংবা অন্তরঙ্গ সখাকে শ্রীরাধার রসজ্ঞতার কথা বলিতেছেন। পদেও আছে—'আপনি নেহারি হেরল মোহে থোর'। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, মোহে—'আমাকে'। সুতরাং ৭ পংক্তিতে 'হরি কত দূরসেঁ পালটি নেহারি'—এ পাঠের কোন অর্থ হয় না। গৃহীত পাঠে সুন্দর অর্থ-সঙ্গতি হয়।

গুরুজন সনে আজু চলইতে বাট।
অন্তরে উপজল কানুক নাট।।[১]
পুলকে পুরল তনু ঝর ঝর ঘাম।
অবশ হইয়া কহে কানু কানু নাম।।
ননদি কহয়ে তহিঁ কানু কাঁহা হেরি।
ভানু ভানু করিয়া কহয়ে পুন বেরি।।[২]
অতিশয় তাপে তনুতে বহে ঘাম।
তাহে পুন পুন সে কহলুঁ ভানু নাম।।
গুরুজন শুনি তব নিশবদ ভেল।
জ্ঞানদাস চাতুরি উপদেশ কেল।।

৭

।। তথা রাগ ।।

নিশির স্বপনে চাঁদ-উপরাগ
হেরিয়ে মন্দিরে বসি।
হেনই সময়ে সে বনদেবতা
মোরে গরাসল আসি।।
ননদি গো রহিতে নারিলুঁ ঘরে।
না দেখি না শুনি এমন দেবতা
যুবতী দেখিয়া ধরে।। ধ্রু।।
গরাস-তরাসে আকুল হইয়া
মুরছি পড়িলুঁ ঠামে।
তোর নাম ধরি কত না ডাকিলুঁ
শুনি না শুনিলি কাণে।।

৬। রাই-এর অপার চরিত্র কি বলিব। এমন আর কোথাও দেখি নাই। গুরুজন সঙ্গে আজ পথ চলিতে অন্তরে কানুর নাট উপস্থিত হইল। পুলকে দেহ পূর্ণ হইল। ঝর ঝর ঘাম ঝরিতে লাগিল। অবশ হইয়া কানু কানু নাম করে। ননদী বলিল, এখানে কানু কোথায় দেখিলে? তাহা শুনিয়া পুনরায় ভানু ভানু বলিল। অতিশয় তাপে দেহে ঘাম বহিতেছে তাই বার বার ভানুর নাম কহিতেছি। গুরুজন শুনিয়া নিঃশব্দ হইল। জ্ঞানদাস চাতুরী উপদেশ করিলেন।

৭। নিশার স্বপনে মন্দিরে বসিয়া চান্দের গ্রহণ দেখিতেছিলাম। এমন সময়ে সেই বনদেবতা আসিয়া আমাকে গ্রাস করিল। ননদি গো, ঘরে রহিতে নারিলাম। এমন দেবতা কোথাও দেখি নাই, কখনো শুনি নাই যে যুবতী দেখিয়া ধরে। গ্রাসের তরাসে আকুল হইয়া সেই স্থানেই মূর্ছিতা হইয়া পড়িলাম। তোমার নাম

১ কানুর লীলাচঞ্চল রঙ্গরসের কথা স্মৃতিপথে উদয় হইল।

২ ননদিনীর নিকট নিজ লজ্জা ঢাকিবার জন্য কানুর পরিবর্তে 'ভানু' নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। আতপতাপে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াই ভানুর স্তবস্তুতি করিতেছে এইরূপ বুঝাইল।

এ মোর বিতথা সে বনদেবতা[১]
স্মরি চমকিয়ে চিতে।
এ বোল শুনিয়া ননদী চমকি
ভ্রমিয়া বুলয়ে ভিতে॥
গোকুল-পতির মতি ভুলাইলা
ঈষত আঁখির ঠারে।
জ্ঞানদাস কহে ননদী ভুলাতে
কিবা পরমাদ তারে॥

৮

॥ সুহই ॥

পিয়ার পিরিতে জাগি ঘুমায়লুঁ
না জানি বিহান নিশি।
কানুর সঙ্গের অঙ্গের সৌরভ
ননদী পাওল আসি॥
ননদী বলে গা তোল বড়ুয়ার ঝি[২]।
সে হেন অঙ্গের এমন বিতথা[৩]
লোকে না বলিবে কি॥ ধ্রু॥
কেন তোর তনু হেন বিবরণ
মলিন চাঁদের কলা।
মত্ত করিবরে মথিয়া থুইয়াছে
শিরীষ-কুসুম-মালা॥

ধরিয়া কত যে ডাকিলাম, কানেও শুনিলে না। আমার এই দশা এবং সেই বনদেবতার কথা মনে করিয়া এখনো চিত্ত চমকিত হয়। এই কথা শুনিয়া ননদী চমকিতা হইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঈষৎ আঁখির ঠারে যে গোকুলপতির মতি ভুলাইল, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ননদী ভুলাইতে তাহার আর কিসের প্রমাদ?

৮। পিয়ার পিরীতে (নিশি) জাগিয়া (প্রভাতে) ঘুমাইলাম। জানি নাই যে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। ননদী আসিয়া কানুসঙ্গজনিত অঙ্গ-সৌরভ পাইল। ননদী বলিল, ওগো, বড়ুয়ার ঝি গা তোল, (তোমার) সে হেন দেহের এমন (বিপর্যয়) দশা কে করিল? কেন তোমার দেহ এমন বিবর্ণ, যেন চাঁদের কলা মলিন হইয়াছে! সুকোমল শিরীষ কুসুমের মালা যেন মত্ত হস্তী মথিয়া রাখিয়াছে। এমন রঙ্গের নূপুর, এমন হার কে দিয়াছে?

[১] সেই বনদেবতা কর্তৃক আমার এই দুরবস্থার কাহিনী শুনিয়া ননদিনী চমকিত হইয়া তাহার অনুসন্ধানে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অর্থাৎ ননদী এই কথায় বিশ্বাস করিয়াছে।

[২] বড় ঘরের মেয়ে—শ্লেষোক্তি।

[৩] বিস্রস্ত, অবিন্যস্ত অবস্থা।

কে দিলে এ হেন রঙ্গের নূপুর[১]
কে দিলে এমন হার।
তড়িত জিনিয়া বরণ বসন
গুপতে আনিলি কার।।
আপাদ মস্তক নাহি পরকাশ
কে দিলে চন্দন চূয়া।[২]
সুরঙ্গ অধরে রঙ্গ ধরাইয়া
কে দিলে তাম্বুল গুয়া।।
নাসার বেশর ভালে সে তিলক
কে দিলে এমন ছান্দে।
খঞ্জন-নয়ানে অঞ্জন রঞ্জিত
জ্ঞান পড়িল ধান্দে।।

৯

।। শ্রী রাগ ।।

দেখিতে দেখিয়ে আনহি ছান্দ কিবা লাগিয়াছে মদন-ফান্দ।।
সহজে কানুর চরিত যে। তা দেখি জগতে না ভুলে কে।।
সই বলিব কি। প্রেম-পরসঙ্গ দেখিতেছি।।
পিরিতির হার না পরে কে। দ্যুতি পাইয়াছে পরতেক দে।।
নহিলে এমন চরিত নয়। আন ছলে এত কথা কি কয়।।

এমন বিদ্যুৎ-বিনিন্দিত-বর্ণ কাহার বসন লুকাইয়া আনিয়াছিস? আপাদমস্তক আবৃত করিয়া কে চন্দন-চুয়া-চর্চিত করিয়াছে? তোর স্বভাবত রক্তিম অধরে যেন তাম্বুল-রাগ যোগ করিয়া কে উহার রংকে গাঢ়তর করিয়াছে? নাসার বেসর ও ললাটের তিলক এমন ছান্দে কে পরাইয়াছে? তোর খঞ্জন-নয়ানে কে কাজল আঁকিয়া দিল? জ্ঞানদাস ধান্দায় পড়িলেন।

৯। রাধাকে লক্ষ্য করিলে তাহাকে যেন অন্যরূপ প্রতীয়মান হয়। কামের মোহময় আকর্ষণের জন্যই এই আশ্চর্য পরিবর্তন। কানুর যে স্বাভাবিক আচরণ তাহাই জগতের মনোমুগ্ধকর। সখি কি আর বলিব; অদ্ভুত প্রেমপ্রসঙ্গ চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি। পিরীতির অলংকার সকলের দেহকেই সজ্জিত করে, কিন্তু রাধার ক্ষেত্রে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন প্রেমের দ্যুতিতে ভাস্বর। (যে প্রেম সার্বজনীন অনুভূতির বিষয়, তাহা রাধার দেহে-মনে অলৌকিক, অনির্বচনীয় দ্যুতির রূপান্তর ঘটাইয়াছে।) তাহা না হইলে রাধার মত মিতভাষী, আত্মগোপনক্ষম নারী নানা ছলে এত কথা বলিবে কেন? (প্রেমের মায়াময় স্পর্শে তাহার সমস্ত সংযম-বন্ধন

১ নূপুর, হার ও পীত বসন—নায়কের বেশভূষা—নায়িকার অঙ্গে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

২ নায়কের দেহবিন্যস্ত চূয়া-চন্দন প্রচুর পরিমাণে নায়িকার দেহে লিপ্ত হইয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আবৃত—একাকার করিয়া দিয়াছে। প্রেমের রক্তিমাভা স্বভাবত রক্তবর্ণ অধরকে তাম্বুলরাগরঞ্জিত রূপে প্রতিভাত করিতেছে।

হাসির নিশানে চাহনি আন। তা দেখি কাহার না হয় ভান॥
জ্ঞানদাস অনুভবিয়া গায়। রসের বেভার লুকা না যায়॥

১০

॥ পঠমঞ্জরী ॥

আজি কেনে তোমা এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল বেথা॥
কিবা মনেতে লাগিয়াছে।
দিঠি দিয়া কেবা দেখিয়াছে॥
বসন ভূষণ না রহে গায়।
রসের অঙ্কুর উপজে তায়॥[১]
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমি জনার মরমে বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিতেছে সাখী॥
তার ভাবে যদি এমন জান।
জ্ঞান কহে তবে কেন না মান॥

ফুটিয়া গিয়াছে, কথায়-বার্তায় নানা ছলে তাহার প্রণয়োদ্বেলিত হৃদয় উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে)। তাহার হাস্য-রসসিক্ত কটাক্ষ যেন সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার বোধ হইতেছে; তাহা দেখিয়া কে বা আত্মবিস্মৃত না হয়? জ্ঞানদাস নিজ অন্তরের অনুভূতির সাহায্যে বুঝিয়া গাইতেছেন যে, বাহ্য আচরণের ভিতর দিয়া রসের অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ ঘটিতেছে।

১০। আজি তোমাকে এমন দেখিতেছি কেন, তোমার (রজনীজাগরণজনিত) আরক্ত আঁখি সঘনে ঢুলিতেছে। অঙ্গ মোড়া দিয়া কথা কহিতেছ, জানি না অন্তরে কি ব্যথা হইয়াছে। তোমার মনে কিসের ভাব লাগিয়াছে, তোমার উপর কাহারো দৃষ্টি পড়িয়াছে নাকি? বসনভূষণ গায়ে থাকিতেছে না। তাহাতে রসের অঙ্কুর (পুলক) জাগিতেছে। লোকলজ্জায় যদি প্রকাশ না কর অন্তরঙ্গাগণের মনে কষ্ট হয়। আঁচলের সোনা (তো লুকানো যায় না) ঝলক দিতেছে। তোমার দেহই প্রেমের সাক্ষী। (স্বর্ণপ্রাপ্তিতে বদন যেমন আনন্দ প্রদীপ্ত হয়, তোমার অন্তরের প্রেমে দেহ তেমনই পুলকিত হইয়াছে।) জ্ঞানদাস সখীকে বলিতেছেন, তার (শ্রীকৃষ্ণের) ভাবেই (শ্রীরাধার) এমনই হইয়াছে যদি জানিতেছ তবে তুমিই বা কেন মানিতেছ না? (অর্থাৎ তুমি আবার শ্রীমতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া লজ্জা দিতেছ কেন?)

১ সেই অর্ধ-অনাবৃত দেহে পুলকচিহ্ন যেন অন্তরের অপরূপ রসানুভূতির অঙ্কুরিত বহিঃপ্রকাশ।

১১

।। ধানশী ।।

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লোকলাজে।
অনুভবে জানলুঁ অদভুত কাজে।।
তুহুঁ বরনারি চতুরবর কান।
মরকতে মিলল কনক দশবাণ।।
এ ধনি এ ধনি বহু পরিহার।
নিজ জন জানিয়ে না কর বেভার।।
খেনে খেনে আলসে মুদ আধ আঁখি।
নিজ তনু-ছাহে চাহি কর সাখী।।
জলধর হেরি ভেলি চমকিত।[1]
শ্যামরচান্দে চোরায়ল চিত।।
খেনে পুলকিত তনু রহসি গাঁভারি।
মৃগমদ উবজে যতনে চিরে বারি।।
ফুয়ল কবরী উবহি লোটাই।
জ্ঞানদাস কহে কাহে লুকাই।।

১২

।। বরাড়ী ।।

চলিতে না পার রসের ভরে।
আলস নয়ান অলপ ঝরে।।[2]

১১। নিত্যই তো দেখিতেছি, লোকলজ্জায় কিছু বলি না। তোমাব অদ্ভুত কাজ অনুভবে জানিলাম। তুমি রমণীরত্ন, কানুও চতুবচূড়ামণি। দশবাণ সোনা মবকতেব সঙ্গে মিলিয়াছে। ওগো ধনি, ওগো ধনি, তোমাকে দণ্ডবৎ। নিজের লোক জানিয়াও অন্যরূপ ব্যবহাব কবিতেছ। ক্ষণে ক্ষণে অলসে আঁখি অর্ধেক মুদিয়া আসিতেছে, নিজ দেহের ছায়াকেই সাক্ষী মানিয়া দেখ না। (দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিলেই নিজ দেহের অবস্থা বুঝিতে পাবিবে।) মেঘ দেখিয়াই চমকিয়া উঠিতেছ, নিশ্চয় শ্যামচাঁদ তোমার মন চুরি করিয়াছে। দণ্ডে দণ্ডে দেহের পুলক গোপন কবিতেছ; (নখক্ষত গোপন জন্য), স্তনলিপ্ত মৃগমদ যত্নে বসনে ঢাকিতেছ। তোমার এলায়িত বেণী বক্ষে লুটাইতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন. কেন লুকাইতেছ? (শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের এতগুলি চিহ্ন কিরূপে লুকাইবে?)

১২। রসের ভরে চলিতে পার না। অলস নয়নে প্রকাশিত অল্প আনন্দাশ্রু। ঘন ঘন বাহিরে যাইতেছ। আন ছলে কত কথা বুঝাইতেছ। না জানি অন্তরে কিবা সুখ পাইয়াছ। আঁচলে সোনা বাঁধা থাকিলে তার ঝলক

[1] স্নিগ্ধশ্যাম-মেঘদর্শনে তোমার চমক তোমার অন্তর যে শ্যামভাবে ভাবিত হইয়াছে তাহারই সাক্ষী।

[2] আবেশপূর্ণ অলস দৃষ্টিতে ভাবোচ্ছ্বাসসূচক ঈষৎ অশ্রুধারা।

ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও ॥[১]
না জানিয়ে কিবা অন্তরে সুখে।[২]
আঁচরে কাঞ্চন ঝলক মুখে ॥
মরমে পিরিতি বেকত অঙ্গে।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গে ॥
কালা বরণ দেখি চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর[৩] না পাও ॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেমকলেবর ততহিঁ সাখী ॥
জ্ঞানদাস রস ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায় ॥

১৩

॥ বরাড়ী ॥

হাসি হাসি বয়ন লুকায়সি রাই।
শ্যাম-সুনাগর-রস অবগাই ॥
অন্তরে অন্তরে পিরিতি-নিবন্ধ।
লাজ-কপাট কয়ল মুখ বন্ধ ॥
তিলে তিলে প্রতি অঙ্গে পবতেক হোই।
দুখ বিনু দুহুঁ দিঠি লহু লহু রোই ॥
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ।
আজু আন রীত দেখিয়ে আন রঙ্গ ॥

(আনন্দরূপে) যেমন মুখে প্রকাশ পায় (তোমারও তেমনই দেখিতেছি)। মর্মের পিরীতি অঙ্গে ব্যক্ত হইতেছে। কামদেব তোমাকে তিলেক সোয়াস্তি দিতেছে না। কালো বরণ দেখিয়া চমকি চাহিতেছ। ভাবে ব্যাকুল, দিশা খুঁজিয়া পাইতেছ না। কপোল পুলকাকুল দেখিতেছি। কলেবরই প্রেমের সাক্ষী দিতেছে। জ্ঞানদাস রস ভাবিয়া গাহিতেছেন—রসের ব্যবহার লুকানো যায় না।

১৩। রাই, হাসি-হাসি মুখখানি লুকাইতেছ (অথবা হাসিয়া হাসিয়া মুখ লুকাইতেছ), শ্যাম সুনাগরের রসে অবগাহন করিয়াছ। অন্তরে অন্তরে পিরীতির বাঁধন, লাজ-কবাট মুখ বন্ধ করিয়াছে। তিলে তিলে তোমার প্রতি অঙ্গে (শ্যামরসে অবগাহনের চিহ্ন) প্রত্যক্ষ হইতেছে। দুঃখ নাই, তথাপি দুটি আঁখি ছল ছল করিতেছে। প্রতিদিন তোমার দেহ যথাযোগ্যই দেখিয়াছি, আজই অন্য রীতি, অন্য রঙ্গ দেখিতেছি। কথা বলিতে গিয়া কণ্ঠ ভাব-রুদ্ধ

১ তোমার এই চাঞ্চল্য গোপন করিবার জন্য কত না চাতুরীপূর্ণ বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছ।
২ তোমার বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া অন্তরের সুখের গভীরতা অনুমান করা যায়।
৩ সাম্য অবস্থা পাইতেছ না।

কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ।
বহু পরসাদ তোহে কয়ল অনঙ্গ।
মন পরিতোষ, দোষ নাহি দেহ।
জ্ঞানদাস কহ নব নব নেহ॥

১৪

॥ গান্ধার ॥

কাহে কানু ঘন ঘন আয়ত যাযত
ফিরি ফিরি বয়ান নেহারি।
হাসি হাসি মুখ-শশী উগাবে অমিয়-বাশি
তোহে কিযে কয়ল পুছারি॥
সখি হে—কহ কিছু বচন বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে না জানি কাহাব ভিতে
আছয়ে পিরীতি-লব-লেশ॥ ধ্রু॥
সহজে রসিকরাজ অলখিত সব কাজ
অনুভবি ওব না পাই।
যাহার নয়ন-শরে জাতি কুল শীল হবে
ভাগ্যে ভাগ্যে আমবা এড়াই॥
একই নগবে বৈসে কখন এ দিগে আইসে[1]
দেখি শুনি কাঁপযে পবাণ।
জ্ঞানদাস শুনি বলে কহ দেখি কোন ছলে
করিতে না পারি অনুমান॥[2]

হইতেছে, আলস্যসূচক অঙ্গ মোড়া দিতেছ, কামদেব তোমাকে প্রচুর প্রসাদ দান করিয়াছে। মন তো তোমাব পরিতুষ্ট হইয়াছে (মনে মনে তো খুসী হইয়াছ আর আমাদিগকে) দোষ দিও না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, নূতন নূতন প্রেম (নিত্য নূতন পিরীতি)।

১৪। কানু কেন ঘন ঘন আসিতেছে যাইতেছে? ফিরিয়া ফিরিয়া তোমার মুখের দিকে চাহিতেছে। তাহার মুখচন্দ্র হাসিয়া হাসিয়া অমিয় ছড়াইতেছে; তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করিল? সখি বিশেষ কথা কিছু বল। মনে অনুমান করিতেছি, না জানি কাহার সঙ্গে তাহার পিরীতির সম্বন্ধ রহিয়াছে। সে তো সহজেই রসিকশিরোমণি। তাহার সব কাজই অন্যের অগোচর, অনুভবে সীমা পাই না। যাহাব নয়নবাণ জাতিকুলশীল সব হরণ করে, ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা (তাহার হাতে) এড়াইয়াছি। একই নগবে বাস করে, কখন এদিকে আসিয়া পড়িবে, দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ কাঁপিতেছে। শুনিয়া জ্ঞানদাস বলিতেছেন—তোমরা কোন্ ছলে কথা বলিতেছ অনুমান করিতে পারিতেছি না।

[1] সে প্রতিবেশী; সুতরাং তাহার এ দিকে আসা যে-কোন মুহূর্তে ঘটিতে পারে।

[2] কবি নায়িকার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন যে, সখীদের কথার মধ্যে যে গূঢ় ইঙ্গিত আছে তাহা দুর্বোধ্য।

১৫

॥ সুহই ॥

চলইতে থকিত চকিত রহু কান। হাসি নেহারল তোঁহারি বয়ান ॥
চৌদিকে চাহি কহল কিছু থোর। ধরণী না সম্বরে ও রস-ওর ॥
এ সখি এ সখি নিবেদলোঁ তোয়। অকপটে কহবি না বঞ্চবি মোয় ॥
তুহুঁ বরনারী চতুর বরনাহ। অনুভবে জানি আছয়ে নিরবাহ ॥
তুয়া সঞে পিরিতি কি রস আনঠাম। কো ধনি গুপতে পূজয়ে নিতি কাম ॥
শ্রবণ-নয়নে ধনি রহল সমাধি। ধক ধক অন্তরে উপজে বেয়াধি ॥
এত জানি যব হয়ে পরসাদ। জ্ঞানদাস কহ নহ পরমাদ ॥

১৬

॥ ধানশী ॥

লহু লহু মুচকি হাসি চলি আওলি
পুন পুন হেরসি ফেরি।
জনু রতিপতি সঞে মিলন-রঙ্গভূমে
ঐছন কয়ল পুছেরি ॥[১]
ধনি হে, বুঝলুঁ এ সব বাত।
এত দিনে তুহুঁক মনোরথ পূরল
ভেটলি কানুক সাথ ॥ ধ্রু ॥

১৫। যাইতে যাইতে কানু হঠাৎ থামিয়া পড়িল ও হাসিয়া তোমার মুখের দিকে তাকাইল। চারিদিকে চাহিয়া কিছু কথা বলিল। এই সামান্য কয়েকটি ইঙ্গিত-আচরণে যে রসসৃষ্টি হইল তাহার মাধুর্য অপরিমেয়। হে সখি, তোমাকে মিনতি করি, আমাকে বঞ্চনা না করিয়া সমস্ত অকপটে খুলিয়া বলিবে। তুমি রমণীশ্রেষ্ঠা ও তোমার প্রেমিক চতুরের শিরোমণি। (যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাইতেছি না, তথাপি) অনুভবে বুঝিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে প্রণয়লীলা জমিয়াছে। তোমার সঙ্গে পিরীতির রস কি অন্যপ্রকার, সাধারণের বিপরীত-ধর্মী? কোন্ সুন্দরী প্রতিদিন গোপনে কামপূজা নির্বাহ করিতে পারে? (তোমার ক্ষেত্রে কি প্রণয়ের স্বভাবধর্ম লুপ্ত হইবে? তুমি কি মনে করিয়াছ যে, তুমি প্রতিদিন প্রেম করিয়া তাহা গোপন রাখিতে সমর্থ হইবে?) (এই অনুযোগের পরও) ধনী চক্ষুকর্ণের ইন্দ্রিয়বিষয়ে সমাধিপ্রাপ্ত অবস্থায় রহিল—বাহ্যজ্ঞানশূন্য, তন্ময় হইয়া রহিল। অন্তরের অবিরাম উদ্বেগ-চাঞ্চল্য যেন ব্যাধির (ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-বোধরূপ) সৃষ্টি করিয়াছে। যখন আমরা তোমার সম্বন্ধে এত কথাই জানি তখন প্রসন্ন হইয়া সমস্ত খুলিয়া বল। জ্ঞানদাসও এই অনুরোধ সমর্থন করিয়া বলিতেছেন যে, বলিলে কোন বিপত্তি ঘটিবে না বা অবিবেচনার কার্য হইবে না।

১৬। ধীরে ধীরে মুচকি হাসিয়া চলিয়া আসিলে। বারবার ফিরিয়া দেখিতেছ। যেন রতিপতির সঙ্গে মিলনের ক্রীড়াভূমিতে (রতিপতি) ঐরূপ কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছে। (তুমি মুচকি হাসিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া

[১] যেন মদনকলা-সম্পর্কিত কোন নিগূঢ় প্রশ্ন উত্তর-প্রতীক্ষায় তোমার মনে ঘোরাফিরা করিতেছে এইরূপ মনে হইতেছে।

যব তোহে সখিগণ নিরজনে পুছল
তব তুহু ছাপলি কাহে।
অব বিহি সো সব বেকত কয়ল সখি
কৈছনে গোপবি তাহে।।
চোরিক বচন কহত সব গুরুজন
সো সব পায়লুঁ সাখী।
দশ দিন দুরজন এক দিন সুজনক
আজু দেখলুঁ পবতেকি।।[১]
হামসব নিজ জন কহসি বাতি দিন
সো সব বুঝলুঁ আজু কাজে।
শুনি জ্ঞানদাস কহ সখি তুহুঁ বিবমহ
বাই পাযল বহু লাজে।।

১৭

।। কামোদ ।।

রূপ কলা গুণ সব সম্পূবণ
ঐছন কানু বব নাহ।
আছিল আমাব চিতে তুয়া সঞে মিলাইতেঁ
ভালে ভেল বিহি নিববাহ।।
সখি হে কাহে তুহু মানসি লাজে।
বিহি-পবসাদে সাধ সব পূবল
বুঝল মো অপরূপ কাজে।।

তাহাবই উত্তর দিতেছ)। সখি সব কথাই বুঝিলাম, এতদিনে তোমাব মনোরথ পূর্ণ হইল, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোমার মিলন ঘটিয়াছে। যখন সখিগণ তোমাকে নির্জনে (এই কথাই) জিজ্ঞাসা করিল তখন তুমি কেন লুকাইলে? বিধাতা এইবাব সেই সব প্রকাশ কবিয়া দিল, সখি, কিরূপে তাহা গোপন করিবে? তোমাব চুরিব (লুকাইয়া) প্রেম করার কথা গুরুজনেবা বলিত, সে সবেব সাক্ষী পাইলাম। দশদিন দুর্জনের একদিন সাধুর, আজ প্রত্যক্ষ দেখিলাম। আমবা তোমার আপনার জন বাত্রিদিন এই কথা বল, তোমাব কাজে আজ সে সব বেশ বুঝিলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সখি, তুমি থাম, রাই অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছে।

১৭। রূপে, কলানৈপুণ্যে, সকল গুণে সম্পূর্ণ এমনি শ্রেষ্ঠ নাগর শ্রীকৃষ্ণ। আমার সাধ ছিল তাহার সঙ্গে তোমার মিলন করাইয়া দিব। ভাল হইল, বিধিই তাহা নির্বাহ কবিল। সখি, কেন তুমি লজ্জা পাইতেছ? বিধির কৃপায় সব সাধ পূর্ণ হইল। আমি বুঝিলাম, এ এক অপরূপ কাজ। যাহার কথা ছাড়া অন্যদিন তুমি আর কোন

[১] এটি একটি বহু-প্রচলিত প্রবাদবাক্য—দুষ্টের দশদিনেব জারিজুরি, মিথ্যাচার একদিন ধরা পড়ে ও সত্যের মহিমা উদ্ঘাটিত হয়। এই প্রবাদবাক্যের সত্যতা আজ আমাদের চোখের সামনে প্রমাণিত হইল।

যাকর কাহিনি ছাড়ি তুহুঁ আন দিন
আন না শুনসি কাণে।[১]
বচন রচন করি সব উলটায়সি
আজু দেখি আন সন্ধানে ॥
সব আন চীত রীত তুয়া অন্তর
বয়ন ঝাঁপসি এক হাতে।
জ্ঞানদাস কহ বচন আন নহ
কো পাতিয়ায়ব ইথে ॥

১৮

॥ সিন্ধুড়া ॥

অবহুঁ রভস-রস কয়লহি ধাধস
ঝামর দুফর বেলি।
উলটল কবরি অম্বব নাহি সম্বরি
কহ কেবা গাবি বা দেলি ॥[২]
সখি হে কোন এতহুঁ দুখ দেল।
বিকচ কমল-ফুল লোচন দুহুঁ তুল
অব কাহে মুদিত ভেল ॥ ধ্রু ॥
তাম্বুল অধরহি মধুর বিম্ব-ফল
কীর কিবা দংশিল তাহে।
কুচ-ছিবিফল পর বিহগ কি বৈঠল
অরুণবেখ ভেল কাহে ॥

কথা কানে শুনিতে না, (সেই শ্রীকৃষ্ণেব প্রসঙ্গ ভুলিতে গিয়া) আজ দেখিতেছি অন্য সন্ধানে বচন রচনা করিয়া সব উল্টাইয়া দিতেছ। তোমাব বীতি, তোমাব মন, তোমাব অন্তব সব দেখিতেছি অন্যরূপ। একহাতে মুখ ঢাকিতেছ। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, (সখীর) কথা মিথ্যা নয়, কে ইহাতে (তোমার ছলনাময় ব্যবহারে) প্রত্যয় করিবে ?

১৮। আশ্চর্য কবিল, (রোদে পৃথিবী পুড়িয়া যাইতেছে) এই নিঝুম দুপুরেও রঙ্গরঙ্গ। অথবা বল, কেহ কি তোমাকে গালি দিয়াছে ? কারণ খোঁপা উল্টাইয়াছে, বস্ত্র সম্বরণ কর নাই, সখি কে তোমাকে এত দুঃখ দিল ? প্রস্ফুটিত পদ্মের মত দুইটি নয়ন, মুদিত দেখিতেছি কেন ? তাম্বূলরক্তিম অধরে ও কিসের দাগ ? মধুর বিম্বফলভ্রমে শুকপক্ষী কি তাহাতে দংশন করিয়াছে ? বিল্বফল সদৃশ পয়োধরের উপর কি কোন পক্ষী বসিয়াছিল, নতুবা

[১] যতদিন নাগব অপ্রাপ্য ছিল, ততদিন তাহাব প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কথা শুনিতে না ; আজ নানারূপ বাগ্জাল রচনা করিয়া তাহার কথাই চাপা দিতেছ, একি বিপরীত আচরণ ? নায়কের সঙ্গে মিলনের পর তৎসম্পর্কীয় প্রসঙ্গ সেই রহস্য ব্যক্ত করিবে এই ভয়েই তাহা বর্জন করিতেছ।

[২] অথবা এই বিস্রস্ত কেশ-বেশ কি অভিমান-দুঃখের নিদর্শন ?

কাজর কপোল লোল অমিয়া ফল[১]
সিন্দুর সুন্দর বয়ানে।
জ্ঞানদাস কহ চলহ চলহ সখি
রাইক মিলাহ সিনানে।।

১৯

।। যথা রাগ ।।

পহিলহি পিরিতি নাহি পরকাশ।
দোতি শুতায়ল উনহিক পাশ।।[২]
ননদিনি নিঁদহি আপন ঘরে ভোর।
তৈখনে লেই গেও রসবতি চোর।।[৩]
কি কহব বে সখি কেলি-বিলাস।
মদনমণিমন্দিবে কয়লু নিবাস।।[৪]
পহিলহি নিবিড় আলিঙ্গন দেল।
দুহুঁ তনু পুলকে দিগুণ ভৈ গেল।।[৫]
প্রেম কয়ল কত বিদগধ-বাজ।
দশনে দশনে দুহুঁ ঘন ঘন বাজ।।

তাহাতে রক্তাক্ত রেখার মত চিহ্ন হইল কিরূপে? মুখে সিন্দুর এবং কপোলে কাজল লাগিয়াছে, দুয়ে মিলিয়া দেখাইতেছে যেন সুপক্ক আম্রফল। (উহাতেও শুক কিংবা অন্য বিহগের আক্রমণ আশঙ্কা আছে)। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সখি, চল চল রাইকে স্নান করাইয়া আনি।

১৯। প্রথম পিরীতি অপ্রকাশ ছিল। দূতী বন্ধুর পাশে শোয়াইয়া দিল। ননদিনী আপন ঘরে ঘুমে অচেতন ছিল, সেই সময়ে রসবতী দূতী চোরকে (বন্ধুকে) লইয়া আসিল। সখি, কেলি-বিলাসের কথা কি বলিব, মদন-মণি-মন্দিরে নিবাস করিলাম। প্রথমে গাঢ় আলিঙ্গন দিল। দুজনের দেহই পুলকে যেন দ্বিগুণিত হইল। সেই রসিকরাজ যে কত প্রেম করিল। (চুম্বনে) দুইজনের দশনে দশনে ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। দুইজনের ললাটে

১ কজ্জল-লাঞ্ছিত কপোল ও সিন্দূর-রক্ত মুখমণ্ডলের সংযোগে বোঁটার নিকট কাল ও অন্যত্র রক্তবর্ণ পাকা আমের মত দেখাইতেছে।

২ প্রথমে আমার প্রেম সেরূপ স্ফূর্ত হয় নাই। দূতী আমাকে তাহার পাশে শয়ন করাইয়া দিল, অর্থাৎ প্রথম মিলন অনুরাগের প্রাবল্যে নহে, দূতীর মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হইয়াছিল।

৩ রসবতী দূতী নায়ক-চোরকে লইয়া গেল।

৪ কেলিবিলাসের কথা আর কি বলিব? যেন মদনরাজের মণিময় মন্দিরে বাস করিলাম, অর্থাৎ প্রেমের নিগূঢ়তম আনন্দ, মর্মকোষসঞ্চিত রস উপভোগ করিলাম।

৫ উভয়ের দেহ নিবিড় আনন্দে এরূপ পুলককণ্টকিত হইল, যে এই স্ফীতিতে উহাদের পরিমাণ দ্বিগুণিত হইল।

দুহুঁ তনু লাগল ভালহি ভাল।[১]
চন্দনে লাগল সিন্দুর-জাল॥
বেশ বসন দুহুঁ আনহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ পুন কিয়ে কেল।

২০

॥ তথা রাগ ॥

যব কানু আওল মন্দির-মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপায়লু লাজে॥
করে কর বারি ফুয়ল চির মোর।
পিয়া বড় ঢিঠ কর রাখল আগোর॥
কি কহব রে সখি কানুক নেহা।
ও সুখে মুগধী মুগধ মঝু দেহা॥ ধ্রু
প্রেম-পরশ-রস কয়ল অপার।
কত পরথাপল পিরিতি-পসার॥
চুম্বনে চূয়ল অধরক রাগ।
কি কহব সে সব সময় সোহাগ॥
নিবিড়-আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ।
লুবধ মনোভব নহ পরিচেছ্দ॥
উপজল আরতি কহন না যায়।
জ্ঞানদাস কহ সীম কে পায়॥

ললাটে মিলিল, (বন্ধুর) ললাটের চন্দনে আমার ললাটের সিন্দুর লাগিয়া গেল। বেশবসন অন্যরূপ হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন--পুনরায় কি করিল?

২০। যখন কানু মন্দির-মাঝে আসিল, লজ্জায় আঁচলে মুখ ঢাকিলাম। কবে কর প্রতিরোধ করিয়া বস্ত্র শ্লথ করিল। (পাছে প্রতিবন্ধকতা করি তাই সেই) নিলাজ পিয়া আমার হাত আগুলিয়া রাখিল। সখি, কানুর প্রীতির কথা কি বলিব, ওই সুখেই মুগ্ধা আমি, আমার দেহও মুগ্ধ। প্রেমরূপ পরশমণির অপার রস বিস্তার করিল, পিরীতি প্রসারের কতই প্রস্তাব উঠাইল। চুম্বনে অধরের রাগ মিলাইয়া গেল। সে সব সময়ের সোহাগের কথা কি আর বলিব। নিবিড় আলিঙ্গনে স্বেদাক্ত হইলাম। লুব্ধ মদনের বিরাম নাই। অনুরাগ সঞ্জাত হইল, সে কথা বলা যায় না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কে সীমা পাইবে?

১ ললাটে ললাট স্পৃষ্ট হইয়া চন্দনে সিন্দুরে মাখামাখি হইয়া গেল।

২ কবি এই সংক্ষিপ্ত সার-সঙ্কলনে সন্তুষ্ট না হইয়া পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ শুনিতে কৌতূহল প্রকাশ করিতেছেন।

২১

॥ পঠমঞ্জরী ॥

শুন শুন আরে সখি আজুক রঙ্গ।
রজনি গোঙায়লু সুপুরুখ সঙ্গ॥
মদন-মনোহর সুন্দর বেশ।
মন্দিরে মোর কয়ল পরবেশ॥
পাণি পাণি গহি বসাওল পাশ।[১]
শশি কুমুদিনি জনু উপজল হাস॥[২]
কাঁচুলি ফাঁড়ি কুচ-কুম্ভ বিদার।
নিবি-বন্ধ ফুগইতে টুটল হার॥
করে কর জোরি আলিঙ্গন দেল।
জ্ঞান কহে দাবিদ-দুখ দূরে গেল॥

২২

॥ ধানশী ॥

সখি—সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক-রাজ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ।
হাম চললুঁ গেহ॥
ও ধরু আঁচর ওর।
ফুয়ল কবরি মোর॥
ঢীঠ নাগর চোর।
পাওল হেম-কটোর॥

২১। আরে সখি! শুন আজিকার রঙ্গ শুন। সুপুরুষের সঙ্গে নিশি যাপন করিলাম। মদন-মনোহর সুন্দর-বেশধারী নাগর মন্দিরে প্রবেশ করিল। হাতে হাত ধরিয়া পাশে বসাইল। চাঁদের সঙ্গে যেমন কুমুদিনীর মিলন তেমনই আনন্দ হইল। কাঁচুলি ছিঁড়িয়া কুচকুম্ভ বিদীর্ণ করিল, নীবিবন্ধ খুলিতে হার ছিঁড়িয়া গেল। করে কর জুড়িয়া আলিঙ্গন দিল। জ্ঞানদাস কহিতেছেন—দারিদ্র্যদুঃখ দূর হইল।

২২। সখি, রসিকরাজ যে কাজ করে, সে সব কহিতে লাজ পাই। সে আঙ্গিনায় আসিল, আমি গৃহে প্রবেশ করিতে গেলাম। ও (কানু) আঁচল ধরিল, আমার কবরী খুলিয়া গেল। ঢীঠ চোর নাগর হেম কৌটা

[১] করে কর গ্রহণ করিয়া।

[২] চন্দ্র ও কুমুদিনী মিলিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ গভীর আনন্দে হাস্য সঞ্জাত হইল।

ধরিতে ধরল তায়।
তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোর চপল চাঁদ।[১]
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥
জ্ঞানদাস রস ভান।
পূরল দুহুঁক কাম॥

২৩

॥ ধানশী ॥

যব সখী চললহি আপন গেহ। তব মঝু নিন্দে ভর সব দেহ।
শুতি রহলুঁ হাম করি এক চিত। দৈব-বিপাক ভেল সব বিপরীত॥
না বোল সজনি শুন স্বপন-সম্বাদ। হেরইতে কেহো জানি করে পরিবাদ॥
বিষদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝে। তুরিত ঘুচাইতে নিজ নখ বাজে॥
এক পুরুখ পুন আনি দিল আগে। কোপে অরুণ আঁখি অধরক দাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চীর আন হই গেল। কপোলে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥
অতএ করব কেহো অপযশ গাব। জ্ঞানদাস কহ কো পতিয়াব॥

২৪

॥ ধানশী ॥

এ সখি এ সখি কিয়ে করু দেহা।
জীবনক জীবন শ্যামর-নেহা॥

পাইল, ধরিতে তাহাই ধরিল। নখাঘাতে বিদীর্ণ করিল। চপল চকোর চাঁদের ফান্দে পড়িল। জ্ঞানদাস রস বর্ণন করিতেছেন—দুইজনেরই কাম পূর্ণ হইল।

২৩। সখী যখন আপন গৃহে চলিয়া গেল, সে সময় আমার দেহ ঘুমে এলাইয়া পড়িল। একমনে শুইয়া রহিলাম। দৈববিপাকে সব বিপরীত হইল। সজনি, কিছু বলিও না। স্বপ্নের সংবাদ শুন। দেখিয়া কি জানি কেহ কলঙ্ক রটায়। হৃদয়ের মাঝে সাপ পড়িল (সর্পাকৃতি বন্ধুর হাত)। তাড়াতাড়ি সেটাকে সরাইতে গিয়া নিজের নখেই বুকে লাগিল। এক পুরুষ পুনরায় সেই সর্প সম্মুখে আনিয়া দিল (বন্ধু সম্মুখে আসিলেন, দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন, হাত দুইটি সম্মুখেই দেখিলাম)। কোপে আমাব আঁখি আরক্ত হইল। (ক্রোধে অধর দংশন করিয়াছিলাম) তাই অধরেও দাগ লাগিল। (এদিকে ভয়ও হইয়াছিল) সেই ভয়ে কেশ ও পরিধেয় বস্ত্র অন্যরূপ হইল। গালে কাজল এবং মুখে সিন্দুর লাগিয়া গেল। অতএব কেহ জানি, অপযশ গান করে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কে প্রত্যয় করিবে?

(পদকল্পতরু, ২৪৬ সংখ্যক পদ, বিদ্যাপতির ভণিতা।)

২৪। ওগো সখি, ওগো সখি, দেহ কিরূপ করিতেছে। শ্যামের প্রেম আমার জীবনের জীবন। খুঁজিয়া পাইতেছি না, কোথায় যাইব। বিধাতা আমাকে যেন বিনা ডোরে (কানুর প্রেমের বাঁধনে) বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

[১] যেন প্রলুব্ধ চঞ্চল চকোর চাঁদের প্রেমবন্ধনে ধরা পড়িল।

উলশি না পাও জাও কোন ঠামে।
বান্ধি ফেলল বিহি জনু বিনু দামে॥[১]
চাটু কয়ল যেন চিরদিন দাস।[২]
জনু মনে মানিয়ে স্বপন-সম্ভাষ॥
যতয়ে আরতি করু তত উঠে খেদ।
তপত তেল জনু না হয়ে সম্ভেদ॥[৩]
অন্তরে কোপ অধিক হিয়া ডোল।
জ্ঞানদাস কহে সমচিত বোল॥

২৫

॥ শ্রীরাগ ॥

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল॥
মনক মনোরথ মনমথ দেল।
চন্দন-চাঁদে চিত হরি নেল॥
এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ।
শুধই সুধায সিঁচিত ভেল অঙ্গ॥
আরতি গুরুয়া, পিরিতি নহ থোর।[৪]
লাখ মুখে কহিতে না পাইয়ে ওর॥

এমন মনোমত কথা বলিল, যেন চিরদিনের দাস। স্বপ্ন-সম্ভাষ বলিয়া মনে হয়। যতই আরতি (আনুরক্তি প্রকাশ) করে, ততই আমার মনে খেদ উঠে (দুঃখ হয়, আমি তাহার যোগ্য প্রতিদান দিতে পারি না)। তপ্ত তেল যেমন স্পর্শ করা যায় না। অন্তরের কোপ হৃদয়কে অধিকতর দোলায় (কানু কেন এত ভালবাসে, আমার কেন কোন যোগ্যতা নাই, তাই কোপ—কানুর উপর কোপ, আপনার উপর কোপ)। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সমুচিত কথা।

২৫। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হইল, গুণ শুনিয়া শ্রবণ সার্থকতা লাভ করিল। মনের মনোরথ মন্মথ দিল, শ্রীকৃষ্ণের চন্দন-চাঁদ (ললাটের তিলক) চিত্ত চুরি করিয়া লইল। ওগো সখি, ওগো সখি, আজিকার রঙ্গ, অঙ্গে শুধুই সুধা সেচন করিল। অনুরাগ যেমন গাঢ়, পিরীতিও তেমনই প্রচুর, লাখ মুখে

---

১ যেন বিধি রজ্জু বিনা নায়কের প্রতি গভীর অনুরাগে আমাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

২ সে যেন আমার চিরদিনের দাস, এইভাবে আমাকে স্তুতি করিল—তাহার মধুর প্রেমপূর্ণ বাক্য যেন স্বপ্ন-সম্ভাষণের মত মনে হইতেছে।

৩ তাহার অনুরাগের মাত্রাধিক্য স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, কিন্তু অতিরিক্ত তাপের জন্য দুস্পৃশ্য তৈলের সহিত তুলিত হইয়াছে। যে প্রেম পরিমিত হইলে সুখময় হইত, তাহাই অপরিমিত আতিশয্যের জন্য ক্লেশকর হইতেছে।

৪ 'পিরীতি'—অন্তরের মনোভাব; 'আরতি' সেই প্রেমকে সফল করার জন্য আকুতি, প্রেম-পরিতৃপ্তির আগ্রহাতিশয্য।

পরশে অবশ তনু বেশ নিরঝম্প।
ঘামল সব তনু উপজল কম্প ॥
সরস সম্ভাষণ হাস পরিপাটী।
তাম্বুল অধরে অধরে নেই বাঁটি ॥
করি কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ।
জ্ঞান কহে দুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ ॥

২৬

॥ ধানশী ॥

এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে ॥
পুরুষ পরশ[১] হৈয়া নন্দের কুমার।
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার ॥
কাহারে কহিব সখি মরমের কথা।
নাগর পরায়ে মোর চরণে আলতা ॥
আপন চূড়ার বেশ বনায় আমারে।
রমণী হইয়া যেন রহে মোর কোরে ॥
কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ-ধরম ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শুন বিনোদিনি।
জিতে কি পাসরা যায় কান গুণমণি ॥

কহিয়া সীমা পাই না। পরশে দেহ অবশ হইল, বেশ খসিয়া পড়িল, দেহ ঘামিয়া উঠিল, কাঁপিতে লাগিলাম। রসের কথা বলিয়া সুন্দর হাসিয়া, চর্বিত তাম্বুল অধরে অধরে বাঁটিয়া লইয়া কত মতে কত রঙ্গই না করিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, দেহ দুইটি কিন্তু একে অপরের অর্ধাঙ্গ।

২৬। এই কথা বল সই—এই কথা বল, অবলা কবে এত তপস্যা করিয়াছে? পুরুষ-পরশমণি নন্দ-নন্দন—কি ধনের লাগিয়া আমার চরণে ধরে। সখি, মরমের কথা কাহাকে কহিব, নাগর আমার পায়ে আলতা পরাইয়া দেয়। আপনার চূড়া দিয়া আমার বেশ রচনা করে, যেন রমণী হইয়া আমার কোলে থাকে। কথা কইতে লজ্জা সই, কথা কইতে লজ্জা। আমাকে পুরুষের ধর্ম আচরণ করায়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বিনোদিনি শুন, বাঁচিয়া থাকিতে কি কানু-গুণমণিকে পাসরা যায়?

[১] পুরুষের মধ্যে পরশমণির ন্যায় শ্রেষ্ঠ।

২৭

॥ তথা রাগ ॥

বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়।
মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়॥
এক-দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই॥[১]
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেকে বরিখে।
যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।[২]
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই॥[৩]
জ্ঞানদাস বলে ভাল মনে মনে থাক।[৪]
এড়াইতে নারিলা ঠেকিলা বিষম পাক॥

২৮

॥ কৌ রাগিণী ॥

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরিত।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত॥[৫]
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না ছোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনি গোঙায়॥

২৭। বন্ধুর রসের কথা তোমাকে কি বলিব। আমার মনের আনন্দ কথায় ব্যক্ত করিবার নয়। এক, দুই করিয়া গণনায় অন্ত পাই না। রূপে, গুণে, রসে, প্রেমে এতই আরতি বাড়াইয়াছে। দণ্ড, প্রহর, দিন, মাস, বৎসর, কত যুগ-মনন্তর, কল্প ধরিয়াই না দেখিতেছে, তথাপি দেখিলেই মনে করে কখনো দেখি নাই। (আমাকে দেখিয়া) যেন পদ্ম-শঙ্খ আদি সংখ্যায় কত মহারত্ন প্রাপ্ত হয় (আমাকে দেখিলে অগণিত মহারত্ন-লাভের অধিক বলিয়া মনে করে)। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ভাল, মনের কথা মনেই থাকুক। বিষম পাকে ঠেকিয়াছ, এড়াইতে পারিলে না।

২৮। সখি, পিয়ার পিরীতির কথা শুধাইও না, শুধাইও না। প্রাণ দিলেও উচিত প্রতিদান দেওয়া হয় না। হিয়ার উপর হইতে শয্যা স্পর্শ করিতে দেয় না। বুকে বুকে মুখে মুখে একত্র মিলন-নিশি যাপন করি। ঘুমের

[১] রূপে, গুণে, প্রেমের আস্বাদনে ও রসের পরিপাকে পরিপুষ্ট এই আকুল আকাঙ্ক্ষার সংখ্যা বা সাধারণ পরিমাপক মানদণ্ডে সীমা নির্ধারণ করা যায় না।

[২] এই যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পরীক্ষিত-স্বাদ পুরাতন প্রেমে যেন প্রথম দর্শনের মুগ্ধ বিস্ময় মাখান আছে।

[৩] সংখ্যাবিজ্ঞানের অনধিগম্য।

[৪] মনের কথা বাক্যে প্রকাশের দুশ্চেষ্টা নিরর্থক।

[৫] প্রাণ বিসর্জন করিলেও ইহার উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হয় না।

নিঁদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে ।।
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে।
নাসিকা নাসিকায় এক নয়ানে নয়ানে ।।
ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিশাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস ।।
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দোহেঁ এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি

২৯

।। শ্রীরাগ ।।

সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত[১]
যেন দরিদ্রের হেম ।।
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।[২]
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে ।।[৩]
তিলে কত বেরি মুখানি হেরয়ে
আঁচরে মোছায়ে ঘাম।
কোরে রাখি কত দূব হেন মানে[৪]
তেঞি সদা লয়ে নাম ।।

আলিসে যদি পাশ ফিরিয়া শুই, অমনি কি হইল কি হইল বলিয়া চমকিয়া উঠে। বুকে বুকে, মুখে মুখে, নেত্র ও নাসিকায় এক হইয়া থাকি। ইহাতে যদি আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কবি, প্রিয় তরাসে আকুল হইয়া উঠে। এমনই দুইজনে একত্রে মিলিয়া রজনী পোহাই। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, নিত্য নিত্য এইরূপ লীলা-বিলাস।

২৯। সখি, সেই বন্ধুর প্রেম আমার কি নয়। আঁখি পালটিতে প্রতীতি হয় না—যেন দরিদ্রের হেম (কখন কে কাড়িয়া লইবে, কি জানি কোথায় হারাইয়া ফেলিব)। হিয়ায় হিয়ায় মিলনে পাছে ব্যবধান ঘটে, তাই (কানু) অঙ্গে চন্দন মাখে না। গায়ের ছায়া, বাতাসের দোসরের মত সদাই সঙ্গে ফেরে। তিলে কতবার আমার

[১] এই প্রেম প্রতি মুহূর্তেই সংশয়াকুল, নয়নের নিমেষ ফেলিতে যেটুকু ব্যবচ্ছেদ, তাহাতেই হারাই-হারাই ভাব, যেমন দরিদ্র অঞ্চলে স্বর্ণ বাঁধিয়াও তাহার নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহশীল।

[২] নিবিড় আলিঙ্গনের প্রতিবন্ধক বলিয়া।

[৩] শরীরের ছায়া বা চিরসঞ্চারী বায়ুর দ্বিতীয় সত্তার ন্যায় সর্বদা আমার অনুসরণ করে।

[৪] যেন আমি ক্রোড়ে থাকিয়াও দূরে আছি, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সর্বদা আমার নাম উচ্চারণ করে—দূরস্থ ব্যক্তিকে যেমন ডাকে, সেইরূপ আমাকে ডাকে।

জাগিতে ঘুমাইতে আন নাহি চিতে
রসের পসার কাচে।[১]
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরিতি
আর কি জগতে আছে॥

৩০

॥ সিন্ধুড়া ॥

আন পরসঙ্গ স্বপনে না করে
আনে না পাতয়ে কাণ।
দিঠে দিঠে রহে নিমিখ না রহে[২]
নিরখে মঝু বয়ান॥
কি না সে বন্ধুর পিরিতি-কিরিতি[৩]
কহিতে কহিব কী।
সে সব চরিতে কত উঠে চিতে[৪]
পরাণ নিছনি দী॥
খেনে খেনে তনু পুলকে আকুল
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশালে রসের আলাপ
অমিয়া সিনায় অঙ্গ॥

মুখ দেখে, নিজের আঁচলে আমার অঙ্গের ঘাম মোছে। কোলে রাখিয়াও কত দূরে আছি মনে করিয়া সর্বদা নাম ধরিয়া ডাকে। জাগিতে, ঘুমাইতে অন্য চিন্তা নাই। (আমার জন্য) রসের পসরা সাজায়। জ্ঞানদা বলিতেছেন, এমন পিরীতি কি জগতে আছে।

৩০। আন প্রসঙ্গ স্বপ্নেও করে না, অন্য কথায় কান পাতে না। চোখে চোখে মিলাইয়া অনিমিখে আমা মুখ দেখে। বন্ধুর পিরীতি-কীর্তির কথা কহিতে কি কহিব। সে সব চরিত্র স্মরিয়া মনে কত হয়, মনে হয় প্রাণ নিছনি দিই। ক্ষণে ক্ষণে তনু পুলকে আকুল হয়, তিলেক সঙ্গ ছাড়ে না। হাসির মিশালে, রসের আলাপে

---

[১] পদকল্পতরুতে পাঠ ছিল—"রসের পসার কাছে"। উক্ত অর্ধ-ত্রিপদীর অর্থ—জাগিতে ঘুমাইতে চিতে অন্য ভাবনা নাই, নিকটেই রসের পসার"। এ অর্থ অসঙ্গত। উদ্ধৃত পাঠের অর্থ—জাগিতে, ঘুমাইতে শ্রীকৃষ্ণ চিতে আন নাই, রসের পসার কাচে, অর্থাৎ সর্বদাই অনন্যচিত্ত হইয়া নানারূপে আমার জন্য রসের পসার সাজায়।

[২] নির্ণিমেষ নয়নে দৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া আমার মুখ নিরীক্ষণ করে।

[৩] "পিরিতি-কিরিতি" অর্থাৎ প্রেমের কীর্তি।

[৪] তাহার অনুপম প্রেমরীতি স্মরণ করিতে করিতে মনে যে ভাবলহরী উঠে, তাহাতে প্রাণ উৎসর্গ

এক করে মোরে কোরে আগোরয়ে
আন করে রচে বেশ ।।[১]
জ্ঞানদাস কহে ধনি ধনি সেহ
যাহে এ পিরিতি-লেশ ।।

৩১

।। তথা রাগ ।।

যবে দেখা-দেখি হয় হেন তার মনে লয়
নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে।
পিরিতি-আরতি দেখি হেন মনে লয় সখি
আমি তারে চাহিলে সে জিয়ে ।।
আহা মরি মরি মুঞি কি কব আবতি।
কি দিয়া শোধিব শ্যাম বঁধুর পিরিতি ।। ধ্রু ।।
রসিয়া নাগর যে নিতুই দুয়ারে সে
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয় তোমার চিতে যেবা লয়
তাহা বা কহিবা তুমি কায় ।। [২]

অঙ্গ যেন অমৃতে স্নান করে। এক করে আমাকে কোলে আগুলিয়া রাখে, অন্য করে বেশ রচনা করে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, যাহাতে এই পিরীতির লেশমাত্র আছে, সেই ধন্য ধন্য।

৩১। আমার সঙ্গে যখন দেখাদেখি হয়, তাহার এমনই মনে লয়, যেন আঁখি দিয়াই আমাকে পান করে (সাক্ষাতের সময় সে এমনই পিপাসুদৃষ্টিতে নয়নময় হইয়া আমাকে দেখে)। তাহার পিরীতি-আরতি (স-প্রেম অনুরক্তি) দেখিয়া আমার মনে হয়, আমি তাহাকে চাহিলে সে বাঁচে। (তাহাকে আকাঙ্ক্ষা করিলে অথবা তাহাকে আমার প্রয়োজন, ঐ কথা জানাইলে সে নূতন জীবন পায়।) আ মরি মরি। তাহার অনুরাগের কথা কি বলিব? শ্যাম বন্ধুর প্রীতির ঋণ কি দিয়া শোধিব? নিজে সুরসিক হইয়াও বিনা কাজে কতবার সে আমার দুয়ারে আসে যায়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তোমার মনে যাহা হইতেছে, তুমিই বা তাহা কাহাকে বলিবে?

[১] পদকল্পতরুর পাঠ ছিল "এত করি মোরে কোরে আগোরয়ে রঞ্জয়ে বেশ বিশেষ"। গৃহীত পদের অর্থ— "এক করে আমাকে কোলে আগলাইয়া অন্য করে আমার বেশ রচনা করিয়া দেয়।"

[২] শুধু যে শ্যামের প্রেম অনির্বচনীয় তাহা নয়, এই প্রেমে তোমার যে মানস-প্রতিক্রিয়া তাহাও তুল্যরূপে অনির্বচনীয়।

৩২

॥ সিন্ধুড়া ॥

হাসি হাসি মোর মুখ নিরখয়ে
মনে মনে কথা কয়।[১]
কায়ার সহিত ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥
সই সে জনা মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে পিরিতি করিলে
না জানি কি জানি[২] হয়॥ ধ্রু॥
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গে ঠেকাইয়া যায়।
সহজে রসের আকার, কতেক
ভাবের উদয় তায়॥
ও গীম-দোলনি চমকি চলনি
রমণী-মানস-চোব॥[৩]
জ্ঞানদাস বলে ভালই বুঝিলে
মরমে লাগল মোর॥

৩৩

॥ মল্লার রাগ ॥

নয়ান-কোণের অলখ বাণে হিয়ার মাঝে কাঁপ।
মুখের ছান্দে মরম কান্দে অইস মনে জাপ॥

৩২। হাসিয়া হাসিয়া আমাব মুখপানে চায়, মনে মনে কথা কয়। (নীবব হাসিতে, সহাস-চাহনিতে তাহার মনের ভাব--আমাব প্রতি গভীব ভালবাসা প্রকাশ করে, নীববে তাহার মনেব বাসনা জানায়) আমার কায়ার সঙ্গে তাহার ছায়া অথবা আমার ছায়ায় তাহার দেহ মিশাইতে পথেব নিকটে থাকে। সই, সে জনা মানুষ নয়। তাহার সঙ্গে পিরীতি করিলে না জানি কি জানি হইবে। বাতাসে আমাব বসন উড়িলে আপন দেহে স্পর্শ করাইয়া যায়। একেই তো সহজেই তাব রসময় আকৃতি, তাহাতে আবাব কত ভাবের উদয় হয়। ওই গ্রীবার দোলনিতে, চমকিয়া চলনেই রমণীব মন চুবি কবিয়াছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ভালই বুঝিয়াছ, আমার মনে লাগিল।

৩৩। নয়ন কোণের অলক্ষিত কটাক্ষেই হিয়াব মাঝে কম্প জাগে, মুখের ছান্দ দেখিয়া মরম কান্দে, ঐ রূপের কথাই মন জপ করে। ললাটের তিলকে ভুবন আলোকিত হয়। মদন লাজে পলায়। ঘরের মাঝে তো দূরের

[১] আবেগেব আতিশয্যে শ্রোতা বিনা আপনার সঙ্গেই কথা বলে।

[২] এরূপ অলৌকিক প্রেমে স্বাভাবিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশা পূর্ণ হইবার নহে।

[৩] কানু সহজেই রসের ঘনীভূত বিগ্রহ; তাহার উপর যখন মনে নানা ভাবের উদয় হয়, তখন রস ও ভাবের সম্মিলনে যে মাধুর্যের হিল্লোল খেলিয়া যায়, তাহা অবর্ণনীয়।

ভালের তিলক আলোক ভুবন মদন পালায় লাজে।
ঘরের নিয়ড়ে রহিতে নারি আগুন লাগিল কাজে॥

কি আর লোকের লাজে, আকুল পরাণি।
কি করিতে কিবা করি কিছুই না জানি॥ ধ্রু॥

হাসির মিশালে বাঁশীর নিশাসে রসের ছান্দে কয়।
রসের ইঙ্গিতে অশেষ ভঙ্গিতে কতেক প্রাণে সয়॥[১]
অঙ্গের পরশে যৌবন জীবন সফল করিয়া মানে।
রমণী হইয়া তারে না ছুঁইলে কি তার ছার জীবনে॥

সঘনে শিহরে গা মন উঠে হাই।
পাই বা না পাই চিতে পরতীত নাই॥

জ্ঞানদাস কহে মো পুনি কহিল আপন মনের বোলে।
সাধের শেজে শুতিয়া রহিলে পাইয়া আপন কোলে॥

৩৪

॥ তথা রাগ ॥

বরুণক দেশ রয়নি চলি গেল।
অরুণা অতি সুরপতি-দিগ ভেল॥
ঐছে সময়ে নিজ কেলি-নিবাসে।
বেশ কয়ল পিয়া বহু প্রতিআশে॥
আধা আধ তাহে না পূরল আশ।
হেরি বিঘিনি কত ছাড়য়ে নিশাস॥
নাহক চীতহি অতিশয় খেদ।
জ্ঞানদাস কহ বিহিক সম্ভেদ॥

কথা—ঘরের নিকটেও রহিতে পারি না। কাজে আগুন লাগিল। লোকলজ্জায় আর কি হইবে? প্রাণ আকুল হইল। কি করিতে কি করি কিছুই জানি না। হাসি মিশাইয়া, বাঁশীর নিঃস্বনে, রসের ছান্দে কি কথা কহে, সেই অশেষ ভঙ্গির রসের ইঙ্গিত প্রাণে আর কতই সহ্য হয়। অঙ্গের স্পর্শে (আমার মন) যৌবন, জীবন সফল মানে, রমণী হইয়া যদি তাহাকে স্পর্শই না করিল, তার ছার জীবনে কাজ কি? সঘনে দেহ শিহরিত হয়, মন হাই উঠে। তাহাকে পাই কি না পাই মনে প্রতীতি নাই। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, আমি আপন মনের কথা আবার বলিতেছি—(বন্ধুকে) আপনার কোলে পাইয়া সাধের শয্যায় শুইয়া রহিলে।

৩৪। বরুণের দেশে (পশ্চিমে) রজনী চলিয়া গেল (রাত্রি শেষ হইল)। ইন্দ্রের দিক্ (পূর্ব দিক্, সূর্যোদয়ের সম্ভাবনায়) অত্যন্ত অরুণবর্ণ হইল। এমন সময় নিজ কেলি-নিকুঞ্জে প্রিয় বহু প্রত্যাশায় আমার বেশ রচনা করিল। তাহার অর্ধেকেরও অর্ধেক আশা পূর্ণ হইল না। বিঘ্ন দেখিয়া কত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। নাথের চিত্তে অতিশয় খেদ হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বিধির সংঘটন।

[১] তাহার কথা হাসির সংযোগে, বংশীধ্বনির সঙ্কেতে ও রসের দ্যোতনায়, ভঙ্গী ও ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনায় মনকে অপহরণ করিয়া মুগ্ধ করে।

৩৫

।। ধানশী ।।

একলি মন্দিরে শুতলি সুন্দরি
কোরহি শ্যামর-চন্দ।
তবহুঁ তাকর পরশ না ভেল
এ বড়ি মরমে ধন্দ ।।
সজনি পাওলুঁ পিরিতিক ওর।[১]
শ্যাম সুনাগর রসের সাগর
কঠিন হৃদয় তোর ।। ধ্রু ।।[২]
কস্তুরী চন্দন অঙ্গে বিলেপন
দেখিয়ে অধিক জোর।
বিবিধ কুসুমে বান্ধল কবরী
শিথিল না ভেল তোর ।।[৩]
অমল কমল- বদন-মাধুরী
না ভেল মধুপ সাথ।
পুছইতে ধনি ধরণী হেরসি
হাসি না কহসি বাত ।।
কিবা রতি-পতি- বসতি বিষয়ে
দেখিয়া দেয়লি ভঙ্গ।[৪]
জ্ঞানদাস কহে এ দোষ কাহার
দৈবে সে[৫] না ভেল সঙ্গ ।। ৭৪ ।।

৩৫। সুন্দরি, শ্যামচাঁদের কোলে একেলা মন্দির-মাঝে শয়ন করিলি, তথাপি তাহার স্পর্শ ঘটিল না, মরমে এই বড় ধান্দা লাগিল। সজনি, প্রেমের সীমা পাইলাম। শ্যাম সুনাগর তো রসের সাগর। কিন্তু তোর হৃদয় বড় কঠিন। অঙ্গে বিলেপিত কস্তুরী-চন্দন অধিক উজ্জ্বল দেখিতেছি, (বন্ধুর স্পর্শে বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই, মুছিয়া যায় নাই)। বিবিধ কুসুমে কবরী বান্ধিয়াছিলে, কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। অমল কমলের মত বদন-মাধুরী—কই ভ্রমরের সঙ্গে মিলন হইল না। জিজ্ঞাসা করিতে মাটিপানে চাহিতেছ, হাসিয়া কথা কহিতেছ না। রতিপতির বসতি বিষয়ে কি দেখিয়াই ভঙ্গ দিয়াছ। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, এ দোষ কাহারও নহে, দৈবেই সে সঙ্গলাভ হইল না।

এই পদটির দ্বারা প্রেমিক-প্রেমিকার ভাব-তন্ময়তা সূচিত হইতেছে। এক শয্যায় রাত্রি-যাপন করিয়াও উভয়ে ভাববিভোর অবস্থায় রজনী-যাপন করিয়াছেন—সম্ভোগের কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। বৈষ্ণব কবিতার কামগন্ধহীন নিষ্কলুষ প্রেমের আদর্শ ইহাতে রূপায়িত হইয়াছে।

এই পদে শ্যামের সহিত রজনীতে এক শয্যায় শায়িতা ও প্রভাতে উত্থিতা রাধিকার অঙ্গে কোন সুরত-লক্ষণ না দেখিয়া সখী বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে।

---

[১] তোমার প্রেমের সীমা কি বুঝিলাম।

[২] এই যে মিলনের অভাব, ইহা তোমারই হৃদয়হীনতার জন্য, শ্যামের ইহাতে কোন দোষ নাই। কেন-না, সে নাগরশ্রেষ্ঠ ও রসে উদ্বেলিত।

[৩] দেহ ও কেশ প্রসাধনের কোনই ব্যত্যয় হয় নাই দেখিতেছি।

[৪] কিংবা মদনের অধিকৃত প্রদেশ হইতে দর্শনমাত্রেই কি আপনাকে অপসারিত করিয়াছ?

[৫] জ্ঞানদাস নায়িকার দোষ ক্ষালন করিয়া সমস্ত ব্যাপারটি দৈব-সংঘটিত বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন।

৩৬

।। সুহই ।।

সজনি ও কথা কহিল নয়।
শ্যাম সুনাগব গুণের সাগর
পড়িলুঁ কোরে ঘুমায় ।। ধ্রু ।।
কত পরকারে চেতন করায়
চেতন না ভেল মোব।
অভিমান কবি পাশ মোড়ি ফেবি
দুখে ত চলল ভোব ।।
উঠিলুঁ জাগিযা দেখি নাহি পিয়া
হৃদযে বাজিল শেল।
আহা মরি মবি মদন-বাণেতে
জব জব ভৈ গেল ।।
সে সব সোঙবি চিত বেযাকুল
কেমনে আছযে পিযা।
জ্ঞানদাস কহে এ কথা শুনিতে
বিদবযে মোব হিযা ।।

৩৭

।। তথা বাগ ।।

পবাণ-বন্ধুকে স্বপনে দেখিলুঁ
বসিযা শিযব পাশে।
নাসাব বেশব পরশ কবিয়া
ঈষত মধব হাসে ।।

৩৬। সখি, ও কথা কহিবার নয়। গুণেব সাগর শ্যাম-সুনাগরের কোলে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কত প্রকারে চেতন করাইবাব চেষ্টা করিল, আমার চেতনা হইল না। অভিমান কবিয়া দুঃখে ভোর হইয়া পাশ মোড়িয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল। জাগিয়া উঠিলাম—দেখিলাম প্রিয় নাই, হৃদয়ে শেল বাজিল। আহা মরি মরি, মদনবাণে জর্জর হইয়া গেল। সেই সব স্মরণ করিয়া চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। জানি না, প্রিয় কেমন আছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন—এ-কথা শুনিতে আমাবই হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।

৩৭। পরাণবন্ধুকে স্বপ্নে দেখিলাম। শিয়রের পাশে বসিয়াছে। আমার নাসার বেশর স্পর্শ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসিতেছে। পিয়ল-বরণের আপন বসনে আমার মুখখানি মুছিতেছে। শিথান হইতে আমার মাথাটি নিজের

পিয়ল বরণ বসনখানিতে
মুখানি আমার মোছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে।।
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বন্ধুয়া কবল কোরে।
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইলুঁ বোলে।।
অঙ্গ-পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম-কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল[১]
জাগিয়া হইলুঁ হারা।
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল[২]
বাজিলে যেমন হয়।
জ্ঞানদাস কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয়।।

৩৮

।। ধানশী ।।

শিশুকাল হৈতে বন্ধুব সহিতে
পবাণে পবাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন কবি দেহা।।[৩]

বাহুতে বাখিয়া কাছে শুইল। মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া আমাকে কোলে কবিল। পায়ের উপব পা পসারিয়া বলিল, প্রাণ পাইলাম। তাহার অঙ্গের গন্ধ সুগন্ধি-চন্দন, কুমকুম ও কস্তুরীব মত। স্পর্শ করিতে আনন্দ উথলিল। জাগিয়া তাহাকে হারাইলাম। আচম্বিতে বাঁটুলেব আঘাত বাজিলে কপোত পাখীব যেমন হয়, আমার তেমনই হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, এমন হইলে কি আব প্রাণ থাকে?

এই পদটি পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসেব নামে আছে। শেষ উপমাটিব গ্রাম্য সবলতা, ইহার তীব্র ভাব-ব্যঞ্জনা, জ্ঞানদাস অপেক্ষা চণ্ডীদাসের বচনারীতিবই সহিত অধিক সাদৃশ্যবিশিষ্ট মনে হয়।

৩৮। শিশুকাল হইতে বন্ধুব সঙ্গে প্রাণে প্রাণে প্রেম। জানি না কি জন্য কোন্ বিধি ভিন্ন ভিন্ন দেহ গড়িয়াছে। সই, তার কি সে পিরীতি, জাগিতে, ঘুমাইতে পাশবিতে পাবি না, কি দিয়া তাহাব ধাব পরিশোধ কবিব? আমার

[১] এই স্পর্শভ্রম মনে যে তীব্র আনন্দবসের সঞ্চার করিল, তাহা স্বপ্নেব যবনিকা ভেদ করিয়া আমাকে জাগাইয়া দিল। স্বপ্নের ক্ষুদ্র, অবাস্তব আধারে এই আনন্দবস ধরা গেল না; অনুভূতিব তীব্রতাই নিদ্রাভঙ্গের কারণ।

[২] স্বপ্নের অপরূপ আনন্দ হইতে রূঢ় বাস্তব সত্যে জাগরণ যেন আপনার ক্রীড়ানন্দে বিভোর কপোতের প্রতি অতর্কিত দারুণ বর্তুলাঘাত। এই উপমাব গ্রাম্য সরলতা লক্ষণীয়।

[৩] সমপ্রাণতা সত্ত্বেও ভিন্নদেহত্বের বিধান বিধির কোন্ দুর্বোধ্য খেয়াল।

সই কিবা সে পিরিতি তার।
জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে
কি দিয়া শোধিব ধার ।। ধ্রু ।।
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম ।।
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায় ।।
লাখ কামিনী ভাবে রাতি-দিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর-নাগরী
পিরিতে বান্ধিলা তায় ।।

৩৯

।। ধানশী ।।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ।।[১]
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ।।
সই কি আর বলিব।
যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব ।।ধ্রু ।।

অঙ্গের বর্ণ-সাদৃশ্য আছে বলিয়া শ্যাম পীতবাস পরে। তাহার হাতের বাঁশী যে প্রাণের অধিক প্রিয়, সে শুধু আমার নাম লইবার জন্য (আমার নাম লইতেই করের মুরলীটিকে প্রাণের অধিক প্রিয় করিয়াছে)। আমার অঙ্গের বরণ এবং সৌরভ যখন যে-দিকে পায়, উন্মত্ত হইয়া বাহু পসারিয়া তখন সেইদিকেই ছুটিয়া যায়। লাখ কামিনী যাহাকে রাত্রি-দিন চিন্তা করে, যাহার পদসেবা করিতে চায়--জ্ঞানদাস বলিতেছেন, আহীর নাগরী (গোয়ালিনী ব্রজবালা) তাহাকে পিরীতে বাঁধিয়াছে।

৩৯। তাহার রূপের লাগিয়া আমার আঁখি ঝুরিতেছে। গুণে মন মুগ্ধ হইয়া আছে। প্রতি অঙ্গ লাগিয়া প্রতি অঙ্গ কাঁদিতেছে। হৃদয়ের স্পর্শের জন্য হৃদয় কাঁদে, প্রেমের জন্য প্রাণ ধৈর্য ধরিতে পারিতেছে না। সই,

[১] তাহার সহিত আমার যে সমধর্মিত্ব তাহা কেবল উভয়ের সাধারণ প্রকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ- নহে; তাহা প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত--মনে হয়, যেন আমাদের প্রতি অঙ্গই পরস্পরের পরিপূরক , একই সত্তা দ্বিধা ভিন্ন হইয়া পরস্পরের মিলন আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ।।[১]
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে বন্ধু পিরিতির সার ।।[২]
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ।।
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ।।[৩]
ঘরের যতেক সভে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাইলাম আগুনি ।।[৪]

৪০

।। তিরোথা ধানশী ।।

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি ।।
থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশ দিগগণে[৫]
তোমারে দেখিতে পাই ।।

আর কি বলিব? মনে যে পণ করিয়াছি, তাহাই করিব। দেখিতে যে সুখ উঠে তাহা বলিবার নয়। দর্শন এবং স্পর্শের জন্য দেহ মাতিয়াছে। হাসিতে কত মধু-ধারা খসিয়া পড়ে। বন্ধু, পিরীতির সার মৃদু মৃদু হাসি করে। পূজনীয় গুরুজনদের মধ্যে সখীগণের সঙ্গে যখন থাকি, শ্যামের প্রসঙ্গে দেহ পুলকে পূর্ণ হয়। পুলক ঢাকিবার জন্য কতরূপ চেষ্টা করি, কিন্তু অবিরল অশ্রুধারা রোধ করিতে পারি না। ঘরের সমস্ত লোক আমাকে দেখিয়া কানাকানি করে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, লজ্জার ঘরে আগুন দিলাম।

৪০। সুন্দরি, আমাকে কি বলিতেছ। তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়াছি। মন স্থির হয় না সদাই উচাটন, সোয়াথ পাই না। গগনে, ভুবনে, দশদিকে তোমাকেই দেখি। তোমার লাগিয়া গিরি, নদী

---

[১] প্রত্যাশার আবেশে, আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় যেন অবশ, অসাড় হইয়া পড়িতেছে।

[২] তাহার লঘু হাস্য যেন তাহার অন্তরের এই পিরীতির সারাংশ ছানিয়া গঠিত।

[৩] অঙ্গের পুলক কোন মতে বস্ত্রাবৃত করিয়া গোপন করি; কিন্তু নয়নের অবিরল অশ্রুধারা আমার সমস্ত আ গোপন-চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া আমাকে ধরাইয়া দেয়।

[৪] কবি বলিতেছেন যে, এই ঢাকাঢাকির প্রয়োজন কি? লজ্জার ঘরে আগুন দিয়া, সমস্ত সঙ্কোচ-দ্বিধা আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া এই প্রেমকে অনাবৃত প্রকাশ্যতার মাঝে টানিয়া আনিব। ইহাকে মুক্তকণ্ঠে, সগৌরবে ঘোষণা করিব।

[৫] সমস্ত প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রিয়ার সৌন্দর্যাভাসের অনুভূতি যেন আধুনিক সুরের পূর্বসূচনা।

তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥

বনে-বনে ঘুরিয়া বেড়াই। খাইতে, শুইতে চিত্তে অন্য নাই। সদাই তোমার কথাই মনে জাগে। বিনোদিনি, প্রেমের কাহিনী শুন, প্রাণ (তোমার প্রেমে) বাঁধা রহিয়াছে। একই প্রাণ, দেহ ভিন্ন ভিন্ন, জ্ঞানদাস ক্ষ, ধান্দা গেল।

অনুরাগ

অনুরাগ

১

॥ তুড়ী ॥

রূপ দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে।
এত কি সহিতে পারে অবলা-পরাণে ॥
দ্বিগুণ দহয়ে তনু মুরলীর স্বরে।
কুলিন[১] সাপিনী যেন গরল উগরে ॥
আর তাহে তাপ দিল পাপ ননদিনী।
ব্যাধের মন্দিরে যেন কম্পিত হরিণী ॥
নিরবধি প্রাণ মোর শ্যাম-অনুরাগী।
যে মোরে ছাড়িতে বোলে হবে বধের ভাগী ॥
জ্ঞান কহে যেই কহ সেই সে করিব।
শ্যামবন্ধুর লাগি পরাণ হারাইব ॥

২

॥ শ্রীরাগ ॥

শ্যামরূপ দেখিয়া আকুল হইয়া দুকুল ঠেলিলুঁ হাতে।
ভুবন ভরিয়া অযশ ঘোষণা নিছিয়া লইলুঁ মাথে ॥[২]
সজনি কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ বয়ানে নয়ান ভুলল আর মনে নাহি লয় ॥

১। (শ্যামের) রূপ দেখিয়া এমন হইবে, কেমন করিয়া জানিব। অবলার প্রাণে কি এত সহিতে পারে? দেহ মুরলীর স্বরে দ্বিগুণ দগ্ধ হয়। (মুরলী) যেন কুলীন (বিষধরী) সাপিনী গরল উগারে। তাহার উপর পাপ-ননদিনী যাতনা দেয়। ব্যাধের ঘরে হরিণী যেমন (আশঙ্কায়) সদাই কাঁপে (তেমনই আছি)। আমার প্রাণ নিরবধি শ্যাম-অনুরাগী; যে আমাকে শ্যামকে ছাড়িতে বলিবে, সে আমার বধের ভাগী হইবে। জ্ঞানদাস কহিতেছেন, যাহা বলিবে তাহাই করিব, শ্যামবন্ধুর জন্য প্রাণ হারাইব।

২। শ্যামরূপ দেখিয়া আকুল হইয়া হাতে দুকুল ঠেলিলাম (কুলত্যাগ করিলাম)। ভুবন ভরিয়া অপযশ ঘোষণা মাথা পাতিয়া লইলাম। সখি, লোকের ভয় আর কত করিব। ও চাঁদবদন দেখিয়া নয়ন ভুলিয়াছে,

[১] যাহাকে চলিত কথায় 'জাত-সাপ' বলা হয়।
[২] পূত দেব-নির্মাল্যরূপে শিরে ধারণ করিলাম।

অযশ ঘোষণা যাক' দেশে দেশে সে মোর চন্দন চুয়া।[১]
শ্যামের চরণে এ তনু সঁপেছি তিল তুলসী দিয়া ॥
কি মোর ধরম ঘর ব্যবহার[২] তিলেক না সহে গায়।
জ্ঞানদাস কহে এ তনু নিছিনু শ্যামের ও রাঙ্গা পায় ॥

॥ সুহই ॥

পহিল বযেস একে আবে নব আরতি
আর তাহে কানুব সোহাগ।
এত রস আদর বাদ করল বিহি
কুলবতী কেমন অভাগ ॥
সজনি না জানিযে এত পবমাদ।
একে মোর অন্তর পোড়যে নিবন্তর
তিল এক নাহি অবসাদ ॥[৩]
গৃহে গুরু দুরুজন ভযে সভয মন
তাহাতে অধিক শ্যাম-লেহা।
নহিযে সতন্তব কানুব বিচ্ছেদ-ডব
সে তাপে তাপিত দুন দেহা ॥[৪]
কিবা কবি কিবা হয আপনা বুঝিল নয[৫]
নিরবধি উড়ু উড়ু চিত।
জ্ঞানদাস কহে মনে অনুমানিযে
বিষাধিক বিষম পিবিত ॥

অন্য কিছু মনে লয় না। দেশে দেশে অযশ ঘোষণা যাউক, সে আমাব পক্ষে চন্দন-চুয়া। তিল-তুলসী দিয়া আমি শ্যামের চবণে এ দেহ সমর্পণ করিযাছি। আমাব ধর্মই কি, আব ঘব-ব্যবহাবই বা কি, তিলার্ধও গায়ে সহে না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, শ্যামেব ও বাঙ্গা পায়ে এই তনু নিছনি দিনাম।

৩। একে প্রথম বয়স, তাহাতে নূতন আবতি, আবাব তাহাব উপর কানুব সোহাগ, এত রস, এত আদরে বিধাতা বাদ সাধিল, কুলবতীব এ কেমন অভাগ্য। সজনি, এত প্রমাদ হইবে জানি না, একে আমার অন্তর নিরন্তর পুড়িতেছে, তিলেব জন্যও বিবাম নাই। গৃহে দুর্জন গুরুজন, তাহাদের ভয়ে মন সর্বদা ভীত, তাহাতে অত্যধিক শ্যামের প্রীতি, নিজেব স্বাধীনতা নাই। কানুব সহিত বিচ্ছেদাশঙ্কা দেহকে দ্বিগুণ তাপে দগ্ধ করিতেছে। কি করিব, কি হইবে, নিজেই বুঝিতে পাবি না। নিরবধি মন উড়ু উড়ু কবে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, মনে অনুমান হয়, বিষম পিবীতি বিষেরও অধিক।

[১] অঙ্গের সুগন্ধি অনুলেপনবৎ আদরণীয়।
[২] গার্হস্থ্য ধর্মের আচরণ।
[৩] জ্বালার হ্রাস বা নিবৃত্তি।
[৪] একে স্বাধীন নই, পরতন্ত্র; তাহাতে সর্বদা কানুর বিচ্ছেদের আশঙ্কায় দ্বিগুণ অস্বস্তি ভোগ করিতেছি।
[৫] মন প্রবোধ-সান্ত্বনা মানে না।

৪

॥ শ্রীরাগ ॥

লোক অনুরাগ ঘরের সোহাগ পতির আরতি নাশি।
সজনি লো শ্যাম কি জানি করিলে এ সব ঝগড়া বাসি ॥[১]
প্রাণসই না জানি কি জানি হইল।
রাতি দিন নাই সদাই ধেয়াই [২]মরমে সমাধি হইল ॥
দেখিতে শুনিতে নয়নে শ্রবণে আন না দেখি না শুনি
এত পরমাদ নাহি অবসাদ আন না জানে পরাণি ॥
সে রূপ সে গুণ সে মৃদু বচন অমিয়া-নিঝর ঝরে।
জ্ঞানদাস বোলে মরমে লাগিলে কে জানি রহিব ঘরে ॥

৫

॥ সুহই ॥

সই বল মোরে করিব কি। পরাণ পিরিতির নিছনি দি ॥
গুরু গরবিত যতেক গঞ্জে। মণি জ্বলে যেন তিমিরপুঞ্জে ॥[৩]
কালার পিরিতে এ তনু বান্ধা। টুটিলে না টুটে বিষম ধান্দা ॥
যে কথা কহিলুঁ রাখিহ মনে। যে জানে সে জানে না জানে আনে ॥[৪]

৪। সখিলো, লোকের অনুরাগ, ঘরের সোহাগ এবং স্বামীর আরতি নাশ করিয়া শ্যাম কি জানি কি করিলে। এ সব এখন ঝগড়া বাসিতেছি (ঐ সমস্ত অভিলষিত বস্তু এখন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে)। প্রাণসখি, না জানি কি জানি হইল। রাত্রি দিন নাই, সদাই (শ্যামকেই) ধেয়াই। মর্মে সমাধি রহিল (সেই শ্যামরূপ-ধ্যানে হৃদয় তন্ময় হইল, আপনা হারাইল)। দেখিতে, শুনিতে, নয়নে ও শ্রবণে (কৃষ্ণরূপ ভিন্ন) অন্য দেখি না; (কৃষ্ণ কথা ভিন্ন) অন্য কথা শুনি না। এত প্রমাদ, অবসাদ নাই, (এত প্রমাদেও হৃদয় অবসন্ন হয় না, নিত্য নব-উন্মাদনায় কৃষ্ণরূপ দেখে, কৃষ্ণকথা শোনে), প্রাণ আন জানে না। সে রূপ, সে গুণ, সেই মৃদু বচন—যেন অমিয়-নির্ঝর ঝরিয়া পড়ে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, মর্মে লাগিলে কে জানি ঘরে রহিবে?

৫। সই, বল আমি কি করিব, পিরীতির জন্য প্রাণ নিছনি দিলাম। নিজ সম্ভ্রম বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন গুরুগণ যত গঞ্জনা দেয়, (আমার অন্তরে বন্ধুর প্রতি অনুরাগ) অন্ধকাররাশির মধ্যে মণির ন্যায় আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কালার প্রেমে এ দেহ বান্ধা আছে। ছাড়িয়াও ছাড়ে না (এ এক) বিষম আশ্চর্য। যে কথা কহিলাম মনে রাখিও, (এ কথা) যে জানে সেই জানে, অন্যে জানে না। আরো যত মনের কথা আছে, না

[১] এই সমস্ত প্রার্থনীয় বস্তুর আস্বাদ তিক্ত হইয়া গিয়াছে।

[২] শ্যামের ধ্যান হৃদয়ের মধ্যে যেন যোগাসনে স্থির, অচঞ্চলরূপে আসীন হইয়াছে।

[৩] গুরু-গঞ্জনার দুঃখময় পরিবেষ্টনীতে এই প্রেমের আলোক, অন্ধকারের মধ্যে মণিদীপ্তির ন্যায়, অধিকতর প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে।

[৪] অভিজ্ঞ ছাড়া এই অবস্থা অন্যকে বুঝান যায় না।

আরো বড় আছে মনের কথা। না কৈলে না ঘুচে চিতের বেথা ॥[১]
জ্ঞানদাস কহে কি ভেল আন। এ কালা শ্যাম ত্রিজগত-প্রাণ ॥

৬

॥ সুহই ॥

তুমি কি না জান সই যত পরমাদ। কি ঘরে বাহিরে লোকে বলে পরিবাদ ॥
তভু যে বন্ধুরে আমি পাসরিতে নারি কি বিধি বেযাধি দিল কি বুদ্ধি বা করি ॥
কি খেনে দেখিলুঁ সই বিদগধ রায়। পাষাণের রেখ যেন মিটিলে না যায় ॥
গুরুজন যত বলে শ্রবণে না শুনি। কি করিতে কি না করি একুই না জানি ॥
দেখিয়া যতেক লোকে করে উপহাস চাঁদের উদয়ে যেন তিমির বিনাশ ॥
পতির আরতি যেন জলন্ত আগুনি। বন্ধুর পিরিতি বুকে রহিছে তেমনি ॥[২]
স্মঙরিতে সব গুণ পরাণ জুড়ায়।[৩] [৪]ভালে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াথ না পায়।

কহিলে মনের ব্যথা ঘুচিবে না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, (তোমার আর) অন্য কি হইল, এ কালা-শ্যাম যে ত্রিভুবনের প্রাণ।

৬। সই, যত প্রমাদ তুমি কি না জান। ঘরে-বাহিরে লোকে কি কলঙ্কই না রটায়। তথাপি সে বন্ধুকে আমি পাসরিতে পারি না। বিধাতা কি ব্যাধিই যে দিল, কি বুদ্ধিই বা করিব। সই, সেই রসিকরাজকে কি ক্ষণেই দেখিয়াছি, যেন পাষাণের রেখা মুছিলেও মিলায় না। গুরুজন যত বলে, কানে শুনি না, কি করিতে কিবা করি কিছুই জানি না। দেখিয়া সকল লোকে উপহাস করে। চাঁদের উদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়, তেমনই সেই লোকাপবাদ, কানু-পরিবাদ আমার সমস্ত গ্লানি নাশ করিয়াছে। অথবা–চাঁদের উদয়ে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তেমনই অন্তঃপুরিকা হইলেও কালার জন্যই আমারও অপরিচয়ের অন্ধকার দূর হইয়াছে। তাই আমাকে দেখিয়াই সমস্ত লোকে উপহাস করে। পতির আরতি (আমার প্রতি ভালবাসা) যেন জলন্ত আগুন। বন্ধুর পিরীতিও (আমার) হৃদয়ে তেমনই (জলন্ত) রহিয়াছে। (পার্থক্য এই যে, বন্ধুর গুণাবলী স্মরণ করিতেই হৃদয় জুড়াইয়া যায়।) কিন্তু জ্ঞানদাসের চিত্তে স্বস্তি নাই।

[১] পদকল্পতরুর পাঠ ছিল—"কহিলে না ঘুচে চিতের বেথা"। "কহিলে মনের ব্যথা ঘুচে না" এ কথার অর্থ কি? মনের কথা না বলিতে পাইলেই চিত্ত গুমরিয়া মরে। আর "যে কথা কহিলুঁ রাখিও মনে" এই পংক্তি হইতে বুঝা যায়, পূর্বেই তিনি সখীকে অনেক কথা বলিয়াছেন। সুতরাং "না কৈলে না ঘুচে চিতের বেথা" এই পাঠই সন্নিবিষ্ট হইল।

পদকল্পতরুর পাঠের অর্থ এই হইতে পারে যে, কহিলেও, অন্তরের ব্যথাকে বচনপথে মুক্তি দিলেও, সমস্ত সঞ্চিত ব্যথা দূর হয় না।

[২] স্বামীর আমার প্রতি, ও বন্ধুর প্রতি আমার, অনুরাগ তুল্যরূপে প্রবল ও যন্ত্রণাদায়ক।

[৩] কিন্তু আবার বন্ধুর গুণগ্রাম স্মরণ করিলে তাহার প্রেমলাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার জ্বালা প্রশমিত হয়।

[৪] নায়িকার জ্বালা উপশমিত হইলেও কবি কিন্তু নিজ অনুভূতির মধ্যে ঐ জ্বালাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, নায়িকার অস্বস্তি কবির চিত্তে অনির্বাণ শিখায় জ্বলিতেছে। ইহা হয় নায়িকার প্রতি একান্ত সহানুভূতির জন্য, না হয় নায়িকার যে উপশমের উপায় আছে তাহার অভাবে।

।। সুহই ।।

ঘর নহে, ঘোর হেন ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোরে পতির পিরিতি।।
বিরলে ননদী মোরে যতেক বুঝায়।
কানুর পিরিতি বিনে আন নাহি ভায়।।
সখি মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না উবরে পুণভাগে।।
আঁখে রৈয়া আঁখে নহে সদা বহে চিতে
সে রস বিবস নহে জাগিতে ঘুমিতে।।
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধান্দি।
তিলে কতবার দেখোঁ স্বপন-সমাধি।।
জ্ঞানদাস কহে ভাল ভাবে পড়িযাছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ।।

৮

।। সুহই ।।

এবে দেখি অতি চিতের আবতি
পহিলে না ছিল এত।
ঘরে গুরুজন— গঞ্জন না মানি
নিতি নিবারিব কত।।
সই ঠেকিলুঁ বিষম ফাঁদে।
কানুর পিরিতি তিলেক বিরতি
হইলে পরাণ কাঁদে।।

৭। ঘর তো নয়, আমার ঘরে বাস যেন অবণ্যবাস। পতির পিরীতি বিষের সমান। নির্জনে ননদিনী যতই বুঝাইয়া বলুক, কানুর পিরীতি ভিন্ন আমার আর কিছু ভাল লাগে না। সখি, এই নূতন অনুরাগে পরবশ প্রাণ পুণ্যভাগ্যেই ফিরিয়া যায় না (প্রাণ বাহির হয় না)। আঁখিতে থাকিয়াও শুধু আঁখিতে নহে, কানু সর্বদা আমার চিত্তেও বাস করে। জাগিতে, ঘুমাইতে সে রসের কোন ব্যত্যয় ঘটে না। তাহার এক কথা লক্ষবার মনে মনে তোলাপাড়া করি। দণ্ডের মধ্যে কতবার তাহাকে স্বপন-সমাধিতে (স্বপ্নযোগে) দর্শন করি। (আমি তিলে শতবার জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নে সমাধিতে তাহার দর্শন পাই)। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, খুব ভাল ভাবের ফাঁদেই পড়িয়াছ। মনের মর্মকথা অপর কাহার নিকট জানিয়া লইবে?

৮। এখন দেখিতেছি মনের আরতি বাড়িয়াই চলিয়াছে, প্রথমে তো এমন ছিল না। ঘরে গুরুজনের গঞ্জনা না মানিয়া নিত্য আর (চিত্তকে) কত নিবারণ করিব (মনকে কিরূপে বুঝাইব)? সই, বিষম ফাঁদে

সহজে মধুর শ্যামের মূরতি
পিরিতি বুঝিবে কে।[১]
সে সব আদর ভাদর-বাদর
কেমনে ধরিব দে ॥
[২]চিতের বিচার উচিত কহিতে
জগত ভরিয়া লাজ।
জ্ঞানদাস কহে ইহার অধিক
রসিক গোপত কাজ ॥

৯

॥ তুড়ী ॥

একে কুলবতী চিতেব আবতি
বিধি-বিড়ম্বিত কাজে।
শ্যাম সুনাগব- পিবিতি-কণ্টক
ফুটিল হিয়ার মাঝে ॥
শুন শুন সই মর্ম তোবে কই
পড়িলুঁ বিষম ফাঁদে।
[৩]অমূল্য বতন বেড়ি ফণিগণ
দেখিয়া পবাণ কান্দে ॥ ধ্রু ॥

ঠেকিলাম। কানুর পিবীতিব তিলেক বিবতি ঘটিলেই প্রাণ কান্দে। সহজেই তো শ্যামেব মূর্তি মধুমাখা তাহার প্রীতি কে বুঝিবে? ভাদ্রেব বৃষ্টিধাবাব মত সে সব আদব (স্মরণে) কেমনে দেহ ধরিব? চিত্তেব বিচারের কথা ঠিকমত বলিতে গেলেই জগৎ ভবিয়া লজ্জা পাইব। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, গুপ্ত কাজ ইহার অধিক রসপূর্ণ।

৯। একে কুলকন্যা, তাহাতে বিধি-নিন্দিত কার্যে চিত্তেব আসক্তি। শ্যাম সুনাগবের পিরীতি-কণ্টক হৃদয়ের মাঝে ফুটিল। সখি, শুন শুন, তোমাকে মনের কথা বলি, আমি বিষম ফান্দে পড়িয়াছি। অমূল্য রত্ন বেড়িয়া

[১] শ্যামের দেহ-কান্তির স্বভাব-মাধুর্য স্বপ্রকাশ, কিন্তু তাঁহাব প্রেম দুরবগাহ, অপরিমেয়।

[২] মনের গোপন-স্তরে যে সমস্ত ভাবেব আলোড়ন জাগে, যে কথাব তোলাপাড়া হয়।

[৩] শ্যামের প্রেমরূপ অমূল্য রত্ন সামাজিক বাধা, গুরুগঞ্জনা, কলঙ্ক-অপবাদ প্রভৃতি নানাজাতীয় সর্প কর্তৃব বেষ্টিত রহিয়াছে।

গুরু গরবিত বোলে অবিরত
এ বড়ি বিষম বাধা।
এ কুল ও কুল দু কুল চাহিতে
সংশয পড়ল রাধা।।[১]
ছাড়িলে ছাড়ান না যায় সে লোক
পরাণ-অধিক বড়।
জ্ঞানদাস কহে এমন সম্পদ
কাহার ডরে বা এড়।।

১০

।। শ্রীরাগ ।।

কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে।
মুখে না নিঃসরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে।।[২]
মনের মরম কথা শুনলো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী।। ধ্রু ।।
চিতের আগুন কত চিতে নিবারিব।
না যায কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব।।
কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা।।[৩]

ফণিগণ রহিয়াছে, দেখিয়া প্রাণ কাঁদিতেছে। গুরুগণ অবিরত (মন্দ কথা) বলে, এ বড় বিষম বাধা। একুল-ওকুল দুকুল চাহিতে বাধা সংশয়ে পড়িল। সে আমার প্রাণের অধিক বড়, ছাড়িতে গেলেও ছাড়া যায় না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, এমন সম্পদ্ কাহার ভয়ে ছাড়িবে?

১০। কানু রূপে, গুণে আমার মনকে বান্ধিয়াছে। মুখে কিছু বলিতে পারি না, আঁখি দুটি কান্দে। সখি, মনের মর্মকথা শুন, দিনরাত্রি শ্যামবন্ধুকে মনে পড়ে। চিত্তের আগুন কত চিত্তে নিভাইব। পাষাণ প্রাণ

১ সাংসারিক হিতাহিতবোধ ও প্রাণের আকুতি এই উভয়ের মধ্যে বিরোধে রাধা অত্যন্ত সংশয়-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে।

২ চক্ষুনিঃসৃত অবিরল অশ্রুধারা ভাষার অভাব পূর্ণ করিয়া আমার অন্তর-নিরুদ্ধ বেদনাকে মুক্তি দেয়।

৩ নর-নারীর মধ্যে প্রেম অতি সাধারণ, দৈনন্দিন ঘটনা ; কিন্তু আমার এই প্রেমের মধ্যে এরূপ অনন্যসাধারণ বেদনা ও চিত্তবিক্ষোভ কেমন করিয়া সঞ্চারিত হইল? লৌকিকের ভিতর দিয়া অলৌকিকের স্ফুরণ—এই প্রেমের বিশেষত্ব।

জ্ঞানদাস বলে মুঞি কারে কি বলিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব।।

১১

।। সুহই ।।

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ-ধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ-অধিক হিয়ার পুতলী[১]
নিমিখে নিমিখে হারা।।

তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যাব যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যামবন্ধু বিনু
আব কেহো মোর নয়।।

যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটায়ল মোবে।
তোমরা কুলবতী দেখিলে কুমতি[২]
কুল লৈয়া থাক ঘবে।।

গুরু দুরুজন বলু কুবচন
না যাব সে লোক-পাড়া।[৩]
জ্ঞানদাস কয় কানুব পিবিতি
জাতি-কুল-শীল ছাড়া।।[৪]

নির্গত হয় না, কাহাকে কি বলিব? কুলকন্যাকে কোন্ বিধি সৃষ্টি করিয়াছে? প্রেম কে করে না, এত জ্বালা কার? জ্ঞানদাস বলিতেছেন, আমি আর কাহাকে বলিব। কানুর পিরীতির জন্য যমুনার জলে ডুবিব।

১১। কানুই আমার জীবন, জাতি, ধন, প্রাণ ও দুটি নয়নেব তারা। প্রাণের অধিক হিয়ার পুতলী, নিমেষে নিমেষে হারাই। তোমরা কুলবতী নিজ পতি ভজনা কর, যাব যাহা মনে লয় (কর)। ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বন্ধু বিনা আর কেহ আমাব নয়। আমার কর্মেব লেখা যাহা ছিল, বিধি ঘটাইয়াছে। তোমরা কুলবতী, আমার কুমতি দেখিতেছ, (অতএব আপন আপন) কুল লইয়া ঘরে থাক গিয়া। দুর্জন গুরুজন কুবচন বলুক, (সেই সব নিন্দুক) লোকের পাড়ায় যাইব না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কানুর পিরীতি জাতি-কুল-শীলের বাহিরে।

[১] হৃদয়ের মধ্যে যে প্রাণময় সত্তা বিরাজিত, তাহা অপেক্ষাও প্রিয়তর আনন্দময় সত্তা। প্রাণের সহিত তুলনায় এই আনন্দময় সত্তার অনুভূতি অধিকতর চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্তে মুহূর্তে ইহা অন্তর্হিত হয়।

[২] আমার আচরণে তোমরা কুলমর্যাদা ও সতীধর্মের লঙ্ঘন ছাড়া আর কোন নিগূঢ়তর তাৎপর্য দেখিতে পাইলে না।

[৩] এই প্রেম নির্জনে ধ্যেয়।

[৪] সমস্ত লৌকিক সম্ভ্রম ও মান-মর্যাদার অতীত।

১২

।। সিন্ধুড়া ।।

কি মোর এ ঘর দুয়ারের কাজ
লাজে কহিবারে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে লাগে পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি ।।
আপন ইচ্ছায় বাছিয়া লইলুঁ
যে মোর করমে ছিল।[1]
এ কথা শুনিয়া যে জন বিমুখ
তারে তিলাঞ্জলি দিল ।।
কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন সতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ[2]
জনি কারো পাছে হয ।।
গঞ্জে গুরুজন বলু কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
জ্ঞানদাস কহে এ অঙ্গ বেচ্যাছি
তীল তুলসী দিয়া ।।

১৩

।। সুহই ।।

দুহু-কুল-গরিম অসীম দুখ অন্তরে বাহিরে পরিজন গঞ্জে
ও নব নেহ দেহ-অবলম্বন সোঙরি সঘন মন রঞ্জে

১২। পদকল্পতরুর ৮৪৭ সংখ্যক পদ। পদকল্পতরুতে ভণিতা নাই। আমার ঘর-দুয়ারের কাজ ফুরাইয়াছে। লাজে বলিতে পারি না। কানুর সঙ্গে তিলেক বিচ্ছেদে প্রমাদ পড়ে, যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় বুক বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমার কর্মে যাহা ছিল, আপন ইচ্ছায় বাছিয়া লইয়াছি। একথা শুনিয়া যে আমার প্রতি বিমুখ হইবে, তাহার নামে আমি তিলাঞ্জলি দিলাম। কুলধর্মের কথা তুলিয়া আর কি বুঝাইতেছ, মন স্বতন্ত্র নয় (পরবশ, শ্রীকৃষ্ণের অধীন)। কুলবতী হইয়া রসের প্রাণ যেন কাহারো হয় না। গুরুজনে গঞ্জনা দেয়, কুবাক্য বলে, সে সব আমি চুয়া চন্দন বলিয়া মনে করি। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কানুর নিকট আমি তিল তুলসী দিয়া এ দেহ বিক্রয় করিয়াছি।

১৩। দুই কুলের গরিমা (নষ্ট করিয়াছি বলিয়া) অন্তরে অসীম দুঃখ পাই, বাহিরে পরিজনে গঞ্জনা দেয়। ঐ নূতন প্রেম দেহের একমাত্র অবলম্বন, পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া মন রঞ্জিত হয় (সব দুঃখ ভুলিয়া যাই)। সজনি,

[1] আমার স্বাধীন নির্বাচনশক্তির প্রয়োগে, কোন বহিঃপ্রযুক্ত অনুশাসনে নহে, আমার পরম শ্রেয়ঃকে নির্বাচন করিয়াছি। এই প্রেমের সহিত যাহার বিরোধ ও অসামঞ্জস্য, সে আমার সর্বথা ত্যাজ্য।

[2] কুলাচার প্রভৃতি বাহ্যনির্দেশের অতীত পরম অনুভূতি।

সজনি বুঝয়ে না পারয়ে চিত।

অবিরত অভিমত	আদর যত যত	ডগমগ বঁধুর পিরিত ॥
সবগুণ-সীম	অসীম রূপ-লাবণি	ও নব-কৈশোর দেহা।
গুরুজন বচন—	সন্তাপ-নিবারণ	শীতল সুখময় গেহা ॥
পরবশ প্রেম	পূরয়ে নাহি আরতি	অনুখণ অন্তর-দাহ ॥
জ্ঞানদাস কহে	তিলে কত সুখ হয়ে	হেরইতে শ্যামর নাহ

১৪

॥ তুড়ি ॥

কালার পিরিতি সই তোমারে যে বলি। ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলি ॥[১]
কাহারে কহিব সই মরমের কথা। কানু বিনু কে জানিবে মরমের বেথা ॥
যত যত পিরিতি করয়ে পিয়া মোরে। আখরেতে লেখা আছে হিয়ার মাঝারে ॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে মুখে মুখে। এ বড় বিষম শেল ফুটিয়াছে বকে ॥[২]
মনের যে দুখ মোর মনেতে রহিল। ফুটিল শ্যামের শেল বাহির নহিল ॥
নিশ্চয় মরিব সখি তারে না দেখিয়া। জ্ঞানদাস কহে শ্যাম মিলাব আনিয়া ॥

১৫

॥ সুহই ॥

তুমি সব জান	কানুর পিরিতি	তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি	ঐ জাতি জীবন	তাহারে সোপিয়াছি ॥

অবিরত-আকাঙ্ক্ষিত, অপরিসীম আদরে ডগমগ বন্ধুর প্রেম মন বুঝিতে পারে না। সকল গুণের সীমা, কানুর অসীম রূপলাবণ্য, ঐ নূতন কিশোর দেহ, গুরুজনের বাক্যবাণ-নিবারণকারী আমার শীতল সুখময় গৃহস্বরূপ। পরবশ প্রেমে আরতি মিটে না। অনুক্ষণ অন্তর জ্বলিতে থাকে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, শ্যামল নাথকে তিলেকের জন্য দেখিলেও কত সুখ হয়।

১৪। সই, তোমারে কালার পিরীতির কথা বলি। পরাণপুত্তলি ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে। (দিবানিশি সেই অবিস্মরণীয় প্রেমের কথা আপন অন্তরে স্মরণ করে আর কান্দে)। সই মরমের কথা কাহাকে কহিব? কানু ভিনু মরমের ব্যথা কে জানিবে? প্রিয় আমাকে যত ভালবাসিয়াছে, হৃদয়ের মাঝে অক্ষরে লিখিত আছে। নিরবধি বুকে রাখিয়া মুখে মুখ রাখিয়া চাহিয়া থাকে। এই বড় বিষম শেল বুকে ফুটিয়াছে। আমার মনের দুঃখ মনেই রহিল, (বক্ষে) শ্যামের (পিরীতির) শেল ফুটিল, আর বাহির হইল না। সখি, তাহাকে না দেখিয়া আমি নিশ্চয় বাঁচিব না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন আমি শ্যাম আনিয়া মিলাইয়া দিব।

১৫। (সখি) কানুর পিরীতির কথা তুমি তো সবই জান। তোমাকে আর কি বলিব? সমস্ত ত্যাগ করিয়া জাতি জীবন তাহাকেই দিয়াছি। সই, কুলের বিচারে আর কি কাজ। প্রাণবন্ধু বিনে এক তিলও বাঁচিব না।

[১] চিরন্তন অতৃপ্তি এই প্রেমের লক্ষণ।
[২] প্রণয়ের নিরবচ্ছিন্ন নিবিড়তাই হৃদয়ে এক অপরূপ যন্ত্রণার উদ্রেক করে।

সই কি আর কুল বিচারে।

প্রাণবন্ধু বিনে তিলেক না জীব কি মোর সোদর পরে[১] ॥ ধ্রু ॥
সে রূপসায়রে নয়ন ডুবিল সে গুণে বান্ধিলুঁ হিয়া।[২]
সে সব চরিতে ডুবিল যে মন তুলিব কি আর দিয়া ॥
খাইতে খাইযে শুইতে শুইযে আছিতে আছিএ পুরে।[৩]
জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত[৪] পাইলে আগুন ভেজাই ঘরে ॥

১৬

॥ সোহিনী

গুরু দুরজন দূরে তেয়াগিলুঁ পতি ক্ষুরধার তায়।
কানুর পিরিতি কি রিতি করিলুঁ কলঙ্ক এ লোকে গায় ॥
সই মরম কহিলুঁ তোরে।
কানুর পিরিতি শপতি করিলুঁ যে বলু সে বলু মোরে ॥
ধরম বচন মনেতে না লয করমে আছিল যে[৫]।
সে সব আদর ভাদর বাদর কেমনে ধরিব দে ॥
হিযার পিরিতি কহিল না হয চিতে অবিরত জাগে।
জ্ঞানদাস কহ নব অনুরাগ অমিয়া-অধিক লাগে ॥

কি আমার সোদর আর পর (কাহাকে লইয়া কি করিব)। সে (বন্ধুর) রূপের সায়রে আঁখি ডুবিয়াছে। সে গুণে হিয়া বান্ধিয়াছি। (বন্ধুর) সে সব চরিতে (রূপে গুণে) যে মন ডুবিয়াছে, তাহাকে আর কি দিয়া তুলিব? খাইতে হয় তাই খাই। শুইতে হয় তাই শুই। ঘরে না থাকিলে নয় তাই ঘরে আছি। জ্ঞানদাস বলিতেছেন—(বন্ধুর) ইঙ্গিত পাইলে ঘরে আগুন দিব (সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া বন্ধুর সঙ্গী হইব)।

১৬। দুর্জন গুরুজন এবং ক্ষুরধার (যন্ত্রণাদায়ক) পতিকে দূরে ত্যাগ করিলাম। (পল্লীগ্রামে একটি কথা আছে—"ক্ষুরের ধারে বাস"। একটুকু অসাবধান হইলেই ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারে অঙ্গ ক্ষত হয়। আমার পতির সঙ্গে বাসও সেইরূপ)। কানুর পিরীতি কি রীতি করিলাম (কেমন করিয়া যে কানুর সঙ্গে প্রেম করিলাম) লোকে কলঙ্ক গায় (রটায়)। সই তোমাকে মর্মকথা কহিলাম। কানুর পিরীতি শপথ করিলাম। (শপথ করিয়া জীবনে মরণে কানুর প্রেম বরণ করিলাম) যে যাহা বলিবে বলুক। ধর্মকথা মনে লয় না। আমার কর্মে যাহা ছিল (তাহাই হইল)। ভাদ্রের বাদলের ন্যায় সে সব আদর (স্মরণ করিয়া) কেমনে দেহ ধরিব? হিয়ার পিরীতি কহিবার নয়, চিত্তে অবিরত জাগিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, নতন অনুরাগ অমিয়া-অধিক মনে হয়।

[১] কানুর প্রেমে আত্মীয় ও পরের পার্থক্য ভুলিয়াছি—অর্থাৎ হিতকারী বন্ধু ও অহিতকারী শত্রু উভয়েরই উপদেশ তুল্যভাবে নিষ্ফল প্রতীয়মান হইতেছে।

[২] কানুর রূপে বহিরিন্দ্রিয়ের আত্মনিমজ্জন, গুণে হৃদয়বৃত্তি সমূহের অচ্ছেদ্য বশ্যতা ও তাহার কীর্তি-কলাপে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের চিরন্তন আত্মবিলোপ ও ভাবতন্ময়তা।

[৩] দৈনিক সংসার-কর্তব্যসমূহ, এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত শিথিল গতানুগতিকতায় পর্যবসিত।

[৪] প্রেমিকের অনুকূল মনোভাবের সামান্যমাত্র নিদর্শন পাইলে, এই শিথিল-লগ্ন লৌকিক জীবনকে সম্পূর্ণ-ভাবে উৎপাটিত করিতে প্রস্তুত আছি।

[৫] যাহা নিয়তিনির্দিষ্ট ছিল তাহাই ঘটিল।

১৭

॥ ধানশী ॥

কি গুরু গরবিত না ল'য়ে পাপচিত এ দেহ ধেহ নাহি বান্ধে।
সে নব নাগর আগর সব গুণে তার লাগি পরাণ কান্দে॥
না জানি কিবা হৈল কি খেণে পরশিল[১] সে যে রস পরশমণি।
জাতি-কুল-শীল আপন ইচ্ছায়ে তাহারে করিনু নিছনি॥
সজনি ও বোল বোল জনি আর।
কি যশ অপযশ না ভায় গৃহবাস হইলুঁ কুলের খাঁখার॥
হিয়ার দগদগি মনের পোড়নি কহিলো, না রহিমু ঘরে।
এবে সে জানলুঁ প্রেমের এই ফল ভালে সে জ্ঞানদাস ঝুরে॥

১৮

॥ সুহই ॥

দুহুঁক পিরিতি দুহুঁ-অন্তরে জাগয়ে
বাস করিয়ে এক পুরে।
দারুণ গুরু-ভয়ে এতয়ে করাওল
জনু ভেল জলনিধি-দূরে॥
সজনি কহ কৈছে রব পরাণে॥ ধ্রু॥
যাকর পিরিতি জীউ সঞে বাটল
তা সঞে কিয়ে আন ভালে॥

১৭। এ পাপচিও গুরু-গৌরব গ্রাহ্য করিল না এ দেহ ধৈর্য ধরে না। সেই নবনাগর সবগুণে অগ্রগণ্য, তার লাগিয়া প্রাণ কান্দিতেছে। জানি না কি হইল, সেই রসময় স্পর্শমণি আমাকে কি ক্ষণে স্পর্শ করিল। আপন ইচ্ছায় জাতিকুল তাহাকে নিছনি দিলাম। সজনি, ও কথা আর বলিও না। যশ অপযশই বা কি? গৃহবাস ভাল লাগে না। কুলের কলঙ্ক হইলাম। হিয়ার দগদগি মনের পোড়ানি কহিলাম, আমি আর ঘরে থাকিব না। এখন জানিলাম প্রেমের এই পরিণাম, তাই জ্ঞানদাস ঝুরিতেছে।

১৮। (আজিও) দুইজনের প্রেম দুইজনের অন্তরে জাগিতেছে। এক নগরেই বাস করিতেছি (কিন্তু) দারুণ গুরুজনের ভয়ে এমনই করিল—যেন উভয়ের মাঝখানে সাগরের ব্যবধান। সজনি, বল কেমন করিয়া বাঁচিব? যাহার পিরীতি প্রাণের সঙ্গে বাঁটিয়া লইলাম—তার সঙ্গে কি অন্যরূপ সাজে? (অপরিচয়ের ছলা সহ্য করা

---

১ যেমন মণির মধ্যে স্পর্শমণি, তেমনি স্পর্শসুখানুভবের মধ্যে তাহার স্পর্শ অপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও তৃপ্তিপ্রদ।

যব দিন দখিন অখিল সুখ-সম্পদ
চিরদিনে প্রেম-বাউল।
অবশেষ নাম; কাম দুখ-দায়ক
এবে সখি শেল-সমতুল॥
পন্থ গতাগত হেরি চিত উনমত
কহিয়ে না পারিয়ে কাহিনী।
জ্ঞানদাস কহ জীউ কি এত সহ
খরতর এ দিঠি-আগিনী॥

১৯

॥ ধানশী ॥

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরিতি।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥
হিয়ায় হইতে পিয়া শেজে না ছোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনি গোঙায়॥
তনু তনু পরশ লাগি অভরণ তেজে।
চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে॥
নিশি অবসান জানি কাতর হইয়া।
দৃঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজ-লতা দিয়া॥
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম-ফান্দে।
মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে॥

যায়, কিংবা অন্য ব্যবহার করা যায়)? দিন যখন অনুকূল ছিল, অখিল সুখ-সম্পদ্ (লোভ করিয়াছিলাম)। চিরদিনের জন্য প্রেমে পাগলী হইয়াছি। এখন নামমাত্র আছি। দুঃখদায়ক কাম এখন শেল-সমতুল্য। যাতায়াতের পথে দেখিয়া চিত্ত উন্মত্ত হয়। কাহিনী কহিতে পারি না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, প্রাণে কি এত সহ্য হয়। এই দিঠি (এই চোখের দেখা, পরস্পরের দৃষ্টি-বিনিময়—যেন) খরতর আগুন।

১৯। কালা কানুর পিরিতি পাসরিতে পারি না। স্মরণ করিতেই প্রাণ কান্দে, কি রীতি করিব। হৃদয় হইতে প্রিয়তম আমাকে শয্যা স্পর্শ করিতে দেয় না। বুকে বুকে মুখে মুখে (সুদৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া) রজনী পোহায়। দেহের সঙ্গে দেহের স্পর্শের বাধা ঘটিবে বলিয়া অলঙ্কার ত্যাগ করে। আমার পায়ে আলতা পরাইয়া দেয়, দেখিয়া লজ্জা পাই। রাত্রি শেষ হইতেছে জানিয়া কাতর হইয়া বাহুলতা দিয়া আমাকে আরো দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ করে। অরুণ উদয় দেখিয়া প্রেম-ফান্দে পড়িয়া মুখে মুখ দিয়া প্রিয়তম কতই না জানি কান্দে। ঘরে আসিবার কালে আবার প্রেমফাঁস পরে। যেন নূতন করিয়া আমার প্রেমফাঁসে বন্দী হয়। এই প্রেমফাঁসটি

ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম-ফাঁস।[১]
তেঞি সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস।

২০

।। ভাটিয়াবি ।।

শুন শুন পরাণের সই।
তুমি সে দুখেব দুখি তেঞি তোবে কই।।
সদা চিত উচাটন বন্ধুব লাগিযা।
সদাই সোঙবে প্রাণ গর গব হিয়া।।
সদাই পুলক গাযে আঁখে ঝবে জল।।
আধ তিল না দেখিলে পবাণ বিকল।।
কি করিব কোথা যাব থিব নহে মন।
তাহে আব ননদী বলয়ে কুবচন।।
তাহে ধিক দুখ দেয এ পাড়াপড়সী।
বন্ধুব লাগিয়া মুঞি হব বনবাসী।।
হিযার মাঝাবে প্রেম-অঙ্কুব পশিল।
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিবিখি হইল।।
ফল-ফুল-কালে এবে পড়িল বিপতি।[২]
জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি।।

তাহাকে পুনবায় আমার নিকট আনিয়া দেয়। (তাহাব দেহ গৃহে যায়, প্রাণ আমাব নিকটেই থাকে।) তাইতো এমনই দেখিযাই জ্ঞানদাস কাঁদে।

২০। প্রাণসই, শুন শুন, তুমি আমার দুঃখেব দুঃখী, তাই তোমাকে কহিতেছি। বন্ধুর জন্য মন সদাই উচাটন হয়। প্রাণ তাহাকে সদাই স্মবে, হিয়া গব গব কবে। সর্বদাই অঙ্গ পুলকিত থাকে, আঁখিতে জল ঝরে। তিল আধ না দেখিলে প্রাণ বিকল হয়, কি কবিব কোথা যাইব মন স্থিব হয় না। তাহাতে আবার ননদিনী কুবচন বলে। ধিক্ থাকুক, ইহার উপব আবার পাড়াপড়সী দুঃখ দেয়। বন্ধুর লাগিয়া আমি বনবাসী হইব। হৃদয় মাঝে প্রেমের অঙ্কুর প্রবেশ করিল। দিনে দিনে বাড়িয়া তাহা বৃক্ষে পবিণত হইল। ফুল-ফলের সময় এখন বিপত্তি পড়িল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ধনি, কেমন কবিয়া সামালিবে? (কোথায় সামালিবে, কোন্ দিক্ সামালিবে)?

[১] আমাকে ছাড়িয়া গৃহে আসিবার সময় আমাব প্রেমেব আকর্ষণী শক্তি তাহাকে আমার নিকট আবদ্ধ করিয়া রাখে। 'প্রেমফাঁদ' ও 'প্রেমফাঁসের' মধ্যে পার্থক্য এই যে, 'প্রেমফাঁদ' অর্থে প্রেমের দুশ্ছেদ্য মোহাবেশ বুঝাইতেছে; 'প্রেমফাঁস' অর্থে প্রণয়কে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখার একটিমাত্র বন্ধন-রজ্জু, একক আকর্ষণ-শক্তিকে বুঝাইতেছে।

[২] প্রেমের উৎপত্তি ও পরিণতি খুব দ্রুতবেগে সম্পন্ন হইয়াছে। এখন উপভোগের সময় নানা বিপত্তির উদ্ভব হইতেছে।

২১

॥ তুড়ী ॥

আর কত বোল সই আব কত বোল।
নিভান অনল আব পুন কেন জ্বাল॥
যে অনলে পোড়ে হিয়া সে অনলে সেকি।
কস্তুবী লেপিয়া অঙ্গে শ্যাম-নাম লেখি॥[১]
শ্যাম-পবসঙ্গ বিনে যদি প্রাণ বয়।
তমু ত দারুণ লোকে এত কথা কয়[২] ॥
জ্ঞান কহে বিনোদিনি নিবাবহ চিতে।
[illegible]

২২

॥ তুড়ী ॥

কি ঘব বাহিব লোকে বলে একি বীতি।
জীতে পাসবিল নহে বন্ধুব পিবীতি॥
দেখিতে না দেখি আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভবমে আনেব কথা না কহে বয়ান॥

২১। আর কত বলিবে, সই, আব কত বলিবে। নিভান আগুন কেন পুনবায় জ্বালিতেছ? হৃদয় যে আগুনে পোড়ে, সেই আগুনেই সেক দিই। যে শ্যামের জন্য আমাব এত জ্বালা, জ্বালা জুড়াইবার জন্য সর্বাঙ্গে (শ্যামবর্ণ) ্গনাভি লেপিয়া তাহাতেই আবাব শ্যামনাম লিখি। শ্যামপ্রসঙ্গ বিনা যদি প্রাণ রয়, তবু তো দারুণ লোকে কত কথা কহে। (শ্যাম-প্রসঙ্গ না শুনিয়া, শ্যামেব কথা আলোচনা না কবিয়া আমি যে আজো বাঁচিয়া আছি, ইহা দেখিয়াও কি করিয়া লোকে আমাকে শ্যাম-অনুরাগিণী, শ্যাম-সোহাগিনী বলে?), জ্ঞানদাস বলিতেছেন বিনোদিনী চিত্ত নিবাবণ কর (ধৈর্য ধব) কালাতে মন মাতিয়াছে (লোকের) কথায় কি হইবে? (লোকে কথা কহিয়া কি কবিবে?)

২২। ঘরেব এবং বাহিরের লোকে সকলেই একই রূপ কথা বলে। জীবন থাকিতে কি বন্ধুর পিরীতি পাসরা যায়? (এ জগতে) আঁখি আমার শ্যাম ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পায় না, মুখ ভ্রমেও কানুকথা ভিন্ন অন্য

---

১ বিদ্যাপতি তুলনীয়—
প্রেমই প্রেম-যন্ত্রণার প্রতিষেধক। প্রেমের দাহ নিবাবণেব জন্য অঙ্গে শীতল কস্তুবি লেপন করিয়া আবাব তাহাতে শ্যামনাম লিখিয়া নূতন যন্ত্রণার সূত্রপাত করি।

২ শ্যামের কথা আলোচনা ছাড়াও যে আমার প্রাণ রহিয়াছে ইহাই ত আমার প্রেমের কলঙ্ক, আমার শ্যামেব প্রতি একনিষ্ঠতার অভাবের প্রমাণ। তথাপি ইহা আমাকে লোকগঞ্জনা হইতে অব্যাহতি দেয় না।

শুনিতে শুনিয়ে হাম সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি গো কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥
গৃহকাজ করিতেঁ অবশ সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড বিষম শ্যাম-নেহ॥

কথা উচ্চারণ করে না। সকলের সকল কথাতেই আমি শ্যাম-প্রসঙ্গই শুনিতে পাই। শ্যামকে স্মরিয়া নয়নে আমার অঙ্গ পুলকিত হয়। আমার হৃদয়ের অনুরাগ কহিবার স্থান নাই। মর্মে মর্মকথা প্রবেশ করে না। গৃহ কাজকর্ম করিতেই দেহ অবশ হয়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, শ্যামের প্রেম বড়ই বিষম।

আক্ষেপানুরাগ

27—1841B

আক্ষেপানুরাগ

১

॥ রাগ ॥

ইহ গুরু-গঞ্জন বোল।
শুনইতে জিউ উতবোল॥
কত সহ এ পাপ পরাণ।
বুঝি কিয়ে হয সমাধান॥
মিছা ছলে তোলে পরিবাদ॥
কি কাব কবিলুঁ অপবাধ॥
ননদী-নয়ন-জালে বসি।
তাহে কাল এ পাড়াপড়সী॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি রাই।
পরিবাদে আব ভয নাই॥

২

॥ রাগ ॥

সহজেই কুলবতী বালা।
সো কি সহই প্রেম-জালা॥
তাহে গুরু-গঞ্জন বোল।
অহনিশি অন্তর ডোল॥
তাহে নিতি প্রেম-তরঙ্গ।
জোবি কবহুঁ নহ ভঙ্গ॥

১। গুরুজনেব এই গঞ্জনা-বাক্য শুনিয়া প্রাণ অস্থির হয়। পাপ প্রাণ আর কত সহ্য করিবে? বুঝি না কিরূপে ইহার সমাধান হইবে। ইহারা মিথ্যা ছল ধরিয়া কলঙ্ক রটায়। কাহাব কি অপবাধ করিয়াছি? ননদিনীর নয়ন-জালে—তাহার দৃষ্টিব ফাঁদে আমার বাস, তাহাতে পাড়া-পড়শী সকলেই আবার শত্রু। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ওগো ধনি রাই, কলঙ্কে আর ভয় কিসেব?

২। সহজেই বালা কুলবতী, সে কি প্রেমজালা সহিতে পারে? তাহার উপর গুরুজনের গঞ্জনা, দিবারাত্রি অন্তর কাঁপিতেছে। তাহাতে নিত্য প্রে॰-তরঙ্গ, সংযোগের পব কখনো ভাঙ্গে নাই (কখনো যুগল ছাড়া

দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি।
ব্যাধ-মন্দিরে জনু শারী ।।
সকল কহব কানু-ঠাম।
ইথে কি কহয়ে পরিণাম।
জ্ঞানদাস কহ তায়।
পরিণামে বড়ই সে দায় ।।

৩

।। ধানশী ।।

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম।
ধনি অনুরাগিণি সহজই বাম ।।
গদ গদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুহুঁ কাহে মাধব ভেলি উদাস ।।
পহিলহি যত তুহুঁ আরতি কেল।
সো অব দূরহি দূরে রহি গেল ।।
হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর।
তুহুঁ কাহে বচন না শুনসি মোর ।।
তুয়া লাগি কুলশীল তেজলু হাম।
না জানি কি অবহুঁ আছয়ে পরিণাম ।।
[১]জ্ঞানদাস কহ নহে চতুরাই।
ধনি অতি সরল কহয়ে পুন তাই ।।

হয় নাই)। দুর্জন সঙ্গে ফিরিতেছে, রাই যেন ব্যাধের মন্দিরে শারিকা। কানুকে সমস্ত বলিব, ইহার পরিণামের কথা কি বলে। জ্ঞানদাস তাহাকে বলিতেছেন, পরিণামে বড়ই সঙ্কট দেখিতেছি।

৩। কুঞ্জে শ্যাম নাগরের সঙ্গে মিলন হইল। অনুরাগিণী ধনী সহজেই বামাস্বভাবা (বাহ্য প্রতিকূলভাবাপন্ন। নাগরের পাশে গদগদস্বরে কথা কহে। মাধব, তুমি কেন আমার প্রতি উদাসীন হইলে? প্রথমে তুমি যত আনুরক্তি দেখাইয়াছিলে, এখন সে সব দূর হইতে দূরে রহিয়া গেল। আমি তোমাকে দেখিবার জন্য বিহ্বল, তুমি কেন আমার কথা শোন না। তোমার জন্য আমি কুলশীল ত্যাগ করিলাম, জানি না অতঃপর পরিণামে কি আছে? জ্ঞানদাস বলিতেছেন, চাতুরীর কথা নয়, ধনী অতি সরলা, তাই পুনরায় বলিতেছে।

১ এই যে প্রেমবিষয়ক অনুযোগ ইহা নায়িকার চাতুরীর নহে, সরল স্বভাবেরই নিদর্শন। প্রেমাতিশয্যই ।ই সমস্ত অনুযোগ-অভিযোগের মূলীভূত কারণ।

৪

।। ধানশী ।।

সহজে বরণ কাল তিমির-কাজর ভেল
অন্তর-বাহিরে সমতুল।
মরুক তোমার বোলে কলসী বান্ধিয়া গলে
সে ধনি মজাকু জাতি কুল।।
বন্ধু কানাই কহিলে বাসিবা মনে দুখ।
আর যেবা কুলবতী কুলের ধরমে মতি
সে জনি হেরয়ে তুয়া মুখ।। ধ্রু।।
যখন তোমার সঁযে নাহি ছিল পরিচযে
আন ছলে দেখিযা বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি শুনিযা না শুন তুমি
আঁখি তুলি সরসে না চাও।।
যখন পিরিতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনে বনাইতা মোর বেশ।
আঁখি-আড নাহি কর হৃদয উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ[১] ।।
[২]একে হাম পরাধিনী তাহে কুল-কামিনী
ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি তোমা বই নাহি জানি
সকলি কহিলুঁ সবিশেষ।।

৪। সহজেই কালবর্ণ, যেন আঁধার কাজল, তুমি অন্তরে বাহিরে সমান। যে গলায় কলসী বাঁধিয়া মরিতে চায়, সেই তোমার কথায় ভুলিয়া জাতিকুল নষ্ট করুক। বন্ধু কানাই, বলিলে দুঃখ বাসিবে। অন্য যে কুলবতী, যাহার কুলধর্মে মতি আছে, সে যেন তোমার মুখ দেখে না। যখন তোমার সঙ্গে পরিচয় ছিল না, কত ছল করিয়া দেখিয়া বেড়াইতে, এখন আমি বার বার ডাকি, তুমি শুনিয়াও শুন না, আঁখি তুলিয়া সরস দৃষ্টিতে চাও না। যখন পীরিতি করিলে, যেন আকাশের চাঁদ হাতে আনিয়া দিয়াছিলে, নিজে আমাকে সাজাইতে, আঁখির আড়াল করিতে না, হৃদয়ের উপরে রাখিতে। আর এখন তো তোমার দর্শনই দুর্লভ। একে আমি (গুরুজনের ও লোকাচারের) পরাধীনী, তাহাতে আবার কুলকন্যা ঘরের আঙ্গিনাই আমার পক্ষে বিদেশতুল্য। (পথে বাহির হওয়া দূরের কথা, আঙ্গিনাতেই বাহির হইতে পাই না)। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোমা বই অন্য জানি

[১] দূতী-প্রেরণ-সাপেক্ষ, অনুনয়-বিনয়ের, সাধ্য-সাধনার ব্যাপার।

[২] স্ত্রীমাত্রেই পরতন্ত্রা, অভিভাবকের শাসনাধীনা, তাহাতে আবার কুলবালা লোকাচার ও বংশমর্যাদার কঠোরতর নাগপাশে আবদ্ধা।

বড় বৃক্ষ-ছায়া হেরি আইনু ভরসা করি
[1]ফুল ফল একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ আমারে সে দিলা লাজ
জ্ঞানদাস পড়ি বহু ধন্দ[2] ॥

॥ সিন্ধুড়া ॥

যখন আমাকে সদয় আছিলা
পিরিতি করিলা বড়।
এখন কি লাগি হইলা বিরাগী
নিদয় হইলা দড় ॥
অহে কানাই বুঝিলুঁ তোমার চিত।
আগে আহার দিয়া মারয়ে[3] বান্ধিয়া
এমতি তোমার রীত ॥ ধ্রু ॥
বুঝিলু মরমে যে ছিল করমে
সেই সে হইতে চায় ॥[4]
নহিলে কে জানে খলের বচনে
পরাণ সোঁপিলু তায় ॥
তোমার পিরিতি দেখিতে শুনিতে
যে দুখ উঠিছে চিতে।
সে নারী মরুক যে করে ভরসা
তোমার পিরিতি-রীতে ॥

না, সবিশেষ সকলই বলিলাম। বড় ছায়া দেখিয়া অনেক ভরসা করিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু ফুল, ফল, গন্ধ কিছুই পাইলাম না। আপন কার্য সাধন করিলে, আমাকে লজ্জা দিলে, জ্ঞানদাস ধান্ধায় পড়িয়া রহিলেন।

৫। যখন আমার উপর সদয় ছিলে, খুব তো প্রেম করিয়াছিলে, এখন কিজন্য এমন বিরাগী হইলে, এমন দৃঢ় দয়াহীন হইলে। ওহে কানাই, তোমার মন বুঝিলাম, খাইতে দিয়া বান্ধিয়া মারে, এমনই তোমার রীতি। মর্মে বুঝিলাম, যাহা কর্মে ছিল তাহাই হইতে চায়। নহিলে কে জানে (কেন) খলের বচনে (বিশ্বাস করিয়া) তাহাকে প্রাণ সমর্পণ করিলাম। তোমার প্রেমের ধারা দেখিতে শুনিতে মনে যে দুঃখ উঠিতেছে (তাহা কাহাকে বলিব)?

[1] গন্ধহীনতায় ফুল ও ফল একই রূপ। অর্থাৎ পরিণাম-পরিণতি প্রারম্ভের প্রত্যাশা পূর্ণ করে না।

[2] নায়কের এই আচরণ-বিপর্যয় নায়িকার মত কবির মনেও সংশয়ের উদ্রেক করিয়াছে।

[3] যেমন কোন কোন পশুকে (যথা বন্যহস্তীকে) আহার দিয়া প্রলুব্ধ করিয়া বশীভূত করে এবং পরে তাহাকে হাতে পাইয়া অত্যাচার-উৎপীড়ন করে।

[4] অদৃষ্টনিহিত কর্মবীজই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে চাহে।

দেখিতে শুনিতে মানুষ-আকার[১]
আছি না আছিয়ে ঘরে।
হিয়ার ভিতরে যেমত পড়িছে
সে দুখ কহিব কারে॥
পুরুবে জানিতাম হইবে এমতি
পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞানদাস কহে ধৈরজ ধরহ
আপন সুখের কাজে[২]॥

৬

॥ শ্রীরাগ ॥

ভাল হৈল বন্ধু আপনা রাখিলে কি আর ওসব কথা।
তোমার পিরিতি বুঝিতে না পারি ভাবিতে অন্তর বেথা॥
সহজে অবলা অমলা হৃদয় ভুলিয়া পরের বোলে।
অনেক পিরিতি অনেক দোষ দুপুরে আন্ধার বেলে[৩]॥
বাদিয়ার বাজী তোমার পিরিতি না জানি একুই রীতি।
সমুখে সরস অন্তরে নীরস বুঝিনু কাজের গতি॥
সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে কি তার আপন পর।[৪]
জ্ঞানদাস কহে পিরিতি করিলে কেবল দুখের ঘর॥

যে তোমার প্রেমের রীতিতে ভরসা করে, সে রমণীর মরণই ভাল। দেখিতে শুনিতে দেহটা মানুষের, ঘরে থাকিতে হয়, তাই আছি, হৃদয় যেরূপ পুড়িতেছে সে দুঃখ কাহাকে কহিব? যদি পূর্বে জানিতে পারিতাম, এমনই হইবে, এতই লজ্জা পাইব। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, আপন সুখের কাজে ধৈর্য ধর।

৬। ভাল হইল বন্ধু, আপনার পরিচয় রাখিলে, ও-সব কথায় আর কাজ কি? তোমার পিরীতি বুঝিতে পারি না, ভাবিতে অন্তর ব্যথিত হয়। সহজে অবলা, খলতাহীন হৃদয় পরের কথায় ভুলিয়া যায়। প্রেমের (বাড়াবাড়ির) অনেক দোষ, (হঠাৎ) দিন দুপুরে অন্ধকার হয়। (প্রেম ভাঙ্গিয়া যায়)। বাদীয়ার ভেল্কীর মত তোমার প্রেম, বোধ হয়, দুজনের একই রীতি। সম্মুখে সরস, অন্তরে নীরস, কাজের গতি বুঝিলাম। ভ্রমর সকল ফুলেই ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার আর আপন পর কি। জ্ঞানদাস বলিতেছেন এমন প্রেম করিলে যে কেবল দুখের ঘর। (দুঃখ-ভোগই সার হইল)।

---

[১] আমার বহিরাকৃতি মানুষের ন্যায় ও জীবনযাত্রা সাধারণ পারিবারিক রীতির অনুবর্তনকারী। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা।

[২] ধৈর্য-অবলম্বন আপনার পরিণামে প্রেমের জন্য প্রয়োজন।

[৩] প্রেমাতিশয্যই অশেষ যন্ত্রণার হেতু, যেমন দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে তাপ-বিকীরণের আধিক্যের জন্য লোকে চোখে অন্ধকার দেখে।

[৪] লৌকিক প্রেমে বহুচারিত্ব নিন্দনীয়, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমের সার্বভৌমত্ব প্রশস্ত হইলেও, ব্যক্তিবিশেষের লাভের পক্ষে অন্তরায় ঘটায়।

৭

॥ বরাড়ী ॥

আরে মোর বন্ধুরে কানাই। তোমা বিনে তিলেক রহিতে ঠাঁই নাই
এ ঘর-বসতি মোর অনলের খনি। তোমার পিরিতি লাগি রেখ্যাছি পরানি।
[১]মাঝ পাথার জলে তৃণ হেন ভাসি। উচিত কহিতে নাই এ পাড়া-পড়সী।
তুমি যদি না ছাড়হ দুখে মোর সুখ। জ্ঞানদাস কহে তিলে মানি লাখ যুগ॥

৮

॥ সুহই ॥

পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥
বারেক দেখিতে নাহি পাই সব দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণ-বন্ধু জান মোর মন॥
ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
খেণে খেণে জীয়ে প্রাণ খেণে খেণে মরি॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এই বিষম পিরিতি॥

৭। আরে আমার বন্ধু কানাই, তোমা ভিন্ন দাঁড়াইবার তিলমাত্র স্থান নাই। আমার এই ঘরবসতি যেন আগুনের খনি। তোমার পিরীতির জন্যই প্রাণ রাখিয়াছি। পাথার জলের মাঝে তৃণের মত (সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়) ভাসিতেছি। এ পাড়া-পড়শীর মধ্যে উচিত কহিবার কেহ নাই। তমি যদি ত্যাগ না কর, এত দুঃখের মধ্যে সেই আমার একমাত্র সুখ। জ্ঞানদাস বলিতেছেন (অনিশ্চিত পরিণাম-চিন্তায়) তিলে লক্ষ যুগ মানিতেছি।

৮। বন্ধু, তোমাকে না দেখিয়া প্রাণ কান্দে। অন্তরের মধ্যে প্রাণ দগ্ধ হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সমস্ত দিনে একবারও দেখিতে পাই না, অদর্শনে কেমনে প্রাণ থাকিবে? এ দুঃখ কাহাকে কহিব? কে এমন আছে? তুমিই আমার প্রাণের বন্ধু, তুমিতো আমার মন জান। প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে, রহিতে পারি না। এ প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে বাঁচে, ক্ষণে ক্ষণে মরে। (তোমার প্রসঙ্গ শুনিয়া, তোমার কথা স্মরণ করিয়া হয়তো একদিন দেখা পাইব, এই ভরসায় ক্ষণেকের জন্য প্রাণ জীবন্ত হয়। আবার তোমার উপেক্ষার কথা মনে করিয়া ও গুরুজনের গঞ্জনা সহিয়া, পাড়াপড়শীর অবিচার দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে এ জীবন জীবন্মৃত হয়)। কুল গেল, শীল গেল, জাতিও হারাইলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন—এই পিরীতি (বড়) বিষম।

[১] প্রেম-সমুদ্রে ভাসমান তৃণের মত; এখানে নায়িকার চরম অসহায়ত্ব ব্যঞ্জিত হইতেছে।

৯

তুড়ী।

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিচয়ে মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতেও পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।[১]
এমতি রহিয়ে পাড়াপড়শীর ডরে॥
তাহে আর তুমি সে হইলা নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন॥

১০

॥ ধানশী ॥

ওহে বন্ধু আর কি বলিব তোরে।

আপনা খাইয়া পিরিতি করিলুঁ রহিতে নারিলু ঘরে॥
কাম-সাগরে[২] কামনা করিয়া সাধিব মনের সাধা।
আপনি[৩] হইব নন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা॥
পিরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব[৪] রহিব কদম্ব-তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পূরিব যখন যাইবা জলে॥

৯। কান্দিতে পাই না বন্ধু, কান্দিতে পাই না। তোমার চান্দমুখ চাহিয়া নিশ্চয় মরিব। শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতেও বা পারা যায়, কিন্তু তোমার নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়া মরিতে মন হয়। চোরের রমণী যেমন ফুকারিয়া কান্দিতে পারে না, পাড়াপড়শীর ডরে আমিও তেমনই থাকি। তার উপর তুমিও আবার নিদারুণ হইলে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তবে আর কি করিয়া প্রাণ বাঁচিবে?

১০। পদটি পদাবলী-সাহিত্যের অন্যতম অলঙ্কার। শ্রীরাধার প্রেম-পরিচয়ের উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহের একতম। অতি তীব্র প্রগাঢ় বিরহে সময় সময় শ্রীরাধার মনে হয়, আমিই শ্রীকৃষ্ণ। আক্ষেপানুরাগে তাঁহার বিশ্বাস

[১] পদাবলী-সাহিত্যে বহু-ব্যবহৃত উপমা। বেদনা-প্রকাশের দ্বারা অপরাধ প্রমাণ হইবে এই ভয়ে উদ্গত অশ্রু সংবরণ করিতে হয়।

[২] যে সমুদ্রে অবগাহন করিলে সমস্ত কামনার চরিতার্থতা লাভ হয়।

[৩] এখানে চৈতন্য-অবতার-তত্ত্বের সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। কৃষ্ণকে রাধার বিরহ-ভাব অনুভব করাইবার জন্যই রাধাভাববলিত-কান্তি শ্রীচৈতন্যদেবের ধরাধামে অবতরণ। শ্রীচৈতন্যবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন, তিনি কি ছদ্মবেশী রাধা?

[৪] পাঠান্তর এইরূপ— নতুবা যাইব যমুনার কূলে"।

আক্ষেপানুরাগের পদে মথুরার কথা রসাভাসদুষ্ট। আক্ষেপানুরাগও বিরহ, কিন্তু মাথুর বিরহের সঙ্গে তাহার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

মুরছা হইয়া পড়িয়া রহিবা সহজে কুলের বালা।
জ্ঞানদাস বলে[১] যে বোলসে হয় পিরিতি বিষম জ্বালা ॥[২]

১১

॥ সুহই ॥

গুরুজনার জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দেও শ্যামের মুরলী ॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লৈয়া আর না বাজিহ তুমি ॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি-কুল-ধন।
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন ॥
তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিয়া সতীকুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ওই সে বেভার ॥[৩]

হইয়াছে কামনা-সাগরে কামনা করিয়া হয়তো নন্দ-নন্দন হওয়া যায়। তিনি জানেন অনাদিকাল হইতে এ প্রেম অবিচ্ছেদ্য। তাই তাহার মনে হইয়াছে নন্দ-নন্দনকে এইবার বাধা সাজাইতে হইবে। দ্বিতীয়া কোন নায়িকায় রূপান্তরিত করিয়া অপর কোনরূপ প্রতিশোধ-গ্রহণের কথা তাঁহার মনে হয় নাই। আর মনে হইয়াছে মুরলীর কথা। মুরলীকে হাতে রাখিতে হইবে, এমনই করিয়াই মুরলী বাজাইতে হইবে। মুরলীর গানে যে কাহারো পরিত্রাণ নাই, এ-কথা তাঁহার অপেক্ষা অপর কে আর বেশী জানে?

১১। একে গুরুজনের জ্বালায় প্রাণ ব্যাকুল, ওগো শ্যামের মুরলী, তাহার উপর তুমি দ্বিগুণ অগ্নিসংযোগ করিতেছ। জোড়হাতে তোমায় মিনতি করিতেছি, আমার নাম লইয়া আর তুমি বাজিও না। তোর স্বরে আমার জাতি-কুল-রূপ-ঐশ্বর্য সবই গিয়াছে। (সব হারাইয়া) এখন আর পাপলোকের গঞ্জনা কত সহ্য করিব। ওরে সতীকুল-নাশকারী বাঁশী, তোকে বলিতেছি, তোর স্বরে আমি অত্যন্ত আকুল হইয়াছি। আমি শতবার মিনতি করিতেছি, তুমি আর বাজিও না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, উহার ঐরূপই ব্যবহার।

---

১ পদটি চণ্ডীদাসের নামেও পাওয়া যায়। কোন কোন পুঁথিতে আরো দুইটি ত্রিপদী আছে—

"পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব মথুরাপুরে।
আমার বিচ্ছেদে তাপিনী হইয়া
রহিতে নারিবা ঘরে ॥

২ এই পিরীতির জ্বালা কৃষ্ণ বা রাধা যিনিই অনুভব করুন, অসহনীয়।

৩ কবি কহিতেছেন যে সমস্ত লৌকিক বন্ধন হইতে চিত্তকে বিযুক্ত করিয়া পরম প্রেমের দিকে ইহাকে আকর্ষণ করাই শ্রীশীর অব্যভিচারী প্রকৃতি। বন্ধনচ্ছেদের অবশ্যম্ভাবী বেদনার প্রতি ইহা সম্পূর্ণ উদাসীন।

১২

। সুহই ।।

পহিলহি প্রেমক	সাযবে ডুবহুঁ	অব বুঝহুঁ পরিণামে।
মাণিক জানি	পরশে চিত পবশল	অব বিঘটন কোন ঠামে ।।*
	সজনি তুহুঁ জনি বিছুরসি মোয়।	
নাহ-সোহাগে	আছলুঁ জগবল্লভা	অব হেরি পুছয়ি না কোই ।। ধ্রু ।।[১]
নিতি নিতি অনুসর	মালতী মধুকব	পুণ্যে পরশ কেহো পায।
আহা নিরগুণি ধনী	কুসুম নাম ধরু	শিমরি চরণে লুটায় ।।
সময় বসন্ত	বদবী তরু জীবই	ঐছন গতি মতি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ	কহইতে হিয়া দহ	কোনে এতয়ে দুখ দেল ।।

১৩

।। সুহই ।।

পুরুখ বতন	লেখিয়া লাখ গুণ	দেখিয়া না দেখিলুঁ পাছে।[২]
এঘর হইল পব	সে সুখ সব দূব	এ নারীব আর কেবা আছে ।।

১২। প্রথমে তো প্রেমের সাগবে ডুবিয়াছিলাম। এইবাব পবিণাম বুঝিলাম। মাণিক জানিয়াই স্পর্শ মণিকে হৃদয়ে স্পর্শ করিয়াছিলাম। এখন কোথায় বিঘটন ঘটিল। সজনি, তুমি যেন আমায় ভুলিও না। নাথেব সোহাগে জগদীশ্বরী ছিলাম, এখন দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসাও কবে না। মধুকব নিত্য নিত্য মালতীব অনুসবণ কবে, কেহ কেহ বা পুণ্যে তাহাকে স্পর্শ কবিতে পাবে। আবাব পুষ্প নামে পরিচিতা গুণহীনা শিমুল (ফুল) তাহার (মধুকবের) পায়ে লুটায়। বসন্ত-সময়ে কুলগাছের বাঁচিয়া থাকা যেমন (কণ্টকাকীর্ণ দেহে ফুলও হয়, ফলও হয়, কিন্তু না সৌন্দর্য, না সুগন্ধ, না মাধুর্য, অথচ বাঁচিয়া থাকিতে হয়) আমাবও মতিগতি সেইরূপ হইল (বয়োধর্মে দেহে যৌবন আসিল, কিন্তু সে নৈবেদ্য শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ কবিলেন না)। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বলিতে হৃদয় পুড়িয়া যায়, কে এত দুঃখ দিল?

১৩। পুরুষ রত্ন, লিখিতে লক্ষগুণ, কিন্তু (তাহাব দ্বারা মুগ্ধ হইয়া) ভবিষ্যৎ দেখিয়াও দেখিলাম না। এ ঘর পব হইল, সে সব সুখও গেল, এ নারীব আব কে আছে? সই আমাকে আব কি বলিতেছ। এ পাপচিত্তে নিত্য

* আমাদের পুঁথিতে প্রথম দুই পংক্তি নাই। এই দুই পংক্তি অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী হইতে গৃহীত হইল। ষষ্ঠ পংক্তিব তৃতীয় চরণে পদবত্নাবলীর পাঠ "সে মোরি চরণে লুটায়"। (সে আমার চরণে লুটায়) এ পাঠের কোন অর্থ হয় না। শিমরি অর্থে শিমুল।

১ নাথের প্রণয়িনীরূপে বিশ্বের বরণীয়া ছিলাম. এখন দেখিয়াও কেহ ডাকিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করে না। গৌরবের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে অনাদরেব অন্ধতম কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। 'জগবল্লভা' কথাটির মধ্য দিয়া কৃষ্ণপ্রণয়িনী যে জগৎপূজ্যা ও নিখিল বিশ্বেব শ্রেয়সী এই অধ্যাত্ম সত্য ব্যক্তিত হইয়াছে।

২ সাধারণ বিচারে প্রচলিত মানদণ্ডে বহুমূল্য। এই প্রচলিত সংস্কারে আস্থা স্থাপন কবিয়া নিজ বিচার-বুদ্ধির অনুশীলন করিলাম না।

সই কি আর বোলসি মোরে।

(এ) পাপ চিতে নিতি যতেক উপজয়ে সে কথা কহিব কাহারে ।। ধ্রু ।।
পিরিতি-বিচ্ছেদ মিরিতি অধিকহি কহিল কত কত জনে ।।
সে সব বচন শ্রবণে না শুনিয়ে সে ফল বুঝিএ এখনে ।।
মনের আগুনি মনেতে নিভাইতে আপনা আপনি বুঝাই ।
জ্ঞানদাস বোলে যখন যে পড়য়ে সে সব সহিবারে চাই ।।

১৪

।। ধানশী ।।

হাম কুলবতী কুল-কণ্টক ভেল । কাতিয় রাতি দীপ জনু দেল ।।
গুরু-গঞ্জন আঁখি-অঞ্জন-শোভা । এত যে কয়ল কিছু নাহিক লোভা ।।
সজনি ঐছন হয়ে জনি কাহে ।
সোই পুরুখমণি সব মুখে কাহিনী অতয়ে সোপলুঁ তনু তাহে ।। ধ্রু
মনহিক সাধ আধ নাহি পূরল ভুললহি পর-অনুরোধে ।।
পুনমিক চাঁদ আধ জনু উগয়ে রাহু কয়ল উনমাদে ।।[১]
রূপ দেখি গুণ শুনি অতয়ে সে জানিয়ে কানু সঞে প্রেম বাঢ়ায়ি ।
জ্ঞানদাস কহ মরম না জানহ কৈছনে প্রেম ভালাই ।।

যে চিন্তা উদিত হয়, সে কথা আর কাহাকে বলিব ? পিরীতি-বিচ্ছেদ যে মৃত্যু-অধিক এ-কথা কতজনেই না বলিয়াছিল, সে সব কথা কানে শুনিলাম না, এখন তাহার ফল পাইতেছি। মনের আগুন মনে নিভাইতে আপনাকে আপনি বুঝাই। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, যখন যে আঘাতই আসুক, সব সহ্য করা চাই।

১৪। আমি কুলবতী হইয়াও কুলের কণ্টক হইলাম। (আমার কলঙ্ক) যেন কার্তিকের রাত্রিতে প্রদীপ দিলাম (অর্থাৎ সে কলঙ্ক আকাশ-প্রদীপের মত সকলের চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলাম)। গুরুজনের গঞ্জনা আঁখির শোভা অঞ্জন হইল। এত যে করিল (আমার মন ফিরাইবার জন্য প্রলোভন, দান ইত্যাদি) কিছুতে লোভ নাই। সজনি, এমন যেন কাহারো না হয়। সেই পুরুষমণির কাহিনী (রূপগুণের কথা) সকলেরই মুখে, এইজন্যই তাহাকে দেহ সমর্পণ করিয়াছিলাম। মনের সাধ অর্ধেকও পূর্ণ হইল না, পরের অনুরোধে ভুলিলাম। পূর্ণিমার চাঁদ যেন অর্ধেক উদিত হইয়াই রাহুকে উন্মাদ করিল (আমার কৃষ্ণসঙ্গসুখ অর্ধ-পথেই দুরদৃষ্টরূপ রাহুগ্রস্ত হইল)। রূপ দেখিয়া গুণ শুনিয়া অতএব জানিয়াই কানুসঙ্গে প্রেম বাড়াইয়াছিলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, প্রেমের ভাল হওয়ার মর্ম জান না।

[১] সচরাচর প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে পূর্ণ চন্দ্রই রাহুকে প্রলুব্ধ করিতে পাবে। কিন্তু আমার দুর্দৈবক্রমে আমার প্রেম-শশধর অর্ধ-পরিণত হইয়াই বিচ্ছেদ-রাহু-কবলিত হইল।

১৫

।। সিন্ধুড়া ।।

যতেক আছিল মোর মনের বাসনা। ভুবনে রহিল সবে অযশ ঘোষণা ।।
বড় বলি কানুরে করিলু বড় নেহ। আছুক আনের কাজ জীবন সন্দেহ ।।
সই কহিল নিদান। প্রেমের পরাণে সহে এত কিয়ে জান ।।ধ্রু ।।
যারে দিল তনু-মন কুলশীল-জাতি। অঙ্গের ভূষণ কৈলুঁ বড় অখেযাতি ।।
সেজনা কি লাগি এবে করে ভিনু পর। ঝাঁপল কূপে পড়ল বনচর ।।[১]
গুরুয়া পিয়াসে ঝাঁপ দিল সিন্ধুজলে। অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড়ব-অনলে ।।
না জানি পিরিতি কিয়ে হেন বিষফল। জ্ঞানদাস শুনি হারাইল বুধিবল ।।

১৬

।। শ্রীরাগ ।।

এক পরে আছইতে আন ভেল রীত। তনু মন জীবন এক পিরিত ।।
কষিল কনক ভেল আন স্বভাব। আছএ আলাপ দেখই নাহি পাব ।।
এ সখি এ সখি কি বলিব আন। ধিক্ ধিক্ রহইতে আছএ পরাণ ।।ধ্রু ।।
অনিমিখ নয়নে রহত মঝু আগে। অব দূর দরশনে বহু পুণভাগে ।।
সেবলুঁ সুরতরু ফল দূরে গেল। চাতক রতন কোন্ হরি নেল ।।
সায়র নিকট করল যব বাস। তবহুঁ না টুটল গুরুয়া পিয়াস ।।
চূত না মঞ্জরু সময় বসন্ত। জ্ঞানদাস কহ কিয়ে পরিযন্ত ।।

১৫। আমার মনের যত বাসনা ছিল (কিছুই পূর্ণ হইল না) সবেমাত্র ভুবন ভরিয়া অযশ ঘোষণা রহিল। বড় বলিয়াই কানুর সঙ্গে বড় প্রেম করিয়াছিলাম। অন্য কাজ দূরে থাকুক এখন জীবনেই সন্দেহ হইতেছে। সই নিদান কহিলাম। এমন কি জানিতাম যে প্রেমের প্রাণে এত সহ্য হয়। যাহাকে দেহ মন কুল শীল জাতি দিলাম, বড় অখ্যাতি অঙ্গের ভূষণ করিলাম সে জন কিজন্য এখন ভিন্ন পর করে। বনচারী (বনে ভ্রমণ করিতে) আবৃত (তৃণ অথবা লতাগুল্মে আচ্ছাদিত) কূপে গিয়া পড়িল। গুরুতর পিপাসায় সাগরজলে ঝাঁপ দিলাম। (লবণাক্ত জলে পিপাসা তো মিটিল না) অধিকন্তু বাড়বানলে দেহ পুড়িয়া গেল। পীরিতি যে এমন বিষফল তাহা জানিতাম না। জ্ঞানদাস শুনিয়া বুদ্ধিবল হারাইলেন।

১৬। একপ্রকার থাকিতে অন্যরূপ হইয়া গেল। দেহ, মন, প্রাণ প্রেম একই ছিল। নিকষে পরীক্ষিত স্বর্ণ অন্যরূপ হইল। আলাপ দূরের কথা দেখিতে পাই না। ওগো সখি ওগো সখি, অন্য কি বলিব, ধিক ধিক্, আমার দুর্ভাগ্যের কথা বলিবার জনাই প্রাণ আছে। যে অনিমেষ নয়নে আমার আগে দাঁড়াইয়া থাকিত, বহু পুণ্য-ভাগ্যে এখন তাহার দূর হইতে দর্শন মিলে। কল্পতরুর সেবা করিলাম ফল পাইলাম না। চাতের রত্ন কে চুরি করিয়া লইল? পিপাসা গুরুতর, কিন্তু সাগরের নিকট বাস করিয়াও সে পিপাসা দূর হইল না। বসন্ত কাল, অথচ সহকার মুকুলিত হইল না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ইহার শেষ কোথায়?

[১] কানুর প্রেমের অতর্কিত পরিবর্তন তৃণাচ্ছাদিত কূপের সহিত উপমিত হইয়াছে। উভয়ত্রই সাধারণ লক্ষণ—নিঃশঙ্ক, বিশুদ্ধ চিত্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

১৭

।। সিন্ধুড়া ।।

গৃহে গুরুজন স্বামি-তরজন
যা লাগি না দিলুঁ কানে।
এখন কি লাগি সে জন আমারে
না চাহে নয়ান-কোণে ।।

সই পরখি বুঝিলুঁ কাজে।
বিনি অপরাধে বাদ সে সাধিল
জগত ভরিল লাজে ।।

সে সব পিরিতি আদর আরতি
সদাই পড়িছে মনে।
প্রেম-পরাভব এমন জানিয়া
পরাণ যায় এখনে ।।

সহজে অবলা আগু অনুসরে
না জানি কি হয় পাছে।[১]
জ্ঞানদাস বোলে সময় বুঝিতে
কোন জন হেন আছে ।।

১৮

।। শ্রীরাগ ।।

যাহার লাগিয়া কৈলু কুলের লাঞ্ছনা।
কত না সহিল দেহে গুরুর গঞ্জনা ।।

১৭। ঘরে গুরুজনের এবং স্বামীর তর্জন (কঠোর তিরস্কার) যে কানুর জন্য কানে তুলিলাম না, এখন কেন সে আমাকে নয়নের কোণেও চাহিয়া দেখে না। সখি, কাজের পরীক্ষায় বুঝিলাম, সে বিনা অপরাধে আমার বাদ সাধিল, জগৎ ভরিয়া লজ্জা হইল। সে সব পিরীতি, আদর এবং অনুরাগ সর্বদাই মনে পড়িতেছে। প্রেম এমনভাবে পরাজিত (লাঞ্ছিত হইয়াছে) জানিয়া এখন প্রাণ যায়। (এ পথে) অবলারাই সহজে আগাইয়া চলে, পরিণাম চিন্তা করে না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সময় বুঝিতে পারে, এমন কে আছে? (অর্থাৎ কোন্ সময় কি করা উচিত, কয়জন তাহা বুঝিতে পারে?)

১৮। যে কানুর লাগিয়া আমি উভয় কুল কলঙ্কিত করিলাম, এ দেহে গুরু-গঞ্জনাই না কত সহিলাম, যাহার জন্য গৃহের সমস্ত সুখ ছাড়িলাম, জানি না কিজন্য এখন সে আমার প্রতি বিমুখ হইল। সজনি, তোমাকে

১ পরিণাম চিন্তা না করিয়া নিজ হৃদয়বৃত্তির অনুবর্তন করে।

যাব লাগি ছাড়িলুঁ গৃহের যত সুখ।
না জানি কি লাগি এবে সে জনা বিমুখ ॥
সজনি নিবেদলুঁ তোবে।
কলঙ্ক বহল সব গোকুল নগবে ॥
তিলেকে সে তেযাগিলুঁ পতি খুব-ধাব।
শ্রবণে না শুনলুঁ ধবম-বিচার ॥
অবলা অখল-জাতি ভুলে পব-বোলে।
সাধেব প্রদীপ নিভাইল সাঝবেলে ॥
দুখের উপবে দুখ পবিজন-বোল।
সতীব সমাজে দাঁড়াইতে হৈলুঁ চোব ॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায।
প্রেম-পবাভব-দুখ সহনে না যায ॥

১৯

॥ সুহই ॥

কৌতুকে দুহুঁ কুল- কমল তেযাগলুঁ
যো পদ-পঙ্কজ-আশ।
পাউখ মীন দীন জনু লাগল[১]
না গুণল মবণ-তবাস ॥
সজনি নিকরুণ-হৃদয় মুবাবি।
অব ঘব যাইতে ঠাম না পাইযে
পবিজন দেওই গাবি ॥

বলিতেছি, সমস্ত গোকুল নগব জুড়িয়া আমার কলঙ্ক বহিল। পতিকে ক্ষুরধার-জ্ঞানে দণ্ডের মধ্যে ত্যাগ করিলাম, ধর্মবিচার শ্রবণে শুনিলাম না। অবলা জাতি স্বভাবতঃই খলতাশূন্য, পবেব কথায় ভুলিয়া যায়। সাধের প্রদীপ সন্ধ্যাতেই নিভাইয়া গেল। (অনির্বাণ আলোকেব আশায় যে প্রদীপ জ্বালিয়াছিলাম, আমাকে চিররাত্রির অন্ধকারে ডুবাইয়া সন্ধ্যামুখেই তাহা নির্বাপিত হইল।) দুঃখেব উপরে দুঃখ, পরিজনদের কথা, সতীর সমাজে দাঁড়াইতে গিয়া চোর (সতীসমাজবহিষ্কৃতা) হইলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ইহাতে আর কেমন উপায় করিব, প্রেম-পরাভব-দুঃখ সহ্য করা যায় না।

১৯। কানুর পদকমলের আশায় আমি কৌতুকে (পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল) দুইটি কুলরূপ কমল ত্যাগ করিলাম। বর্ষায় মীন, ভাবিল দিন পাইয়াছে, মৃত্যুভয় গণনা কবিল না। সখি, মুরারীর হৃদয় করুণাহীন, আমার

---

১ তাহার ক্ষণস্থায়ী জীবনেব কথা বিস্মৃত হইয়া একদিনেব জীবনোৎসবে মাতিয়া উঠিল। বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যে পাউখের মাছ স্বল্পস্থায়ী আনন্দবিহ্বলতার প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে।

গগনক চান্দ পাণিতলে বারলুঁ[১]
সাগরে নগর-বেভার।
অমিয়া-ঘট বলি হাথ পসাবলুঁ[২]
পায়লুঁ গরলক ধার॥
সুরতরুতলে হম জনম গোঙায়ব
ঐছন চিতে ছিল ভান।
জ্ঞানদাস কহ সো দিন দূর গেযো
কঠিন ভেল অব কান॥

২০

॥ সিন্ধুড়া ॥

হাম ধনী কুলবতী নারী। জগভরি রহি গেল গারি॥
দুহুঁ কুলে কণ্টক দেল। মনোরথ উগি আথ গেল॥
সই কত অনুবোধব কানে। অব কৈছে ধরব পরাণে॥ ধ্রু
হিয় মাহা ছিল বহু সাধে। সবে সিদ্ধি ভেল পরিবাদে॥
অনুখণ লখএ না যায। দুরগহ কিয়ে না করায॥
কুসুম ঝলমল মকরন্দে। কি করব অলি-পরবন্ধে॥
নব যৌবন যব যাব। জ্ঞানদাস পুন কিয়ে পাব॥

আর ঘরে ফিরিতে ঠাঁই নাই, পরিজনে গালি দিতেছে। আকাশের চাঁদ হাতে আড়াল করিলাম, সাগরকে নগর কল্পনা করিয়া লইলাম। অমৃত-ঘট বলিয়া হাত বাড়াইলাম, বিষের ধারা পাইলাম। কল্পবৃক্ষের ছায়ায় জীবন কাটাইয়া দিব, এই ধারণাই মনে ছিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সে দিন আর নাই, কানু এখন কঠিন হইয়াছে।

পদকল্পতরুতে ভণিতার শেষ দুই ছত্র নাই।

২০। আমি সুন্দরী কুলবতী রমণী, কিন্তু ভুবন ভরিয়া (কুলকলঙ্কিনী বলিয়া) গালি রহিয়া গেল। দুই কুলেই কাঁটা দিলাম। মনোরথ উদিত হইয়াই অস্ত গেল। সই, কানুকে আর কত অনুবোধ করিব। এখন কিরূপে প্রাণ রাখিব। হৃদয়ে বহু সাধ ছিল, কলঙ্কেই সে সমস্তের সমাপ্তি ঘটিল। অনুক্ষণ তো দেখা যায় না, দুর্গ্রহ কি না করায়। মধুভরা ফুল (লাবণ্যে) ঝলমল করিতেছে। কিন্তু অলির সম্বন্ধে কি উপায়? (অলি কোন প্রবন্ধে তাহাকে লাভ করিবে)? এ নব যৌবন যখন গত হইবে, জ্ঞানদাস কি আর ফিরিয়া পাইবেন?

[১] এই উপমাগুলি অসম্ভব, অবাস্তব আশার উদাহরণ। হাতের দ্বারা আকাশের দীপ্ত-জ্যোতি চাঁদকে আবৃত করা, অগাধ সমুদ্রমধ্যে স্থায়ী জীবনযাত্রা-নির্বাহের কল্পনা—এ সমস্তই মুগ্ধের দুরাশা-পর্যায়ভুক্ত।

[২] এই উপমাটি স্বাভাবিক প্রত্যাশার বৈপরীত্যসূচক।

২১

।। সিন্ধুড়া ।।

বিবিধ বৈদগধি ভাবিয়ে নিরবধি
কি লাগি সোঁপি দিলুঁ কুলে।
জানিয়ে যদি হেন মরিয়া হয়ে পুন
মো পুনি করিত সে বেলে।।

সই এ বড়ি মরমের বেথা।
চান্দ মুখ হেরি এ মঝু বুক ভরি
রহিয়া না কহিল কথা।। ধ্রু ।।

সে সব পিরিতি- কিরিতি কহিতে
নহিল এ দেহ মোর।
অন্তরে অন্তক সে সব দুখ উঠে
পতির আরতি ঘোর।।

যে দুখ পাই চিতে ঘরের চরিতে
বন্ধু-গুণে প্রাণ রয়।
জ্ঞানদাস কহে এ রস যব নহে
তমুসে এই চিতে লয়।।

২২

।। ধানশী ।।

এ সখি হাম সে কুলবতি রামা।
অনেক যতন করি প্রেম ছাপায়লুঁ
বেকত কয়ল ওই শ্যামা।। ধ্রু ।।

২১। তাঁহার বিবিধ রসজ্ঞতার কথা নিরবধি ভাবি। কিজন্য তাহাকে কুল সঁপিয়া দিলাম। যদি এমন জানিতাম, মরিয়া পুনরায় জন্মানো যায়, সে সময় আমি তাহাই করিতাম (প্রেমাঙ্কুর উদ্ভূত হওয়ামাত্র দেহত্যাগ করিয়া অন্যরূপে জন্ম লইতাম)। সই, এ বড় মর্মব্যথা, চাঁদমুখ দেখিয়া আমার বুক ভরিয়া থাকিয়া কথা বলিল না। আমার এ দেহ সে সব প্রেমের কীর্তি প্রচারের আধার হইল না। পতির ঘোরতর আনুরক্তি অন্তরে যম-যাতনার মত দুঃখ দেয়। ঘরের (গুরু পরিজনদের) স্বভাবে মনে যে দুঃখ পাই, বন্ধুর গুণেই প্রাণ থাকে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, যখন এ রস নাই (সে প্রেমই রহিল না) তথাপি তাহা মনে লাগিয়া আছে।।

২২। সখি, আমি কুলবতী রামা, অনেক যত্নেই প্রেম গোপন করিলাম, ওই শ্যামচাঁদই প্রকাশ করিয়া দিল। মালতী ছিলাম। বিধাতা কিরূপ করিল, কেতকীতে পরিণত হইলাম। কণ্টকের জন্য ভ্রমর আসিতে পারে না।

আছিলুঁ মালতি বিহি কৈল কিবা রিতি
ভৈ গেল কেতকি ফুলে।
কণ্টক লাগি ভ্রমর নাহি আওত
দূরে রহি দুহুঁ মন ঝুরে।।
যব দুহুঁ দরশন দৈবে মিলাযল
কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগধি- মাণিক ছাপাযল[১]
দুহুঁ ভেল পন্থক চোর।।
দখিণ নয়ন করি বঞ্জর কিয়ে হরি
বাম নয়ন করি আধা।
গোপত পিরিতি খানি কোন টুটাযল[২]
মঝু মনে লাগল ধাঁদা।।
কান্দিব রে কত কাঁদি গোঙাযব
কাহারে করিব বিশোযাস।
জ্ঞানদাস কহ ধিক বহু জীবনে
যো করে পর-প্রতিআশ।।

২৩

।। সুহই ।।

ভালই আছিলুঁ আন-মনে।
প্রমাদ পড়িল সেই খণে।।

দূরে থাকিয়াই দুজনের মন কান্দে। দৈবক্রমে যখন দুজনের দেখাদেখি হইল, তখন কে কি না বলিয়াছে। অন্তরে বৈদগধি (পরস্পরের রসজ্ঞতা) রূপ মাণিক লুকাইলাম, দুজনে যেন পথের চোর হইলাম। অনুকূল নয়নে (পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে) হরিকে অনুরঞ্জিত করিব কি, (লোকের ভয়ে) অর্ধেক দৃষ্টিতে বামতা প্রকাশ করিতে হয়। গোপন পিরীতিখানি যে কে ভাঙ্গিয়া দিল, আমার মনে ধাঁধা লাগিয়াছে। কত কান্দিব। কান্দিয়া কতদিন কাটাইব। (জগতে আর) কাহাকে বিশ্বাস করিব? জ্ঞানদাস বলিতেছেন, যে পরপ্রত্যাশা করে, তাহার জীবনে ধিক্।

২৩। আনমনে তো ভালই ছিলাম, সেই দণ্ডেই প্রমাদ পড়িল। কেন তাহার (কানুর) গুণ শুনাইলে, দ্বিগুণ আগুন উথলিয়া উঠিল। রাত্রিদিন যাহার গুণ গাই, সে কেন এত নিষ্ঠুর হইল? যাহার জন্য গৃহত্যাগ করিলাম,

১ লোকলজ্জার ভয়ে পরস্পরের প্রতি উদ্বেলিত প্রেমরস গোপন করিয়া যেন চোরের মত সঙ্কুচিতভাবে, নিঃশব্দপদসঞ্চারে পথ অতিক্রম করিলাম।

২ এই যে প্রেম, যাহা বহুযত্নে গোপন করিতাম, তাহা যেন কাহার অশুভ প্রভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমার এইরূপ সন্দেহ হইতেছে।

কেনে শুনাইলা তার গুণ।
উথলিল আগুন দ্বিগুণ॥[১]
নিশি দিশি যার গুণ গাই।
তার কেনে এত নিঠুরাই॥
যার লাগি তেয়াগিলুঁ ঘর।
সে কেনে ভাবয়ে ভিন পর॥
যার লাগি কুলে দিলুঁ ছাই।
তারে কেনে দেখিতে না পাই॥
সতীর সমাজে হৈলুঁ মন্দ।
জ্ঞানদাস শুনি বহু ধন্দ॥

২৪

॥ সিন্ধুড়া ॥

যবহুঁ আছল নব নেহা। অভিনে আছল দুহুঁ দেহা॥
অব ভেল প্রেম পুরাণে। তিলে তুল না করে গেয়ানে॥
অব কি কহব দুরদিনে। অভিমানে না রহে পরাণে॥ ধ্রু॥
দুহুঁ কুল দুহুঁ বেলে বারি। না বুঝিলুঁ পাছু বিচারি॥
মনোরথ আছিল অশেষ। দরশন অবহুঁ সন্দেশ॥
সুরতরু-ফল ভেল আন। হেমমণি ধরু আন বাণ॥
জ্ঞানদাস না বুঝল রীতি। ভাল জন ঐছন পিরিতি॥

২৫

॥ কৌ রাগিনী ॥

অরুণ-উদয়-কালে ব্রজ-শিশু আসি মিলে
বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ।
এক দিঠি গুরুজনে আর দিঠি পথ পানে
চাহিয়ে পরাণ করি হাত॥

সে কেন ভিন্ন পর মনে করে? যাহার জন্য কুলের মুখে ছাই দিলাম, তাহাকে দেখিতে পাই না কেন? সতীর সমাজে মন্দ (প্রতিপন্ন) হইলাম। জ্ঞানদাস শুনিয়া ধান্দায় পড়িলেন।

২৪। যখন নূতন প্রেম হইয়াছিল, দুই দেহ অভিন্ন ছিল। এখন প্রেম পুরাণ হইল, তিলেকের জন্যও তুলনা করিয়া দেখে না। এই দুর্দিনে কি বলিব, অভিমানে প্রাণ রহে না। (একদিনও বিলম্ব হইল না, এ বেলা ও বেলা) দুই বেলাতেই দুই কুল নষ্ট করিলাম, পশ্চাৎ বিচার করিয়া বুঝিলাম না। অসংখ্য কামনা ছিল, এখন কানুর দর্শ নষ্ট সন্দেশ। কল্পতরুতে অন্য ফল ফলিল। হেমমণিরও রূপান্তর ঘটিল। জ্ঞানদাস রীতি বুঝিলেন না। সুজনের কি এমনই প্রেম?

২৫। অরুণোদয় সময়ে ব্রজরাখালগণ আসিয়া মিলিত হয়, প্রাণনাথ বনে যায়। এক আঁখি গুরুজনের দিকে রাখিয়া প্রাণ হাতে করিয়া অন্য আঁখিতে পথপানে চাহিয়া থাকি। সজনি, প্রেমের জন্য না জানি কি হয়।

---

[১] পদকল্পতরুর পাঠ—"উথলিল আগুনের খুন"—অর্থ, আগুনের খনি (?) উথলিয়া উঠিল।

সজনি না জানি কি হয়ে প্রেম লাগি।
দারুণ পিরিতি মোর পরবোধ নাহি মানে
কত চিতে নিবারিব আগি।। ধ্রু।।

একে কুল-কামিনি তাহে নব-যৌবনি
আর তাহে পরের অধীন।
বিষম পিরিতি-শরে রহিতে না পারি ঘরে
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ।।

নিশি দিশি অবিরত জাগিতে ঘুমাতে কত
প্রাণনাথ সোঙরি সদাই।
শুনি জ্ঞানদাস বলে আকুল নয়ান-জলে
তিল আধ থির নাহি পাই।।

২৬

।। ধানশী।।

কেমন এক রীত এক পরাণ চিত
তনু তিলেক না ভিন।
দোঁহে দূতী বিনু পিরিতি বাঢ়ায়লুঁ
পর কৈছে পাএল চিন।।

সজনি এ মোহে লাগল ধন্দ।
বিহিক চরিত চিতে অনুমানিয়ে
কাহে কলঙ্কিত চন্দ।। ধ্রু।।

যতয়ে পিরিতি গোপত করি মানিয়ে
ততয়ে হোয়ে পরচার।
ঝাঁপল আগি ধূম জনু নিকসই
অইছন প্রেম বিচার।।

আমার দারুণ পিরীতি প্রবোধ মানে না। মনের আগুন কত নিবারণ করিব? একে আমি কুলকামিনী, তাহাতে নূতন যৌবন, তাহার উপর পরাধীনা, কিন্তু দারুণ পিরীতি-শরে ঘরে রহিতে পারি না, ভাবিতে ভাবিতে দেহ ক্ষীণ হইল। রাত্রিদিন জাগিতে ঘুমাইতে বিরতি নাই, সর্বদাই প্রাণনাথকে স্মরণ করি। শুনিয়া জ্ঞানদাস বলিতেছেন, নয়নজলে আকুল হইয়া আমি তিল আধও স্থির হইতে পারি না।

২৬। কেমন একই রীতি, এক প্রাণ এক মন, দেহও তিলেকের জন্য পৃথক হয় না। দুজনে দূতীর সাহায্য না লইয়াও প্রেম বাড়াইলাম, অপরে কি করিয়া চিহ্ন পাইল? সজনি, বিধির চরিত্র মনে অনুমান করিয়া এই আমার ধাঁধা লাগিল, চাঁদ কিজন্য কলঙ্কিত হইল। যতই প্রেম গোপন করিতে চাই, ততই প্রচার হয়। আগুন

দরশনে যো জন কতয়ে আদর করু
সো অব কহ কত মন্দ।
জ্ঞানদাস কহ জানলুঁ ঐছন
হোয়ে পিরিতি-অনুবন্ধ॥

২৭

॥ সুহই ॥

একে নব পিরিতি আরতি অতি দুরগম
সোঙরি সোঙরি খিণ দেহা।
তাহে গুরু-গঞ্জন হৃদয়-বিদারণ
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
সজনি দূরে কর ও পরথাব।
প্রেম-নাম যাহাঁ শুনই না পায়ব
সোই নগরে হাম যাব॥ ধ্রু॥
যাহে বিনু সপনে আন নাহি হেরিয়ে
অব মোহে বিছুরল সোই।
হাম অতি দুখিনি সহজে একাকিনি
আপন বলিতে নাহি কোই॥
দুহুঁ কুল চাহিতে আকুল অতি অন্তর
পাঁতরে পড়ি রহুঁ হেম।[১]
জ্ঞানদাস কহে ধিক ধিক জীবনে
যাকর পরবশ প্রেম॥

ঢাকিয়া রাখিলেও যেমন ধূম নির্গত হয়, প্রেমের বিচারও তেমনি। দেখিলে যে জন কত আদর করিত, সে এখ কত মন্দ বলে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, জানিলাম প্রেমের রীতিই ঐরূপ।

২৭। একে নূতন পিরীতি, তাহাতে দুরতিক্রম্য অতি-অনুরাগ, স্মরিয়া স্মরিয়া দেহ ক্ষীণ হইল। তাহা উপর হৃদয়বিদারক গুরুগঞ্জনা, এখন জীবনেই সন্দেহ হইতেছে। সখি, ও প্রস্তাব দূর কর। যেখানে প্রেমে নাম পর্যন্ত নাই, আমি সেই নগরে যাইব। যাহাকে ভিন্ন স্বপ্নেও আর কাহাকেও দেখি না এখন সে আমাকে ত্যাগ করিল। আমি অত্যন্ত দুঃখিনী, সহজেই একাকিনী। আপনার বলিবার কেহ নাই। (পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলের প্রতি চাহিয়া অন্তর আকুল হয়। কাঞ্চন প্রান্তরে পড়িয়া রহিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, যাহা পরবশ প্রেম (যে পরের প্রেমের অধীন) তাহার জীবনে ধিক।

---

১ দুকূল-পরিত্যক্তা নায়িকা আপনাকে প্রান্তরে হারাইয়া-যাওয়া স্বর্ণের সহিত তুলনা করিতেছে।

২৮

।। ধানশী ।।

শুনিয়া দেখিলুঁ দেখিয়া ভুলিলুঁ
ভুলিয়া পিরিতি কৈলুঁ।
পিরিতি-বিচেছ্দে না রহে পরাণ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ ।।
সই পিরিতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান সব করে আন
না শুনে ধরম-কথা ।। ধ্রু ।।
পিরিতি মিরিতি তুলে তৌলাইলুঁ
পিরিতি গুরুয়া ভার।
পিরিতি-বেয়াধি যার উপজয়ে
সে বুঝে না বুঝে আব ।।
সভাই কহযে পিরিতি-কাহিনী
কে বলে পিরিতি ভাল।
কানুর পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল ।।
জীবনে মরণে পিবিতি-বেয়াধি
হইল যাহার সঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে কানুব পিরিতি
নিতুই নৌতুন বঙ্গ ।।

২৮। (কানুব রূপ-গুণেব কথা অখবা বাঁশী) শুনিয়া তাহাকে দেখিলাম, দেখিয়া ভুলিলাম। ভুলিযা পিরীতি করিলাম। এখন পিরীতি-বিচেছ্দে প্রাণ থাকে না, ঝুরিয়া ঝুরিবা মরিতেছি। সখি, পিরীতি দ্বিতীয় বিধাতা। সে আসল বিধাতার সমস্ত বিধানই উল্টাইয়া দেয়, শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপদেশ-কথা শুনে না। পিরীতি এবং মৃত্যুকে তুলে তৌল করিলাম, পিবীতিই গুরুভাব হইল। এ ব্যাধি যাহার হইয়াছে সেই জানে, অন্যে বুঝিতে পারে না। সকলকেই পিরীতিব কথা বলিতে শুনি, কিন্তু পিরীতিকে ভাল কে বলে। কানুর পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে পাঁজব ধ্বসিয়া গেল। জীবনে মরণে পিরীতি-ব্যাধি যাহাব সঙ্গ লইয়াছে, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কানুর পিরীতির নিত্য নতন বঙ্গেব কথা সেই জানে।

২৯

।। শ্রীবাগ ।।

বন্ধুব লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমাব লয় অন্য জন
ইহা কি পবাণে সয় ।।

সই কত না বাখিব হিয়া। [১]

আমাব বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমাবি আঙ্গিনা দিয়া ।। [২]

যে দিন দেখিব আপন নয়ানে
আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি পেলি বেশ দূব কবি
ভাঙ্গিব আপন মাথা ।।

বন্ধুব হিয়া এমন কবিলে
না জানি সে জন কে।
আমাব পবাণ কবিছে যেমন
এমনি হউক সে ।। [৩]

জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দবি
মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামেব সববস ধন
শ্যাম সে তোমারি প্রাণ ।।

২৯। বন্ধুর লাগিয়া সর্বস্ব ত্যাগ কবিলাম। (তাহাব জন্য) লোকে (দিনরাত্রি) অপযশ কহিতেছে। আমাব এ হেন ধন অন্য জন লইবে, ইহা কি প্রাণে সহ্য হয় ? সই, হৃদয়ে কত না ধৈর্য ধবিব, আমাব বন্ধু আমাবি আঙ্গিনা দিয়া অন্য বাড়ী যায়। যে দিন আপন নয়নে অন্য জন সঙ্গে কথা কহিতে দেখিব, আপনাব কেশ ছিঁড়িয়া ফেলিব, বেশ দূব কবিব, আপন মাথা আপনি ভাঙ্গিব। বন্ধুব হৃদয় এমন কবিল (আমার প্রতি বিমুখ কবিল) কে সেজন জানি না। (সে যেই হউক) আমাব প্রাণ যেমন করিতেছে, সেও যেন প্রাণে এমনই বেদনা পায়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সুন্দবি, শোন, মনে আন ভাবিও না। তুমি সেই শ্যামেব সর্বস্ব-ধন, সেই শ্যামও তোমার প্রাণ।

এই পদটি চণ্ডীদাসেব নামেই চলিয়া আসিতেছে।

১ হৃদয়ের সাম্য শান্তি অক্ষুণ্ণ বাখিব।

২ আমারই প্রেমকে সোপানস্বরূপ ব্যবহাব করিয়া নায়ক অন্যাসক্তিব পরিণত স্তবে পৌঁছিয়াছে—যে প্রেম আমিই জাগাইয়াছি, তাহা এখন আমাকে অতিক্রম করিয়া পাত্রান্তরে সংন্যস্ত হইয়াছে। প্রেমের এই অকৃতজ্ঞতা, এই আত্মঘাতপ্রবণতাই হৃদয়-জ্বালাকে অসহনীয় কবিয়াছে।

৩ ইহা অপেক্ষা তীব্রতব, দারুণতব অভিশাপ নায়িকার অজ্ঞাত। নিজেব অপরিমেয় দুঃখের মানদণ্ডে বেদনাব চবম সীমা নির্ধারণ করিয়া নায়িকা নিজ প্রতিযোগিনীর প্রতি তাহারই বিধান করিতেছেন।

৩০

।। ধানশী ।।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ।।
কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিলুঁ
রবির কিরণ দেখি ।। ধ্রু ।।
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িলুঁ অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল
মাণিক হারালুঁ হেলে ।।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি
মরণ-অধিক শেল ।।

৩০। সুখের লাগিয়া ঘর বান্ধিয়াছিলাম, আগুনে পুড়িয়া গেল। সুধাসমুদ্রে স্নান করিতে গেলাম, অমৃত গরলে পরিণত হইল। কি আমার কর্মের লেখা, শীতল বলিয়া চান্দের সেবা করিলাম, এখন সূর্যকিরণ দেখিতেছি। নিম্নস্থান ছাড়িয়া উচ্চে উঠিতে গিয়া অগাধ জলে পড়িলাম। লক্ষ্মীলাভের প্রার্থনায় দারিদ্র্য বাড়িয়া গেল, অবহেলায় মাণিক হারাইলাম। পিপাসিত হইয়া জলদের সেবা করিলাম, (জলের বদলে) বজ্রপাত হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কানুর প্রেম মরণেরও অধিক যাতনাদায়ক।

যে মহাকবি এই অমর সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি যে প্রেমের নিগূঢ় রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয়। হৃদয়ের যে সুগম্ভীর স্তরে, উপবিভাগের সমস্ত চাঞ্চল্য-বৈচিত্র্যের যে তলদেশে প্রেমের উদ্ভব, মহাকবির দৃষ্টি সেই অতলস্পর্শ গভীরতা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। এই প্রেম কেবল কাব্যসাহিত্যের সনাতন রসসিঞ্চনে পুষ্ট নহে, ইহা মর্মচ্ছেদী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিণত ফল, হৃদয়মূল হইতে উদ্ভিন্ন আনন্দ-বেদনার যুগ্মবৃন্তে প্রস্ফুটিত অনবদ্য ভাবকুসুম। পুঁথিপত্রের দলিলগত প্রমাণে, অধিকাংশের মতে, এই পদটি জ্ঞানদাসে আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানদাসের ব্যক্তিগত জীবনের আমরা বিশেষ কিছু জানি না বলিয়া তাঁহার জীবনের সহিত ইহার সংযোগসূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, চণ্ডীদাসের জীবনে প্রেমের যে মর্মান্তিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী জনশ্রুতির প্রণালী বাহিয়া আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার সহিত ইহাকে সম্পর্কিত করা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। ইহার রচয়িতা যিনিই হউন, এই পদটি প্রেমের স্বরূপ-উপলব্ধির কাব্যরূপ হিসাবে বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়।

মান

মান

(ক) লঘু মানান্তে মিলন

১

।। কেদার ।।

কতহুঁ মিনতি করু কান।
মানিনি তেজল মান ।।
ছল ছল লোচন-লোর।
কানু কয়ল ধনি কোর ।।
বুঝল হিয়-অভিলাষ।
নিধুবন রচই বিলাস ।।
চুম্বন করইতে কান।
বঙ্কিম ইষত বয়ান ।।
কঞ্চুকে যব কর দেল।
মুকুল হৃদয় জনু ভেল ।।
নিবি পরশিতে কর কাঁপ।
নিরস কমলে অলি ঝাঁপ ।।
ঐছে না পূরয়ে আশ।
নাগর গদ গদ ভাষ ।।
ধনিক কষায়িত চীত।
সরস করয়ে প্রকটীত ।।
পেশল মনহি অনঙ্গ।
জ্ঞান কহই ইহ রঙ্গ ।।

১। কানু কত মিনতি করিল, মানিনীর মান দূর হইল। অশ্রু-ছলছল চক্ষে কানু ধনীকে কোলে লইল। হৃদয়ের অভিলাষ বুঝিল। কেলিবিলাস রচনা করিল। কানু চুম্বন করিতে ধনী ঈষৎ মুখ বাঁকাইল। কাঁচুলিতে কানু যখন হাত দিল, ধনীর হৃদয় যেন মুকুলিত হইল। ধনীর নীবি স্পর্শ করিতে কানুর কর কাঁপিল। নীরস কমলে অলি ঝম্প দিল। ঐভাবে আশা পূরিল না, নাগর গদগদ বাক্যে মিনতি জানাইল। ধনীর কষায়িত চিত্ত রসায়িত হইল। অনঙ্গ মনেকে প্রবেশ করিল। জ্ঞানদাস এই রঙ্গের বর্ণনা করিলেন।

২

।। ধানশী ।।

রস পরখাইতে আন আতঙ্কয়ে
অতিশয় আরত নাহা।
আপন মান ধনি মনহি মেটাএল
না করল কিছু নিরবাহা ।।[১]
শ্যাম সুনায়র নায়রী চতুরা
দৈবে করাওল সঙ্গ।
গাহক-আদরে কৃপণ-দান পড়ু
না পূরয়ে মনোভব-রঙ্গ ।। ধ্রু ।।[২]
পহিরণ বাস যব উদঘাটয়ে
ঝাঁপয়ে দিঠি-সন্ধানে।[৩]
মন্দ হাস মধু রাধর হেরইতে
হানএ মনমথ বাণে ।।
সরস[৪] নিবেদন পান্থ জন জনু
বোলইতে বাসক আশে।
কানু সকাতর রাই অনাদর
জ্ঞানদাস রস ভাষে ।।

২। অতিশয় অনুরক্ত নাথ রসের পরীক্ষা করিতে যেন অপর কেহ (স্পর্শ করিতেছে) শ্রীরাধার এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে। ধনী আপনার মান আপন মনেই মিটাইয়া লইল। কিছুই নির্বাহ করিল না। শ্যাম সুনাগর, নাগরী ও চতুরা, দৈবে সঙ্গ করাইল। গ্রাহকের আদর সত্ত্বেও কৃপণের দানে (অতি অল্প) মদনের সাধ পূর্ণ হইতেছে না। (নায়ক) পরিহিত বসন অপসারণ করিতে গেলে (নায়িকা) যেন কটাক্ষ হানিয়া ঝাঁপিয়া লয়। নায়িকার মন্দহাসি ও মধুর অধর দেখিয়া (নায়ক) মদনবাণে বিদ্ধ হয়। পথিক যেমন আশ্রয়স্থলের আশায় সরস নিবেদন করে। সকাতর কানাইকে রাধার অনাদরের রস জ্ঞানদাস বলিতেছেন।

১ নায়কের অনুনয়-বিনয় প্রত্যাখ্যান করার জন্য নায়িকার অভিমানকে নিজের মনেই নির্বাপিত করিতে হইল।

২ নায়কের পক্ষে অত্যাগ্রহ; নায়িকার পক্ষে কার্পণ্য; কাজেই মদনলীলা জমিল না।

৩ বস্ত্র-উদ্‌ঘাটনের উদ্যম নিবারিত হইল কোন শারীর প্রতিরোধে নহে, কেবল সকোপ কটাক্ষে।

৪ যেমন পথিকজন আশ্রয়ভিক্ষার জন্য মধুর আলাপ নিবেদন করে, সেইরূপ কান করিল। অর্থাৎ ব্যবহারের মাধুর্যের দ্বারা অধিকারের অভাব পূরণ করিতে চাহিল।

৩

॥ ধানশী ॥

অনতয়ে মাধব অনতয়ে রাই। ধনী-মুখ-বঙ্কিম তবহুঁ না যাই॥
ঐছন সময়ে হাম মন্দিরে গেল। হেরি যেন বাজল নিরদয় শেল॥
শুন শুনরে সখি কানুক রীত। শুনি অবহেলব ঐছে পিরিত॥ ধ্রু॥[১]
পিয়া অনুযোগল যৈছন আছ। রাই পরবোধল উনহিক পাছ॥
দুয় মন জানি সোঁপলু দুয়-হাথে। দুর দুরদিন কিয়ে ভেল পরভাতে॥
করজোড়ে হাসি বিনয় যব কান। রাই নিশসি উঠে সজল-নয়ান॥
রোখল মনমথ তব দিন জানি। জ্ঞানদাস কহ শুনহ সজনি॥

(খ) বাসক সজ্জা

৪

॥ ধানশী ॥

অপরূপ রাইক চরীত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে ধনি সাজয়ে
পুন পুন উঠয়ে চকীত॥ ধ্রু॥
কিশলয়-শেজ বিছায়ই পুন পুন
জারত রতন-প্রদীপ।
তাম্বুল কপুর খপুরে পুন রাখয়ে
বাসিত বারি সমীপ॥

৩। অন্যত্র মাধব, অন্যত্র বাই, তথাপি ধনী মুখ বাঁকাইয়া আছে। এমন সময়ে আমি মন্দিবে গেলাম। দেখিয়া যেন নির্দয় শেল বাজিল। সখি শুন, কানুব বীতিব কথা শুন, শুনিলে কানুর ঐরূপ প্রেম অবহেলা করিবে। যেমন (পূর্বাপব) আছে প্রিয়কে অনুযোগ করিলাম, উহাব পরে বাইকে প্রবোধ দিলাম। (মানের কোন হেতু নাই তাহা বুঝাইলাম)। দজনেব মন আনিয়া দুজনেব হাতে দুজনকে সঁপিয়া দিলাম। দুর্দিন দূব হইয়া কি (সু)প্রভাত হইল। কানু যখন হাতজোড় করিয়া বিনয় করিল, বাই সজল নয়নে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সজনি শুন, এখন (সু)দিন জানিয়া (উপযুক্ত অবসব) মনমথ ক্রোধিত হইল (বাণ নিক্ষেপ করিল)।

৪। বাই-এর চরিত অপরূপ। নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে ধনী অঙ্গসজ্জা করে। পুনঃ পুনঃ চকিত হইয়া উঠে। কিশলয়-শয্যা পুনঃ পুনঃ বিছায়, রতন-প্রদীপ জ্বালায়। সুবাসিত জলকুম্ভেব নিকট তাম্বুল, কপূর, সুপারি (একবাব রাখিয়া মনোমত হইল না বলিয়া) আবাব রাখে। মলয়জ চন্দন, মৃগমদ, কুমকুম্ একবার মাখে, আবার

[১] অপ্রকাশিত পদবত্নাবলীর পাঠ নিম্নরূপ:—
"শুন শুনরে সখি কানুক চরীত। শুনি অব তে নব ঐছে পিরীত।"
ভুল পাঠ বুঝিয়াই রায় মহাশয় "পিরীত" শব্দের পর বন্ধনী মধ্যে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন (?) দিয়াছিলেন।

মলয়জ চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম
পুন তেজত পুন লাই।
সচকিত-নয়নে নেহারই দশদিশ
কাতরে সখি-মুখ চাই॥
কিঙ্কিণি কঙ্কণ মণিময় অভরণ
পহিরত তেজত তাই।
সখিগণ হেরি কতহু পরবোধয়ে
জ্ঞানদাস কহ ধাই॥

৫

॥ ধানশী॥

এ ঘোর রজনী মেঘ-গরজনি
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিলু বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া॥
সই কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব অনুরাগভরে॥
এ হেন রজনী কেমনে গোঙায়
বন্ধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল সব মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে।
দহয়ে দামিনী ঘন ঘন ঝনি[১]
পরাণ-মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মিলবি বন্ধুর সনে॥

মুছিয়া ফেলে। সচকিত নয়নে দশদিক দেখে (কানুর বিলম্ব দেখিয়া) কাতরে সখীর মুখের পানে চায়। মণিময় অলঙ্কার, কিঙ্কিণী-কঙ্কণ একবার পরে, আবার খুলিয়া ফেলে। সখিগণ এই সব দেখিয়া কত না প্রবোধ দেয়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন (শ্যাম আনিতে আমি) দ্রুত যাইতেছি।

৫। এই ঘোর রাত্রি, মেঘের গর্জন, প্রিয়তম কেমনে আসিবে? শয্যা বিছাইয়া পথ চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। সই, কি করিব আমাকে বল। নূতন অনুরাগে কত বিপদই না তরিয়া আসিলাম। বন্ধুকে না দেখিয়া এ হেন রাত্রি কেমনে কাটাইব? সমস্ত মনোরথ বিফল হইল। প্রাণ উতলা হয়, ছটফট করে। দামিনী যেন দগ্ধ করিতেছে। বজ্রের ঘন ঝনঝনি যেন প্রাণের মাঝারে আঘাত হানিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছে, সুন্দরি শোন, বন্ধুর সনে মিলিত হইবে।

[১] মেঘগর্জন যেন মর্মস্থলে গিয়া আঘাত করিতেছে।

(গ) বিপ্রলব্ধ

৬

॥ সুহই ॥

বিফলে সাজায়লুঁ কু
কী ফল উপচারপুঞ্জ
কী ফল অন্ধ সমীপ।
উজোরলুঁ রতন-প্রদী
গাথলুঁ মালতী-মাল।
মরমে বহি গেল শা
কি ফল চতুঃসম গন্ধে
ভূষণ বেশ সুছন্দে॥
কাহে আনলুঁ সবখীর
তাম্বুল বাসিত নীর॥
কাহে উজাগরি রাতি

(ঘ) খণ্ডিতা

৭

ললিত

ভাল ভাল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ।
অব হাম বুঝলুঁ বিদগধরাজ॥

নয়নক কাজর অধরক শোভা।
বান্ধি রাখল অলি অতি মধুলোভা॥[৩]

৬। বৃথাই কুঞ্জ সাজাইলাম। উপচারসমূহ আনিয়া কি ফল হইল। কেনই বা অন্ধের নিকট রত্নপ্রদীপ জ্বালিলাম। কেন মালতীর মালা গাঁথিলাম। হৃদয়ে বেদনা বহিয়া গেল। কর্পূর, চন্দন, কুঙ্কুম ও কস্তুরী মিলিত (চতুঃসম) গন্ধদ্রব্যে এবং সুছান্দ বেশভূষণে কি ফল। ক্ষীর সব, সুবাসিত জল, তাম্বুল প্রভৃতি কি জন্য আনিলাম। কি জন্য রাত্রি জাগিলাম। জ্ঞানদাস (ইহার) শাস্তি গ্রহণ করুক।

৭। মাধব, ভালই হইল, তোমার কার্যসিদ্ধি হইল। এখন আমি বুঝিলাম তুমি সুরসিকশ্রেষ্ঠ। নয়নের কাজল অধরে শোভা পাইতেছে। অতি মধুলোভী অলিকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শ্যাম-অঙ্গ আজ অত্যন্ত মলিন।

---

[১] অন্ধের নিকট রত্নপ্রদীপ জ্বালার মত এক্ষেত্রেও ইহা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইল।

[২] কবি নিজ উপাস্য-দেবতার পরিবর্তে এই অবহেলার জন্য শাস্তি লইতে প্রস্তুত।

[৩] কজ্জলের কলঙ্কচিহ্ন সুধাসিক্ত রক্তিম অধরে চিরসংলগ্ন হইয়া রহিল, যেন অতিমাত্রায় মধুলুব্ধ ভ্রমর ইতস্তত: সঞ্চরণ-শক্তি হারাইয়া একটিমাত্র কুসুমে আবদ্ধ হইয়াছে।

আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ।
যতনে গুপত রহু যামিনি-রঙ্গ ॥[১]
খেণে খেণে নয়ন মুদসি আধ তারা।
কহইতে বচন রচন আধহারা ॥[২]
যাবক আধক উরপর লাগ।
অনুখণ সো ধনি ধরু অনুরাগ ॥
সুরঙ্গ সিন্দুর-বিন্দু ললিত কপালে।
ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে ॥[৩]
ভাবে পুলকিত তনু রহল সমাধি।
জ্ঞানদাস বহে উপজল আধি ॥

৮

॥ ধানশী ॥

তুয়া আশোয়াসে জাগি নিশি বঞ্চলুঁ
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ-বিন্দু অধরে কৈছে লাগল
তাহে ভেল মলিন বয়ান ॥
সুন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী!
তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি ॥ ধ্রু ॥

(কাল দেহ আরো কাল হইয়াছে, তাহারই আড়ালে) রাত্রির রঙ্গ যত্নে গুপ্ত রহিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু-তারক অর্ধেক মুদ্রিত করিতেছ, কথা বলিতে গিয়া অর্ধেক কথাই হারাইয়া ফেলিতেছ। অর্ধ-বক্ষ জুড়িয়া (সেই নাগরীর) পায়ের অলক্তক লাগিয়াছে। যেন সেই ধনী সর্বদাই তোমার প্রতি অনুরাগ ধরিয়া আছে। (তোমার বুকে তাহার পায়ের আলতার রং তাহার সারাক্ষণের অনুরাগেরই চিহ্ন)। তোমার ললিত কপালে (তাহার সিঁথির) সুন্দর রঙের সিন্দুর, যেন তমালে প্রবাল ধরিয়াছে। (তোমার স্তব্ধতায় মনে হইতেছে তাহারই) ভাবে পুলকিত তোমার দেহ সমাধিমগ্ন হইয়াছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বিপদ উপস্থিত হইল।

৮। তোমার আশ্বাসে নিশি জাগিয়া বঞ্চিলাম, তাহাতে চক্ষু আরক্ত হইয়াছে। মৃগমদবিন্দু কেমন করিয়া অধরে লাগিয়াছে, তাহাতেই মুখ ম্লান দেখাইতেছে। সুন্দরি, কেন কটুকথা কহিতেছ। তোমার পায়ে ধরিয়া

---

১ দেহের এই অতিরিক্ত কৃষ্ণতার যবনিকান্তরালে যেন রজনীর রঙ্গরহস্য লোকলোচনের অন্তরায়িত হইয়াছে।
২ ভাবের ঘোর এখনও কাটে নাই ; স্মৃতি-রোমন্থনে বাস্তবকে ভুলিতেছ।
৩ শ্যামবর্ণ বৃক্ষে রক্তবর্ণ ফল ধরার মত শোভা পাইতেছে।

তোহে বিমুখ দেখি ঝুরয়ে যুগল আঁখি
বিদরয়ে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে মোহে উপেখবি
হাম কাহাঁ যায়ব আর ॥
হামারি মরম তুহুঁ ভাল রিতে জানসি
তব কাহে কহ বিপরীত।
ঐছন বচনে দ্বিগুণ ধনি রোখয়ে
জ্ঞানদাস চিতে ভীত ॥

(ঙ) কলহান্তরিতা

৯

॥ ধানশী ॥

সখী প্রতি কমলিনী বোলয়ে মধুর বাণী
মোরে মিলাইয়া দেহ শ্যাম।
তুমি মোর প্রিয় সখী দেখাও সে নীরজ আঁখি
শূন্যময় হেরি ব্রজধাম ॥
শুন শুন প্রাণসখি মন্ত্রণা বলহ দেখি
কিসে পাই শ্রীনন্দকুমার।
সখী কহে শুন ধনি মোর নিবেদন-বাণী
পুন দেখা না পাইবা তার ॥
শ্যাম নাগর ইহা বলি কুঞ্জ ত্যজি গেল চলি
প্রাণ দিব রাধাকুণ্ড-জলে।
তাহা শুনি রাই ধনী কান্দি কান্দি বলে বাণী
শ্যাম যদি আমারে ত্যজিলে ॥

শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমা ভিন্ন অন্য জানি না। তোমাকে বিমুখ দেখিয়া আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে, তাই দুই চোখে জল ঝরিতেছে। তুমি যদি অভিমান করিয়া আমাকে ত্যাগ করিবে, তবে আমি আর কোথায় যাইব? আমার মর্ম তো তুমি ভাল রকমই জান, তবে কেন বিপরীত কথা কহিতেছ? এই কথা শুনিয়া ধনীর ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। জ্ঞানদাস চিত্তে ভয় পাইতেছেন।

৯। সখীর প্রতি কমলিনী রাধা মধুর বচনে বলিতেছেন, শ্যামের সঙ্গে আমার মিলন ঘটাইয়া দাও। তুমি আমার প্রিয় সখী, সেই পদ্মপলাশলোচনকে দেখাও, শ্যাম বিনে আমি ব্রজধাম শূন্য দেখিতেছি। প্রাণসখি, শোন শোন—কেমন করিয়া শ্রীনন্দকুমারকে পাইব, তাহার মন্ত্রণা বল দেখি। সখী বলিল, ধনি আমার নিবেদন-বাণী শোন, শ্যামের আর দেখা পাইবে না। রাধাকুণ্ড-জলে প্রাণত্যাগ করিব, শ্যাম নাগর এই বলিয়া কুঞ্জ ত্যজিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া রাধা কান্দিয়া কান্দিয়া কহিল—শ্যাম যদি আমাকে ত্যাগ করিল, তবে

আমি শ্যামকুণ্ড-নীরে   শ্যাম নাম হৃদে ধরে
বন্ধু লাগি এ প্রাণ তেজিব।
জ্ঞানদাস বলে শুন   হেন কহ কি কারণ
শ্যাম-অন্বেষণে চল যাব ॥

১০

॥ বরাড়ি ॥

আঁচরে মুখশশি   গোই ঘন রোয়সি   কহইতে কহন না ফুর।
সো গিরিবরধর   অনত চলল যব   তছু মিলন বহু দূর ॥[১]
সখি হে কো ঐছন মতি কেল।
সো কাতর অতি   তাহে তুহুঁ বিরকতি   অতয়ে বিমুখ ভৈ গেল ॥
নিজগণ-বচন   শ্রবণে নহি শূনলি   না বুঝি কয়লি তুহুঁ রোখে।
সো পরতেখ   সাখি মোহে মিলল   অতয়ে পাওসি এত দুখে ॥[২]
সো বহু-বল্লভ   জগজন-দুর্লভ   তেজলি নিজ মন-সাধে।
জ্ঞানদাস কহ   সখি তুহুঁ বিরমহ   কাহে বাঢ়ায়সি খেদে ॥

(চ) গাঢ় মান

॥ তথা রাগ ॥

শুন শুন সুন্দরি রাধে।
কানু সঙে প্রেম করসি কাহে বাদে ॥

আমিও শ্যামনাম হৃদে ধরিয়া শ্যামকুণ্ড-নীরে প্রাণত্যাগ করিব। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, শোন, কেন এমন কথা বলিতেছ, চল শ্যামকে খুঁজিতে যাই।

১০। আঁচলে মুখচন্দ্র লুকাইয়া রোদন করিতেছ, কহিতে বাক্যস্ফূর্তি হইতেছে না। সেই গোবর্ধনধারী যখন অন্যত্র চলিয়া গেল, তখন মিলন বহু দূরের কথা। সখি কে তোমার এমন মতি করিল? সে অতি কাতর তাহাতে তোমার বিরক্তি, অতএব বিমুখ হইয়া গেল। আপন জনের কথা কানে শুনিলে না, না বুঝিয়া রাগ করিলে, আমি তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী দেখিতেছি—(ইহারই প্রতিফলস্বরূপ) তুমি এত দুঃখ পাইতেছ। সে বহু বল্লভ, জগজ্জনের দুর্লভ, তাহাকে আপন মনের সাধে ত্যাগ করিলে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সখি, তুমি থাম কেন খেদ বাড়াইতেছ?

১১। সুন্দরি রাধে শোন, শোন, কানুর সঙ্গে প্রেমে কেন বিবাদ করিতেছ? সর্বদাই যে তোমার গুণে মুগ্ধ, যেজন সর্বদা তোমার গুণরাশি স্মরণ করিয়া উন্মত্ত, তুমি কেমন করিয়া তাহার ক্রোড় ত্যাগ করিবে? দিবারাত্রি মুখে যে অন্য কথা বলে না, অন্যজনের কথায় কান দেয় না, তোমার জন

[১] বিমুখীকৃত নাথের প্রত্যাবর্তন-সম্ভাবনা অতি অল্প।

[২] আমি নিজ চক্ষে তোমার সে অসঙ্গত আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি—কাজেই আত্মপ্রতারণা দ্বারা যে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, তুমি তাহাও পাইবে না।

অনুখন যো জন তুয়া গুণে ভোর।
তুহুঁ কৈছে তেজবি তাকর কোর॥
নিশি দিশি বয়নে না বোলই আন।
আন-জন-বচনে না পাতয়ে কান॥
তুয়া লাগি তেজল গুরুজন-আশ।
কাহে লাগি তুহুঁ তাহে ভেলি উদাস॥
ঐছন সুপুরুখ কথিহুঁ না দেখি।
আপন দিব তোহে হবি না উপেখি॥
এ সব বচনে যদি রাখহ মান।
না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ॥
জ্ঞানদাস কহ হিত উপদেশ।
ঐছন নায়কে না কর আবেশ॥[১]

১২

॥ শ্রীরাগ॥

সো হেন গোকুল-পতি কয়লি ঐছন গতি
লাজে না তোলয়ে বয়ানে।
তুহুঁ ধনী কুবুধিনী কোপে অচেতনি
নাহ না হেরসি নয়ানে॥
সখি হে হিয়া তোর কুলিশক সারে।
তোহারি ঐছন মতি জনু ভুজগী-গতি
বিষ দেই দুধ-আহারে॥ ধ্রু॥
ভাল মন্দ দুই একুই না বুঝসি[২]
না শুনসি আন হিত-বোল।
মাণিক জানি পাণি উলটায়সি[৩]
শূন করসি নিজ কোর॥

যে গুরুজনের আশা ত্যাগ করিল, তুমি কিজন্য তাহার প্রতি উদাসিনী হইলে? এমন সুপুরুষ কোথাও দেখি না, তোমাকে আমার দিব্য হরিকে উপেক্ষা করিও না। এত কথার পরও যদি মান রাখ, জানি না কেমন তোমার কঠিন প্রাণ। জ্ঞানদাস হিত উপদেশ বলিতেছেন, এ হেন নায়কে আবিষ্ট হইও না।

১২। সে হেন গোকুল-নায়ক. তুমি তাহার এমন গতি করিলে, লজ্জায় মুখ তোলে না। তোমার যেমন কুবুদ্ধি, ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া নাথকে চোখে দেখিলে না। সখিহে, হৃদয় তোমার বজ্রসারে গড়া, সাপিনীকে দুধ

[১] যে নায়কের প্রতি মান করা চলে না, তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলে বেদনাভোগ অপরিহার্য।

[২] নিজেরও হিতাহিতবোধ নাই, অন্যের হিতবচনেও কর্ণপাত কর না।

[৩] উলটান হাতে গ্রহণের অঞ্জলি রচনা হয় না—গৃহীতব্য দ্রব্য স্খলিত হয়। বিশেষতঃ যেখানে উপচার মাণিকের মত মহার্ঘ, সেখানে এরূপ ব্যবহার চতার পরাকাষ্ঠা।

মনহুক বেদন মনহি সমাপহ
হাসি করহু শুভ দীঠে।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ কি না জানসি
জগমাহা আন নহ মীঠে ॥

১৩

॥ শ্রীরাগ ॥

চির দিন না রহে কুসুমে মকরন্দ। পহরে না পাইয়ে দুতিয়াক চন্দ ॥
অহনিশি না রহে চন্দন-রেহ। ঐছন জানিয়ে যৌবন এহ ॥
শুন শুন সুন্দরি কি বলিব আন। গত ধন লাগি না বঞ্চহ কান ॥ ধ্রু ॥
জগমাহা জানয়ে মঝু ভাল মন্দ। হিংসক জন সঞে কভু নহে দন্দ ॥
যাচক বুঝি যো না করয়ে দান। ইথে বড আছে কি ধনিয় অবজান ॥
নিজ মন-মন্দিরে করহ বিচার। জীবন নহ বিনু পর-উপকার ॥
অতএ জানি যদি হয়ে অবধান। জ্ঞানদাস কহ জগতে বাখান ॥

১৪

॥ তিরোথা ধানশী ॥

কতয়ে কলাবতী পশুপতি-পদযুগ
সেবই যাকর আশে।
সো বহু-বল্লভ তোহারি পরশ বিনু
দগধল মদন-হুতাশে ॥

খাইতে দিলেও সে যেমন বিষ দেয়, তেমনই তোমার মতি। ভালমন্দ দুইটার একটাও বোঝ না। অন্যের হিত কথাও শোন না। মাণিক বলিয়া জানিয়াও হাত উল্টাইলে (জানিয়া শুনিয়া হাতের মাণিক ফেলিয়া দিলে), নিজের কোল শূন্য করিলে। মনের বেদনা মনেই শেষ কর হাসিয়া (কানুর প্রতি) শুভদৃষ্টিতে চাও। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তুমি কি জান না, জগতের মধ্যে অন্য কিছুই এত মিষ্ট নয়।

১৩। চিরদিন ফুলে মধু থাকে না। দ্বিতীয়ার চান্দকে (চারি দণ্ডের পর) প্রহর অতিক্রান্ত হইলে পাওয়া যায় না। চন্দনরেখা দিনরাত্রি থাকে না। যৌবনকেও এমনই জানিও। সুন্দরি, শোন শোন, অন্য আর কি বলিব। গতধনের জন্য (তোমার সম্মান নষ্ট হইয়াছে বলিয়া) কানুকে বঞ্চনা করিও না। জগতের মাঝে সকলেই আপন ভাল-মন্দ জানে। হিংসক জনের সঙ্গে কখনো মিশিবে না। যাচক বুঝিয়া দান না করিলে কি ধনীর মর্যাদা থাকে। নিজের মনমন্দিরে বিচার কর, পর-উপকার ভিন্ন জীবন বৃথা। এই সমস্ত জানিয়া যদি অবহিত হও, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, জগতের সকলেই প্রশংসা করিবে।

এই পদটি অনেকটা বিদ্যাপতির দ্বারা প্রভাবিত মনে হয়, বিদ্যাপতির কোন কোন পদের মত কয়েকটি পর পর অসংবদ্ধ প্রবাদবাক্যের ন্যায় উক্তিপরম্পরায় ইহা গ্রথিত। ইহাতে নায়িকার বিশেষ মানসিক অবস্থার অপেক্ষা বক্তার সংসারজ্ঞানই অধিক ফুটিয়াছে।

১৪। কত কলানিপুণা রমণী যাহার আশায় পশুপতির পদযুগ পূজা করে, সেই বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তোমার স্পর্শ বিনা মদনানলে দগ্ধ হইতেছে। সখি, নাথের দিকে ফিরিয়া চাও, চাঁদের অমৃত ভিনু চকোর বাঁচে না, ইহা

সখি হে উলটি নেহারহ নাহ।
চান্দ-অমিয়া বিনু চকোর না জীবয়ে
জানি করহ নিরবাহ।। ধ্রু।।
শ্যাম-সুধাকর নিকটহি রোয়ত
কুরু চিত-কুমুদ বিকাস।
অঞ্চল অন্তর মান-তিমির রহু
লোচন পড়ল উপাস।।[১]
সো সুখ-সম্পদ তুহুঁ বিনু সুন্দরি
হাসি কেবা আপন বোলাই।[২]
জ্ঞানদাস কহ অলপ ভাগি নহ
দূতিক দরশন পাই।।[৩]

১৫

।। গান্ধার।।

গোবর্দ্ধন গিরি বাম করে ধরি
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ
মানয়ে গুরুয়া ভার।।

জানিয়া (মান) নির্বাহ কর। (মানের সমাপ্তি হউক)। শ্যামচাঁদ নিকটেই কাঁদিতেছেন, তোমার চিত্তকুমুদ বিকশিত কর। (তুমি প্রস্ফুটিতা হইয়া শ্যামচান্দকেও প্রফুল্ল কর)। (মানে মলিনমুখ বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়াছ, অতএব) মানরূপ অন্ধকার অঞ্চলের অন্তরালে রহিয়া গেল। (শ্যাম শশধর নিকটে আসিয়াও সে অন্ধকার দূর করিতে পারিল না। সুতরাং শ্যামচান্দকে দেখিতে না পাইয়া) তোমার নয়নও উপবাসী রহিল। সুন্দরি, সেই সুখ-সম্পদ (সকল সম্পদ-সুখের হেতুভূত) শ্রীকৃষ্ণকে তুমি ভিন্ন কে আর হাসিয়া আপনার বলিবে? জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ইহা অল্প ভাগ্য নহে যে এখনো দূতীর দর্শন পাইতেছি। (অর্থাৎ ইহাই সৌভাগ্য যে সেই প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনাকারিণী দূতী এখনো আসিয়া দয়া করিয়া দর্শন দিতেছে। (অথবা ইহা সৌভাগ্য যে সেই বহুজন-প্রার্থিত বহুবল্লভের দূতী আসিয়া এখনো তোমাকে সাধিতেছে।)

১৫। গোবর্ধনগিরি বাম করে ধরিয়া যে (বজ্রধরের ক্রোধ হইতে) ব্রজভূমিকে উদ্ধার করিল, সে তোমার বিরহে এত দুর্বল হইয়াছে, করের কঙ্কণকেও গুরুভার মনে করিতেছে। রামা হে, অন্য আর কি বলিতেছ, সেই

দূরে রহু মদন-হুতাশ (পাঠান্তর)।

১ তোমার মান-তিমিরও দূর হইল না; নয়নও উপবাসী রহিল—সুতরাং তোমার দুই দিকেই ক্ষতি।
মানরূপ অন্ধকার তোমার অন্তর অঞ্চলে (হৃদয় প্রদেশে) রহিয়াছে। সুতরাং শ্যামকে না দেখিয়া লোচন উপবাসী রহিল।

২ হাসিলেই অর্থাৎ মান পরিত্যাগ করিলেই সেই লোকোত্তর ঐশ্বর্য অনায়াস-লভ্য হইবে এরূপ সৌভাগ্য-বতী তুমি ছাড়া আর কে আছে?

৩ ধূম্র যেমন অগ্নির অগ্রদূত তেমনি দূতীর দর্শন নায়কের আবির্ভাবের পূর্বাভাস—সুতরাং তাহাকে দেখাই কম সৌভাগ্যের কথা না কি?

রামা হে কি আর বোলসি আন ॥
তোহারি চরণ- শরণ সো হরি
তবহুঁ না মিটে মান ॥ ধ্রু ॥
কালিয় দমন করল যে জন
পদযুগ-পরহারে।
এবে সে ভুজঙ্গ- ভরমে ভুলল
হৃদয়ে না ধরে হারে ॥[১]
সহজে চাতক না ছাড়য়ে ব্রত
না বৈসে নদীর তীরে।
নব জলধব বরিখন বিনু
না পিয়ে তাহাব নীরে ॥
যদি দৈব-দোষে অধিক পিয়াসে
পিয়য়ে হেরিয়া খোব।[২]
জ্ঞানদাস কহ নাম সোঙরিয়া
গলে শতগুণ লোব ॥

১৬

॥ কামোদ ॥

কত কত ভুবনে আছয়ে বর নাগরি
কে না করয়ে অভিলাষে।
যো পুরুখ-রতন যতনে নাহি পাইয়ে
সো তুয়া দাসক দাসে ॥

শ্রীহরি তোমাব চবণে শবণ লইলেন, তথাপি মান মিটিল না। পদযুগ-প্রহাবে যে কালীয সর্পকে দমন করিয়াছিল, সেই এখন ভুজঙ্গভ্রমে ভুলিয়া হৃদয়ে হাব ধাবণ কবে না। চাতক তো সহজে আপন ব্রত ত্যাগ কবে না, নদীর তীরে বসে না, নব জলধরের বৃষ্টিবারি ভিন্ন নদীব নীবও পান করে না। যদি কখনো দৈবদোষে অত্যন্ত পিপাসায় সম্মুখে (নদীর) জল দেখিয়া কিঞ্চিৎ পান করে, জ্ঞানদাস বলিতেছেন—(পরক্ষণেই জলধরেব) নাম স্মরণে (চাতকের চক্ষু হইতে) অশ্রুরূপে তাহার শতগুণ বারি নির্গত হয়।

১৬। জগতে কত কত শ্রেষ্ঠা নাগরী আছে, কে (কানুকে) আকাঙ্ক্ষা করে না! যে পুরুষরতনকে যত্নেও পাওয়া যায় না, সে তোমার সেবকের সেবক। সখিহে, বল কেমন করিয়া মান সাধিবে, রসময়, রসিকগণের

১ শ্রীকৃষ্ণের হার-পরিত্যাগ তাঁহার চরিত্রের দুর্বলতা সূচিত করে। তোমার দ্বারা প্রত্যাখ্যানের ফলে তাঁহার এমন চরিত্র-বিপর্যয় ঘটিয়াছে যে, কালীয়-দমনকারী হারকে সর্প ভ্রম করিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে চাহেন না।

২ যদি বিশেষ প্রলোভনে মহাপুরুষের ঈষৎ আদর্শচ্যুতি ঘটে, তবে সে অনুতাপের আতিশয্যে সেই বিরল পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে। যেটুকু পাপ করিয়াছিল, তাহার শতগুণ প্রায়শ্চিত্ত করে।

সখি হে কহ কৈছে সাধবি মান।
রসময় রসিক মুকুটবর নাগর
চরণহি সাধযে কান॥ ধ্রু॥
কি তোর কঠিন মন বুঝিয়ে না পারিয়ে
কিয়ে হেন দুরবুধি মোব।
লাখ লছিমি যছু চবণে লোটায়ই
তাহে এত বিবকতি তোব॥
জীবন যৌবন সফল না মানসি
কানু হেন বিদগধ নাহ।
জ্ঞানদাস কহ কথিহুঁ না শুনিযে
পিবিতিক ইহ নিববাহ॥

১৭

॥ শ্রীবাগ॥

সহজই শ্যাম সুকোমল সুশীতল
দিনকব-কিবণে মিলায়।
সো তনু পবশে পবন-লব পবশিতে
মলযজ-পঙ্ক শুকায॥
সখি হে কতএ বুঝাওব নীত।
কানু কঠিন পথ কযল আবোহন[১]
গুণি গুণি তোহাবি পিবিত॥ ধ্রু॥
অনুখণ দুয নযনে নীব তেজই
বিবহ-অনলে হিয়া জাবি।
পাবক-পবশনে সবস দারু জনু
এক দিশে নিকষয়ে বারি॥

মুকুটমণি সেই নাগরশ্রেষ্ঠ কানু চরণে ধরিয়া সাধিতেছে। কি তোর কঠিন মন, বুঝিতে পাবি না, কেন এমন ঘোর দুর্বুদ্ধি, লক্ষ লক্ষ্মী যাহার চরণে লুণ্ঠিত হয়, তাহাব উপর তোর এত বিবক্তি। কানু হেন সুরসিক নাথকে পাইয়া জীবন যৌবন সফল বলিয়া মানিল না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, প্রেমের এমন পরিণতি জগতে কোথাও শুনি না।

১৭। সহজেই শ্যাম সুকোমল এবং সুশীতল, মনে হয়, রৌদ্রে মিলাইয়া যাইবে। (দেহ দূরে থাক,) সেই দেহস্পর্শী বায়ুকণাব স্পর্শেই এখন মলয়জ চন্দন শুকাইতেছে। সখিহে তোমাকে নীতি-কথা কত বুঝাইব। তোমার প্রেমের কথা চিন্তা করিয়া করিয়া কানু কঠিন পথে আরোহণ করিল। (সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আসিয়া পৌছিল।) অনুক্ষণ দুই চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছে, বিরহ-আগুনে হৃদয় জারিয়া দিল। আগুনের স্পর্শে সরস

১ তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় সে কঠিন ব্রত সাধনা করিয়াছে।

সজল কমল-দলে শেজ বিছাওই
সুতই অতি অবসাদে।
[1]জ্ঞানদাস কহ চামর ঢরইতে
অধিক উপজে পরমাদে ॥

১৮

॥ সুহই ॥

তুয়া নাম জপইতে কনক মাল কর
পীতাঞ্চল উরে লাই।
পুলকবিভোর কোরে ধরি হেরইতে
পরবোধ তাহে না পাই ॥
সখি হে ভালে তুহুঁ রসবতী রাই।
তুয়া অনুরাগে পরাগে পূরিত তনু
রহত তোহারি পথ চাই ॥ধ্রু॥
গোরচনা আনি পাণি তলে মেটল
তোহারি মুরতি রচই।
[2]সমতি না পাই রাই বলি রোয়ত
নয়ান লোরে সেচই ॥
উঠত বৈঠত খেণে কহই আপন মনে
কো কহ গো সব রীত।
জ্ঞানদাস কহ বুঝই না পারিয়ে
কৈছন তোহারি পিরিত ॥

কাঠের একদিকে যেমন জল নির্গত হয়। সজল পদ্মদলে শয্যা বিছাইয়া অতি অবসাদে শয়ন করে, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, চামরের বাতাস করিতে গেলেই অধিক প্রমাদ উপস্থিত হয়।

১৮। কনক মাল্য করে লইয়া তোমার নাম জপ করে। (তোমার বর্ণসাদৃশ্যহেতু) পীতাম্বর বক্ষে লইয়া পুলকে বিভোর হয়। আবার কোলে ধরিয়া দেখিতে গিয়া (তোমার অভাবে) তাহাতে প্রবোধ পায় না। সখি রাই, তুমি তো ভাল রসবতী, তোমার অনুরাগে ধূলাভরা দেহে (কানু) তোমারি পথ চাহিয়া থাকে। গোরচনা আনিয়া হাতে মাখিয়া তোমারই মূর্তি রচনা করে। উত্তর না পাইয়া রাই রাই বলিয়া কাঁদে। নয়নজলে সেই মূর্তিকে স্নান করায়। ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বসে, আপন মনে কথা কয়, সে সব ব্যবহার কে বলিবে? জ্ঞানদাস বলিতেছেন, বুঝিতে পারি না কেমন তোমার প্রেম।

১ অগ্নি যেমন বায়ুস্পর্শে দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ চামর-ব্যজনে বিরহানল আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে।

২ গোরোচনা-নির্মিত মূর্তিকে সজীব কল্পনা করিয়া তাহার নিকট উত্তর প্রত্যাশা করে—উত্তর না পাইলে অশ্রু ত্যাগ করে।

১৯

॥ সিন্ধুড়া ॥

বিরহে ব্যাকুল গোকুলপতি অতি
রতিপতি বিপরীত রীতে।
তুয়া যশ বিলপই ধরণী আলিঙ্গই
রৌদ্রে বিকম্পিত শীতে॥
সখি হে ধনি তুয়া রসবতী নাম।
আপন সোহাগ ভাগ করি মানসি[1]
কানুক এহো পরিণাম॥ ধ্রু॥
দিবসে অশেষ গতি বুঝই না পারিয়ে
রজনী গোঙায়ই জাগি।[2]
জীউ অধিক যোই পীত পটাম্বর
অব মনে মানয়ে আগি॥[3]
তরুতলে তরুতলে ভ্রময়ে নিরন্তর
তুয়া পথ-বিপথ নেহারি।[4]
জ্ঞানদাস কহ অতএ নিবেদন
এ দুখ সহই না পারি॥

১৯। গোকুলপতি তোমার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল। রতিপতিও বিপরীত রীতি আরম্ভ করিয়াছে (তোমার সঙ্গে মিলন সময়ে যে মদন তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছে, এখন একাকী পাইয়া সেই মদনই তাহাকে পীড়ন করিতেছে।) শ্যাম তোমার যশের কথা লইয়া বিলাপ করিতেছে, ধরণীতে লুটাইতেছে, রৌদ্রে শীতে কাঁপিতেছে। সখি হে, ধন্য তোমার রসবতী নাম, আপন সোহাগই ভাগ্য করিয়া মানিতেছ, আর কানুর এই পরিণাম। দিনের অশেষ গতি। বুঝিতে পারি না, জাগিয়া রাত্রি কাটায়। জীবনের অধিক যে পীত বসন, এখন অগ্নি বলিয়া মনে করে। তোমার পথ বিপথ চাহিয়া তরুতলে তরুতলে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, অতএব নিবেদন, এ দুঃখ সহিতে পারিতেছি না।

[1] আত্মপ্রীতি বা আত্মাভিমানকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বলিয়া মনে করিতেছ।

[2] দিবসে তাহার অসংখ্য বিচিত্র প্রচেষ্টার মধ্যে তাহার মনোভাব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি না। কিন্তু রাত্রি-জাগরণের মধ্যে তাহার বিরহ-ক্লেশ নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিফলিত।

[3] তোমার সহিত বর্ণসাদৃশ্যের জন্য তাহার বিরহকে অধিক উদ্দীপিত করে।

[4] তোমার আগমনের সমস্ত সম্ভব অসম্ভব পথের দিকে তাকাইয়া থাকে।

২০

।। ভূপালী ।।*

সুন্দর মন্দিরে থির না থাকয়ে
বচনে না দেই কান।
চীর চিকুর এক না সম্বরে
কত না বুঝাব আন।
শয়ন—কারণে শযন রচএ
তুয়া দরশন লাগি।
নযন মুদই বচন না দেই
হৃদযে উঠযে আগি ।।
সজনি তেজহ কঠিন মান।
পুরুখ-বিরহ দারুণ দুসহ
এ বেরি রাখহ প্রাণ ।। ধ্রু ।।
খেণে বিলসই খেণে চমকই
খেণে খেণে রোই গাব।
খেণে অপরূপ কাঁপ উপজয়ে
খেণেত বিবিধ ভাব ।।
যাহার লাগিযা লাখ কলাবতী
ঝুরিযা ঝুরিযা মরে।
জ্ঞানদাস কহ তোহারি লাগিযা
সে মরে বিরহ-জ্বরে ।।

২০। সুন্দর মন্দিরেও স্থির থাকে না, কথায় কান দেয় না। বসন এবং কেশ সম্বরণ করে না। অন্য কত বুঝাইব। তোমাকে দেখিতে শয়ন-জন্য শয্যা রচনা করে, চোখ চাহিয়া দেখে না, কথা কহে না। (দেখিয়া আমার) হৃদয়ে আগুন জ্বলে। সজনি, কঠিন মান ত্যাগ কর। পুরুষের বিরহ অতি দারুণ এবং দুঃসহ, এই বেলা প্রাণ রক্ষা কর। ক্ষণে বিলাস করে, ক্ষণে চমকিয়া উঠে, ক্ষণে রোদন করে, আবার গান গায়। ক্ষণে তাহার দেহে অপরূপ কম্প উপস্থিত হয়, পরক্ষণেই বিবিধ ভাব দেখি। যাহার লাগিয়া লক্ষ কলাবতী ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে—জ্ঞানদাস বলিতেছেন—তোমার লাগিয়া সে বিরহজ্বরে মরিতেছে।

* পদকল্পতরুতে এইরূপ একটি পদ আছে, ভণিতা নাই।

।। ধানশী ।।

নয়নের নীর নিঝরে ঝরয়ে
চাঁদ নিরখয়ে তায়।
তোহারি বদন সোঙরি তখন
মুরছিত পড়ি যায় ।।

২১

সুন্দরি আর কত সাধসি মান।
তোহারি অবধি করি নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি
কানু ভেল বহুত নিদান।।

২১। সুন্দরি আর কত মান সাধিতেছ। শেষ পর্যন্ত তোমার ক্ষমা না পাইয়া দিবারাত্রি খেদ করিয়া কান এখন চরম অবস্থায় উপস্থিত। ঐ নবীন নাগরকে কি রসে ভুলাইলি, নিরবধি তোমাকেই ধ্যান করে।

বামা হে তেজহ কঠিন মান।
পুরুখ-বিরহ দুঃসহ কঠিন
এবার রাখহ প্রাণ।।
কুসুমলতা ধরি আলিঙ্গয়ে
তুয়া কলেবর-ভানে।
পরশে বিরস ভৈ গেল মাধব
মুরুছে মদন-বাণে।।
শিরিষ কুসুমে শেজ বিছাওই
কাম-শরে অগেয়ান।
গরল অধিক চন্দন লেপন
তেজিতে চাহে পরাণ।।

পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৪৯২

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ১৯১ পৃষ্ঠায় অজ্ঞাত পদকর্তার একটি পদের সঙ্গে এই পদের সাদৃশ্য আছে—

।। ধানশী ।।

সুন্দর মন্দিরে থির না থাকয়ে
বচনে না দেই কান।
চীর চিকুর এক ন সম্বর
কত না বুঝাব আন।।
রামা হে সবহুঁ তোর উদেশ।
বিরহে বাউল কাহ্নাই ভরমে
ফিরয়ে দেশ-বিদেশ।।
শয়ন-কারণ শয়ন রচই
তুয়া দরশন লাগি।
নয়ন মুন্দই মদন না দেই
হৃদয়ে উঠয়ে আগি।।
খেণে বিলসই খেণে চমকই
খেণে খেণে রোই গাব।
খেণে অপরূপ কাঁপ উপজয়ে
খেণে ত বিবিধ ভাব।

পদরত্নাকর ও কীর্তনানন্দ

কি রসে ভুলায়লি ও নব নাগর
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম কহয়ে যদি পন্থিক
শুনইতে আকুল কান ॥
যো হরি হরি করি তরিয়ে ভবার্ণব
গোস্পদ-পদ-অভিলাষে।
সো হরি সতত তুয়া পদ সেবই
দারুণ মদন-তরাসে ॥
পুরুষ বধের হেতু তোহারি অভিলাষ
কে না শিখাওলি নীত।
জ্ঞানদাস কহে তোহারি পীরিতি
ভাবিতে আকুল চিত ॥—ক্ষণদাগীতচিন্তামণি*

পথিকও যদি রাধা নাম বলে, শুনিয়া কানু আকুল হয়। যে হরিকে স্মরণ করিয়া বৎসপদজ্ঞানে অনায়াসে ভবার্ণব পার হই, দারুণ মদন-ভয়ে সে হরি সতত তোমার পদ সেবা করেন। তুমি পুরুষবধে অভিলাষী, কে তোমাকে এই নীতি শিখাইল? জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তোমার প্রেম স্মরণ করিয়া চিত্ত আকুল হইতেছে।

*পদকল্পতরুতে এই পদটি গোবিন্দদাসের ভণিতায় আছে। পদকল্পতরুতে ৫ ও ৬ ত্রিপদীটি নাই। কিন্তু পদরত্নাকরে আছে। ৭ ও ৮ ত্রিপদী পদকল্পতরুতে এইরূপ—

পুরুষবধের হেতু তুই অভিমানিনি
কোন শিখায়াল রীতে।
লেহ-বিচ্ছেদ পুন সহই না পারিয়ে
গোবিন্দদাস কহ নীতে ॥

৫ ও ৬ ত্রিপদীর পদকল্পতরু-ধৃত পদরত্নাকরের পাঠান্তর এইরূপ—

যো হরি হরি করি তরিয়ে দুখার্ণব
গোস্পদ-পদ-অভিলাষে।
সো হরি সততই তুয়া পদ ভাবই
দারুণ মদন-তরাসে ॥

পদকল্পতরুর পূর্বে সঙ্কলিত বলিয়া আমরা ক্ষণদাগীতচিন্তামণির প্রমাণ অনুসারে পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতায় গ্রহণ করিলাম।

২২

।। বরাড়ী ।।

চলইতে চাহি চরণ নাহি ধাবয়ে
বহিতে নাহিক প্রতিআশ।[১]
আশ নৈরাশ কছুহ নাহি সমুঝিয়ে
অন্তরে উপজে ত্রাস ।।
সজনি বচন না বোলসি আধা।
তুহুঁ রসবতি উহ রসিক-শিরোমণি
হঠে রস না করহ বাধা ।। ধ্রু ।।
প্রেম-রতন জনু কনয়া-কলস পুন
ভাঙ্গিলে[২] হয়ে নিরমাণ।
মোতিম-হার বার শত টুটয়ে
গাঁথিয়ে পুন অনুপাম ।।
হর-কোপানলে মদন দহন ভেল
তুয়া উরে যুগল মহেশ।
পরিহর মান কানু-মুখ হেরহ
জ্ঞান কহয়ে সবিশেষ ।।

২৩

।। তিরোথা ধানশী ।।

সজনী না কর কানু-পরসঙ্গ।
পানি না সেঁচহ দগধল অঙ্গ ।। ধ্রু ।।

২২। চলিয়া যাইতে চাই, পদ চলে না, বহিতেও প্রত্যাশা নাই। আশা-নিরাশা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অন্তরে ভয় হইতেছে। সজনি, অধিক কথাও তো বলিতেছ না, তুমি রসবতী, কানু রসিক-শিরোমণি, হঠকারিতায় (তোমাদের মিলন) রসে বাধার সৃষ্টি করিও না। প্রেমরত্ন ঠিক স্বর্ণ-কলসের মত, ভাঙ্গিলে আবার গড়া যায়, মোতি-হার শতবার ছিঁড়িলেও সুন্দর করিয়া গাঁথিতে পারি। হর-কোপানলে মদন ভস্মীভূত হইয়াছিল। তোমার বক্ষে (পয়োধররূপ) যুগল মহেশ রহিয়াছে। (সুতরাং তোমার অন্তরে কোনরূপ কাম বা কামনা থাকিবার কথা নহে, কামনা না থাকিলে মান-অভিমানেরও বালাই থাকে না, অতএব) মান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন হও। জ্ঞানদাস সবিশেষ কহিতেছেন।

২৩। সখি কানুর প্রসঙ্গ আর করিও না। দগ্ধ অঙ্গে আর জল ঢালিও না। আমি যেমন কলাবতী, তেমনই তুমি দূতী, তেমনই মন্মথ, আর তেমনই কানুর প্রেম। ভাল লোকের কথা অবহেলা করিয়াছিলাম, তাহারই

১ প্রস্থান করিতে উৎসাহ পাই না, থাকিতেও কোন আশা হয় না।

২ পদকল্পতরুতে ভাঙ্গিলে স্থলে 'ভাগ্যে যে' পাঠ আছে। অর্থ আছে—(উহা একবার ভাঙ্গিলে) বহুভাগ্যে পুনর্বার (ঠিক পূর্বের মত) নির্মিত হইতে পারে।

ভালে হাম কলাবতি ভালে তুহুঁ দূতি।
ভালে মনমথ, ভালে কানুক পিরীতি।।
ভাল জন-বচন কয়লুঁ যত বাম।
সো ফল ভুঁজইতে ইহ পরিণাম।।
পহিলহি কি কহব আরতি-রাশি।
সুকপট প্রেমে সব পরিজনে হাসি।।
ভাল ভেল অলপে কয়ল সমাধান।
পুরুবক পুণ-ফলে রহল পরাণ।।
চন্দন-তরু অব বিখ-তরু ভেল।
যতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল।।
মরম না জানি কয়লু অনুরাগ।
জ্ঞানদাস কহ গুরুয়া অভাগ।।

২৪

।। কেদার ।।

সজনি তুহুঁ সে কহসি মঝু হিত।
হীত অহীত সবহুঁ হাম বুঝিয়ে
আনে হোয়ত বিপরীত।। ধ্রু।।
লঘু উপকার করয়ে যব সুজনক
মানয়ে শৈল-সমান।
অচল হীত করয়ে, মুরুখ জনে
মানয়ে সরিষ-প্রমাণ।।
কানুক রীত ভীত মঝু চীতহিঁ
না জানি কি হয়ে পরিণাম।
ঐছন পিরিতিক বশ নাহি হোয়ত
যৈছন কীর সমান।।

প্রতিফল ভোগ করিতে এই পরিণাম হইল। তাহার প্রথম অনুরাগের কথা আর কি বলিব? সেই সুকপট প্রেমের এই পরিণাম দেখিয়া এখন পরিজনেরা হাসিতেছে। যাউক, ইহাও ভাল হইল যে অল্পেই শেষ করিল, পূর্ব পুণ্যে প্রাণটা রক্ষা পাইল। চন্দনবৃক্ষ এখন বিষবৃক্ষ হইল। যত কিছু মনের সাধ সব দূরে গেল। মর্ম না জানিয়া অনুরাগ করিয়াছিলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, গুরুতর দুর্ভাগ্য।

২৪। সখি তুমি আমাকে হিত কথা বলিতেছ। হিত-অহিত সবই আমি বুঝিতেছি, কিন্তু অন্যদিকে বিপরীত হইতেছে। সামান্য উপকার করিলেও ভাল লোকে পর্বতপ্রমাণ মনে করে। আবার পর্বতসমান উপকারকেও মূর্খ লোকে সরিষার মত করিয়া দেখে। কানুর রীতি দেখিয়া মনে মনে ভীত হইয়াছি, জানি না পরিণামে আরো কি হইবে। ঐরূপ প্রকৃতির লোক শুক-পক্ষীর মত (পিঞ্জরে শৃঙ্খলিত না করিলে) প্রীতিতে বশীভূত হয় না।

কি কহব রে সখি কহি কহি দেখলুঁ
অতয়ে চাহি সমাধান।
যাকর যো গুণ কবহুঁ না যাওত
জ্ঞানদাস পরমাণ।।

২৫

।। বরাড়ী ।।

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈল-শিখরে এক পাণি।।[১]
অব বিপরিত ভেল সে সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল।।
না বোলহ সজনি না বোলহ আন।
কী ফল আছয়ে ভেটব কান।।
অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত।।[২]
হিয়া সম কুলিশ, বচন মধুধার।
বিষ-ঘট উপরে দুধ উপহার।।
চাতুরি বেচহ গাহক-ঠাম।[৩]
গোপত প্রেম-সুখ ইহ পরিণাম।।
তুহুঁ কিয়ে শঠিনি কপটে কহ মোয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয়।।

সখি, কি আর বলিব, বলিয়া বলিয়া দেখিলাম। অতএব সমাপ্তি চাই। যাহার যে গুণ সে তো কখনো যায় না। জ্ঞানদাস তাহার প্রমাণ।

২৫। প্রথমে তো হাতে চাঁদ আনিয়া দিল। হাত দিয়া পর্বতের চূড়া ঢাকিয়া ফেলিল। সে সব দিন এখন উল্টা হইয়াছে। বাসি ফুলে কি আর কেহ মালা গাঁথে? সখি, বলিও না, আর বলিও না, কোন্ আশায় আর কানুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব? তাহার অন্তর-বাহিরে ব্যবহার একরূপ নয়। তেল ও জলে কখনও নিবিড়ভাবে মিশ্রিত হয় না। পয়োমুখ বিষকুম্ভের মত হৃদয় তাহার বজ্রসম কঠিন, কিন্তু কথায় যেন মধু ঝরে। (যাহাকে ভুলাইতে পারিবে সেই নূতন) গ্রাহকের নিকট গিয়া এই চাতুরী বিক্রয় কর। গুপ্তপ্রেম-সুখের এই পরিণাম। তুমি প্রবঞ্চনাকারিণী, কেন আমায় মিথ্যা বলিতেছ, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ঠিকই হইয়াছে।

---

১ প্রথম প্রথম অসম্ভব আশা দিয়া প্রলুব্ধ করিয়াছে। এক হস্তের দ্বারা শৈলশৃঙ্গ-আচ্ছাদনও এই অসম্ভব সাধনের নিদর্শন ও প্রতীক্।

২ এই সমস্ত সাংসারিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রবাদবাক্য বিদ্যাপতির আদর্শে গৃহীত হইয়াছে।

৩ যে গ্রাহক প্রেমকে বেচা-কেনার বিষয় মনে করে তাহার নিকট তোমার ছল-চাতুরীপূর্ণ সন্দেশ বহন কর অথবা গুপ্ত প্রেমের এইরূপ ফলই হইয়া থাকে।

২৬

॥ তিরোথা ॥

দোতিক বচন না শুনল রাই।
আপন মনহি বিচারল তাই॥
কানুক কেশ তৃণ* ধরু তছু আগে।
তবহুঁ সুধামুখি নহ অনুরাগে॥
কত কত বিনতি করিয়া কহ বাণী।
মানিনি-চরণে পসারল পাণি॥
সুন্দরি দূর কর অসময়-মান।
ইহ সুখ-সময়ে মিলহ বর-কান॥
তেজিয়া নাগর ও সুখ-পুঞ্জে।
তুয়া লাগি লুঠই কেলি-নিকুঞ্জে॥
ক্ষেম অপরাধ চলহ সোই ঠাম।
জ্ঞানদাস কহয়ে সময় অনুপাম॥

২৭

॥ ধানশী ॥

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই।
করে ধরি দোতি মানাযই তাই॥
রোখে চলই যব করে কর বারি।
চরণে পড়ল তব বাহু পসারি॥
তবহুঁ মলিন-মুখি সুমুখি না ভেল।[১]
হোই নৈরাশ তব সখি চলি গেল॥

২৬। রাধা দূতীর কথা শুনিল না। দূতী সেজন্য আপন মনে বিচার করিয়া কানুর (নাম করিয়া দীনতা প্রকাশার্থ) তৃণ এবং (তাহার) কেশ রাধার আগে রাখিল। তথাপি সুধামুখীর অনুরাগ দেখা দিল না। কত কত বিনয় বচন বলিল। অবশেষে মানিনীর পায়ে ধরিল। (বলিতে লাগিল) সুন্দরি, অসময়ের মান দূর কর, এই সুখের সময়ে শ্রেষ্ঠ (নাগর) কানুর সঙ্গে মিলিত হও। সমস্ত সুখ ত্যাগ করিয়া নাগর (কানাই) তোমার জন্য কেলি-নিকুঞ্জে লুণ্ঠিত হইতেছে। অপরাধ ক্ষমা কর, সেইস্থানে চল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন (অভিসারের) অনুপম সময়।

২৭। রাধাকে ঐরূপ মানে বিমুখ দেখিয়া দূতী করে ধরিয়া মানাইবার চেষ্টা করিল। রাই হাতে হাত ঠেলিয়া চলিবার উপক্রম করিতে তখন দূতী বাহু পসারিয়া চরণে পড়িল। তাহাতেও রাধার মলিন মুখ প্রসন্ন

*(কেশ—নতি স্বীকারসূচক, তৃণ—দীনতাব্যঞ্জক।)

[১] তথাপি নায়িকার প্রতিকূল মনোভাব অনুকূলে পরিবর্তিত হইল না।

একলি বনমাহা যাঁহা বর কান।
আওল সখি তাহাঁ বিরস-বয়ান ॥
কি কহব মাধব মানিনি-মান।
জ্ঞানদাস তাহাঁ কি কহিতে জান ॥

২৮

॥ কামোদ করুণা ॥

গগনক চাঁদ হাথ ধরি দেয়লুঁ
কত সমুঝায়লুঁ নীত।
যত কিছু কহল সবহুঁ ঐছন ভেল
চীত-পুতলি-সম রীত ॥
মাধব বোধ না মানই রাই।
বুঝইতে বুঝ অবুঝ করি মানই
কতয়ে বুঝায়ব তাই ॥ ধ্রু ॥
তোহারি মধুর গুণ কত পরথাপলুঁ
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর
কমলিনি না সহে পরাণে ॥
যতনহিঁ বাহু— চরণ ধরি সাধলুঁ
রোখে চলল সখি-পাশ।
সবস বিবস কিয়ে তাকব সহচরি
সো না বুঝল জ্ঞানদাস ॥

হইল না। (মান গেল না)। সখী তখন নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল। বনে কানু একাকী যেখানে বসিয়া আছে সখী সেখানে বিরস-বদনে আসিয়া কহিল—মাধব, মানিনীর মানের কথা কি আর বলিব। জ্ঞানদাসই বা তাহা কি কহিতে জানে।

২৮। আকাশের চাঁদ হাতে ধরিয়া দিলাম, কত নীতি-কথা বুঝাইলাম। কিন্তু সব কিছুই চিত্র-পুত্তলিকার নিকট বলার মত বিফল হইল। মাধব, রাধা প্রবোধ মানিতেছে না। বুঝাইতে গেলে অবুঝের মত মানিতে চাহে না। কত তাহাকে বুঝাইব। তোমার মধুর গুণের কত প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম, কিছুই মানিল না, যেমন শশধর সুখস্পর্শ শিশির বর্ষণ করিলে পদ্মিনীর প্রাণে তাহা সহ্য হয় না। কত যত্নে তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া সাধিলাম, সে রাগ করিয়া সখীর নিকট চলিয়া গেল। সেই সখী তাহাতে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হইল, জ্ঞানদাস তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

২৯

।। সুহই ।।

না বুঝিএ অন্তর কোপে নিরন্তর
বচন না স্ফুরু বয়ানে।
সহজই কোঙলি মলিনি ভেল অতিশয়
ধারা-শত ঝরু নয়নে ।।
মাধব, রাধা পরবোধ না ভেল।
কতএ বিচারি চরণ ধরি বোললুঁ
তবহুঁ উত্তর নাহি দেল ।। ধ্রু ।।
সঘন নিশাস উদাসল কুন্তল
আকুল পুন পুন গোরি।
কনক মুকুর নিয়ড়ে জনু মরকত
ঐছন ভেলি কত বেরি ।।
এক কর মুঠি বান্ধি মুখ মুদল
মোহে কয়ল পরণামে ।।
জ্ঞানদাস কহ মনহি বিচারহ
নিরস না ভেল পরিণামে ।।[১]

২৯। মর্মকথা বুঝিতে পারি না। নিবিড় ক্রোধে (তাহার) মুখে বাক্য নিঃসৃত হইতেছে না। স্বভাবতঃই কোমল দেহ (মানে) অতিশয় মলিন হইয়াছে, নয়নে শতধারা বহিতেছে। মাধব, রাধা প্রবোধ মানিল না। পায়ে ধরিয়া কত যুক্তি দ্বারা বুঝাইলাম, তথাপি উত্তর দিল না। সঘনে নিঃশ্বাস, আলুথালু চুল, গৌরী বারে বারে অস্থির হইয়া উঠিতেছে। (এলায়িত কৃষ্ণ কেশদাম মুখের উপর আসিয়া পড়ায়) কনক-দর্পণের নিকট যেমন মরকত রাশি,' এমনি কতবার হইল। এক কর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুখ বন্ধ করিল, আমাকে প্রণাম করিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, মনে বিচার করিয়া দেখ, পরিণাম নীরস নহে। (কর পদ্মের সহিত এবং মুখ চন্দ্রের সহিত তুলনীয়। কর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুখ বন্ধ করার অর্থ—পদ্মকে মুদ্রিত ও চন্দ্রকে অস্তমিত করিতে হইবে। অর্থাৎ পদ্মা ও চন্দ্রাবলীর সঙ্গে সম্বন্ধ বন্ধ করিতে হইবে। পদ্মাই চন্দ্রাবলীর প্রধানা সখী—মন্ত্রণায় একমাত্র অবলম্বন। দূতীকে প্রণাম করার অর্থ—দূতীকেই এই কার্যে অগ্রবর্তিনী হইতে হইবে। অর্থাৎ—"ওগো দূতি, তোমাকে প্রণাম, তুমি আমার অভীষ্ট সাধন করিয়া আবার আসিও")।

[১] তাহার সমস্ত অনমনীয় মনোভাব ও শ্লেষাত্মক আচরণের মধ্যে যে ছদ্মবেশী অনুকূলতার আভাস না পাওয়া যাইতেছিল তাহা নহে।

৩০

॥ তিরোতা ধানশী ॥

তুহারি রসিকপণ বৈদগধি ভাষ। যুবতি-নিকর মাহ ভেল পরকাশ॥
মান-দহনে ধনি দহে অবিরাম। তাহে তেজি কৈছে আয়লি তুহুঁ শ্যাম॥
বিরহ-দহন যদি সহই না পারি। অভিমানে প্রাণ তেজই বরনারী॥
ধিক ধিক মাধব তোহারি পিরিত। তিরিবধ-পাতকে নাহি তুয়া ভীত॥
জ্ঞানদাস কহে চল অবিলম্বে। ধনি দেখবি যব না কর বিলম্বে॥

৩১

॥ ভূপালি ॥

রাইয়ের হৃদয় বুঝিয়া রীতি। কহিতে আয়লুঁ যে বিপরীতি॥
কত পরকারে মিনতি করি। সদয় নহিল চলহ হরি॥
তোমা আগে করি কহিয়ে যে। আপন কানেতে শুনিবে সে॥
শুনিয়া গমন করল তায়। জ্ঞান সঞে হরি মিলল রাই॥

৩২

দোতিক কর ধরি করু পরিহার।
কহইতে নয়নে গলয়ে জল-ধার॥
বাউর সম কত করু পরলাপ।
শতগুণধিক মনে মনসিজ-তাপ॥[১]

৩০। তোমার রসজ্ঞতা ও সরস বচন-চাতুর্য যুবতীগণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। রাই ধনী একে মানের জ্বালায় অবিরাম জ্বলিতেছে। তাহার উপর তুমি কেন তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিলে? বিরহ-দহন সহিতে না পারিয়া সেই রমণী-শিরোমণি যদি অভিমানে জীবন ত্যাগ করে। ধিক্ মাধব, তোমার পিরীতিকে ধিক্, স্ত্রীবধ পাতকে তোমার ভয় নাই। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, অবিলম্বে চল। যদি ধনীকে দেখিবে, তবে বিলম্ব করিও না।

৩১। রাই-এর হৃদয় ও রীতি বুঝিয়া—যে বিপরীত (দেখিলাম) কহিতে আসিলাম। কত প্রকারে মিনতি করিলাম, সদয় হইল না। হরি, তুমি চল। তোমাকে আগ করিয়া (তোমার সাক্ষাতে) যাহা বলিব আপনার কানেই সে সব শুনিবে। শুনিয়া হরি সেখানে গেলেন এবং (অনুচররূপে) জ্ঞানদাসকে সঙ্গে লইয়া রাই-এর সঙ্গে মিলিত হইলেন।

৩২। দূতীর করে ধরিয়া পরিহার (-ভিক্ষা) করে। কহিতে নয়নে জলধারা বহে। পাগলের মত কত প্রলাপ বকে। মনে মনসিজ-তাপ শতগুণেরও অধিক। রা রা ধা এক আখর উচ্চারণ করিতেই কণ্ঠ গদগদ

[১] তাহার বাহ্য ব্যবহার হইতে যতটুকু চিত্তবিকার অনুমিত হয়, প্রকৃতপক্ষে মনে তাহা অপেক্ষা শতগুণ মদন-যন্ত্রণা।

"রা" "রা" "ধা" ধরি আখর এক।
গদগদ কণ্ঠ না হয়ে পরতেক ॥[১]
মানিনি-মান মানায়ব[২] হাম।
কহি এত ধাবয়ে মানিনি ঠাম ॥
পুন ফেরি আওত সহচরি সাথ।
ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ ॥
কত পরবোধি কয়ল সখি থীর।
জ্ঞানদাস হেরি ভেল অথীর ॥

৩৩

॥ ভাটিয়ারি ॥

সহচরি-বচনহিঁ বিদগধ নাগর
আকুল অথির-পরাণ।
তুরিতহি গমন করল যাহাঁ মানিনি
ঢল ঢল সজল-নয়ান ॥
কহ সখি কৈছে মিটায়ব মান।
মোহে পরিবাদ করয়ে যত রঙ্গিণি
হাম যৈছে তুহুঁ পরমাণ ॥ ধ্রু ॥
তাহে বিনু নিশি দিশি আন নাহি হেরিযে
ও মুখ সতত ধেয়ান।
ও মধু বোল শ্রবণে মঝু লাগি রহুঁ
সো গুণ অহনিশি গান ॥

হয়। প্রত্যেক (কথা উচ্চারিত) হয় না। মানিনীর মান আমি মানাইব, এই বলিয়া মানিনীর নিকট ছুটিয়া যায়। আবার সহচরীর সঙ্গে ফিরিয়া আসে। এইরূপ আসে যায়, সোয়াথ নাই। কত প্রবোধ দিয়া সখী স্থির করিল। জ্ঞানদাস দেখিয়া অস্থির হইলেন।

৩৩। সহচরীর বাক্যে রসিক নাগর আকুল ও অস্থির প্রাণে ঢল ঢল সজল নয়ানে মানিনী রাধার নিকট ত্বরায় গমন করিল। সহচরীকে বলিল, সখি বল, কেমন করিয়া মান ভাঙ্গিব। যত রঙ্গিণীরা আমার কলঙ্ক রটনা করে, আমি কেমন, তুমিই তার প্রমাণ। তাহাকে (শ্রীরাধাকে) ভিন্ন নিশিদিন অন্য কাহাকেও দেখি না, অই (শ্রীরাধার) মুখ সতত ধ্যান করি। অই মধুর কথা কানে লাগিয়া রহিয়াছে, তাহারই গুণ দিবারাত্রি গান করি। এই

[১] অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে নামের প্রত্যেক অক্ষর স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করিতে গিয়া স্পষ্ট অর্থ বোধ হয় না।
[২] 'মানায়ব'—অর্থ, সমাধান বা শান্তি করিব।

এত কহি মাধব মিলল রাই পাশে
ঠাড়ি রহল তহিঁ যাই।
অবনত-বয়নে রহল যব মানিনি
জ্ঞানদাস মুখ চাই॥

৩৪

॥ বালা ধানশী ॥

শুনি সখি-বচন মনহি অনুমান।
নাগরি-বেশ বনাওল কান॥
আগু পদ বাম বাম-গতি চাহনি
বামা-কুণ্ডল অনুপামা।
বাম ভুজে বসন ঢুলায়ত ঘন ঘন
যৈছন পেখলুঁ শ্যামা॥
পট-অম্বর পরি অভিনব নাগরি
ঐছনে কয়ল পয়ান।
চারু সিঁথা পরি কাম-সিন্দুর পরি
লখই না পারই আন॥
এমন চতুরবর কবহুঁ না পেখলুঁ
এ মহি-মণ্ডল মাঝে।
মণিময় কঙ্কণ দুহু ভুজে সাজন
শঙ্খ শোভয়ে তছু মাঝে॥
পদতল অরুণ- কিরণ মণি পেখলুঁ
তেঞি হোয়ত অনুমান।
জ্ঞানদাস কহে রাইক মন্দিরে
নাগর কয়ল পয়ান॥

বলিয়া মাধব রাধার পার্শ্বে উপস্থিত হইল। সেখানে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। (তথাপি) মানিনী যখন অবনত বদনে রহিলেন, জ্ঞানদাস তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

৩৪। (এই পদে শ্রীকৃষ্ণ নাগরীবেশে শ্রীরাধার মন্দিরে প্রস্থান করিলেন, এই পর্যন্ত দেখিলাম। কিন্তু মন্দিরে গিয়া কিরূপে সাক্ষাৎ হইল, কিভাবে মিলন ঘটিল, জ্ঞানদাসের তদ্বিষয়ক কোন পদ পাওয়া যায় নাই।)

সখীর কথা শুনিয়া মনে অনুমানপূর্বক কানু নাগরীবেশে সাজিল। বামপদ আগে বাড়াইয়া বাম গতিতে চাহিয়া (রমণীর অনুকরণ করিতে লাগিল)। কানে রমণীদের পরিধেয় কুণ্ডল পরিল। বামহাতে বসনের প্রান্ত ধরিয়া ঘন ঘন নাড়িতে লাগিল। যেমন শ্যামাকে দেখিলাম, পট্টবসন পরিয়া নূতন নাগরী অমনি চলিয়া গেল। সুন্দর সিঁথিতে কামসিন্দুর পরিল, অন্যে লক্ষ্য করিতে পারিল না। এ ভুবনে এমন সুচতুর আর দেখিলাম না। দুই হাতে মণিময় কঙ্কণ সাজাইল, তাহার মাঝে শাঁখা শোভা পাইল। পদতল সূর্যকান্ত মণির মত দেখিলাম, তাই (কানু বলিয়া) অনুমান করিতে পারা যায়। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, নাগর রাধার মন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

৩৫

॥ ভাটিয়ারি ॥

ও চাঁদ-মুখের মধুর হাসনি
সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি ফিরিয়া না চাহ
আমার শপথি লাগে ॥

রামা হে ক্ষেম অপরাধ মোর।
মদন-বেদন না যায় সহন
শরণ লইলুঁ তোর ॥ ধ্রু ॥

তোমার অঙ্গের পরশে আমার
চিরজীবী হউ তনু।
জপতপ তুহুঁ সকলি আমার
করের মোহন বেণু ॥

দেহ গেহ সার সকলি আমার
তুমি সে নয়ানতাবা ॥

তিল আধ আমি তোমা না দেখিলে
সব বাসি আন্ধিয়ারা ॥

এত পরিহার করিয়ে তোমারে
মনে না ভাবিহ আন।
কবজ লিখিয়া লেহ যে আমার
দাস করি অভিমান ॥[১]

জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
এ কোন ভাব-যুগতি।
কানু সে কাতব সদয় হইয়া
কেন না কব প্রতীতি ॥

৩৫। ও চাঁদমুখের মধুর হাসি সদাই মর্মে জাগিতেছে। যদি মুখ তুলিয়া না চাহ, আমার শপথ লাগে। রামা হে, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। মদন-বেদন সহা যায় না, তোমাব শবণ লইলাম। তোমার অঙ্গের পরশে আমার তনু চিরজীবি হউক। তুমি আমার জপ-তপ সর্বস্ব, আমার করের মোহন বেণুও তুমিই। আমার দেহ গেহের সার, আমার সকলি তুমি, তুমি আমার নয়নের তারা। তিল আধ তোমাকে না দেখিলে আমি সব অন্ধকার দেখি। তোমাকে এত পরিহার করিতেছি, মনে অন্য ভাবিও না। আমি তোমার দাসরূপে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতেছি। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সুন্দরি শোন, এ তোমার কোন ভাবের যুক্তি। কানু কাতর, সদয় হইয়া কেন তাহার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না?

১ আমাকে দাসরূপে গ্রহণ করিয়া অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া লও।

৩৬

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনারে পরাণে কেনে মার ॥
যে চান্দের সুধা-দানে জগত জুড়াও।
সে চান্দ-বদনে কেনে আমারে পোড়াও ॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ-পরশে।
সোণা শতবান হৈয়া কাহে নাহি তোষে ॥
সে চরণ-ধূলি পরশিতে করি সাধ ॥
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ ॥

৩৭

॥ শ্রীরাগ ॥

ভুবনে আছয়ে যত বৈদগধিসারে।
উপরে কনয়া কাঁতি অমিয়া অন্তরে ॥
রাই হাসিয়া বোলাও।
পাঁচ শবে জর জর জনেরে বাঁচাও ॥
প্রতি অঙ্গে পড়ে কত রসেব হিলোলি।
পরশিতে চিতে করোঁ পায়ের অঙ্গুলি।
অধর অরুণ-ছবি বান্ধুলি-সোহাগে।
মন-মধুকর সদা উড়ে অনুরাগে ॥
নয়ন-অঞ্চলে দোলে হিয়ার পুতলি।
মুখ-ছান্দে চান্দ কান্দে পাতএ অঞ্জলি ॥

৩৬। হাসিয়া চাও, রাই হাসিয়া চাও। অনুগত জনকে কেন প্রাণে মারিতেছ? যে চান্দের সুধা-দানে জগৎকে তৃপ্ত কর (যে হ্লাদিনীর কৃপাকণায় জগৎ আনন্দিত) সেই চান্দমুখে হাসিয়া কথা না বলিয়া কেন আমাকে দগ্ধ করিতেছ? এই পৃথিবীর ধূলি তোমার চরণস্পর্শে শতবাণ (একশতবার আগুনে পোড়াইলেও যে স্বর্ণের বর্ণের ব্যত্যয় ঘটে নাই) সোনা হইয়া জগৎমধ্যে কাহাকে বা পরিতুষ্ট না করে? তোমার ঐ পদধূলি স্পর্শের সাধ করিতেছি। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, রাই যদি প্রসাদ দান করে (কৃপা করে), তবেই তোমার সে সাধ পূর্ণ হইবে।

৩৭। ভুবনের যত বৈদগ্ধীর সার লইয়া গঠিত তুমি। উপরে কাঞ্চনকান্তি, অন্তরে অমৃতরাশি। রাই হাসিয়া কথা কও, কামবাণে জর্জরিত জনকে বাঁচাও। তোমার প্রতি অঙ্গে কত রসের তরঙ্গ উঠিতেছে। তোমার পায়ের অঙ্গুলি স্পর্শ করিতে বাসনা হইতেছে। তোমার আরক্ত-অধররূপ বন্ধুক-পুষ্পের সোহাগে, আমার মন-মধুকর অনুরাগভরে সদা উড়িতেছে। তোমার কটাক্ষভঙ্গিতে আমার প্রাণ-পুতলি দোলে। মুখচ্ছন্দ দেখিয়া চাঁদ

সিঁথের সিন্দুর হের্‌রি দিনমণি ঝুরে।
এত রূপ-গুণ যার সে কেনে নিঠুরে ॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে করিএ বিনতি।
কান কাতর রাই বান্ধহ পিরিতি ॥

৩৮

॥ সুহই ॥

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধূলি ॥
অভিমান দূরে করি চাহ একবার।
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আন্ধার ॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া-অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি ॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর
নয়ন-অঞ্চল তুয়া পর-চিত-চোর ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিহি নিরমিল তোহে পিরিতি-পুতলি
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥

(সুধার আশায়, সৌন্দর্য-প্রার্থনায়) অঞ্জলি পাতিয়া কাঁদে। সিঁথার সিন্দুরের শোভায় দিনকর খেদ করে। যাহার এত রূপগুণ সে কেন নিষ্ঠুর। জ্ঞানদাস ইহাতে বিনয় করিয়া বলিতেছেন, কানু কাতর, রাই তাহার সঙ্গে প্রেম-বন্ধন কর।

৩৮। মুখ তুলিয়া চাও রাই, মুখ তুলিয়া চাও। আমি তোমার পায়ের ধূলা স্পর্শ করিতে চাই। অভিমান ত্যাগ করিয়া একবার চাও, আমার হৃদয়ের সকল অন্ধকার দূর হউক। তোমার অভিলাষেই (তোমার অঙ্গ-কান্তির সঙ্গে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই) আমার পীতাম্বর পরিধান, তুমি নিশ্বাস ছাড়িলে আমার প্রাণ চমকিয়া উঠে। রাই। আমার সাধের মুরলী গ্রহণ কর। তোমার নয়নের ইঙ্গিত পাইলেই আমার প্রাণ-পুতলি আনন্দে নাচিয়া উঠে। তোমার মুখ দেখিয়াই আমার আঁখি মুগ্ধ হইয়াছে। তোমার কটাক্ষভঙ্গিই পরের মন চুরি করে। রূপে, গুণে, যৌবনে, ভুবনে অগ্রগণ্যা তুমি, বিধাতা তোমাকে প্রেমের পুতলি করিয়া গড়িয়াছেন। যে এত ধনে ধনী, সে কৃপণ কেন, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, মর্মকথা কে জানে।

৩৯

॥ কেদার ॥

তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন* তুয়া পর'চিত-চোর॥
প্রতি অঙ্গ অখিল-অনঙ্গ-সুখনি'ধি।
না জানি কি লাগি পরশন না দে বিধি॥
রাই নহিয় বিমুখ।
অনুগত জনেরে না দিএ এত দুখ॥ ধ্রু॥
আলপ অধিক সঙ্গে হয় বহুমূল।
কাঞ্চনের সনে কাচ মরকততুল॥
এত অনুনয় করি আমি নিজ জনা।
দুরদিন হয় যদি চাঁদে হরে জ্যোনা॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
অমিয়া-মজিল[১] যেন পিরিতি-পুতলি॥
এত ধনে ধনি যেহ সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস বলে কেবা জানে কার মন॥

৪০

॥ ধানশী ॥

এ ধনি মানিনি কি বোলব তোয়। তুয়ার পিরিতি মোর জীবন হোয়॥
বিবিধ কেলি তুয়া তনু পরকাশ।[২] তথি লাগি কেলিকদম্ব করি বাস॥

৩৯। তোমার রূপ দেখিয়া আঁখি মুগ্ধ হইল, তোমাব নয়নেব কাজল পরচিত্ত-চোর। তোমার প্রতি অঙ্গ সমস্ত কামসুখের সিদ্ধিদাতা। জানি না কি লাগিয়া বিধাতা স্পর্শ করিতে দিতেছে না। রাই বিমুখ হইও না। অনুগত জনকে এত দুঃখ দিতে নাই। ক্ষুদ্রও বৃহতের সঙ্গে বহুমূল্য হয়, সুবর্ণের সঙ্গে (জড়িত হইলে) কাচ মরকত মণির মর্যাদা লাভ কবে। আমি তোমাব নিজ জন, এত অনুনয় করিতেছি। দুর্দিনে চাঁদও জ্যোৎস্না হরণ করিয়া লয়। তুমি রূপে গুণে যৌবনে ভুবন-অগ্রগণ্যা, যেন অমৃতস্নাত প্রেম-পুত্তলি। যে এত ধনে ধনী, সে কৃপণ কেন? জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কেবা কাব মন জানে।

৪০। ওগো ধনী মানিনি, তোমায় কি বলিব, তোমার পিরীতিই আমার জীবন। তোমার বিবিধ কেলি তোমার তনুতে প্রকাশিত। তার জন্যই আমি কেলি-কদম্বে বাস করি। নিশি-দিন তোমাব গুণ গান করি। তোমা

*পূর্ব দুইটি পদের পাঠে 'নয়ন-অঞ্চল' আছে। কোন্ পাঠ শুদ্ধ?

[১] 'মজিল'—ক্রিয়াপদ হইতে নিষ্পন্ন বিশেষণ—তুমি যেন সুধানির্ঝরে অভিষিক্ত প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা

[২] তোমার দেহ-ভঙ্গীতেই বিচিত্র লীলার আভাস তরঙ্গিত হইতেছে।

রজনি-দিবস করি তুয়া গুণ গান। তুয়া বিনে মনে মোর নাহি লয়ে আন ॥
শয়ন করিয়ে যদি তোমা না পাইয়া। স্বপনে থাকিয়ে তোমা তনু আলিঙ্গিয়া ॥
তোমার অধর-রস পানে মোর আশ। কবজ লিখিয়া লেহ বুঝি তুয়া দাস ॥
মনমথ-কোটি-মথন তুয়া মুখ।[১] তোমার বচন শুনি উঠে কত সুখ ॥
জ্ঞানদাস কহ ধনি মোর মুখ চাও। সরস পরশ দেই কানুরে জিয়াও ॥

৪১

॥ সুহই ॥

জনমে জনমে হাম তুয়া আরাধন বিনু
আন নাহিক অভিলাষে।
তুহুঁ মনে জানহ হাম তুয়া কিঙ্কর
তবহুঁ না মুঞ্চয়ে রোষে ॥
মানিনি যামিনী ভেল অবসাদে ॥
তুয়া পদকমল বিমল বরদাতা
কি দেখি না হয়ে পরসাদে ॥
রূপগুণ তুয়া বিহি নিরমাওল
আন কি কহব তুয়া আগে।
নয়নক লোর থোর না হেরসি
এ মোহে কমন অভাগে ॥
অনুনয় করইতে শ্রবণে না শুনসি
লগইতে লাগু তরাস।
জ্ঞানদাস কহ কৈছে বিদুরহ
পূরব পিরিতি-রস-আশ ॥

ছাড়া আমার মনে অন্য লয় না। তোমাকে না পাইয়া যদি শয়ন করি, স্বপ্নে তোমার দেহ আলিঙ্গন করিয়া থাকি। তোমার অধরসুধা-পানে আমার আশা। আমি তোমার দাস—এই অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া লহ। কোটি-মনমথ-মথন তোমার মুখ। তোমার কথা শুনিয়া মনে কত সুখ উঠে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ধনি, আমার মুখ চাহিয়া সরস স্পর্শদানে কানুকে বাঁচাও।

৪১। জন্মে জন্মে তোমার আরাধনা ভিন্ন আমার অন্য কিছুতে অভিলাষ নাই তুমি তো মনে জান, আমি তোমার সেবক, তথাপি ক্রোধ দূর হইতেছে না। মানিনি, রজনী শেষ হইয়া আসিল। বিমল বরদাতা তোমার পদকমল কি (অপরাধ) দেখিয়া এখনো প্রসন্ন হইতেছে না। রূপে গুণে বিধাতা তোমাকে নির্মাণ করিয়াছেন। তোমার আগে অন্য আর কি বলিব। (আমি কাঁদিতেছি) আমার চোখের জল তুমি ঈষৎ চাহিয়াও দেখিলে না, এ আমার কেমন অভাগ্য বল দেখি। অনুনয় করিতেছি, কানে শুনিতেছ না। নিকটে যাইতে তরাস লাগিতেছে। জ্ঞানদাস কহিতেছেন, পূর্ব প্রেমরসের আশা কেমন করিয়া ভুলিতেছ?

[১] তোমার মুখ-সৌন্দর্য কোটি মন্মথকে পরাভূত করে।

৪২

।। সুহই ।।

অনুনয় করইতে অবগতি না কর
না বুঝিয়ে অন্তব তোর।
কুটিল নেহারি গারি যব দেয়বি[১]
তবহিঁ ইন্দ্র-পদ মোর ।।
মানিনি অব কি কবব দুবদীনে।
মনমথ-গরল গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল
তোহাবি পবশ-রস বীনে ।। ধ্রু ।।
অনুগত জানি পাণি পসাবিয়ে
বিপদে বুঝিয়ে উপকাব।
তব হাম জনম সফল কবি মানিয়ে
জগতে রহযে যশভার ।।
সময় জানি অব কোপ নিবাবহ
বেবিএক কব অবধানে।
জ্ঞানদাস কহ নিজ-জন জানিয়া
অতয়ে করবি সমাধানে ।।

৪৩

।। বিভাষ ।।

রতন-মঞ্জবী কিবা কনক পুতলি।
সাধে সুধাব সাঁচে বিহি নিবমলি ।।

৪২। অনুনয় করিলেও অবগতি কর না, তোমাব অন্তর বুঝিতে পাবি না। কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া যদি গালি দাও, তাহা হইলেও আমি ইন্দ্রপদ লাভ করিব। (এই নীরবতা অপেক্ষা গালিও ভাল)। মানিনি, এই দুদিনে আব কি করিব। তোমার স্পর্শ বস না পাইয়া তীব্র মনমথ-বিষ হৃদয়ে বাড়িয়া উঠিল। (নিজকে) তোমার অনুগত জানিয়া হাত বাড়াইতেছি—বিপদে যদি উপকার বুঝিতে পারি তবেই আমার জীবন সফল বলিয়া মানিব, জগতে তোমার যশোভার রহিবে। সময় জানিয়া এখন কোপ দূব কব। একবাব অবধান কব। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, নিজ জন জানিয়া—এবাব সমাধান কব।

৪৩। তুমি কি রত্নের মুকুল, অথবা স্বর্ণ-পুত্তলি। বিধাতা সাধ করিয়া অমৃতেব ছাঁচে তোমায় নির্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে রস-প্রসঙ্গরূপ কত অলঙ্কার। তোমাকে মানে মলিন দেখিয়া মনমথ ভঙ্গ দিয়াছে।

---

১ এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া যদি কোপদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া গালি দেও, তাহাতেও আমার ইন্দ্রত্ব-লাভ।

তাহে ভূষণ কত রস-পরসঙ্গ ।[১]
মানে মলিন দেখি মনমথ ভঙ্গ ।।[২]
গোরী নায়রি না পরিখসি আর ।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার ।।
যজ্ঞ দান জপ তপ সব তুমি মোর ।
মোহন মুরলী আর বয়ানের বোল ।।[৩]
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে ।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ।।
তোমার পরশে মোর চিরজীবি তনু ।
অতি অন্ধকারে যেন প্রকাশিত ভানু ।।[৪]
তুমি দুখ তুমি সুখ তুমি গুণ-রূপ ।
জ্ঞানদাস কহে যত কহিলে স্বরূপ ।।

৪৪

।। বিভাস ।।

কত না লাবণ্যে সাজায়া অঙ্গ ।
বিধি নিরমিল রস-তরঙ্গ ।।

গৌরী নাগরি, আমাকে আর পরীক্ষা করিও না, আমি যে তোমারই আরাধনা করি, সে কথা সংসারের লোকে জানে। যজ্ঞ, দান, জপ, তপস্যা, আমার মোহন মুরলী আর মুখের কথা, সমস্তই আমার তুমি। তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করি বলিয়াই (তোমার সঙ্গে বর্ণসাদৃশ্যহেতু) আমার পীতবসন পরিধান, তুমি নিঃশ্বাস ছাড়িলে আমার প্রাণ চমকিয়া উঠে। অতি অন্ধকারেও যেমন সূর্য প্রকাশিত হয় (তেমনই এই জরামৃত্যুসঙ্কুল সংসারে) তোমার স্পর্শেই এ দেহ আমার অমর। তুমিই আমার সুখ, দুখ, রূপ এবং গুণ। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, যাহা বলিলে সমস্তই সত্য

এই পদটিতে লৌকিক নায়িকার রূপগুণের প্রশস্তিবাক্যের ভিতর দিয়া বিশ্বের মূলীভূতা পরমা প্রকৃতির অপার্থিব গুণ-মহিমা-কীর্তন ধ্বনিত হইয়াছে। এই লৌকিকের মধ্যে অলৌকিকের ব্যঞ্জনা, রূপ হইতে অরূপ, কামনা হইতে অধ্যাত্ম আকুতির দিকে অগ্রগতি বৈষ্ণব পদাবলীর বৈশিষ্ট্য। ইহার এই গুণই যুগোচিত পরিবর্তনের সহিত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে।

৪৪। কত লাবণ্যেই না অঙ্গ সাজাইয়া বিধি রসতরঙ্গরূপ তোমাকে নির্মাণ করিয়াছেন। একটি কথায় কত না অমৃত, শুনিয়া হৃদয় উল্লাসে অধীর হয়। রাধা, নিজের মর্মকথা তোমাকে কহিতেছি, আমি তোমার, অন্য আর

১ তোমার বিচিত্র রস-সম্পদই তোমার অলঙ্কার।

২ মান তোমার প্রকৃতি-বিরোধী ; কেন-না ইহাতে যে মাধুর্যরস তোমার প্রকৃতির উপাদান তাহা ব্যাহত হইতেছে।

৩ আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভাবপ্রকাশক ভাষা ও আমার আদর্শ সৌন্দর্য অনুধ্যানের সুর।

৪ রাত্রির অন্ধকারের অন্তরালে সূর্যের উপস্থিতির ন্যায় জরামৃত্যুসঙ্কুল জীবনের পিছনে অমরতার নিশ্চিত প্রতীতি। মরণধর্মী, ক্ষণভঙ্গুর দেহের পিছনে চিরজ্যোতির্ময় আত্মার অনুভূতি।

একটি বচন অমিয় কিয়ে।
শুনি উলসিত আকুল হিয়ে ।।
রাধে লো নিজ মরম কই।
তোমা বিনু আর কাহারো নই ।। ধ্রু ।।
পরাণ-পুতলি রসের ওর।
ঘর-সরবস সম্পদ মোর ।।
কনক কুসুমে গঠিত দেহ।
জিবনে জড়িত তোমার লেহ ।।
নিন্দে চিয়াইয়া চৌদিকে চাই।
ছায়া নিরখিয়ে পরাণ পাই ।।
জ্ঞানদাস-চিতে এ অনুমান।
রাধা কানু দুহুঁ এক পরাণ ।।

৪৫

।। কামোদ ।।

হেদে হে কিশোরি গোরি, তোহে পরিহার করি
শুনি কিছু কর অবধান।
ও চান্দ-মুখের হাসি হৃদয়ে রহল পশি
বৈদগধি দগধে পরাণ ।।
রাই তোমার বিদগ্ধতা কি কহিব তার কথা
কহিতে উথলে হিয়া মোর।
না দেখিয়া তোমারে পরাণ কেমন করে
তোমার গুণের নাহি ওর ।।
যে জন প্রণত হয় তাহারে তেজিতে নয়
মনে বিচারহ এই কথা।
তুমি যে কহাও বাণী তাহাই কহিয়ে আমি[১]
নিশ্চয় জানিহ সর্বথা ।।

কাহারো নই। প্রাণ-পুত্তলি, রসের সীমা এবং আমার ঘরসর্বস্ব সম্পদ্ তুমি। তোমার দেহ স্বর্ণ কুসুমে গঠিত, আমার জীবনের সঙ্গে তোমার প্রেম জড়িত হইয়া গিয়াছে। ঘুম হইতে জাগিয়াই চারিদিকে চাহিয়া দেখি (তুমি আছ কিনা)। তোমার ছায়া দেখিয়াও প্রাণ পাই। জ্ঞানদাসের চিত্তের এই অনুমান যে, রাই কানু দুজনে এক প্রাণ।

৪৫। হেদে হে কিশোরী গোরি, তোমাকে পরিহার করি—শুনিয়া কিছু অবধান কর। তোমার চান্দমুখের হাসি, হৃদয়ে পশিয়া রহিল। তোমার বৈদগ্ধী প্রাণ দগ্ধ করে। রাই, তোমার বিদগ্ধতার কথা আর কি কহিব।

[১] তোমার ইচ্ছাতে আমার স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিলাম। নতিস্বীকার ও সম্পূর্ণ আত্মবিস[illegible]

যে পণ কর্যাছ তুমি সেই পণ দিব আমি
তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
জ্ঞানদাসেতে কয় দুহুঁ তনু একই হয়
পরাণে পরাণে বান্ধা থুইহ ॥

৪৬

॥ বরাড়ী ॥

শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কী ফল আছয়ে এত পরিহার ॥ ধ্রু ॥
পাওলুঁ তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লুঁ সবরস নিরমল কুল ॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব[১] ভ্রমর-তিয়াস ॥
অলপে বুঝলুঁ হাম তুয়াক পিরীত।
নামহি যৈছে অন্তরে সোই রীত ॥
কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দীব।
আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নীব ॥
জ্ঞানদাস কহ কর অবধান।
তুয়া নিজ জনে কাহে এত অপমান ॥

কহিতে হৃদয় উথলিয়া উঠে। তোমাকে না দেখিয়া প্রাণ কেমন করে, তোমার গুণের শেষ নাই। যে জন প্রণত হয়, তাহাকে কি ত্যাগ করিতে আছে, এই কথা মনে বিচার কর। তুমি যাহা বলাও, আমি তাহাই বলি, ইহা সর্বথা নিশ্চয় জানিও। তুমি যে পণ করিয়াছ, আমি সেই পণই দিব। তুমি আমার উপর নিদয়া হইও না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, দুইজনের দেহ তো একই, যেন প্রাণে প্রাণে বান্ধিয়া রাখিও।

এই পদটি পদকল্পতরুতে দানের আত্মনিবেদনরূপে দেওয়া আছে। দানে প্রণত হওয়ার কোন হেতু বা প্রসঙ্গ নাই। পদ-ধারণ বা প্রণাম মানেরই বিষয়। সুতরাং ইহা স্পষ্টতঃ মানের পদ। ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণ কবজ (দাসখত) লিখিয়া দিবার কথা বলিয়াছেন। এই পদে "যে পণ কর্যাছ তুমি সেই পণ দিব আমি" এই কথায় সেই কবজ লিখিয়া অন্যাসক্তি-ত্যাগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া বুঝাইতেছে। শ্রীরাধারও ঐ একমাত্র পণ— "তোমাকে একান্ত আমারই হইতে হইবে।" দানে শ্রীরাধার এইরূপ পণের কোন কথা নাই।

৪৬। মাধব, শুন শুন আর বলিও না। এত ঘটা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন কি? তোমার সঙ্গে প্রেমের মূল্য পাইলাম, আমার সর্বস্ব—নিরমল কুল পর্যন্ত নষ্ট করিলাম। তোমার আরো কি আকাঙ্ক্ষা আছে? কপটতাপূর্ণ এই ভ্রমরের পিপাসা দূর কর। তোমার পীরিত আমি অল্পেই বুঝিলাম। তোমার (কালা) নাম যেমন, অন্তরের সেইরূপ ব্যবহার। কিজন্য তুমি আপন দিব্য দিতেছ। প্রাণমাত্র আছে, শেষে সেটাও কি লইবে? জ্ঞানদাস (শ্রীরাধাকে) বলিতেছেন, অবধান কর, তোমার আপনার জনের কিজন্য এত অপমান?

১ পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করিবার প্রবৃত্তি।

৪৭

॥ সুহই ।

মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি ।
নাহ নিকটে পাই যো জন বঞ্চযে তাকব বডই অভাগি ।
দিনকর-বন্ধু সমল সবে জানযে জল তঁহি জীবন হোয় ।
পঙ্কবিহীন তনু ভানু শুখায়ত জলহি পচাযত সোয় ॥
নাহ সমীপে সুখদ যত বৈভব অনুকুল হোয়ত যোই ।
তাকব বিবহে সকল সুখ-সম্পদ খেনে খেনে দগধয়ে সোই
তুহুঁ ধনী গুণবতী বুঝি কবহ বীতি পবিজন ঐছন ভাষ ।
শুনইতে বাই হৃদয ভেল গদগদ অনুমতি কবল প্রকাশ ॥
জ্ঞানদাস কহ সুন্দবী সুন্দব মিলল কুঞ্জক মাঝ ।
যুগল পবমতি সাজ ॥

৪৭। মানিনি, আমি তোমাব জন্যই বলিতেছি, নাথকে নিকটে পাইয়া যে জন বঞ্চনা করে, তাহার বড়ই অভাগ্য। পদ্ম সূর্যের বন্ধু, সমল জল পদ্মের প্রাণ, একথা সকলেই জানে। কিন্তু পঙ্কের সঙ্গহাবা হইলেই সূর্য তাহাকে শুষ্ক কবে, জল তাহাকে পচাইয়া ফেলে। (যতই মলিন এবং দোষযুক্ত হউক পঙ্কই যেমন পঙ্কজের প্রধান আশ্রয়, সকল সৌন্দর্য ও জীবনী-শক্তিব শ্রেষ্ঠ উৎস, তেমনই কানুব সঙ্গে প্রেম যতই কলঙ্কিত হউক, কানুর যতই দোষ থাকক, কানুই তোমাব সুখ, সৌন্দর্য ও প্রাণের একমাত্র আধার।) নাথের নিকটে যে সমস্ত বৈভব সুখদায়ক ও অনুকূল হয়, নাথের বিরহে সেই সমস্ত সম্পদ্‌সুখই ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ কবে। তুমি তো গুণবতী, বুঝিয়া ব্যবহার কর। পরিজনগণেব এই কথা শুনিয়া বাধা গদগদ হৃদয়ে অনুমতি প্রকাশ করিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সুন্দবী সুন্দর কুঞ্জেব মাঝে মিলিত হইল। সখি, যুগলের পরম সজ্জা দেখিয়া নয়ন মন সফল কর।

পদকল্পতরুতে ভণিতার দুই ছত্র নাই।

মাথুর

85 —1841B

মাথুর

ভাবী-বিরহ

১

।। সুহই ।।

আজু পরভাতে দেখিলুঁ কার মুখ।
কোন্ নিদারুণ বিধি দিলে এত দুখ।।
কোন দুরাচার হেন ঘোষণা ঘুষিল।
কেমন বজর-হিয়া পিয়া লইতে আইল।।
কার পূর্ণ ঘট মুঞি ভাঙ্গিলুঁ বাম পায়।
পদাঘাত কৈলুঁ কোন ভুজঙ্গ-মাথায়।।
না জানিয়া মুঞি কোন দেবেরে নিন্দিল।
কে মোর হিয়ার ধন লইতে আইল।।
এত কহি সুবদনী ভেল মুরছিত।
জ্ঞানদাস কহে সখী করায় সম্বিত।।

২

।। ধানশী ।।

পিয়া পরদেশ বেশ গেল দূর।
হাস রভস সবহুঁ ভেল চূর।।
মৃগমদ-চন্দন-লেপন বীখ।
মন্দ পবন জনু আনল-শীখ।।

১। আজ প্রভাতে কাহার মুখ দেখিলাম? কোন্ নিদারুণ বিধি এত দঃখ দিলে? কোন্ দুরাচার এমন ঘোষণা প্রচার করিল (যে কানু মথুরায় যাইবে)? সে কেমন বজ্র-কঠিন হৃদয় যে প্রিয়তমকে লইতে আসিল? কার ভরা ঘট আমি বাম পায়ে ভাঙ্গিলাম? কোন্ বিষধরের মাথায় পদাঘাত করিলাম? না জানিয়া কোন্ দেবতার নিন্দা করিলাম? কে আমার হৃদয়ের ধন লইতে আসিল? এই সব বলিয়া সুবদনী মূর্ছিত হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, সখী চেতনা সম্পাদন করিতেছে।

২। প্রিয় পরদেশে, বেশ দূরে গেল। হাস্য রহস্য সব চূর্ণ হইল। মৃগমদ এবং চন্দন-লেপন বিষতুল্য। মন্দ পবন যেন অনলশিখা। ওগো সখি, ওগো সখি, দুর্দিন লাগিয়াছে, কেমন অভাগ্য, হাতের রত্ন খসিয়া পড়িল।

এ সখি এ সখি দুরদিন লাগি।
হাত-রতন খসে কোন অভাগি ॥ ধ্রু ॥[১]
হিমকর উগইতে দিনকর-তেজ।
নলিনি বিছায়ত কণ্টক-শেজ ॥
সব বিপরীত এহ সময় বসন্ত।
মনমথ পিশুন কয়ল জিউ অন্ত ॥
রতন-হার ভেল গুরুতর ভার।
দিনে দিনে দেহ নেহ অনুসার ॥[২]
বিহি সে কয়ল মোহে হাহা-সার।
জ্ঞানদাস কহ অতি অবিচাব ॥

৩

॥ তিবোথা ॥

শৈশব-সময় পহুঁ গেলা।
যৌবন-সময় অব ভেলা ॥
আব নাহি কয়ল উদেশ।
কি কহব কাহিনি বিশেষ ॥
সজনী দুবগহ করু অবগাহ।
বিছুবল গোকুল-নাহ ॥
বাঢ়ল বিরহ-বেয়াধি।
মনমথ পবম বিবাদী ॥
মন্দিবে একলা পবাণে।
কত চিতে কবি অনুমানে ॥[৩]

চন্দ্র উঠিতেই সূর্যের ন্যায় প্রখর মনে হইতেছে। পদ্মদল যেন কণ্টকশয্যা বিছাইতেছে। এই বসন্ত-সময়ে সব বিপরীত হইল। পাপ মদনই জীবন শেষ করিল। রত্নহারও গুরুতর ভার বোধ হইতেছে। দিনে দিনে দেহ নেহের (কৃষ্ণপ্রীতির) অনুসরণ করিতেছে। বিধাতা আমার হাহাকার সার করিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, ইহা অত্যন্ত অবিচার।

৩। আমার শৈশবেই প্রভু চলিয়া গিয়াছেন, এখন যৌবন-সময় উপস্থিত হইল। আর উদ্দেশ করিল না, বিশেষ কাহিনী কি বলিব? সজনি, দুর্গ্রহ প্রবেশ করিল। গোকুলনাথ ছাড়িয়া গেল। বিরহ-বেয়াধি বাড়িল,

[১] সম্পূর্ণ অনুগত ও করায়ত্ত নায়ক আজ অনায়ত্ত হইল।
[২] প্রিয়ের ভালবাসার অনুপাতে দেহও ক্ষীণ হইতেছে।
[৩] অনুমান-কল্পনার প্রাচুর্য বাস্তব রিক্ততার স্থান পূরণ করিতেছে।

দিনে দিনে তনু অবরোধে।
কা দেই করব সম্বাদে ।।[১]
জ্ঞানদাস অনুমান।
তেন অব করব পয়াণ ।।

৪

।। অথ তানবং ।।

পুন নাহি হেরব সো চান্দ-বয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ ।।
আর কত পিয়া-গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া ।।
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি ।।
সো সুখ-সম্পদ মোব কোথাকারে গেল।
পরাণ-পুতলী মোর কে হরিয়া নিল ।।
আর না যাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বেব তলে ।।
নিলজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া ।।

৫

।। শ্রীবাগ ।।

কনকাচল যব ছায়া ছাড়ল হিমকর বরিখয়ে আগি।
দিন-ফলে দিনকর শীত না নিবাবল হাম জীয়ব কথি লাগি ।।

মন্মথ পরম বিবাদী হইয়াছে। মন্দিবে নিঃসঙ্গ জীবনে চিতে কত অনুমান কবিতেছি। দিনে দিনে দেহ অবরোধ করিল, কাহাকে দিয়া সংবাদ করিব? জ্ঞানদাস অনুমান কবিতেছেন, এইবাব দেহও প্রস্থান করিবে।

৪। বন্ধুব সে চন্দ্রবদন আর দেখিতে পাইব না। দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ হইতেছে, প্রাণ থাকিবে না। কান্দিয়া আর কত প্রিয়তমের গুণ কহিব। প্রিয়কে না দেখিয়া জীবন সংশয় হইল। উঠিতে বসিতে আব শক্তি নাই। জাগিয়া জাগিয়া আর কত রাত্রি পোহাইব? আমাব সে সুখ-সম্পদ্ কোথায় গেল? প্রাণপুত্তলী আমার কে চুরি করিয়া লইল? আব আমি সেই যমুনার জলে যাইব না। আর কদম্বতলে শ্যামকে দেখিব না। নির্লজ্জ প্রাণ আমার কিজন্য রহিয়াছে? জ্ঞানদাস বলিতেছেন, আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।

৫। স্বর্ণ পর্বত যখন ছায়া দিল না, চন্দ্র অগ্নিবৃষ্টি কবিতে লাগিল, দিন-ফলে (দুর্দিনবশতঃ) সূর্যদেব শীত নিবারণ করিল না—আমি আর কিজন্য বাঁচিব। সজনি, বিচারে একথা বুঝিতে পারি না, ধনপতি কুবের ধনের

১ ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া স্বচ্ছন্দ গমনের পথে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। কাজেই সংবাদ আদান-প্রদানের উপায় নাই।

সজনি এহো না বুঝিয়ে বিচারে।
ধনকা আরতি নাহি ধনপতি পূরল জনম ভরল দুখ-ভারে।। ধ্রু।।
জনমে জনমে হরগৌরী আরাধলুঁ শিব ভেল[1] শকতি-বিভোর।
কামধেনু কত কৌতুকে পূজল না পূরল মনোরথ মোর।।
অমিয়া-সরোবরে সাধে সিনাওল সঙ্কট পড়ল পরাণে।
বিহি বিপরীত ভেল ঐছন হোয়ল জ্ঞানদাস চিতে অনুমানে।।

৬

।। গান্ধার ।।

কানু কুশলে পরদেশ সিধারল
লাগল মনমথ বাদে।
নয়নক লোরে লহরি দিঠি বাদর
কি কহব হৃদয়-বিষাদে।।
সখি হে পরাণ ভেল উপহাস।
আশা-পাশ পাপ মন বান্ধল
জীবন মরণক দাস।।
এতদিন অমিয়া- সরোবরে আছিলুঁ
চিন্তামণি ছিল অঙ্কে।[2]
চন্দন-পবন হুতাশন, হিমকর
বিষধর বিলসে কলঙ্কে।।
কেশ কুসুম ধরি সমরি না বান্ধব
না করব সুন্দর শিঙ্গার।
নাহ বিহিন সব দাহন মানিয়ে
জ্ঞানদাস উপচার।।

প্রার্থনা পূর্ণ করিল না, দুঃখের ভারে জনম ভরিল। জন্মে জন্মে হরগৌরী আরাধনা করিলাম, শিব (আপন) শক্তি লইয়াই মাতিয়া রহিলেন (আমার দশা দেখিলেন না)। কত কামধেনু কৌতুকে পূজা করিলাম। কত আশায় আনন্দে কামধেনুর পূজা করিলাম) আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না। সাধ করিয়া অমৃত-সরোবরে স্নান করিলাম, জীবনে সঙ্কট উপস্থিত হইল। বিধাতা বিরূপ হইল, তাই এমন ঘটিল, জ্ঞানদাস মনে অনুমান করিতেছেন।

৬। কানু কুশলে (নিরাপদে) পরদেশে (প্রবাসে) গমন করিল। মন্মথ শত্রুতা সাধনে লাগিল। নয়নের জলে দৃষ্টিতে বাদলের লহরী নামিয়াছে। হৃদয়ের দুঃখ আর কি কহিব। সখি, জীবন এখন উপহাসের বস্তু। আশা-পাশ পাপ মনকে বান্ধিল, কিন্তু জীবন তো এখন মরণের দাস। এতদিন অমৃত-সরোবরে ছিলাম, চিন্তামণি অঙ্কে ছিল। এখন চন্দন-পবন হুতাশন তুল্য, কলঙ্কিত হিমকর বিষধরসদৃশ বিলাস করিতেছে। (অথবা কলঙ্ক-বিলাসী হিমকর বিষধরসদৃশ)। কুসুম লইয়া কেশ সম্বরণ করিয়া বাঁধিব না, সুন্দর বেশ করিব না। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, নাথের অভাবে সমস্ত উপভোগের সামগ্রী অগ্নিতুল্য মনে হইতেছে।

---

১ শক্তিহীন; নিজ শক্তি সম্বন্ধে অচেতন।

২ যে মণি সর্বসিদ্ধিদাতা, সকল সুখের আকর।

৭

।। শ্রীরাগ ।।

কানু রহল পরদেশ। জলদ-সময় পরবেশ ।।
দামিনী দশ দিশ ধাব। নিকরুণ কান্ত না আব ।।
সজনি কাহে করব দিন বন্ধ। জীবইতে ভেল অশঙ্ক[১] ।। ধ্রু ।।
গগনে গরজে ঘন ঘোর। শুনি উনমত চিত মোর ।।
যব নিশি বাহিরে পয়ান। শীকরে নিকলে পরাণ ।।[২]
[৩]দিনকর দিবস উপেখি। অলিকুল কমলে না দেখি ।।
চাতক পিউ পিউ নাদ। জ্ঞানদাস কহ পরমাদ ।।

৮

।। সিন্ধুড়া ।।

জলধর অম্বর ছায়ল রে পাহুক[৪] ঋতু পরবেশ।
হেরি হেরি হিয়া ডাডরায়ল রে নাহ নাহিক নিজ দেশ ।।
কি মোহে ধরল দুর ভানে। জানলো বিহি ভেল বামে।
হাম সে কুমুদিনী পিয়া সে শশধর এ মোহে আছল অভিলাষে।
এতএ বিচারি হাম জীউ রাখব কবহুঁ করব পরকাশে।[৫]
জীউক পিরিতি নিরাশ। জীবইতে না তেজব আশ ।।[৬]
জগমাহা জলে জনু এক। জ্ঞানদাস কহ পরতেখ ।।

৭। কানু প্রবাসে রহিল, বর্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদ্যুৎ দশদিকে ছুটিতেছে, নির্দয় কান্ত আসিল না। সখি, কিরূপে দিন কাটাইব। প্রাণধারণই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। গগনে মেঘগর্জন শুনিয়া আমার চিত্ত উন্মত্ত হইতেছে। রাত্রিতে যদি বাহিরে যাই, বৃষ্টিধারায় প্রাণ বাহির হয়। সূর্যদেব দিনের মধ্যে দেখা দিতেছে না। পদ্মদলে ভ্রমরসকলকে দেখিতে পাই না। চাতক পিউ পিউ ডাকিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, প্রমাদ হইল।

৮। মেঘে আকাশ ছাইল, বর্ষাঋতু আসিল। দেখিয়া দেখিয়া হিয়া দর দর করিতেছে। নাথ নিজ দেশে নাই। আমাকে কি দুর্ভানে (দুর্গ্রহে, দুরদৃষ্টে) ধরিল, জানিলাম বিধি বাম হইল। আমি কুমুদিনী, প্রিয় সে শশধর, আমার অভিলাষে ইহাই ছিল। এইরূপ বিচার করিয়াই প্রাণ রাখিব, আজ অন্তরালবর্তী হইলেও কখনো হয়তো (শশধর) প্রকাশিত হইবে। নিরাশ পিরীতিই বাঁচিয়া থাকুক। যতদিন বাঁচিব আশা ছাড়িব না। সমস্ত জগৎ যেন জলে এক হইয়া গিয়াছে (কিন্তু প্রিয়তমের সঙ্গে আমার ব্যবধান ঘুচিল না)। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

---

১ জীবনই আশঙ্কার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

২ যদি রাত্রিতে বাহিরে যাই, তাহা হইলে বৃষ্টির ছাঁটে প্রাণ বাহির হইয়া যায়।

৩ দিবসে সূর্যোদয় হইতেছে না।

৪ বর্ষা।

৫ এই বিচার করিয়া আমি প্রাণ রাখিব ; কি জানি কোন দিন হয়ত আমার এই বিফল কামনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

৬ নৈরাশ্যক্লিষ্ট প্রীতি বাঁচিয়া থাকুক , প্রাণ থাকিতে আশা ছাড়িব না।

৯

।। শ্রীগান্ধার ।।

গগনে ভরল   নব বারিদ হে   বরখা নব নব ভেল।
ঝর ঝর বাদর   ডাকে ডাহুকী সব   শবদে পরাণ হরি নেল।।
চাতক চকিত   নিকট ঘন ডাকই   মদন-বিজয়ী পিক-রাব।[১]
মাস আষাঢ়   গাঢ় বিরহ বড়   বরখা কেমনে গোঁয়াব।।
সরসিজ বিনু সর   শোভা না পাবই   কমল না শোভে অলিহীনা।
হাম কমলিনী   কান্ত দেশান্তর   কত না সহব দুখ দীনা।।
সঞ্চরু সঘন   সৌদামিনী, জনু   বিন্ধয়ে শর খরধার।
মাস শাঙনে   আশ নাহি জীবনে   বরিখয়ে জল অনিবার।।
নিশি আন্ধিয়ার   অপার ঘোরতর   ডাহুকি ডহ ডহ ভাখ।
বিরহিণী-হৃদয়   বিদাবণ ঘন ঘন   শিখরে শিখণ্ডিনী-ডাক।।
উনমতি শকতি   আবোপয়ে কাম নিতি   জনু শব-সাধন লাগি।[২]
ভাদর দর দর   অন্তব দোলন   মন্দিরে একলি অভাগি।।
উলসিত কুন্দ   কুমুদ পবকাশিত   নিরমল শশধর কাঁতি।
ঘরে ঘরে নগরে   নগবে সব বঙ্গিনী   নাহি জানে ইহ দিনরাতি।।
চির-পরবাসি   যতহুঁ পবদেশি   সব পুন নিজ ঘরে গেল।[৩]
মাস আশিন   খীণ ভেল কলেবর   জ্ঞান কহে দুখ কোন দেল।।

৯। নূতন মেঘে গগন ভরিল। ববষা নূতন নূতন হইল। ঝব ঝব বাদল ঝবিতেছে ও ডাহুকীসব ডাকিতেছে, শব্দে প্রাণ হবণ করিয়া লইল। চকিত চাতক নিকটেই ঘন ডাকিতেছে। মদনবিজয়ী পিকরব। আষাঢ় মাসে বড় গাঢ় বিরহ, বর্ষা কেমন কবিয়া কাটাইব। সবসিজ ভিন্ন সরোবব শোভা পায় না, অলিহীন কমলও শোভা পায় না। আমি কমলিনী—কান্ত আমাব দেশান্তরে, আমি দীনা—কত দুঃখ সহিব। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, যেন ধারালো শর বিঁধিতেছে, শ্রাবণ মাসে অনিবাব বৃষ্টি পড়িতেছে—জীবনের আর আশা নাই। অপার ঘোরতর অন্ধকাব রাত্রি, ডাহুকী ডহ ডহ ডাকিতেছে। পর্বতশিখরে বিরহিণীর হৃদয়বিদারণকারী ময়ূরীর ঘন ঘন কেকাধ্বনি শুনিতেছি। (আমাকে বধ কবিয়া আমার উপব) যেন শব-সাধনা করিবার জন্যই উন্মত্ত কাম নিত্যই শক্তি আরোপ করিতেছে। ভাদর দব দব অন্তব দোলাইতেছে, মন্দিরে আমি অভাগিনী একাকিনী রহিয়াছি। কুন্দ উল্লসিত, কুমুদ প্রকাশিত ও শশধর-কান্তি নির্মল হইল। নগরে নগরে ঘরে ঘরে রঙ্গিণীরা দিনরাত্রি জানে না (আনন্দে দিনরাত্রিব ভেদ ভুলিয়াছে)। চির প্রবাসী যত পরদেশী সব ঘরে ফিরিয়া আসিল। আশ্বিন মাস আসিল, কলেবর ক্ষীণ হইল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কে দুঃখ দিল।

---

১ চাতককে চমকিত করিয়া অতি নিকটে মেঘগর্জন শ্রুত হইতেছে। কোকিলের রব যেন কামের উপর বিজয়-ঘোষণা করিতেছে, মনোরথ-পরিতৃপ্তির বার্তা প্রচার কবিতেছে।

২ কাম প্রতিদিন উন্মত্ত শক্তিতে আমার হৃদয়ে অধিরূঢ় হইতেছে, যেন শব-সাধনারূপ তান্ত্রিক পূজার ব্রতী হইয়াছে। নায়িকা আপনাকে শব ও মদনকে দুশ্চর তন্ত্র-সাধনা-নিরত যোগীর সহিত তুলনা করিতেছে।

৩ যত প্রবাসী গৃহে ফিরিয়াছে।

১০

।। গান্ধার ।।

যোই নিকুঞ্জে রাই পরলাপয়ে[১]
সোই নিকুঞ্জ-সমাজ।
সুমধুর গুঞ্জনে সব মনরঞ্জনে[২]
মীলল মধুকর-রাজ ।।
রাইক চরণ নিয়ড়ে উড়ি যাওত
হেরইত বিরহিণি রাই।
সখি-অবলম্বনে সচকিত লোচনে
বৈঠল চেতন পাই ।।
অলি হে না পরশ চরণ হামারি।
কানু-অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন
ঐছন সবহুঁ তোহারি ।। ধ্রু ।।
পুর-রঙ্গিণি-কুচ- কুঙ্কুম-রঞ্জিত
কানু-কণ্ঠে বন-মাল।[৩]
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস-হিয়ে সাল ।।

১০। যে নিকুঞ্জে রাই প্রলাপ করিতেছিল—সেই নিকুঞ্জসমাজে সকলের মনোরঞ্জন করিবার জন্য সুমধুর গুঞ্জন করিতে করিতে মধুকর-রাজ আসিয়া মিলিত হইল। রাইয়েব চরণের নিকট উড়িয়া যাইতেই বিরহিণী রাই দেখিলেন। চেতন পাইয়া সখী-অবলম্বনে সচকিত লোচনে বসিলেন। (বলিলেন) অলি, আমার চরণ স্পর্শ করিও না। কানুর (কালদেহের) অনুরূপ যেমন বর্ণ, গুণ, তোমারও সমস্ত তেমনই। কানুর কণ্ঠের বনমালা পুর-রঙ্গিণী (মথুরা নাগরী) গণের কুঙ্কুমে রঞ্জিত। (সেই মালার ফুলে মধু খাইতে গিয়া) তাহারই অবশেষ তোমার বদনে লাগিয়াছে। জ্ঞানদাসের হৃদয়ে শেল বাজিতেছে।

---

[১] বিরহ জন্য কাতরোক্তি করিতেছে।

[২] ইহার দ্বারা ভ্রমরের বহুবল্লভত্ব ও অবিশ্বাসিতাব ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে। ইহাতে নায়কের সহিত তাহার সাদৃশ্য সূচিত হইতেছে।

[৩] নানা রঙ্গশীলা নাগরীর কুচে যে কুঙ্কুম ছিল তাহা নিবিড় আলিঙ্গনবশতঃ শ্যামকণ্ঠে দোদুল্যমান বন[illegible] লিপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর সেই বনমালায় উপবিষ্ট ছিল বলিয়া কুঙ্কুমের বিন্দু তাহার মুখে লাগিয়াছে। [illegible] সে নায়কের অন্যাসক্ততার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া নায়িকার চক্ষুঃশূল।

১১

।। সুহই ।।

ওরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখেতে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী যথা নিদারুণ হরি
আমার মন্দিরে কিবা কাজ ।। ধ্রু ।।
ব্রজ-বাসিগণ দেখি নিবারিতে নারি আঁখি
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।[১]
বিরহ-অনল একে তনু খীণ শ্যাম-শোকে
নিভান আনল দিলা জ্বালি ।।
মথুরায় কর বাস থাকহ শ্যামেব পাশ
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে দুখ দিতে মোব প্রাণে
মন্দিব ছাড়িয়া ঝাট যাও ।।
সে সুখ-সম্পদ মোব তুমি জান মধুকব
এবে সে আমার দুখ দেখ।
কহিয় কানুর ঠাম ইহ বিবহিণী নাম
জ্ঞানদাস কহে না উপেখ ।।

১২

।। তথা রাগ ।।

বন্ধুরে কহিয় মোব কথা।
আনলে পশিব যদি না আইসে এথা ।।

১১। ওরে কালা ভ্রমরা, তোমার মুখে লাজ নাই। নিদারুণ হরি যেখানে আছেন, তুমি সেই মধুপুরে যাও। আমার মন্দিরে তোমার কি কাজ? একে তো ব্রজবাসীগণকে দেখিয়া আঁখি ফিরাইতে পারি না, অলি, তাহার উপর তুমি কেন দেখা দিলে? এক শ্যাম-শোকে শ্যামেব বিরহ—আগুনে দেহ ক্ষীণ—তুমি কেন আবার সেই নিভান অনল জ্বালাইয়া দিলে? (ব্রজবাসিগণ সকলেই শ্যামবিরহে মৃতপ্রায়, তাহাদের দশা দেখিয়া পুত্তলীর মত চাহিয়াই থাকি। তাহার উপর তুমি শ্যাম-অঙ্গগন্ধ বহিয়া দেখা দিতে আসিলে। বিরহের যে আগুন অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে, তাহাই আবার তুমি দাউ দাউ জ্বালাইয়া দিলে)। তুমি তো মথুরায় বনে বাস কর। শ্যামের চূড়ার ফুলের মধু খাও, আমার প্রাণে দুঃখ দিতে সেখান ছাড়িয়া এখানে কেন আসিলে? শীঘ্র মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাও। মধুকর তুমি তো আমার সে সুখ-সম্পদের কথা জান। এখন আমার দুঃখ দেখ। এই বিরহিণীর নাম কানুর নিকট কহিও। জ্ঞানদাস বলিতেছেন যেন উপেক্ষা করিও না।

১২। বন্ধুকে আমার কথা কহিও। যদি এখানে না আইসে তবে অনলে প্রবেশ করিব। এ ছার জীবন মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইল। দাবানলে যেমন বন দগ্ধ হয়, তোমা বিহনে তেমনই পুড়িয়া মরিতেছে। বন্ধুতো

[১] ব্রজবাসিগণ শ্যামের স্মৃতি উদ্দীপন করে বলিয়া তাহাদের দর্শনই বেদনাদায়ক। অলি প্রত্যক্ষভাবে শ্যামের অঙ্গ-সৌরভ বহন করিয়া আনিয়া তীব্রতর বেদনার উদ্রেক করিয়াছে।

মরণ-অধিক ভেল এ ছার জীবন।
তোমা বিনু দগ্ধ যেন দাবানলে বন ॥
নহেত কহয়ে যদি এ দুখ এড়াই।
সোঙরিয়া চাঁদ-মুখ তবে মরি যাই ॥
জ্ঞানদাস কহে দুখ না কর ভাবন।
নিচয়ে মিলব জান তোমার প্রাণ-ধন।

১৩

॥ বরাড়ী ॥

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল।
কহিয় বন্ধুরে মোর এত পরিহার ॥
এক তিল যাহা বিনু যুগশত মানি।
তাহে কি এতহুঁ দিন সহয়ে পরাণি ॥
যদি না আইসে বন্ধু নিচয় জানিয়।
মরিব আনলে পুড়ি তাহারে কহিয় ॥
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।[১]
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি ॥
এ ছার জীবন আর ধরিতে নারিব।
এবার না আইলে পিয়া নিচয়ে মরিব ॥
শুনিয়া রাধার এত বিরহ-হুতাশ।
চলিলা ধাইয়া মধুপারে জ্ঞানদাস ॥

যদি (আসিব না) বলে (অথবা যদি অনুমতি দেয়) তাহা হইলে চাঁদমুখ স্মরিয়া মরিয়া যাই। জ্ঞানদাস বলিতেছেন—দুঃখ ভাবিও না। তোমার প্রাণধন নিশ্চয় মিলিবে।

১৩। আজি কালি করিয়া কত কাল কাটাইব। আমার এত পরিহার (বিনয়-বচন) বন্ধুকে কহিও। এক তিল যাহাকে না দেখিলে শতযুগ বলিয়া মানি, তাহাতে কি এতদিন বিরহ প্রাণে সহ্য হয়? বন্ধু যদি না আইসে নিশ্চয় জানিও আমি আগুনে পুড়িয়া মরিব, তাহাকে বলিও। দিন গণিবার শক্তি আর নাই। জাগিয়া জাগিয়া কত রাত্রি পোহাইব। এ ছার প্রাণ আর রাখিতে পারিব না। এবার প্রিয় না আসিলে নিশ্চয় মরিব। রাধার এত বিরহ-হুতাশ শুনিয়া জ্ঞানদাস মধুপুরে ধাইয়া চলিলেন।

---

[১] দিবস-গণনা ধৈর্য ও আশা যে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই তাহারই প্রমাণ; যে দুঃখের দিন গুণিতে পারে সে দুঃখের অবসানের আশাও রাখে। কিন্তু রাধিকার অবস্থা সে স্তর অতিক্রম করিয়াছে। অসীম-বিস্তৃত, অপরিমেয় দুঃখ পরিমাপ-শক্তিকে আচ্ছন্ন-অভিভূত করিয়াছে।

১৪

।। তথা রাগ ।।

পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল
দিবস লিখিতে নখ গেল।[১]
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেও
বরিখে বরিখ কত ভেল ।।
মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে
জীবন ভেল অতি ভাব ।।
আওব করি করি কত পরবোধব
অব জিউ ধরই না পাব।
জীবন মরণ অ- চেতন চেতন
নিতি নিতি ভেল তনু ভাব ।।
চপল চরিত তুয়া চপল বচনে আর
কোই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব জনম গোঙায়ব
তব কি করব জ্ঞানদাস ।।

১৫

।। তথা রাগ ।।

শুন শুন নিরদয় কান।
তুহুঁ অতি হৃদয় পাষাণ ।।

১৪। পথ চাহিয়া চাহিয়া নয়ন অন্ধ হইল। দিবস লিখিতে (গণনা করিবার জন্য সংখ্যা লিখিতে) নখ গেল। দিবস মাসে, মাস বৎসরে পরিণত হইল। বৎসরের পর কত বৎসর চলিয়া গেল। মাধব কেমন তোমার কথা, আজিকালি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে জীবন ভারস্বরূপ হইল। (তুমি) আসিবে বলিয়া বলিয়া (রাধাকে) আর কত প্রবোধ দিব। আর প্রাণধারণ করিতে পারিতেছে না। এখন জীবন মরণ, চেতন অচেতন সমান নিতি নিতি দেহ-ভার (অসহ্য) হইতেছে। চঞ্চল-চরিত্র তুমি, তোমার অস্থির বাক্যে কে বিশ্বাস করিবে? এইরূপ বিরহেই যদি জন্ম কাটাইতে হয়, তবে আর জ্ঞানদাস কি করিবেন।

১৫। নির্দয় কানু শোন, শোন, তুমি অতি পাষাণ হৃদয়। (পূর্ব্বেই) কুল-মর্যাদা খোয়াইয়াছে, এখন বিরহ-বিষাদে দেহ এবং জীবন সে ধনীর যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহারও লেশমাত্র আছে। তাহারও আর আশা নাই। অতএব

[১] নখের দ্বারা দিনের অঙ্ক লিখিতে লিখিতে নখ ক্ষয় হইয়া গেল।

খোয়ল কুল-মরিযাদে।[১]
সো ধনি বিরহ-বিষাদে ।।
জীবন তনু ছিল শেষ।
সোই রহত অব লেশ ।।
তাকর নাহিক আশ।
অতয়ে আয়লু তুয়া পাশ ।।
খেনে মুরছিত খেনে হাস।
খেনে তনি গদগদ ভাষ ।।
উঠিতে শকতি নাহি তার।
জীবন মানয়ে ভাব ।।
চৌদশি-চাঁদ সমান।[২]
মলিনতা ধবল বয়ান ।।[৩]
ভূতলে শূতলি তায়।
সহচবি করু কি উপায় ।।
জ্ঞানদাস কহ রোয়।
তিবি-বধ লাগব তোয় ।।

১৬

।। ববাড়ী ।।

রূপে গুণে যৌবনে গুণবতী নারি। কাঞ্চন-কাঁতি ববণ ভেল কাবি ।।
বুঝয়ি না পারিয়ে বয়নক বোল। কণ্ঠ-গতাগতি জীবন-হিলোল ।।
এ হরি এ হরি জগ ভবি লাজ। তোহে না সমুঝিয়ে ঐছন কাজ ।। ধ্রু ।।

তোমার পাশে আসিলাম। ক্ষণে মূছিত হইতেছে, ক্ষণে হাসিতেছে। ক্ষণে গদ গদ ভাষে অতি সামান্য কিছু বলিতেছে। উঠিতে তার শক্তি নাই। জীবন ভাব মনে কবিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদেব মত বদনে মালিন্য ধরিয়াছে। মাটিতে শুইয়া আছে। সহচরী কি উপায় করিবে। জ্ঞানদাস কাঁদিয়া কহিতেছেন, তোমাকে স্ত্রীবধের পাপ লাগিবে।

১৬। রূপে, গুণে, যৌবনে যে নারী গুণবতী ছিল, তাহার কাঞ্চন-কান্তি কালি হইয়াছে। (তাহার) মুখের কথা (এত ক্ষীণ যে) বুঝিতে পারি না। শিথিল জীবন কণ্ঠাগত হইয়াছে। (জীবন-তরঙ্গ কণ্ঠে গতাগতি করিতেছে, বাহির হইবার বিলম্ব নাই)। ওহে হরি, ওহে হরি, জগৎ ভরিয়া তোমার লজ্জা রহিল, এই কাজ কি

---

[১] তাহার সমস্ত সুখ-সম্পদ, মান-মর্যাদা শেষ হইয়া কেবল দেহে প্রাণটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহাও আবার ক্ষয় হইতে হইতে নিম্নতম পরিমাণে দাঁড়াইয়াছে।

[২] কৃষ্ণাচতুর্দশীর চন্দ্রতুল্য তাহার মুখ প্রায় সম্পূর্ণ রূপে অন্ধকারগ্রস্ত হইয়াছে।

[৩] দেহের স্বাভাবিক মলিনতা ভূতল-শয়নের জন্য ধূলি-ধূসরিত হইয়া আরও ম্লান হইয়াছে।

কেহ কেহ রাইক কোরে অগোর। কহু জল দেই কেহ চামর ডোর ॥
কত পরবোধব মরম না জানি। লিখন লিখয়ে যৈছে পানিক পানি। [১]
আর কত কত ধনি অবিরত রোই। অনুগত-বিরত ধরম নাহি হোই ॥[২]
যব তনু তেজব তুয়া গুণ লাগি। জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ বধ-ভাগি ॥

১৭

॥ সুহই ॥

শুনহ নিকরুণ কান।
তুয়া রাই ভেল নিদান ॥
যব পবশে সরসিজ-শেজ।
তব চমকে জনু জিউ তেজ ॥[৩]
তাহে শরদ-যামিনি-কান্ত।
হেবি জিবন তেজব নিতান্ত ॥
যব বোয়ত সহচরি মেলি।
[৪]তব বচিয়ে পূরুবক কেলি ॥
যব হেট কবি রহু শিব।
তব সবহুঁ স্তবধ শবীর ॥
যব তাপ উপজয়ে অঙ্গ।
তব যৈছে দহন-তরঙ্গ ॥
যব সঘনে কাঁপয়ে দেহ।
তব ধরিতে নাবয়ে কেহ ॥

তোমার উপযুক্ত হইল। (ওহে হরি, ওহে হরি, তোমাকে ভালবাসিয়া জগৎ জুড়িয়া শ্রীরাধার লজ্জাব বাকী থাকিল না। তোমার এমন কাজ বুঝিতে পারি না)। কেহ কেহ রাইকে কোলে আগুলিয়া আছে। কেহ (মুখে) জল দিতেছে, কেহ চামর দোলাইয়া বাতাস করিতেছে। মর্ম না জানিয়া আব কত প্রবোধ দিব। হাত দিয়া জলের উপর লিখিলে কি ফল। আর কত ধনী অবিরত কাঁদিবে। অনুগত জনে বিরক্তি ধর্ম হয় না। তোমার গুণের জন্য যখন দেহ ত্যাগ করিবে, জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তুমি তার বধভাগী হইবে।

১৭। নির্দয় কানু শোন, তোমার রাধার অন্তিম দশা উপস্থিত হইয়াছে। পদ্মদল-রচিত শয্যা-স্পর্শেও চমকিয়া উঠিতেছে, যেন এখনই প্রাণ বাহির হইবে। তাহাতে শরতের চাঁদ দেখিয়া নিতান্তই জীবন ত্যাগ করিবে। যখন সহচরিগণ মিলিয়া কাঁদে, আমবা পূর্বলীলার রচনা করি (তোমার লীলার অভিনয় করিয়া পূর্ব-লীলা-কথা স্মরণ করাইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করি)। যখন হেঁট মাথা করিয়া বসিয়া থাকে, সব শরীর স্তব্ধ হইয়া যায়।

---

১ কত প্রবোধ দিলেও তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হয় না, যেমন হাত দ্বারা জলে লিখিলে তাহা স্থায়ী হয় না।

২ অনুগতের প্রতি বিমুখতা ধর্মসঙ্গত নয়।

৩ এমন চমকিয়া উঠে যেন প্রাণত্যাগ করিবে।

৪ সখীদের বিলাপধ্বনির মধ্যে সে পূর্বকেলির স্মৃতিতে বিভোর থাকে।

যব তেজই দীঘ নিশ্বাস।
তব দূরে রহু জ্ঞানদাস ॥[1]

১৮

॥ তথা রাগ ॥

হিম শিশিরে রিপু মদন দুরন্ত।
দ্বিগুণ তাপায়ল রীতু বসন্ত ॥
গিরিষ দিবস-পতি-কিরণ-বিথার।[2]
ঝামর ভেল তনু গল অনিবার ॥
শতগুণ ভেল ইথে কেবল নিদান।
কৈছনে বরিষায় রহল পরাণ ॥
হেরি সহচরি কছু ভেল আশোয়াশ।
শরদ-চাঁদ হেরি ভেল নৈরাস ॥
রোয়ত সখিগণ কিয়ে দিন রাতি।
জ্ঞানদাস হেরি বিদরয়ে ছাতি ॥

১৯

॥ শ্রীগান্ধার ॥

আঘণ মাসে আশ বহু আছিল
মিলব করি অনুমানি।
সো সব মনরথ দূরহি দূরে রহু
জিবইতে সংশয় জানি ॥

যখন অঙ্গে তাপ উঠে—অগ্নি তরঙ্গ বলিয়া মনে হয়। যখন সঘনে দেহ কাঁপে তখন কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। যখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন জ্ঞানদাস দূরে থাকেন।

১৮। হেমন্তে শীতে দুরন্ত মদন শত্রুতা করিয়াছে। বসন্ত ঋতু দ্বিগুণ তাপ দিয়াছে। গ্রীষ্মে প্রখর সূর্যকিরণে দেহ মলিন হইয়াছে, অনবরত স্বেদ ঝরিয়াছে। জ্বালা শতগুণ হইল, প্রায় অন্তিম দশা—কেমন করিয়া যে বর্ষায় জীবন রহিল—দেখিয়া সহচরীদের কিছু আশা হইয়াছিল। কিন্তু শরতের চাঁদ দেখিয়া (রাধার যে দশা হইয়াছে, তাহাতে সখীগণ) সকলেই নিরাশ হইয়াছে। কিবা দিন, কিবা রাত্রি, তাহারা কাঁদিতেছে। দেখিয়া জ্ঞানদাসের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে।

১৯। আঘন মাসে বহু আশা ছিল (ব্রজধামে গিয়া) মিলিত হইব বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। সে সমস্ত মনোরথ দূর হইতে দূরে রহিল। এখন জীবনেই সংশয় জানিতেছি (বাঁচিবে কিনা সন্দেহ)। নির্দয় কানু,

---

[1] সেই অনলবর্ষী দীর্ঘশ্বাসের অসহনীয় জ্বালা হইতে জ্ঞানদাস দূরে সরিয়া যান।

[2] গ্রীষ্মে সূর্যকিরণের প্রখর তেজে।

শুন শুন নিরদয় কান।
ইহ দুখ শুনি তুয়া চীত না দরবয়ে
কৈছন হৃদয় পাষাণ।। ধ্রু।।
পৌর রমণীগণ বহু গুণ জানত
তাহে বুঝি বাবল চিত।
রসময় সদয়- হৃদয় গুণ বিছুরলি[1]
ভুললি সে হেন পীবিত।।
আগমন সময়ে যতেক আশোয়াসলি
সো কছু আছয়ে চিতে।[2]
শুনইতে তোহারি নিঠুরপণ গুণগণ[3]
জ্ঞানদাস চিতে ভীতে।।

২০

।। আড়ানি ।।

সোণাব ববণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ।।
গলয়ে সঘনে লোব।
মুবছে সখিক কোর।।
দারুণ বিরহ-জ্বরে।
সো ধনি গেয়ান হরে।।
জীবনে নাহিক আশ।
কহয়ে এ জ্ঞানদাস।।

শোন শোন, এই দুঃখের কথা শুনিয়া তোমাব চিত্ত দ্রব হয় না। কেমন তোমার পাষাণ হৃদয়। পুররমণীগণ (মথুরা নাগরীগণ) বহু গুণ জানে (বহু বকমের বশীকবণ-বিদ্যা জানে) তাহাতেই বুঝি চিত্ত বিরত হইয়াছে (তাহারাই বুঝি তোমার মনকে নিবারণ করিয়াছে)। তুমি বসময়, তুমি সদয়-হৃদয়—সব গুণ ত্যাগ করিলে। সে হেন প্রেম ভুলিয়া গেলে। আসিবার সময় যত আশ্বাস দিয়া আসিলে সে সব কি কিছু মনে আছে? তোমার এই নিষ্ঠুরোচিত গুণের কথা শুনিয়া জ্ঞানদাস চিত্তে ভীত হইতেছেন।

২০। সোনার বরণ দেহ, সে দেহ মলিন হইয়া গেল। সঘনে অশ্রুধারা ঝরিতেছে। সখীর কোলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছে। দারুণ বিরহজ্বরে সে ধনীকে অজ্ঞান করিয়াছে। জীবনের আশা নাই। জ্ঞানদাস বলিতেছেন।

১ রসিক-নায়কের উপযুক্ত সহৃদয়তা গুণ বিস্মৃত হইলে।
২ বিদায়-কালের আশ্বাস-বাণীর মধ্যে কিছুই কি মনে নাই?
৩ অনমনীয় কাঠিন্যমূলক হৃদয়বৃত্তির কথা শুনিয়া।

২১

।। শ্রীরাগ ।।

যব মোহে পেখলুঁ শ্যামর নাহা।
অমিয়া-সরোবরে করু অবগাহা ।।[১]
অনিমিখ নয়নে হামারি মুখ হেরি।
তুয়া পরথাব কয়ল কত বেরি ।।
এ সখি এ সখি কি বলিব আন।
জানলুঁ লো তুহুঁ জীবন কান ।। ধ্রু ।।
হরখে পূরল তনু, রস পরিপূর।
লোরে ভরল দুহুঁ নয়ন-দুকূল ।।[২]
এতদিন হামারি আছিল চিতে আন।[৩]
কত কত শুনলুঁ তুয়া গুণ-গান ।।
কি কহব সুন্দরি তোহারি সোহাগ।
ধনি তুয়া ধনি পিয়া ধনি অনুরাগ ।।
আজু কালি কিয়ে আএব নাহা।
জ্ঞানদাস কহ তব নিরবাহা ।।[৪]

২২

।। বালা ধানশী ।।

কানুক ঐছে দশা শুনি বিরহিণি
বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি খিতি-তলে মুরছলি
সখিগণ দিগুণ বিষাদ ।।

২১। সেই নাথ শ্যামসুন্দর মথুরায় যেদিন আমাকে দেখিলেন, যেন অমৃত-সরোবরে স্নান করিলেন। অনিমেষ নয়নে আমার মুখ চাহিয়া কতবার যে তোমার প্রস্তাব করিলেন (প্রসঙ্গ তুলিলেন)। ওগো সখি, ওগো সখি, অন্য আর কি বলিব, জানিলাম, তুমি কানুর জীবন। (তোমার প্রসঙ্গে) তাহার দেহ হর্ষে পূর্ণ হইল (মধু) রসে ভরিয়া উঠিল। নয়নের দুটি কূল অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন আমার মনে অন্য ধারণা ছিল। তোমার গুণগান যে কত শুনিলাম। ওগো সুন্দরি, তোমার সোহাগের কথা আর কি বলিব। তোমাকে ধন্য, ধন্য তোমার প্রিয়তম, আর ধন্য তোমাদের অনুরাগ। আজি কিম্বা কাল নাথ আসিবেন। জ্ঞানদাস তোমার নির্বাহ কহিতেছেন।

২২। কানুর ঐরূপ দশা শুনিয়া বিরহিণীর অতি উন্মত্ততা বাড়িয়া গেল। কানু কানু করিয়া ভূমিতলে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। সখিগণের দ্বিগুণ বিষাদ বাড়িল। এক সখী ত্বরায় কোলে তুলিয়া বলিল, কানু আসিতেছে।

---

[১] যেন সুধাসমুদ্রে অবগাহন করিলেন।

[২] তোমার প্রসঙ্গে তাহার দেহ হর্ষ-কণ্টকিত ও মন রসার্দ্র হইল, এবং এই রসোচ্ছলতার বহিঃপ্রকাশ [illegible] নয়নের প্রান্তদ্বয় অশ্রু-পরিপূর্ণ হইল।

[৩] এতদিন কানু সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরূপ ছিল, সে যে তোমার প্রতি উদাসীন তাহাই ভাবিতাম।

[৪] নাথ আসিলেই সমস্ত সুনিষ্পন্ন হইবে।

37—1841B

এক সখি তুরিতহি কোরে অগোরল
কহতহিঁ আওত কান।
শুনইতে ঐছন বচন-রসায়ন[১]
পাওল জীবন-দান ॥
চেতন পাই হেরই পুন দশ দিশ
অতি উতকণ্ঠিত হোই।
কাহাঁ মঝু প্রাণ-নাথ কহি ফুকরযে
অবহুঁ না আওল সোই ॥
রোযত হসত খসত মহি জোযত
পন্থহি নয়ন পসারি।
সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈখনে
মথুরা-নগর সিধারি ॥

২৩

॥ তথা রাগ ॥

স্বপনে দেখিলুঁ সোই মোর প্রাণ-নাথ।
সমুখে দাঁড়াঞা আছে যোড় করি হাথ ॥
পুন না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি।
কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি ॥
পাইযা পরাণ নাথ পুন হারাইলুঁ।
আপন করম-দোষে আপনি মরিলুঁ ॥
যে দেশে পরাণ-বন্ধু সেই দেশে যাব।
পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব ॥
জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া।
আসিবে তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়া ॥

এই রসায়ন-বচন শুনিয়া প্রাণদান পাইল। চেতন পাইয়া অতি উৎকণ্ঠিতা হইয়া পুনরায় দশদিকে চাহিয়া দেখে। কোথায় আমার প্রাণনাথ। এখনো সে আসিল না বলিয়া চীৎকার করে। (শ্রীরাধা) কাঁদিতেছে, হাসিতেছে, ভূতলে লুটাইতেছে। পথের পানে চাহিয়া দেখিতেছে। সহিতে না পারিয়া জ্ঞানদাস তখনই মথুরা নগরে চলিয়া গেলেন।

২৩। স্বপ্নে দেখিলাম, সেই আমার প্রাণনাথ সম্মুখে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। (জাগিয়া) আর তাহাকে দেখিতে না পাইয়া প্রাণ ধরিতে পারি না। কি করিব, কোথায় যাইব, কি উপায় করিব। প্রাণনাথকে পাইয়া আবার হারাইলাম। আপনার কর্মদোষে আপনি মরিলাম। যে দেশে প্রাণবন্ধু আছে, সেই দেশে যাইব, রাঙা বসন পরিয়া যোগিনী হইব। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, রাই হৃদয় স্থির কর, তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়া আসিবে।

---

১ সঞ্জীবনী ঔষধস্বরূপ এই আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া।

২৪

ভাবসম্মিলনের পূর্বাভাস

।। সিন্ধুড়া ।।

প্রভাত সময়ে কাক ফুকরিয়া
আহার বাঁটিয়া খায়।[১]
পিয়া আসিবার বচন কহিতে
তহিঁ আন থলে যায়।।[২]
সখি এ কথা কহিয়ে তোরে।
চিরদিন পরে কোন বিধাতা
সদয় হইল মোরে।। ধ্রু ।।
নিশি-অবশেষে কান্দিতে কান্দিতে
নিঁদ আওল আঁখে।
বুকে দুটি হাত হৈয়া অতি ভীত
দাঁড়াল মম সম্মুখে।।
চমকি উঠিয়া কোরে আগোরিতে
চেতন হইল মোর।
মুরছি পড়িতে নিকটে বিশাখা
আমারে করিল কোর।।
হিয়া দগদগি পবাণ পোড়য়ে
তবহিঁ সন্তোষ হোয়।[৩]
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
বন্ধুয়া মিলব তোয়।।

২৪। প্রভাত সময়ে কাক ডাকিয়া আহাব বাঁটিয়া খাইল। প্রিয় আসিবার কথা কহিতে তখনই অন্যত্র গেল। সখি, তোমাকে এ কথা বলিতেছি, চিরদিন পরে কোন্ বিধাতা আমাকে সদয় হইল। নিশি অবশেষে কান্দিতে কান্দিতে চোখে ঘুম আসিয়াছিল। (ঘুমের ঘোরে দেখিলাম) বুকে দুটী হাত রাখিয়া অতি ভীত হইয়া (প্রাণনাথ) আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চমকি উঠিয়া কোলে করিতে গিয়া আমার চেতন হইল। মূর্ছিতা হইয়া পড়িতে নিকটে বিশাখা ছিল, সে আমাকে কোলে তুলিয়া লইল। হৃদয়ে যন্ত্রণা হইতেছে, প্রাণ পুড়িতেছে, তথাপি (স্বপ্নে বন্ধুকে দেখিয়া) সন্তুষ্ট হইলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন সুন্দরি, শোন, বন্ধুর সঙ্গে তোমার মিলন

---

১ প্রভাতে কাকে আহার বাঁটিয়া খাইলে তাহা প্রিয়সমাগমসূচক শুভ লক্ষণ বলিয়া সাধারণ সংস্কার।

২ কাক অন্যত্র উড়িয়া যায় যেন এই শুভ সংবাদ প্রচার করিতে।

৩ সমস্ত বিরহ-বেদনার মধ্যে এই স্বপ্নমিলন যেন একটু শান্তি ও সন্তোষ আনিয়া দিয়াছে।

২৫

।। সুহই ।।

আজু পরভাতে কাক-কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সোধাইতে
উড়িয়া বৈঠল ঠায় ।।
সখি হে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব মন্দির আওব
কপালি কহিয়া গেল ।।
সুচারু সদন দেখিলুঁ স্বপন
গিরির উপরে শশী।
মালতীর মালা দধির ডালা
নিকটে মিলিল আসি ।।
গণক আনিয়া পুন গণাইলুঁ
সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে যতেক গণিল
সুখের নাহিক ওরে ।।
মোর একাদশ গৃহে বৈসে পাঁচ
সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।
ভৃগু-ভানু-সুত শিখি সে দ্বিতীয়ে
বৈসয়ে দেখি বিচারু ।।
দেয়াশিনী আনি দেব আরাধিলুঁ
পড়িল মাথায় ফুল।
বন্ধুর নামে আগ তোলাইলুঁ
কোলে মিলাওল কূল ।।
কুল-পুরোহিত আশীষ করিল
সুপতি মিলিবে পাশে।
তোর দুরদিন সব দূর গেল
কহই সে জ্ঞানদাসে ।।

২৫। আজি প্রাতঃকালে (দুইটি) কাক কল কল শব্দ করিয়া 'আহার' বাঁটিয়া খাইতেছিল। (আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, দুইটি কাকে আহার্য বস্তু ভাগ করিয়া খাইলে বাড়ীতে কুটুম্ব আসে। দৈবক্রমে অনেক সময় এই প্রবাদ সত্য হইতে দেখিয়াছি, বিভিন্ন স্থানে বহু ব্যক্তির মুখেও এইরূপ শুনিয়াছি।) বন্ধু আসিবার নাম শুধাইতে তাহারা সম্মুখে উড়িয়া বসিল। সখি, মন্দ দিন শুভদিন হইল। কপালী (যাহারা ললাটরেখা দেখিয়া ভাগ্য গণনা করে) বলিয়া গেল মাধব অবিলম্বে মন্দিরে আসিবে। স্বপ্নে উত্তম গৃহ ও পর্বতে চন্দ্রোদয় দেখিলাম। মালতীর মালা ও দধির ডালা নিকটে আসিয়া মিলিল। (এই সমস্ত শুভলক্ষণে আশান্বিত হইয়া) পুনরায় গণক

২৬

॥ ধানশী ॥

আজ্ অবধি-দিন[১] ভেলা।
কাক নিয়ড়ে কহি গেলা॥
আজুক প্রাতর সময়ে।
বাম বাহু সঘনে কাঁপয়ে॥

আনিয়া গণনা করাইলাম, সে-ও আমার শুভ দশার কথাই বলিল। অন্তরে বাহিরে যত গণনা করিল (বলিল) সুখের সীমা নাই। আমার (লগ্নের) একাদশে পাঁচটি শুভগ্রহ রহিয়াছে, সপ্তমে বৃহস্পতি বাস করিতেছে। দ্বিতীয়ে শুক্র, শনি ও কেতুর বাস, বিচার করিয়া দেখিল। দেয়াশিনী আনিয়া দেবপূজা করাইলাম, দেবতার মাথার ফুল পড়িল (সাফল্যের লক্ষণ)। বন্ধুর নাম করিয়া (দেবতার উদ্দেশে প্রিয়বস্তুর) অগ্রভাগ তোলাইয়া রাখিলাম। কোলে কুল মিলিল (দুঃখের পরপার আলিঙ্গনে ধরা দিল)। পার্শ্বে সুপতি মিলিবে বলিয়া কুলপুরোহিত আশীর্বাদ করিল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, তোর দুর্দিন সব দূরে গেল।

(স্বর্গগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'র মধ্যে গোপাল দাসের ভণিতায় এইরূপ একটি পদ আছে) :—

চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলকে যৌবন-ভাব।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
নাচিছে হিয়ার হার॥
সজনি মাধব মিলব মোয়।
সব সুলক্ষণ পাইলুঁ এখন
স্বরূপ কহিলুঁ তোয়॥ ধ্রু॥
দেখিলুঁ স্বপন চারু চন্দন
গিরির উপরে বসি।
মালতীর মালা দধিব যে ডালা
মাধব মিলব আসি॥
পরাত কালের কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সুধাইতে
উড়িয়া বসয়ে ঠায়॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
গোপাল দাসে কয় সব সুলক্ষণ
বিধি ভেল অনুকূল॥

২৬। (আমার দুঃখের) দিন আজই শেষ হইল, কাক নিকটে কহিয়া (সঙ্কেত করিয়া) গেল। আজ প্রাতঃকালে বাম বাহু সঘনে কাঁপিতেছিল। পদ্মিনীর উপর খঞ্জন দেখিলাম। সব অঙ্গ পুলক-পূর্ণ। বাম চক্ষু

[১] বন্ধুর প্রবাসে অবস্থানের নির্দিষ্ট কাল শেষ হইল।

খঞ্জন কমলিনি সঙ্গ।
পুলকে পুরয়ে সব অঙ্গ ॥
বাম নয়ন করু পন্দ।
সঘনে খঁসয়ে নিবি-বন্ধ ॥
এ লখণ বিফল না যাব।
মাধব নিজ গৃহে আব ॥
মনরথ কহে শুক-সারি।[১]
জ্ঞানদাস সুবিচারি ॥

২৭

॥ সুহই ॥

অচিরে পূরব আশ।
বন্ধুয়া মিলিব পাশ ॥
হিয়া জুড়াইবে মোর।
করিবে আপন কোর ॥
অধর-অমৃত দিয়া।
প্রাণ-দান দিবে পিয়া ॥
পুলকে পুরব অঙ্গ।
পাইয়া তাহার সঙ্গ ॥
ছল-ছল দু নয়ানে।
চাহিব বদন পানে ॥
কিছু গদ-গদ স্বরে।
এ দুখ কহিব তারে ॥
শুনিয়া দুখের কথা।
মরমে পাইবে বেথা ॥
করিবে পিরীতি যত।
জ্ঞান তা কহিবে কত ॥

স্পন্দিত হইতেছে। নিবিবন্ধ ঘন ঘন খসিয়া পড়িতেছে। এ লক্ষণ বিফলে যাইবে না, মাধব নিজ গৃহে আসিবে। শুক-সারী মনোরথ কহিতেছে। জ্ঞানদাস বিচার করিয়া দেখিলেন।

২৭। অচিরেই আশা পুরিবে। পাশে বন্ধু মিলিবে। আমার হৃদয় জুড়াইবে। আমাকে কোলে করিবে। অধর-অমৃত দিয়া প্রিয় আমার প্রাণদান করিবে। তাহার সঙ্গ পাইয়া পুলকে আমার অঙ্গ পূর্ণ হইবে। ছল ছল দু নয়নে তাহার মুখপানে চাহিব। কিছু গদ্‌গদ স্বরে তাহাকে এই দুঃখের কথা কহিব। দুঃখের কথা শুনিয়া মর্মে ব্যথা পাইবে। প্রেম করিবে। জ্ঞানদাস তাহা কত বলিবেন।

[১] ভবিষ্যৎ-জ্ঞানসম্পন্ন শুক-সারী আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে বলিতেছে।

আত্ম-নিবেদন

আত্ম-নিবেদন

১

।। শ্রীরাগ ।।

শুন শুন হে পরাণ-পিয়া।
চির দিন পরে পাইয়াছি লাগি
আর না দিব ছাড়িয়া ।। ধ্রু ।।

তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কি রূপে আছিলা তুমি ।।[১]

যে ছিল আমার করমের দুখ
সকল করিলুঁ ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ ।।

খাইতে শুইতে তিলেক পলকে[২]
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর ।।

১। প্রাণের প্রিয় হে! শোন শোন, চিরদিন পরে নিকটে পাইয়াছি, আর ছাড়িয়া দিব না। তুমি আমি একপ্রাণ সে আমি ভালই জানি, হৃদয় হইতে বাহির হইয়া তুমি কেমন করিয়া (এতদিন আমাকে ছাড়িয়া) ছিলে। আমার কর্মফলে যে দুঃখ ছিল, সমস্তই ভোগ করিলাম। আর আঁখির আড় করিব না, একযোগে রহিব। খাইতে শুইতে, তিলেকে পলকের জন্যও আর ঘর যাইব না। কলঙ্কিনী বলিয়া খ্যাতি রটিয়াছে, আর কি, কাহাকে

১ আমার সহিত তোমার বিচ্ছেদ যেন হৃদয় হইতে প্রাণের বহিরাগমন। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় তুমি কেমন করিয়া বাঁচিয়াছিলে?

২ সাংসারিক প্রয়োজন-নির্বাহ বা লৌকিক সম্ভ্রমরক্ষার্থ আর তিলার্ধ বিচ্ছেদ ঘটিতে দিব না।

এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ান-লোরে ॥

২

॥ শ্রীরাগ ॥

তোমার গরবে গরবিনি হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে ॥
অন্যের আছয়ে অনেক জন আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করি মানি ॥
শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ গণে জীবন অধিক পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥
নয়ন-অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাস কহে কালার পিরিতি অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥

৩

॥ কেদার ॥

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম। তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই। তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই ॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী। তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর-ধারি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী। তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বইনু আমি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি। [1]তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি ॥
[2]তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান। [3]চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান ॥

ভয়। এই কথা বলিতে বিভোর হইয়া শ্যামের কোলে পড়িল। জ্ঞানদাস বলিতেছেন, রসিক-নাগর নয়নের জলে ভাসিলেন।

৩। এই পদটি রাধা-কৃষ্ণের পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত আত্মনিবেদনমূলক উক্তি-প্রত্যুক্তি।

---

[1] অতিরিক্ত আগ্রহপূর্ণ দর্শনেচ্ছার জন্য দৃষ্টিরই স্বাভাবিক বঙ্কিম ভঙ্গী দাঁড়াইয়াছে।

[2] তোমার প্রেমে আমি সমস্ত জ্ঞানাভিমান, স্বাধীন বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণভাবে তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি।

[3] এখানে চন্দ্রাবলী ও রাধার অভিন্নত্ব সূচিত হইতেছে। এইজন্য গানটির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সংশয় জাগে।

অসম্পূর্ণ পদাবলী

[এই অসম্পূর্ণ পদগুলি বিভিন্ন পুঁথি হইতে সংগৃহীত ও সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। দুঃখের বিষয়, ইহাদের পূর্ণ রূপটি উদ্ধার করিতে পারা গেল না।]

১

॥ পঠমঞ্জরি ॥

গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ নিজ অঙ্গ দিঞা।
শুনে বৃন্দাবন-গুণ ত্রিভঙ্গিম হঞা॥
গাএ বাসু ----------- ন্দ মাধব গোবিন্দে।
নাচে পুলকিত কেহুঁ পরম আনন্দে॥
গোলোকের নাথ পহুঁ নীলাচল মাঝে।
শ্রীনিবাস আদি যত (ভক ?) তের মাঝে॥
বিপুল পুলক শোভে গৌর কলেবরে।
কত শত ধারা বহে নয়ন-কমলে॥
হেরি গদাধর -------------।
শুনি সকরুণ কান্দএ সব দেশ॥
আজানুলম্বিত ভুজ ডাহিনে তুলিয়া।
খেনে হরি হরি বোলে আবেশ হইয়া॥
খেনে বিলসয়ে খেনে চলএ (?) ধরণি।
জ্ঞানদাস বলে কিছুই না জানি॥

২

॥ পাহিড়া ॥

সুমেরু-শিখরে শশী বিহরে ? জনু ধোয়ল অমিঞা।
--------- গোলক-ঈশ্বর পুলক অধিক শোভা॥
ভালের তিলক মদন পুস্তক নদিয়া নগরি -----।
------ আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত হেম-করভ-কর-ভাতি
নয়ানে প্রেমধারা মুখ-শশি ষোল কলা -----
ভাবে গভীর ধীর গৌর --- ----
গোলোকের নাথ পহুঁ ধুলাএ
--------- জ্ঞানদাস কিএ অনুমানে॥

৩

॥ কেদার ॥

সুন্দর বদন সুধাকর নিরমল চন্দন তিলক উজোর ;
পুন নিকর নীর কুত বরণহি ? কাঞ্চন গোর ॥
অপরূপ রূপ গৌরচন্দ্র নটরাজে।
সঙ্গীত রাস সঙ্গে সব সহচর বিহরই নবদ্বিপ মাঝে ॥
প্রভুর কমল বিমল দুহুঁ লোচন তাহে ঝরই জলধারা।
জনু যুগ-খঞ্জন ভোরে ভুজল পুন উগরই মতিমহারা ॥
হাস-প্রকাশ মিলিত মধু বাদর স্বেদ-সুধাকর রসময় অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে জগজন কান্দএ বুঝই না পারই রঙ্গে ॥

৪

॥ রাগ সুই ॥

কাঁচ কাঞ্চন তনু চন্দন ভালে।
আজানুলম্বিত ভুজ তার মালতি-মালে ॥
পুলকের শোভা কিবা বান বনি ফুলে।
কুন্তলে কুসুমে কত শত অলিকুলে ॥
ভুবনমোহন রূপ মনমথ-লীলা।
চাঁদের অধিক মুখ শশি ষোল কলা ॥
হেম করিবর জিনি ভুজযুগ-শোভা।
গমন মতঙ্গ জিনি জগ-মনলোভা ॥
আবেশে অবশ অঙ্গ বোলে হরি হরি।
কি লাগি ঝরয়ে আঁখি বুঝিতে না পারি ॥
গদাধর আদি যত সহচরি সঙ্গে।
নিজ নিজ ভাবে সভে কীর্ত্তন রঙ্গে ॥
যাহাতে ধরণী ধন্য বিশেষ নদীয়া।
জ্ঞানদাস বড় দুখী তা(হা ?) না দেখিয়া ॥

৫

॥ ধানসি ॥

কাচ কনক ব - - - চির বর-বিগ্রহ রসময় হাস-সম্ভাষ।
অরুণ অপাঙ্গ অনঙ্গ কত চমকিত লখিমিনি-লাখ-বিলাস ॥
অপরূপ - - - - গৌরচন্দ্র অবতার।
কলি-ঘোর-তিমির-বিভঞ্জন অঞ্জনে করুণা-কিরণ অপার ॥

প্রেম-প্রবাহ বহএ দু(হুঁ) লোচন পুলক প্রচুর পরকাশ।
মুখ-বিধু-স্বেদ-অমিঞা-পানে ভাজল অমিঞা-পিয়াস ॥
চতুরানন গুণবর ---- --- ।
অবিরত উনমত বাণিগুণ গায়ত জ্ঞানদাস কি কহব আর ॥

৬

॥ কেদার জতি ॥

বলনী চাহনী দোলনী হেলনী গায়নী আপনী নাচে।
রামাই সুন্দর পণ্ডিত পুরন্দর ---------- কাছে ॥
নাচে নিত্যানন্দ আনন্দ-সাগর পরম রসাল।
গৌর-সংকীর্তন প্রকট অনুক্ষণ জগত ---------- ।
হাস গদগদ ভাষ সুন্দর করুণাময় দিঠে চায়।
বিপুল পুলকিত অঙ্গ পুলকিত কৃপাএ ভুবন ভাসায় ॥
ডাহিন ভুজ তুলি বোলএ হরি হরি জৈছন করিবর চলে।
হেরি পশু পাখি আনন্দে আকুল জ্ঞানদাস বোলে ॥

৭

॥ ভাটিয়ালি ॥

ত্রেতায় অনুজরূপে শ্রীরাম সঙ্গতি।
বধিলে রাবণ জত রাখিলে খিআতি ॥
গোকুলে গোপাল সঙ্গে নব বলরাম (?)।
কেবল কৃপায় হরে মোচানন্দ নাম ॥
অতি অপরূপ নিতাইর করুণা।
আনন্দে পুরিল লোক পাসরে আপনা ॥
গোলোকের সম্পদ কীর্তন চিন্তামণি।
জাহার পরসে ধন্য ধন্য ধরনি ॥
প্রেম-ভকতি-সুধা জগতে বিলায়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কেহো নাহি চায় ॥
জীবের ভাগ্যে গৌরচান্দ পরকাশ।
কলি ঘোর তিমির তিলেকে (করে?) নাশ
অপার মহিমা প্রভুর কে কহিতে পারে।
জ্ঞানদাস না ভজিল হেন অবতারে ॥

৮

(অথ বীরভদ্রস্য)

।। সিন্ধুড়া ।।

আগম যোগ পুরাণ বেদান্তক
মহিমা বুঝাই না পারি।
সো পহুঁ ঘরে ঘরে, পতিত চাহিঞা (ফিরে?)
দেই জে প্রেমে লাছিমি ভিখারি ।।
দেখ বীরচান্দকি লীলা।
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ভব বিরিঞ্চি সিঞ্চিত ভেল জার গুণে
নারদ নিরবধি - - - - - - সনক সুনন্দ ।।
সনাতন অনুক্ষণ খোজত অন্ত না পায়।
ধনিবে ধনিরে ধনি জাহে পুবখ মণি (?)
সন্ধ্যা-বিধিক বিধানে।
সৌভাগ্য বড় ঠাকুর জ্ঞানদাস গুণগানে ।।

৯

জো চবণোদক তিন-লোক-তারণা।
আনন্দে শিব শীব উপরে ধরণা ।।
কি মধুর শ্রী - - - - - - - দেকে তরনা।
তুলন ত্রিভুবনে নাহিক উপমা ।।
পদনখ-চান্দকলা নিতি তরুনা।
হেরইতে লোচনে উপজত করুণা ।।
আর গুরুজন-মন ভাবন-ভবনা।
জ্ঞানদাস তছু বাহিরে রহনা ।।

১০

।। মল্লার ।।

অসুরাসুর, নরমুনিগণ
কি - - - - নর শ্রীপতি অভিলাষে।
দুরে রহি কেহ কেহ, অনুরাগি কেহো
কোরে না করে তরাসে ।।
হবিহব মহিমা মনি।
নিগম অগোচর, - - - - - - - - - - - -,
গুণ গায়ত সহস্র ফণি ।।

পহুঁ-পদ-পরশে, যুগ হি যুগ জাকো
সো নিতি পরমানন্দা।
কুমুদিনি ভেক বাস, দুহুঁ এক তহুঁ
দুহুঁ মনে না পুরয় চন্দা॥
তব অবতার, অবনি-মাহা অবতর,
তব নিজ অনুগত গায়।
জ্ঞানদাস কহে, অনুভবে জানিএ
কপটি তুরনা পায়॥

১১

বেলোয়ার॥

মধু বন মধুর বিলস বিনোদিনি।
-------------------------,
মধুময় কুসুম, শিরপর সোহন,
মধুর ভাসোহে তাহি মধুপধ্বনি॥
মধুর মুরতি, মধু -----------
------------------।
মধুর হাস মৃদু, মধুর অধরপর,
মুরলি মধুব মৃদু গুঞ্জর রসাল॥
মৃদুভরে মধুর নয়ানে মৃদু মোদিত
মধুরি -------সর ঘাতি।
মধুর গীম দোলায়নি, মৃগ নয়নী,
-----কেত সাতে॥
মধুরিম কিরণ, মকর মণিকুণ্ডল
ঝলমলি ------ বিরাজে।
জ্ঞানদাস কহ, সবহিঁ মধুময়
হেরইতে কত মদন পড়ু লাজে॥

১২

॥ অথ পূর্বরাগ॥ শ্রীরাগ॥

একে নব কিশোর কলেবর সুন্দর
আর মণি অভরণ সে-----।
লীলা রভস বিশেষ বৈদগধি
রস নব বাদর দে?॥
সজনি কি পেখলু নাগররাজে।
যো মধু হেরইতে হা---- ছি নিহারলু
দিঠ দিঠ? ভেল আন কাজে॥

কোমল কোর মুখ আধ আরোপল
কো বরনখর বিদার।
(সু) রঙ্গ জিনিঞা অধর ওষ্ঠ যেঠল
কি বুঝব য়ো রস বিচার॥
পীতাম্বর উর কর দেই ঝাপল
ঠমকী চলিগেলা।
জ্ঞানদাস কহ রসিক-শিরোমনি
অলখিতে সব রস লেলা॥

১৩

॥ ধানসী ॥

রূপ কলাগুণ সব বৈদগধি
নিরূপম সব নিরমাণে।
বেশ বিলাস অলপ----কেনে
কোন ধনি ধবএ পরাণে॥
সজনি না কবব আন পরথায়।
শ্যাম নায়ব নব-নেহ-জড়িত
জীউ মঝু মনে আন নাহি ভায়॥
হাস-বভস রসলীলা-কৌতুক
প্রেম-পরশ রস-গবিমা।
নিতি নব পিরিতি— পসারি পসারয়ে
কে কহু সে সুখ-সীমা॥
(জ)ছুক আলাপনে জব তার দরসন
কুলবতি কুলটা ভেল।
জ্ঞানদাস কহ পুছইতে না সহ
গুরু গৌরব দূরে গেল॥

১৪

॥ মল্লার ॥

নব জলধর জেন কলেবর
অমিঞা-মধুর হাস।
হিয়ার মাঝে দেখিএ থির
বিজুরি প্রকাস॥

ঠমকি চলন দুদিগে হেলন
অঙ্গের দোলনা।
হেরি চমকিত হয় কত
লাখ মদনা॥
বিনোদ নাগর দেখিনু
রহিল মনের বেথা
দারুণ ননদির তরে নাকি
হইল কোন কথা॥
ময়ুর পাখের চান্দ কুন্তল উপরে।
কালিন্দিব জলে কিবা মৎস্যরাঙ্গা উড়ে॥
তাহাএ বেড়িয়া নব মালতির মালা।
হংসরাজপাঁতি কিবা পাতিঞাছে খেলা॥
বদন কমল নয়ন যুগল
কিবা সে খঞ্জন পাখি।
শাবদ চান্দের চকোব কিবা
আইল পিবার লাগি॥
পড়ি গেলু মদন ফাঁন্দে নাহিক এড়ান।
জ্ঞানদাস বলে বড বিনোদিয়া কান॥

১৫

॥ ধানসী ॥

চৌদিগে ঘন ঘন চকিত নেহাবত
হাসি হাসি বোলএ বোল।
ক্ষেনে নিযত --------------
মুরলি ধবি দেই কোব॥
সজনি কি পেখলু শ্যামচান্দে।
নয়ন-সঞ্চাব ভাব ভেল অন্তর
বাঁধল মনমথ-ফান্দে॥
তিলে তিলে তরুণি কলা কত বিলসই
অতি বসে আবেশে ভোর।
মঝু মুখ হেরি বেবি বেবি পুন কএ
কে বুঝএ ও বস-হিলোল॥
বৈদগধি বিবিধ অবধি নাহি পায়ল
জতএ করল পরকাশে।
জ্ঞানদাস কহে অনুভবি জানএ
জত সব পিরীতিক আশে॥

১৬

॥ ধানসী ॥

কানুর ...... রূপ আজি সে দেখিনু
অঙ্গ ভাসিয়া।
সে পদ-নখ-চান্দে আপনার কুল-শীল
আপনি আইলু ডালিয়া॥
....
....।
এ গুরু গঞ্জন পহিলে না সইলু
এ দেহে না থুইলু চিন॥
শ্যাম অঙ্গ নিরখিয়ে কত অনঙ্গ মুরছিয়ে
জমুনা-কুলে আমি ঠাটে।
চন্দনবিন্দু কত ইন্দু-নিন্দিত
দেখিঞা পরাণ ফাটে॥
....ঘবে আগুনি ভেজাইঞা
জাউ অতি দুরদেশে।
জ্ঞানদাস বোলে, ঠেকিঞা গেলাঁউ
শ্যাম-কনিঞা বসে॥

১৭

॥ সিন্ধুড়া ॥

ভুবনমোহন রূপ না জায় বরণী।
কত কাম জিনিঞা ঠাম চমক চলনি॥
কথায়ে কত যে মলুঁ কে কহু পিরিতি॥
চান্দ মুখ দেখি বাটে অধিক আরতি।
সই তোরে মরম কহিলু।
জাতি কুল শীল নিছিতে ইছিলু॥
ইসত হাসিতে পড়ে অমিঞা ঝরণি।
রূপ চাহিতে কান্দে প্রাণ হিয়ার পুতলি॥
প্রতি অঙ্গ দেখি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে।
ভুরু-ভঙ্গির ফাঁন্দে লুকাতে? মোরে অবশ করি তারে॥
কামের কামান সহ জানিল নিশ্চয়ে।
জ্ঞানদাস কহে কত বৈদগধি অছয়ে॥

১৮

কাজরে উজর, চিকন বরণ
কিবা সে রূপের ছটা।
জেন চান্দের উদয় ভালে
করল কি দিঞা ফোটা॥
সই রূপ দেখি জগমন মোহে।
নয়ন কোমলের বান মদন বিসাল
ভালে ভালে...জিতে রহে॥
ধবনি ধয়ল তাহে অভরণ সোনা।
কালা কেশের অধিক উজোর
জিনি আন্ধারের জোনা॥[১]
পহিল বয়েস রসের আবেশ
চমকি চলনি জাইতে।
জ্ঞানদাস কয় জানিল নিশ্চয়
কামিনির কুল ঘুচাইতে॥

১৯

॥ সিন্ধুড়া ঝুটা ॥

একে নব কিশোর বয়স রস-লাবণি
আর তাহে বেশ রসাল।
রমণী-কুলাকুল দিঠি মোর চঞ্চল
তাহে পতি নাহিক উদ্ধার॥
সজনি কি পেখলুঁ কদম্বের তলে।
দেখিঞা ও রূপ না ধরে নাঞি চলে পা
নয়ান ভরিল প্রেম-জলে॥
ভালে তিলক, আধ অলকা
সাগারল দানই (?) মলয়জ-বাতে।

.... লোভে না হয় দূর
রহল মকর সাতে॥
চূড়া চিকন চারু নব মালতি
মল্লিকা মধুকর শোভা।
..............., চারু ঘন দোলনী
জ্ঞানদাস দুহুঁ-দিঠি-লোভা॥

[১] জোনা—জ্যোৎস্না।

২০

. . . . মনোহারি।
লাখ নয়নে লাখ জুগ হেরইতে
এক অঙ্গ লখিতে না পারি॥
ভালের উপরে চন্দন তিলক
অলকা লোল উপরে।
গগন-মণ্ডলে রাহু রহল,
(কিবা) চান্দ ধরিবার তরে॥
মন্দ মধুর মৃদু, হাস বিলোকনে
দেখিতে আঁখি জুড়ায়।
জ্ঞানদাস গানে, কত না জতনে
বিধি মিলায়ল তায়॥

২১

॥ সুই ॥

শ্যাম মোহন ঘন, কুঞ্চিত কুণ্ডলে
কুসুমে বেঢ়ল অলি মালে।
তাহ বর্হাবলি, পবনে উড়ায়,
বিরাজিত আধ কপালে॥

নন্দ কিশোরা।
বদন সুধাকর, সুন্দর লোচন
অমিঞা-লুবধ চকোরা॥
একে নব যৌবন, মলঅজ লেপন...
. . . . .অঙ্গে।
হৃদএ বিলস, মাল কত সাজিল,
লোলই রসের তরঙ্গে॥
কোটি পীতাম্বর, জনু সৌদামিনি,
(চরণে নূপুর ?) বাজে।
জ্ঞানদাস কহ, ধৈরজ না রহ,
হেরইতে ঐছনকি সাজে॥

২২

।। কেদার ।।

ওকি এ দেহা।
উয়ল জনু নব মেহা।।
ওকি এ চূড়া।
মালতি-মালা-মঞ্জুলা।
ওকি এ বয়না।
দুহু দিসে চবকায় নয়না।।
ওকি এ ছন্দা।
তিমিরে আগোবল চন্দা।।
ওকিএ গমন মনমথ-সীমা।
ওকিএ চলনী।
মোহন অঙ্গকি বলনী।।
ওকিএ রসভোরা।
কুবলয় খঞ্জন জোরা।।
ওকিএ হাস্য।
ভঙ্গুর ভাঁহু বিলাসা।।
ওকিএ লিলা।
অমিয়া-গরলময় শীলা।।
ওকিএ মুরুলি।
গুণ সুনইতে মন ঘুবলী।।
ওকিএ বেশা।
থীর বিজুরি পরকাসা।।
ওকিএ শোভা।
জ্ঞানদাস-মন-লোভা।।

২৩

।। কানড়া ।।

বরিহা মুকুট মৌলি মন শোহন,
----চিরে কুটিল বনানে।
হেরইতে রূপ, নয়ন মন ডুবত,
ধনি বিহি কিএ নিরমাণে।।
দেখ ললিত ত্রিভঙ্গিম লাল।
নব ঘন মাঝে, সাজে সৌদামিনি,
উরে দোলত বনমাল।।

চন্দন তিলক, ফাগু লাগু তাহি,
মৃগমদ উরে বিলাস।
দশন দিন কিএ, আবেস্থ সুরতি,
রবি সসী রাহু গরাস॥
শ্রুতি মকরাকৃতি, কুণ্ডল উপর,
কিসলয় লোলিত অংসে।
জ্ঞানদাস চিত, মন পুরোহিত,
সেচন কুলবতি বংশে॥

২৪

॥ গৌরী ॥

ইন্দীবর নব, নীল কলেবর,
উরে গজমোতিম হার হিলোল।
তারাবলি জনু, গগনে বিরাজিত,
মুখশশি লোচনে লুবধ চকোর॥
কালিন্দি-কূলে নব কিশোর কান।
নিরুপম নীপ মূল খিতি বৈভব হেরি,
মুরছিত কত ফুলবাণ॥
অতি বিচিত্র চিকুর, ভালে রঞ্জিত তহি,
শিখিচন্দ্রক চারু বনান।
রতিপতি-মতি- মর্দন-অবলোকনে,
তাহি কোন ধনি ধরএ পরাণ॥
শ্রুতি মকরাকৃতি মণ্ডলে মণ্ডিত,
গণ্ডে বিরাজিত শ্রবণে।
জ্ঞানদাস কহ, ধটি অঞ্চল জনু,
বিজুরী বিলসই রহি গগনে॥

২৫

॥ সিন্ধুড়া ॥

নব কুবলয়দল, কিএ অতসিফুল
নীল মন্দর নব আভা।
কিএ দলিতাঞ্জন, -----------
----পাইয়ে শোভা॥

সজনী নিপ-তরুমূলে কে।
হৃদয়ে নিহিত, মণি-মাল বিরাজিত,
সুন্দর শ্যাম রাজ ॥
কুসুমিত চিকুর, বলিত বর বরিহা,
চন্দ্র বিরাজিত ভালে।
আর অপরূপ এ কমল ব্রজ তিলক,
চান্দ উদয় ঘনমালে ॥
ইন্দু কোটি জিনি, বঅন মনোহর,
অধরে মুরলি বসাল।
জ্ঞানদাস চিত, ওরূপ অবিরত,
ভাবিতে থাকউঁ চিরকাল ॥

২৬

॥ ললিত পটতাল ॥

নীল কমল বয়ন বিমল
নয়ন খঞ্জন বিচরী।
দেখিতে অখিল সম্পদ সতত
তরুণীমোহন দীঠবি ॥
পেখলু নিকে নিপ মূল
ত্রিভঙ্গ অনঙ্গ মুরতি।
অরুণ অধরে, মুরলি মধুর,
বাবি...পিবিতি ॥
বিবিধ কুসুমে, বচন মাল,
কুটিল-কুন্তল-শোহনী।
আমোদে আকুল, ধায়ল কতেক,
ভ্রমর......-লোহনী ॥
ভালের উপরে, চন্দন বিন্দু,
ফাগু ভালে লায়নি।
দিবস রজনি, মুরতি ময় কিবে,
---------- ॥
পীত বসন, কটিএ রসন,
চরণ মঞ্জির বাজনি।
জ্ঞানদাস বাঢ়ল আস,
দেখিতে মো রূপ লাবণি ॥

২৭

॥বেলোআর ॥

সহজ শ্যাম ললিত অঙ্গ
পীঠ ওড়ন পাসরি।
হাস বিমল, বয়ান কমল
অরুণ-নয়ন-চাতুরি ॥
দেখ রী সখি, নিপ মূল
চূড়া ভালে ভাউনী।
বিম্ব অধর, মুরুলী মধুর,
মন্দ মধুর গায়নী ॥
কনক ভূষণ অঙ্গ অঙ্গ
পরম সুন্দর মাধুরী।
পাত বসন, কটি এ সন
ঐছন থীর বীজুরি ॥
শ্রবণে মকর কুণ্ডল
উজোর আযে দোলনী।
জ্ঞানদাস, অমল কমল,
চরণে মাঙে নিছনি ॥

২৮

॥ গড়া ॥

কুন্দ কি মাল ধটি, লালক-মণ্ডিত
ততহি নব মালতী মালে।
তহি শিখি-চন্দ্র, মন্দ মন্দ উড়ায়ত,
কত শত মত্ত অলিকুলে ॥
হের হুঁ রসিয়া নাগব কান।
অতি রসে আলসে, অলপ অবলোকনে,
তরুণী সর্ব্বস পরান ॥
অঙ্গে অঙ্গে মণি, ভূষণ ঝলমল
সৌদামিনি ঘনপুঞ্জে।
উরে বনি হার, উদার অনুপম
অমরাধিপ-ধনু গঞ্জে ॥
লিলা তটিনি, বরনি না পাএছি
মন্দ মন্দ গতি ভারে।
জ্ঞানদাস কহে, জো জনা হেরয়ে,
সো পুন পালটি না আএ ॥

২৯

॥ সারেঙ্গ ॥

রতিপতি মোহন...-ন, শিরে পর কুসুমিত,
কুঞ্চিত কেশে।
নানা রতন, অরুণ গুঞ্জা ফল
তহি কত চরণে বিশেষে॥
আজু নন্দ-নন্দন চলি কি বনানে।
নয়ান অপাঙ্গ, মদন-কোটি মোহিত
তরুণী-কোটি করু অমিয়া-সিনানে॥
চন্দন তিলক, ভালে পরে বিলক্ষণ,
মৃগমদ হিম কর অঙ্গে।
উপরে কুটিল, অলকা লহু লোলন,
অবলা দুকুল কলঙ্কে॥
বদন-সরোরুহ, ভ্রমরা ভ্রূভঙ্গি,
হিয়ে কিয়ে ছোটী কপাট।
জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দেখহু,
চলইতে নটবর নাট॥

৩০

॥ কেদার ॥

নীকে যমুনা কুল, নীকে নিপ মূল,
নীকে ত্রিভঙ্গিম অঙ্গ মনোহর।
নীকে বনমাল, বিলোল বিলোপন,
মলয়জ উরেপর পীত-বসন-ধব॥
মোহন মুরতিকে বলিহারি।
ব্রজযুবতিক চীত চকিত চোরায়ত
রঙ্গে মলয়জ নেহারি॥
নীকে মণিভূষণ কিরণ, বনায়লি অবনি
অনঙ্কুর প্রতি অঙ্গ লাবণি।
নীকে মুখচন্দ্র, চকোর দুহুঁ লোচন
কুঞ্চিত অধরে মৃদু গায়নি॥
নীকে শিখিচন্দ্র চিকুর পর সোহন,
নব মালতীর মাল সাজনি।
জ্ঞানদাস কহ সো অপরূপ রস
ভালে তিলক পর শোহনী॥

৩১

যুগলমিলন

সখি হেব দেখ আসিয়া।
ধবনী উপবে এ চারু পঙ্কজ নয়নে দেখ চাহিয়া ॥
পঙ্কজ উপরে বিংশ শশধব চাঁদের উপবে গজ।
এ চারু গজের উপবে শোভিত যুগল কেশবী রাজ ॥
কেশবী উপবে এ দুই উদর উদর উপবে গিবি।
গিবির উপবে এ দুই তমাল চাবিশাখা আছে ধবি ॥
তাহে আছে সখি একটী তমাল নব ঘন সম দেখি।
একটী তমাল সোনার ববণ শুন লো মবম সখি ॥
তাহে ফলিয়াছে অরুণ ববণ এ চাবি উত্তম ফল।
ফলেব ভিতব ফুল ফুটিযাছে নাহি তাব শাখা দল ॥
তা পব এ দুই কীবেব বসতি তা পব চকোব চাবি।
তা পব এ দুই চাঁদেব বসতি পিবইতে ইহ বাবি ॥
তা পব দেখহ বিধু সে অরুণ তা পব ময়ূব অহি।
জ্ঞানদাস কহে মবমক বাত এ কথা জানেনা মোহি ॥

'পঙ্কজ' অর্থে চবণ, 'শশধব' অর্থে নখ, 'গজ' অর্থে পদমূল হইতে নিতম্ব পর্যন্ত করিশুণ্ডাকৃতি দেহাংশ, 'সিংহ' অর্থে 'কটিদেশ'। 'গিরি' অর্থে বক্ষঃস্থল ও স্তনযুগল' 'তমাল' অর্থে নবীন তমালবৎ যৌবনলাবণ্যে, পরিপূর্ণ দেহযষ্টি, 'চারি শাখা' অর্থে হস্তচতুষ্টয়।

'অরুণ ববণ চারি উত্তম ফল'—উভয়ের রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধব।

'ফলের ভিতর ফুল ফুটিয়াছে'—ওষ্ঠাধরের মধ্যে কুন্দকুসুমবৎ সু-শুভ্র দন্তপংক্তি।

'কীব' অর্থে শুকচঞ্চুবৎ নাসিকা; 'চারি চকোর' অর্থে চারি সুধাপান-পিয়াসী চক্ষু।

'চাঁদ'—অর্থে মুখমণ্ডল; 'বিধু', 'অরুণ'—অর্থে ললাটস্থ চন্দনরেখা ও সিন্দূরবিন্দু।

'ময়ূর' অর্থে শিখিপুচ্ছনির্মিত চূড়া ও 'অহি' অর্থে সর্পফণাকৃতি বেণীবিন্যাস বুঝাইতেছে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

[সম্প্রতি ১৩৪৭ সালে শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য, এম. এ., জ্ঞানদাসের 'যশোদার বাৎসল্য-লীলা' নামে একটি পালাপুঁথি বাঁকুড়া জেলা হইতে আবিষ্কার করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পালাপুঁথিটি পদাবলী-সাহিত্যের জ্ঞানদাসের রচিত কি না, তাহা আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। বৈষ্ণবজগতে দ্বিতীয় কোন জ্ঞানদাসের কথা শোনা যায় নাই—জ্ঞানদাসও পদাবলী ছাড়া ঠিক আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন কি না তাহাও অজ্ঞাত। অবশ্য তাঁহার পদাবলীর মধ্যেই কিছু কিছু আখ্যানমূলক রচনা আছে, কিন্তু গীতিকবিরূপেই তাঁহার প্রধান পরিচয়। অন্য কোন অখ্যাতনামা কবি নিজের পদ যে জ্ঞানদাসের নামে চালাইতে চেষ্টা করিবেন তাহা একেবারে অচিন্তনীয় নয়—বৈষ্ণবকাব্যে এইরূপ রীতির প্রমাণও আছে। তবে বৈষ্ণবকবির ভক্তিরস এত সর্বতোমুখী ও এত বিচিত্র উপায়ে ইহা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করে যে, জ্ঞানদাস যে রাধাকৃষ্ণলীলা লইয়া দীন চণ্ডীদাসের মতো একটা ধারাবাহিক আখ্যায়িকা লিখিতে পারেন তাহাও অসম্ভব নয়। সেইজন্য এই পালার অন্তর্ভুক্ত পদগুলিকে জ্ঞানদাসের পদাবলীর পরিশিষ্টে সন্নিবেশ করা হইল। ভবিষ্যতে যদি ইহাদের প্রামাণিকতার আর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় তবে ইহারা পরিশিষ্ট হইতে কবির মূল রচনায় স্থানান্তরিত হইতে পারে।]

জ্ঞানদাস রচিত

যশোদার বাৎসল্য-লীলা

অথ বাৎসল্য লিখ্যতে

১

একদিন বিহানে উঠিঞা[১] নন্দরাণী।
যাদুরে লইয়া কোলে মথিছে নবনী॥
হেনকালে ধরে কৃষ্ণ মন্থনের ডারি।
নুনী দে মা বল্যা কর পাতএ মুরারি॥
জঞ্জাল না কর গোপাল খেল গিঞা নাছে[২]
হাণ্ডির ভিতরে এক কানা লাগা আছে॥

১ উঁঠিঞা। ২ নাছে।

অসাধনে পান্যু তোমা মরি বালাই লঞা।
হাসিতে মিলায় শশী[1] চাঁদ মুখ দিঞা॥
যশোদার বোলে[2] কৃষ্ণ উকি দিঞা চায়।
নিরখিঞা নিজ ছায়া হাসে যদুরায়॥
শুন্যাছি সকল কথা শ্রীদাম-বদনে।
তুমি কিনা নাচ[3] ভাল গিরি[4] গোবর্দ্ধনে॥
নাচ্যা নাচ্যা[5] কোলে আয় মনের হরিষে।
তোর নৃত্য দেখিতে কি দেবাদেবী আস্যে॥
নবনী-লম্পট কৃষ্ণ মোর প্রাণধন।
বৃদ্ধকালে পাল্যে নন্দ জ্ঞানদাসে কন॥

২

রাণী বলে আরে মোর ইন্দ্রনীলমণি[6]।
বহু ভাগ্যে তোমা পুত্রে বিধি দিল আনি॥
না যাযা গোপীর পাড়া চঞ্চল কানাই।
বড় হইলে দিব তোরে চরাইতে গাই॥
যত সব গোয়ালিনী[7] আছে ব্রজপুরে।
পাইলে রতন পাছে গলে হার করে॥
গোকুলের মাঝে এক হৈল্য মহাভয়।
আস্যাছে দারুণ হাঁউ লোকে জনে কয়॥
কৃষ্ণ কহে একথা শুনিলে কার ঠাঞি।
হাঁউ কেমন মা যশোদা আমি দেখি নাঞি॥
অবোধ ছাওয়াল মোর কি পুছিস মোকে।
বলবান হাঁউ এক ঝাউবনে থাকে॥
কানু বলে ধেনু রাখি যমুনারি কূলে।
বধিনু অনেক দৈত্য নিজ বাহুবলে॥
পুতনা প্রলম্ব আদি বক বৎসাসুর[8]।
নিজ হস্তে কেশীকে পাঠাল্যাঙ যমপুর॥
অবশেষে বধি আসি কংস নরপতি।
রাখিনু ধরণী ভার শুন যশোমতী॥
রাণী বলে তা নয় রে জান নাঞি পারা।
আচম্বিতে নগরে আইল ছাল্যাধরা॥

১ সখী। ২ বেলে। ৩ লাচ। ৪ গিধ্ব। ৫ লাচ্যা লাচ্যা।
৬ ইন্দনিলমনী। ৭ গোওালিনী। ৮ ধবচর্ম্বাসুর।

চাঁদমুখে মা বল রে নন্দদুলালিঞা।
শুনুক গোকুলের লোক বাহির হইঞা॥
ইহা বলি কোলে তুলি চুম্ব দেই মুখে।
মায়ায় মোহিত রাণী কৃষ্ণ নিল বুকে॥
জ্ঞানদাসেতে বলে আনন্দিত মনে।
সুখের অবধি নাঞি নন্দের ভবনে॥

শ্লোক

গতং জন্ম গতং জন্ম গতং জন্ম নিরর্থক
কৃষ্ণচন্দ্রপদদ্বন্দ্বভজনং ভাবনাং[১] বিনা ॥১॥

৩

শ্রীকৃষ্ণভজনে এই সবে অধিকারী।
কিবা[২] বিপ্র কিম্বা শূদ্র কিম্বা পুরুষনারী॥
যার গৃহে বহু ভাগ্যে গুরু আগমন।
ঘরে বস্যা পায় সে গোলক বৃন্দাবন॥
গ্রামমধ্যে শুঁড়ি[৩] মদ বিক্রয় করে।
যারে পায় তারে দেয় ভুগায় সংসারে॥
ব্যাস হৈল্য মদের হাঁড়ি শুক[৪] শুঁড়ি আর।
হরিরসমদিরাতে মাতাল সংসার॥
তোমরা যত ভাই সব ব্রজবাসীর জন।
এস্থান হঞ্যাছে যেন শ্রীবৃন্দাবন॥
হরিকথাশ্রবণে অনন্ত পায় ফল।
মনের যাতনা যত মিটএ সকল॥
রাগানুগা প্রেমভক্তি যখনে হইবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ধন অনায়াসে পাবে॥
গুরুপাদপদ্ম কর একান্তে ভজন।
অন্তরে দেখিতে পাবে শ্রীবৃন্দাবন॥
আসিয়া সংসারে জীব কি কাজ করিলে।
মায়াজালে পড়্যা কেন কৃষ্ণে পাসরিলে॥
শ্রবণ-আনন্দ হবে করিলে শ্রবণ।
পাইবে পরম সুখ জ্ঞানদাসে কন॥

---

১ ভাবনা।   ২ কিব্যা।   ৩ শুড়ি।   ৪ সুক।

৪

গোপালের মুখ হেরি বলে নন্দরাণী।
না নাচিলে মোর ঠাঞি না পাবে নবনী ॥
কৃষ্ণ কহে ক্ষুধায়[১] নাচিতে নাঞি পারি।
আগে নুনী দে মা মোকে বলয়ে মুরারি ॥
নইলে নগরে যাই ব্রজবাসী ঠাঞি।
মা বলিলে নুনীর অভাব মোর নাঞি ॥
হে যশোমতী মাই শ্যামনগরকো যাই।
এক এক ব্রজমাকো মা কহি উদর[২] পুরাই ॥
নবনীর ছাবে ফিরে আছে গিরিধারী।
প্রাণ যদি চায় গোপাল প্রাণ দিতে পারি ॥
এ বোল শুনিঞা রাণী মূর্চ্ছিত হইল।
যত নুনী গৃহে ছিল কৃষ্ণে আন্যে দিল ॥
নবনী অভাব যাদু নাঞি মোর ঘরে।
ধর রে লালন বল্যা দিল তার করে ॥
উদর না পূরে কৃষ্ণের খায়্যা ক্ষীর সব।
মনে মনে হাসিতে লাগিলা দামোদর ॥
সারি সারি ভাণ্ডে যত নুনী রাখ্যাছিল।
শতেক হাণ্ডির সব সব শূন্য[৩] কৈল ॥
খাওযাতে[৪] নারিলে নুনী কহে যদুরায়।
সব হেতু যশোদা গোপীর পাড়া যায় ॥
চন্দ্রাবলী-গৃহে আগে করিলা গমন।
তথাহ না পায় ননী জ্ঞানদাসে কন ॥

৫

নব লক্ষ গোয়ালিনী আছে ব্রজপুরে।
নবনী চাহিয্যা রাণী বুলে ঘরে ঘরে ॥
ললিতা বিশাখা যে রাধার অষ্ট সখী।
জনে জনে নুনী মাগে মনে হয়্যা দুঃখী ॥
যে গোপীর গৃহে যান বলে নাঞি সব।
রাজা কংসে প্রাতে আজি দিয়া আনু কর ॥
নবনী না পাঞা রাণী শুখাইল হিয়া[৫]।
কি বল্যা বলিব কৃষ্ণে মোর মাথা খাঞা ॥

[১] খুধায়। [২] উদর। [৩] সুর্ণ্য। [৪] খাওঁাতে। [৫] সুখাইল হ্যয্যা।

ব্রজবধূগণ কেহ নবনী না দিল।
রাধার মন্দিরে গিয়া উপনীত হৈল্য ।।
কি কর গো রসবতী ডাকে নন্দরাণী।
আজিকার মত কিছু ধার দিবে নুনী ।।
বিহানে আমার কৃষ্ণ ক্ষুধায় লোটায়।
বাসি নুনী বল্যা যাদু নবনী না খায় ।।
নিজ করের সাজ[১] নুনী দেহ গোপালেরে।
জনমের মত তুমি কিনহ আমারে ।।
গুরুজন মাঝে রাই গৃহকর্মে ছিল।
যশোদাব সাড়া পায়্যা বাহির হইল ।।
মন্দির মার্জনা করি শ্রীমতী দাণ্ডায়।
কৃষ্ণের মা যশোদাকে দেখিবারে পায় ।।
আস্য আস্য বস্য বস্য নন্দের গৃহিণী।
দুদিনের সর আছে মথ্যা দিব নুনী ।।
এত বলি দিল আনি কনক-আসন।
হর্ষচিত্ত[২] কিশোরীর জ্ঞানদাসে কন ।।

৬

গৃহকর্ম সমর্পিয়া নিজ সখিগণে।
মথনের ভাণ্ড রাই বারি কর‍্যা আনে ।।
যতবার টানে ধনী মন্থনের ডুরি।
কঙ্কণের শবদে সঘনে বলে হরি ।।
রাধা কানু এক তনু জানএ সংসারে।
শ্যামরূপ দেখে রাই ঘোলের ভিতরে ।।
আকাশে চাহিতে বেলা উছর[৩] দেখিল।
মথিলে না উঠে নুনী ঘোলে মিল্যা গেল ।।
কাতর হইয়া রাই রাণী পানে চায়।
আজিকার নুনী দিতে নারিনু তোমায় ।।
তোমার কৃষ্ণের মায়া বুঝিতে না পারি।
প্রতিবিম্বে ঘোলময় দেখা দিলা হরি ।।
গোকুল ভ্রমিঞা রাণী আকুল হইল।
রাধার মন্দিরে ছাড়ি গৃহেতে চলিল ।।

---

১ সাজ—সাঁজা—দম্বল অর্থাৎ নিজের হাতে সাঁজা বা দম্বল দিয়া বসানো সরের নবনী দাও। বীরভূমে দম্বলকে সাঁজা বলে।

২ হর্ষচিত্ত। ৩ উজুর।

না পাইয়া ক্ষীর সর কিশোরীর ঘরে।
পথমধ্যে যান একা ভাবিত অন্তরে।।
এথা আঙ্গিনায় কৃষ্ণ আছেন বসিঞা।
মনে মনে যুক্তি করে নন্দদুলালিয়া।।
ননী লঞা মা যশোদা এখন না আল্য।
দণ্ডকের মত মোরে লুকাইতে হল্য।।
এত বলি অধিক চঞ্চল যদুরায়।
নন্দালয় ছাড়িয়া ব্রজের পথে ধায়।।
চূড়া বাঁশী পেলিয়া কালিন্দী হৈল্য পার।
দাণ্ডাইয়া রহে একা যমুনার ধার।।
শ্রীদাম স্নদাম কেহ সঙ্গে নাঞি সখা।
লুকাল্য তরুর ছায বামে হয়্যা বাঁকা।।
যশোদা মাএর কৃষ্ণ বুঝিবাবে মন।
মায়া করি রহে কানু জ্ঞানদাসে কন।।

এথা রাণী যশোমতী গৃহেতে আইল।
কৃষ্ণে না আঙ্গিনাতে দেখি মূর্চ্ছিত হইল।।
উন্মত্ত পাগলি যেন কেশ নাঞি বান্ধে।
কোথা নীলমণি বলি ভূম্যে পড়ি কান্দে।।
কর পুর্য্যা নুনী দিতে না পারিনু তোরে।
এই অভিমানে তুমি মা বলিলে কারে।।
সাত পাঁচ তোমা বিনু মোর কেহ নাঞি।
সবে দু-আঁখ্যের তারা পরাণ-কানাঞি।।
মুরলী মোহনচূড়া গলায় বান্ধিয়া।
হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে ধুলায় লোটায়্যা।।
শিরে করাঘাত হানি করে হায় হায়।
দেখা দে গোকুলচাঁদ প্রাণ মোর যায়।।
কি ছার নুনীর লাগ্যা ছাড়িলে জননী।
জনম সফল করি মা বলিলে তুমি।।
বিহানে তোমার ক্ষুধা জানি আমি মনে।
ভোকছানি পাল্যে নুনী না দিব বদনে।।
শ্রীদাম স্নদাম যদি ডাকে গোঠে যাত্যে।
কেমনে কহিব কথা আল্যে আঙ্গিনাতে।।
যদি বলে কানু কোথা সাজাহ তাহারে।
কি বল্যা বলিব গেছে ব্রজবাসী-ঘরে।।

নন্দ গেলা বাথানে তোমারে সমর্পিয়া।
ঘরে আল্যে কি কহিব মোর মাথা খায়্যা॥
এতেক ভাবিয়া রাণী করিছে রোদন।
যশোদাবিষাদ কিছু জ্ঞানদাসে কন॥

৮

রোহিণীর[1] কাছে বলাই নুনী খাত্যেছিল।
ক্রন্দনের ধ্বনি[2] শুনি আঙ্গিনায় আল্য॥
দেখিল যশোদা পড়্যা ধূলার উপর।
হেন দশা কেন গো মা পুছে হলধর॥
দু-করের নুনী পেল্যা আনু ধায়াধাই।
কি কারণে কান্দ তুমি কোথা কানু ভাই॥
রাণী বলে কে বে বাপু বাম আলি কাছে।
বিহানে না পায়্যা নুনী কৃষ্ণ ছাড়্যা গেছে॥
হাতে ধরি তোলে বলাই উঠ গো জননী।
এখনি তোমাব কৃষ্ণে আনি দিব আমি॥
যদ্যপি তোমার গোপাল আনিতে না পারি।
হলধর নাম তবে অকারণে ধরি॥
গোকুলেব মাঝে দর্প কি হেতু আমার।
বলাই বলিয্যা কেহ না বলিবে আর॥
সাক্ষাতে দেখিবে মোর এই বাহুবল।
স্বর্গ মর্ত পাতাল করাব টলাটল॥
মোর নাম বলরাম বোহিণীনন্দন।
পদভরে কাঁপে মহী ই তিন ভুবন॥
আপনার শক্তি রাম আপুনি বাখানে।
জ্ঞানদাসেতে কন আনন্দিত মনে॥

৯

এত বলি দম্ফ কবি এক ডাক দিল।
অবনীমণ্ডল সবে কাঁপিতে লাগিল॥
নাগলোক চমৎকাব বাসুকি অস্থির।
পীড়া[3] পায়্যা ঘুর্‍্যা বুলে অনন্তের শির॥

---

১ রুহিনীর। ২ ধ্বনি। ৩ পীড়্যা

হাজার হস্তীর তেজ একা রাম ধরে।
রসাতল যায় ক্ষিতি বলাএর ডরে।।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী[১] কূর্মের পৃষ্ঠে ছিল।
সসিন্ধুগগনগিরি কাঁপিতে লাগিল।।
অনন্তের ফণা টলে বলে মরি মরি।
ধরণীর ভার আর না সহিতে পারি।।
আকাশে থাকিয়া চিন্তা করে দেবগণ।
কোনমতে রক্ষা পায় অমরভুবন।।
ইন্দ্র বলে আর কি করিব প্রজাপতি।
প্রমাদ হইল রসাতল যায় ক্ষিতি।।
ব্রহ্মা বলে ভয় নাঞি সহস্রলোচন।
জ্ঞানদাসেতে কন আনন্দিত-মন।।

১০

এক হাকে কৃষ্ণে বলাই আনিতে নারিল।
আরবার রোহিণীনন্দন ডাক দিল।।
আয় রে কানাঞিলাল বলি আয় ভাই।
তোমা বিনে মা যশোদার প্রাণ বাঁচে নাঞি।।
কোপভরে মুষল ফেলিল ভূমিতলে।
কাঁপিতে লাগিল কৃষ্ণ যমুনার জলে।।
শ্রীদাম সুদাম আদি ব্রজেব রাখাল।
ভয় পায়্যা আইল যত গোপেব ছাওয়াল।।
কবি করে লাল লাঠি সম্মুখে দাণ্ডাল্য।
তাবে দেখি হলধর দ্বিগুণ কোপিল।।
ক্রোধভরে ডাকে রাম আলি বে শ্রীদাম।
বল দেখি কোথা কৃষ্ণ যশোদার প্রাণ।।
শ্রীদাম বলেন স্থির হও[২] রাম ভাই।
তোর কিরা্যা কবি আমি কৃষ্ণে জানি নাঞি।।
নহিলে সুদামে পুছ ডাকিয়া সাক্ষাতে।
তার সঙ্গে দেখা নাঞি বিহান হইতে।।
এত শুনি বলরাম মত্ত হইয়্যা বুলে।
পরাণ বধিব তোর এইতো মুষলে।।
দশ হাজার হস্তী তেজ ধরে হলধর।
ক্রোধে দুই চক্ষু ঘুরে কাঁপে কলেবর।।

---

১ প্রথিবি। ২ হয়।

কৃষ্ণের নফর তুঞি থাক কৃষ্ণ কাছে।
সত্য কর‍্যা বল রে কানাঞি কোথা গেছে
তোমা ছাড়া নয় কৃষ্ণ তার ছাড়া তুমি।
রাখালে রাখালে প্রেম ইহা আমি জানি॥
গোপকুলে জন্ম লইলে তুমি কিনা জান।
কোথা গেছে ভাই কৃষ্ণ ঝট খুজ্যা আন॥
অহর্নিশি কৃষ্ণ সঙ্গে ধেনু রাখ বনে।
সখা বই তার মর্ম আর কেবা জানে॥
কান্ধে কর কান্ধে চড় বও[১] কান্ধে করি।
আধ্যা খায় আধ্যা দেয় কোথা সে মুরারি॥
শ্রীদাম বলেন ভাল মন্দ নাঞি জানি।
মিছা কথা কহিলে পাষাণ হব আমি॥
হলধর বলে তবে গেল কোনখানে।
হাথে ধর‍্যা আন রে আমার বিদ্যমানে॥
রামের বচনে শ্রীদাম অধোমুখ হল্য।
বলরামের পায়ে ধর‍্যা কান্দিতে লাগিল॥
এত শুনি কাঁপিতে লাগিলা শিশুগণ।
পাইব কৃষ্ণের দেখা জ্ঞানদাসে কন॥

১১

শ্রীদামে ভাবিত দেখি বলাই রুষিল।
এইক্ষণে আন কৃষ্ণে গর্জিয়া বলিল॥
গোপীদের ঘরে কিম্বা যমুনার ধার।
নইলে বধের ভাগী হবে যশোদার॥
এত শুনি শ্রীদাম সুবলে বলে ভাই।
বল দেখি কোথা কৃষ্ণ খুঁজিবারে যাই॥
যত গোপ গোয়ালিনী আছে ব্রজপুরে।
সবাকারে পুছে কৃষ্ণ গেছে তোর ঘরে॥
তারা বলে মোর গৃহে না আস্যে কানাঞি।
কান্দিয়া শ্রীদাম বলে কি হইল ভাই॥
চন্দ্রাবলী আদি করি রাধার ভবন।
কোথাহ না পাল্য কৃষ্ণ ব্রজশিশুগণ॥

---

১ বয়।

গোপের ছাওয়াল যত ভয়েতে কম্পিত।
কালিন্দীর তটে গিয়া হইল উপনীত।।
কদম্বতরুর মূলে সভে দাণ্ডাইল।
আয় ভাই কানাঞি বল্যা ডাকিতে লাগিল।।
তো বিনু যশোদা মায়ের প্রাণ বাঁচে নাঞি।
কোনখানে লুকায়্যাছ দেখা দে রে ভাই।।
এত বলি অনেক খুঁজিলা বৃন্দাবন।
না পায় কৃষ্ণের দেখা জ্ঞানদাসে কন।।

১২

দ্বাদশ কানন মাঝে ভ্রমণ করিল।
আর বার কৃষ্ণ বল্যা ডাকিতে লাগিল।।
গোকুল মজালি প্রায় আর কি বাঁচিব।
বলাএর হাথে আজি সবাই মরিব।।
গহন কানন মাঝে কত দেহ দুঃখ।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ হেরি চাঁদমুখ।।
বিহানে হারায়্যা তোর এই দশা হল্য।
ধবলী শাঙলী সব ঘরেতে রহিল।।
যতবার শিশু সব কানু বল্যা ডাকে।
উত্তর না দেন কৃষ্ণ থরহরি কাঁপে।।
যমুনার ধারে কৃষ্ণ দাণ্ডাইয়া ছিল।
ধাষি ভাঙ্গা জলে পড্যা পাষাণ হইল।।
কে বুঝিতে পারে এই গোবিন্দের লীলা।
মায়া করি শালগ্রাম[১] রূপে প্রকাশিলা[২]।।
তা দেখিল কুলেতে দাণ্ডাইয়া শিশুগণ।
পাইবে পরমানন্দ জ্ঞানদাসে কন।।

১৩

যখনি পড়িল কৃষ্ণ যমুনার জলে।
চমৎকার যত ব্রজবালক সকলে।।
হায় হায় করে যত বজিয়া রাখাল।
কি কর্ম করিল আজি নন্দের গোপাল।।
শ্রীদাম বলে(ন) ভাই পরমাদ হল্য।
রাখালের প্রাণ কৃষ্ণ জলেতে ডুবিল।।

স্যাগে। ২ 'প্রকাশিলা' হইবে কি?

এত শুনি সবাই কালিন্দী হইল পার।
ধায়াধাই করয়া বুলে যমুনার ধার ॥
শোকাবেশে শিশু সব আকুল হইল।
সভে মিলি যমুনার জলেতে নাম্বিল ॥
প্রলয় কালিন্দী জল নারে হাতাড়িতে।
হেনকালে পাষাণ তুলিল একহাতে ॥
শ্রীদাম বলেন সুবল কানু হেথা নাঞি।
অপূর্ব্ব পাষাণ এক জলে পানু ভাই ॥
শ্রমযুক্ত হয়্যা সভে কূলেতে উঠিল।
না পায়্যা কৃষ্ণের দেখা কান্দিতে লাগিল ॥
কেহ বলে ভাই সব কর অনুমান।
বলাএর ভযে কৃষ্ণ হয্যাছে পাষাণ ॥
গোকুলে নন্দের ঘরে জম্মিলা কানাঞি।
সাত পাঁচ যশোদা মাএর আর নাঞি ॥
গৃহে গেলে জননী আসিব সভার কাছে।
জিজ্ঞাসিব আমার গোপাল কোথা গেছে ॥
কি বল্যা বলিব সুবল যুক্তি বল ভাই।
কালীদহে ডুবিয্যাছে তোমার কানাঞি ॥
মাথায় হাত দিয়া বৈসে গোপশিশুগণ।
পরাণ ধরিতে নারে জ্ঞানদাসে কন ॥

১৪

মায়ার সাগর কৃষ্ণ কত মায়া জানে।
রাখালের রোদন শুনিলা সেই স্থানে ॥
একরূপ শিলামূর্তি ছাওয়ালের[১] হাতে।
গোপবেশ নটবর দেখা দিলা পথে ॥
নবজলধর জিনি কৃষ্ণের বরণ।
চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ ভুবনমোহন ॥
ঝলমল করে রূপ দুই করে বাঁশী।
যেই পাদপদ্মেতে কমলা হলা দাসী ॥
কত দূরে থাকিয়্যা শ্রীদাম বল্যা ডাকে।
চমৎকার যত শিশু বাক্য নাঞি মুখে ॥
শ্রীদাম সুবলে বলে কে ডাকে রে ভাই।
ধেনু লঞা গোঠে বুঝি আস্যাছে কানাঞি ॥

---

১ ছায়ালের।

এত বলি যমুনার কূলি পানে চায়।
রাখালের মাঝে কৃষ্ণে দেখিবারে পায়।।
গলা ধর্যা কান্দে শ্রীদাম কোথা ছিলি ভাই।
তোমা বিনে নন্দ যশোদার কেহো নাঞি।।
খুঁজিনু দ্বাদশ কুঞ্জ দ্বাদশ কানন।
বংশীবট যমুনা গোকুল বৃন্দাবন।।
রাখালে প্রধান তুমি ঠাকুর কানাই।
মল্যে যেন যুগলচরণ দুটি পাই।।
কত দুঃখ পাল্যে ডেকে ভাই কান্দে আয়।
ও রাঙ্গা চরণধূলি লাগু মোর গায়।।
ব্রজের রতন মোর হারান্যু বিহানে।
বিধাতা আনিঞা পুন মিলাল্য এখানে।।
তোমা বিনে মা যশোদা ভূম্যে পড্যা আছে।
এতক্ষণে নন্দরাণী বাঁচে কি মর্যাছে।।
বলাএর কোপ বড় বাড়িল শরীরে।
মুষলে সভার প্রাণ চায় বধিবারে।।
এত বলি পায় ধর্যা রহে শিশুগণ।
বিপদে বাঁচাও[১] কৃষ্ণ জ্ঞানদাসে কন।।

১৫

কৃষ্ণ বলে জলেতে লুকায়্যাছিনু ভাই।
বিহানে বলিয়া নুনী মা দিলেক নাঞি।।
এই অভিমান বড় হৈল্য মোর মনে।
হইনু পাষাণতুল্য দেখিলেন জনে।।
করে ধরি শ্রীদাম বলেন কানু ভাই।
যে হবার সেই হল্য বল গৃহে যাই।।
কানাঞি কহেন আমি না যাইব ঘরে।
গেলে দাদা হলধর মারিবেক মোরে।।
হাস্যমুখে ডাকে যদি বলরাম ভাই।
তবে শ্রীদাম মায়ের সাক্ষ্যাতে আমি যাই।।
রামকে হাসাতে আজি তুমি যদি পার।
তোমার সংহতি যাই বিলম্ব না কর।।
এত শুনি শ্রীদাম গোপাল হর্ষ হৈল্য।
পার হয়্যা যমুনা বলাই কাছে গেল।।

১ বাঁচায়।

করযোড়ে দাণ্ডাইল হলধর আগে।
কানাঞের যত দোষ ক্ষেমা কর মোকে ॥
শ্রীদাম বলেন যদি তুমি হাস ভাই।
যশোদা মায়ের কোলে আন্যা দি কানাঞি ॥
বল্যা কয়্যা রেখ্যা আল্যাঙ রাখালের কাছে।
যমুনার জলে কৃষ্ণ দাণ্ডাইয়্যা আছে ॥
এত বলি শ্রীদামের ঝুরে দু-নয়ন।
জ্ঞানদাসেতে কহে আনন্দিত মন ॥

১৬

বলাই বলেন শ্রীদাম কি বলিস মোরে।
সংসারে না দেখি হেন হাসায় আমারে ॥
গহনে সদাই থাকি ধবলী চরাই।
রাখালে রাখালে খেলা কভু হাসি নাঞি ॥
আনন্দে বাজাই শিঙ্গা পূরিয়া অধরে।
জনমিয়া নাঞি হাসি গোকুলনগরে ॥
শ্রীদাম বলেন কোপ ছাড় হলধারী।
আমার শকতি কৃষ্ণে আনিতে কি পারি ॥
নফবের কথা রাখ না হাসিলে ভাই।
তোমার নিকটে কৃষ্ণ ভয়ে আস্যে নাঞি ॥
এত শুনি মনে গুণি রোহিণীতনয়।
কৃষ্ণ না আইলে ঘরে কর্ম ভাল নয় ॥
এ শোকসমুদ্রে পড়্যা রাণী যদি মরে।
মাতৃহত্যা বধ আজি লাগিবে আমারে ॥
ইহা বলি হলধর কোপ নিবারিল[১]।
আন রে কানাঞি বলি ঈষৎ হাসিল ॥
তা দেখিয়া শ্রীদাম যমুনাজলে যাই।
আস্য বল্যা নাম ধর্যা ডাকিছে কানাঞি ॥
গোপশিশু-পরিকর[২] হইয়্যা নির্ভয়।
হাসায়্যাছি রাম দাদা আর কারে ভয় ॥
এবোল শুনিঞা শ্রীদাম চঞ্চল হইল।
সখাগণ সহিত যমুনা পার হল্য ॥
আগে পিছে বেড়িলেক দ্বাদশ রাখাল।
শ্রীদামের কাঁধে ধরি চলিল গোপাল ॥

---

১ নিবারিল।   ২ পারিকর

পীত ধড়া পরিধান শিখি-পুচ্ছ মাথে।
মধুলোভে মাতি অলি উড়্যা পড়ে তাতে ॥
হাস্যমুখে শ্রীদাম আঙ্গিনা মাঝে গেল।
বলাএর কাছে গিয়্যা কৃষ্ণে লঞা দিল ॥
তা দেখি হরিষচিত্ত রোহিণীনন্দন।
জ্ঞানদাসেতে কহে আনন্দিত মন ॥

১৭

আর কি রে রামদাদা তোরে মোর ভয়।
আন্যাছি কানাঞি নে রে রোহিণীতনয় ॥
গোকুল রাখিল্যা যেবা গোবর্দ্ধন ধরি।
হেন ভাই সঙ্গে মোর দেখ হলধারী ॥
করি করে লাল লাঠি ফুলহার গলে।
সভে মেলি পড়িল বলাই পদতলে ॥
কানাঞি রামের আগে নিল পদধূলি।
দুটি ভাই আঙ্গিনার মাঝে কোলাকুলি ॥
হাতে ধরি বলাই শ্রীকৃষ্ণে কাখে তোলে।
বধিয়া যশোদার প্রাণ কোনখানে ছিলে ॥
বিহানে তেজিয়া (মায) কি হেতু না জানি।
মলিন হইয়্যা গেছে চাঁদমুখখানি ॥
এত বলি নীলবস্ত্রে বদন মুছিল।
হাসিতে নাচিতে বলাই রাণী কাছে গেল ॥
উঠ উঠ বল্যা রাম ডাকে যশোদারে।
ধর গো জননী তোর কৃষ্ণ আল্য ঘরে ॥
একথা শুনিঞা রাণী ধড়ে প্রাণ পাল্য।
ভূম্যে হৈত্যে উঠ্যা বলে কই রে গোপাল ॥
মর্য্যা ছিনু না দেখিয়্যা পাইনু চেতন।
জ্ঞানদাসেতে বলে আনন্দিত মন ॥

১৮

কাখে হৈত্যে হলধর কৃষ্ণে দিল কোলে।
চাঁদমুখ হেরি রাণী ভাসে অশ্রুজলে ॥
নুনীর লাগিয়্যা এত মার দিলে দুঃখ।
কার ঘরে ছিলে কৃষ্ণ বিদরএ বুক ॥

কড়াকল বলি তারে আবে নীলমণি।
কেমনে পরের মাকে মা বলিলে তুমি॥
পরাণপুতুলী মোর দু-আঁখের তারা।
দিনে শতবাব আমি কবি তোরে হাবা॥
কৃষ্ণ বলে ছিনু আমি ব্রজবাসী-ঘবে।
মা বলিতে তারা সব নুনী দিল কবে॥
বাণী বলে ব্রজবাসী-গৃহে[১] ছিলে তুমি।
মলিন হয়েছে কেন চাঁদমুখখানি॥
এত বলি বিধুমুখে লক্ষ চুম্ব খাল্য।
ক্ষীব সর নুনী আন্যা অধবেতে দিল॥
হারাধন পায্যা বাণী জুড়াল্য পবাণ।
জ্ঞানদাসেতে কহে বড ভাগ্যবান॥

১৭

যশোদাব সম কেহ নাঞ্চ পুণ্যবতী।
পুত্রস্নেহ[২]. কবি পাল্য কমলার পতি॥
শিব স্তব ব্রহ্মা যাবে ভাবে যোগী ঋষি
ব্রহ্মচাবী দণ্ডী আদি জটিল তপস্বী[৩]॥
পর্বতে পর্বতে কত শৈলে নাঞি পায়।
চিনিতে না পাবে বাণী কৃষ্ণেব মায়ায।
জগতবল্লভ কৃষ্ণে বাধিকাব প্রাণ।
প্রেমে বশ কৈল্যা বাণী কবি পুত্রজ্ঞান॥
শ্রীদামে ডাকিয়্যা কাছে পুছে নন্দবাণী
কার ঘবে খুজ্যা পাল্যে মোব নীলমণি
নফব শ্রীদাম বলে কি জিজ্ঞাস মোবে।
লুকাইয়্যা ছিল কৃষ্ণ যমুনাব তীরে॥
কত মায়া জানে কানু কমলনয়ান।
কালিন্দীর জলে মধ্যে হইল পাষাণ॥
একথা শুনিঞা বাণী জন্মিল বিস্ময়।
কৃষ্ণ কি পাষাণ হয় মনে নাঞি লয়॥
শ্রীদাম বলেন মিথ্যা নাঞি কই আমি।
সাক্ষাতে পাষাণ নৈল্যে হত্যে বল তুমি

[১] গ্রীহে। [২] শ্রেহ। [৩] তপসি।

রাণী বলে ই কি শুনি কাঁদে মোর প্রাণ।
সম্মুখে আমার দেখি হও ত[১] পাষাণ।।
যশোদার বাক্য কৃষ্ণ এড়াত্যে নারিল।
মূর্ত্তিমন্ত শিলা এক ততক্ষণে হৈল্য।।
পাষাণ দেখিয়া রাণী ভাবে মনে মন।
এ কভু মানুষ নয় শ্রীনন্দনন্দন।।
সকল জীবের কর্ত্তা ব্রম এ সংসারে।
মায়া করি হরি বুঝি আল্যা মোর ঘরে।।
এত বলি প্রেমে অশ্রু বহে ঘনে ঘন।
গোবিন্দের বাল্যলীলা জ্ঞানদাসে কন।।

২০

যশোদারে শিলা[২] মূর্তি দিয়্যা দরশন।
প্রকট বালকরূপ হৈল্যা নারায়ণ।।
মনে মনে হাসে কৃষ্ণ জননীর কোলে।
মা মোরে চিনিতে নারে পড়ি গৃহজালে।।
শ্রীদাম বলেন আজি জনম সফল।
যে কথা কহিনু রাণী দেখিলে সকল।।
মরিলে বাঁচাতে পারে তোমার কানাঞি।
বনে গেলে খাত্যে খাত্যে মুখে দেই ভাই।।
একদিন যত শিশু খান্যু বিষজল।
প্রাণদান দিলা কৃষ্ণ রাখাল-সকল।।
বার মাস ধেনু রাখি গহনে কাননে।
একদিন দাবাগ্নি বেড়িল গোপগণে।।
চৌদিগেতে অগ্নিময় রাখিল দৈত্য দ[ ] রি।
আকুল সভার প্রাণ ভয়ে কান্দ্যা মরি।।
হেনকালে কৃষ্ণ আসি অগ্নি কৈল্য পান।
বনমাঝে রাখালে জীবন দিলা দান।।
স্তন পান দিয়া কৃষ্ণে না পার চিনিতে।
মাত[৩]-ভাবে পুতনা চলিল বৈকুণ্ঠেতে।।
সখাভাবে গোধন লইয়্যা সঙ্গে ফিরি।
কৃষ্ণের চাতুরি কত বুঝিতে না পারি।।
রাণী বলে ধন্য শ্রীদাম ধন্য রে তোমায়।
কি গুণে কর্য়াছ বশ মোর যাদুরায়।।

[১] হয়ত। [২] 'সিল্যা'। [৩] মাহ।

কালিন্দী যমুনা ধন্য যতেক গোপিকা।
কোকিল ময়ূর কুঞ্জে শুক যে সারিকা।।
ভ্রমরা ভ্রমরী ধন্য পুষ্পের উদ্যান[১]।
অহর্নিশি ফুলে যার মধু করে পান।।
ধবলি সাওলি ধন্য আর বৎস ধেনু।
গহনের মাঝে গেলে পিছা ফিরে কানু।।
এত বলি যশোদা পড়িলা পুন ভোলে।
কৃষ্ণেরে করাল্য স্নান[২] যমুনার জলে।।
মায়ায় মোহিত হৈলা যশোদার মন।
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা জ্ঞানদাসে কন।।

ইতি শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য-লীলা[৩] সমাপ্ত।

---

[১] উদ্দ্যান। [২] শ্নান। [৩] বাচ্ছল্য লিলা।